ওঁ হরিঃ।

তত্ত্ব-কুসুমাঞ্জলি।

অর্থাৎ

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত অপ্রকাশিত

প্রবন্ধ মালা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

———————————মুহুরহো যন্মজ্জনোন্মজ্জনং

শব্দে বোধসুধাম্বুধৌ শুচিতরে স্নানং বিশুদ্ধিপ্রদং।

বোধসারে দেবপূজা।

কলিকাতা,

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেস,

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

বিজ্ঞাপনী।

অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ [illegible]ঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কোনও পণ্ডিত উল্লেখ [illegible]ন যে ঐরূপ প্রবন্ধ সংখ্যায় ৫০।৬০ খানি হইবে। আমরা ১০। [illegible] খানি [illegible]ত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত দেখিতে পাই। তত্ত্বকুসুমাঞ্জলি নাম দিয়া যে কয়খানি প্রকাশ করা যাইতেছে, এগুলি এপর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। দুই একখানির মূলমাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল অনুবাদ কাহারও হয় নাই।

আচার্য্যের হৃদয় অপূর্ব্ব দেবভূমি; যে কুসুমগুলি তৎপ্রসূত বলিয়া প্রসিদ্ধ বঙ্গভাষায় তাহাদের বিকাশ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; অন্তত একবার দেখিয়াও প্রবাদের সত্যাসত্যতা বিচার করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-গুলি অবসরপূরণস্বরূপ; সন্ন্যাসী মহাত্মাগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়গুলি কিরূপে অতিবাহিত হইত, অবসরে তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ থাকিত, ইহাতে তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। এজন্যই আমরা যত্নসহকারে ঐগুলির সংস্করণ ও অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধি অনুসারে আচার্য্যের পবিত্র নামে প্রকাশ করিলাম। অনেকগুলিই যে প্রসিদ্ধির সাপক্ষ্যে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিবে ইহা আমাদের ধারণা, তাহার পর পাঠকগণ আপনাপন মার্জ্জিত হৃদয়ে যাচাইয়া লইবেন।

পদ্য ও গদ্য রচনানুসারে ইহাদিগকে দুইভাগ করা গেল। প্রথম ভাগে পদ্য; এইগুলি উপদেশ, নিষ্ঠা ও ভক্তিশ্রদ্ধাময় তত্ত্বানুশীলনে পূর্ণ। ভক্তি যোগ, লয় যোগ, ও জ্ঞানগঙ্গাশতক প্রভৃতি অনেক স্থলে, সুন্দর ভাবোচ্ছ্বাস দেখা যায়। আমরা যথাযথ ভাব রক্ষা করিয়া অনুবাদ করিতে যত্ন করিয়াছি, আশা করি পাঠ করিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইবেন। দ্বিতীয় ভাগে গদ্যগুলি নিবেশিত করা গিয়াছে। গদ্যভাগ বেদান্ত বিচারময়; তন্মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রবন্ধটী একখানি সূত্রাত্মক স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ইহার আনন্দগিরি কৃত টীকাটী ও বিচার পদ্ধতিতে রচিত। এরূপ গ্রন্থের বাঙ্গালানুবাদ সুচারুরূপে হওয়া দুর্ঘট। বিচার প্রণালীর রচনা বাঙ্গালা ভাষায় নাই বলিলেই হয়। এ প্রকার অনুবাদে অনেক পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। প্রথম হস্তক্ষেপে আমরা তত স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে পারি নাই, তবে ভাবগুলি পরিস্ফুট

করিতে সম্ভব মত চেষ্টা করা গিয়াছে; সুশ্রাব্যতা ও রীতি শুদ্ধতার অনেক ত্রুটি থাকিবে পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

যাঁহারা এই দার্শনিক রচনাকে ভাষার একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, বাঙ্গালা ভাষার এই অঙ্গটী সম্পূর্ণ দেখিতে তাঁহাদের অবশ্যই কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। অনুবাদাদিতে অনেক দিন মার্জ্জিত লইলে তবে সুশৃঙ্খলা হওয়া সম্ভব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমরা অনুবাদ প্রাঞ্জল করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। ভাষার সরলতায় ভাবের কঠিনতা বড় একটা নিবারিতও হয় না। যাঁহাদের মতে যে কোন কারণে হউক, বাঙ্গালা ভাষা কঠিন হইলেই অগ্রাহ্য, তাঁহাদের সহিত আমরা সর্ব্বাংশে মিলিতে পারিব না। বেদান্তপ্রবন্ধ নিতান্ত সহজ হওয়া সম্ভব নহে, যাহাদের কিছু কিছু আলোচনা আছে, তাঁহারাই অনুবাদ দ্বারা অনেকটা সাহায্য পাইতে পারেন, যাঁহারা একেবারেই আলোচনা রাখেন না অথচ তত সহিষ্ণুও নহেন, এ গ্রন্থে তাঁহাদের তত সন্তোষ আশা করা যায় না। নিম্নে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী দেওয়া গিয়াছে তাহাতে একটু অভিনিবিষ্ট পাঠকের কিছু কিছু সাহায্য হইতে পারে। যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এ গ্রন্থগুলির কোন সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যেন আমাদের উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণ মনে রাখেন ও আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার ক্লেশটুকু সহ্য করেন। ইতি।

কলিকাতা,
ফাল্গুন,
১২৯২ সাল। } শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মা।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।

সদাচারঃ।

সচ্চিদানন্দকন্দায় জগদঙ্কুরহেতবে।
সদোদিতায় পূর্ণায় নমোঽনন্তায় বিষ্ণবে ॥১॥

যিনি একমাত্র নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময় বীজস্বরূপ, (ক) যিনি জগতরূপ অঙ্কুরের হেতু, যিনি সদাপ্রকাশিত, যিনি পূর্ণসত্তায় বিরাজমান, যিনি অনন্ত, সেই পরমদেবতা শ্রীবিষ্ণুকে (খ) গ্রন্থারম্ভে প্রণাম করিতেছি ॥১॥

(ক) শঙ্করাচার্য্যের মতে স্বজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত ভেদরহিত অখণ্ড বিজ্ঞানময় পদার্থই ব্রহ্ম; তাঁহার অবয়ব নাই, সুতরাং অংশাদি কিছুই নাই। শ্রুতিতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ উক্ত হইয়াছে, আচার্য্য ঐ শ্রুতির অখণ্ড একত্ববোধক অর্থই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরব্রহ্মের সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরস্পর ভিন্ন নহে, অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত আনন্দাদি লৌকিক আনন্দাদির ন্যায় ব্রহ্মের গুণবোধক নহে, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপেরই বোধক। দ্বৈতবাদিগণ উক্ত শ্রুতি আশ্রয় করিয়া পরমাণুবাদ প্রভৃতি যাহা যাহা সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, বৈদান্তিকগণ তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

(খ) আমরা সাকার ভাব গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুশব্দকে বিশেষ্য করিলাম, আচার্য্য প্রত্যেক মঙ্গলাচরণেই সাকার নিরাকারে অভেদ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, রুচি অনুসারে পাঠকগণ ইহাকে বিশেষণও করিতে পারেন।

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তগ্রথিতং নির্ম্মলং ফলং।
সদাচারং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং যোগসিদ্ধয়ে ॥২॥
প্রাতঃ স্মরামি দেবস্য সবিতুর্ভর্গমাত্মনঃ।
বরেণ্যং তদ্ধিয়ো যো নশ্চিদানন্দে প্রচোদয়াৎ ॥৩॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
যদেকং কেবলং জ্ঞানং তদেবাস্মি পরং বৃহৎ ॥৪॥

যোগিগণের জ্ঞানযোগসিদ্ধির নিমিত্ত আমি সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্তযুক্ত নির্ম্মল ফলস্বরূপ, সদাচারসমূহ প্রকৃষ্টরূপে এই গ্রন্থে বর্ণন করিব ॥২॥

বিশ্বপ্রসবিতা পরমদেবতা পরমাত্মার যে জ্যোতিঃ আমাদিগের চিত্তকে সর্ব্বদা জ্ঞানানন্দে প্রেরণ করিতেছে, আমি প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়াই সেই পূজনীয় জ্যোতিঃ স্মরণ করি (ক) ॥৩॥ আমাদিগের জাগরণ, অর্দ্ধ-নিদ্রা ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়েই অন্বয় এবং ব্যতিরেক (খ) প্রমাণ দ্বারা যে একমাত্র জ্ঞানপদার্থ উপলব্ধ হয়, আমি সেই পরম মহৎ জ্ঞানপদার্থ হইতে ভিন্ন নহি ॥৪॥

(ক) 'স্মরণ করি', ইত্যাদি স্থলে 'স্মরণ করা বিধেয়' ইত্যাদি অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে; অধ্যাত্মসদাচার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য স্বয়ং তাহা অবলম্বন করিয়াছেন।

(খ) অন্বয় শব্দের সহজ অর্থ অনুবৃত্তি অর্থাৎ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানতা, সেইরূপ ব্যতিরেকশব্দের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অবর্ত্তমানতা। বেদান্তাদি শাস্ত্রকারগণ অন্বয়-ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারা পদার্থের নিত্যানিত্যত্ব বিচার করিয়াছেন, অর্থাৎ যে পদার্থ অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক দেশে অধিককালে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকেই অন্য অপেক্ষা নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রাণিমাত্রেরই জাগরণ, স্বপ্ন (অর্দ্ধনিদ্রা) ও সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা) এই তিন অবস্থা দেখা যায়। এই তিন অবস্থাতেই আমাদের জ্ঞানের ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবের সম্পূর্ণ ব্যত্যয় দেখা যায়; সুতরাং সদাব্যত্যয়রহিত জ্ঞানই একমাত্র

জ্ঞানাজ্ঞানবিনাশোঽয়ং জ্ঞানাজ্ঞানেন শাম্যতি।
জ্ঞানাজ্ঞানং পরিত্যজ্য জ্ঞানমেবাবশিষ্যতে ॥৫॥
অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
অসঙ্গোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা শৌচমেতৎ প্রচক্ষতে ॥৬॥
মন্মনোঽনিলবন্নিত্যং ক্রীড়ত্যানন্দবারিধৌ।
সুস্নাত স্তেন পূতাত্মা সম্যগ্বিজ্ঞানবারিণা ॥৭॥

প্রথমতঃ সংসারে জ্ঞান এবং অজ্ঞান, এই দুই বস্তুই আমাদের অনুভব হয়; এই জ্ঞানাজ্ঞানময় সংসার জ্ঞান এবং অজ্ঞান দ্বারাই (ক) উপশান্ত হইয়া থাকে, অনন্তর জ্ঞানাজ্ঞান উভয়কেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইতে পারিলে একমাত্র জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে (খ)॥৫॥ দেহ অত্যন্ত মলযুক্ত, দেহী অর্থাৎ চৈতন্য নিতান্তই নির্ম্মল এবং কাহারও সহিত লিপ্ত হয় না (গ)। আমি সেই নির্লেপ পদার্থ, ইহা অবগত হওয়াকেই অন্তঃশৌচ (ঘ) কহে॥৬॥ আমার মন বিজ্ঞানরূপ বারিতে সুস্নাত ও তদ্দ্বারা পূতাত্মা হইয়া বায়ুর ন্যায় সর্ব্বদা আনন্দসমুদ্রে ক্রীড়া করিতেছে॥৭॥

নিত্য পদার্থ। এইরূপে শাস্ত্রকারগণ চৈতন্যের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্রে এবিষয়ের বহুতর বিচার আছে, সে সমস্ত আলোচনা না করিলে উক্ত যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব নহে। জিজ্ঞাসুগণ পঞ্চদশী প্রভৃতি দর্শন করিবেন।

(ক) কর্ম্ম। (খ) অর্থাৎ প্রথমত কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানযোগ অবগত হইয়া, তৎপরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৈরাগ্যযোগ সিদ্ধি করিলে যোগী ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। (গ) যেমন পদ্মপত্রাদি উপরিস্থিত জলের সহিত লিপ্ত হয় না। (ঘ) এক্ষণে আচার্য্য শৌচ স্নান প্রভৃতি পৌর্ব্বাহ্নিক বাহ্য আচার সমূহের স্থলে অন্তঃশৌচাদি সদাচার বিধান করিতেছেন। ইহা কেবল যোগিগণেরই কর্ত্তব্য, তথাপি বাহ্যাচার পরিত্যাগ করা আচার্য্যের অভিপ্রায় নহে, কেবলমাত্র বাহ্যাচারে সন্তুষ্ট থাকা যোগিগণের কর্ত্তব্য নহে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত।

অথাঘমর্ষণং কুর্য্যাৎ প্রাণাপাননিরোধতঃ।
মনঃ পূর্ণে সমাধায় ভগ্নকুম্ভং যথার্ণবে ॥৮॥
লয়বিক্ষেপয়োঃ সন্ধৌ মনস্তত্র নিরামিষং।
স সন্ধিঃ সাধিতো যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৯॥
সর্ব্বত্র প্রাণিনাং দেহে জপো ভবতি সর্ব্বদা।
হংসঃ সোঽহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০॥
তর্পণং স্বসুখেনৈব স্বেন্দ্রিয়াণাং প্রতর্পণং।
মনসা মন আলোক্য স্বয়মাত্মা প্রকাশতে ॥১১॥

অনন্তর সমুদ্রমধ্যে ভগ্ন অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত কুম্ভের ন্যায় মনকে পূর্ণব্রহ্মে সমাহিত করিয়া প্রাণ ও অপানবায়ু নিরোধ পূর্ব্বক অঘমর্ষণ করিবে ॥৮॥ নিদ্রা ও জাগরণ (ক) এই উভয়ের সন্ধিকালে মন নিতান্ত নিঃসঙ্গ হইয়া পবিত্র থাকে; যিনি সেই সন্ধ্যার সাধন (খ) করিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্ত হন ॥৯॥ সকল প্রাণিরই দেহমধ্যে সর্ব্বদা 'হংসঃ সোঽহং' এই মন্ত্রজপ স্বভাবতঃ সম্পন্ন হইতেছে, ইহা জ্ঞাত হইলে সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥১০॥ আত্মানন্দরূপ সুখ সম্পাদন দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তি সাধনের (গ) নামই তর্পণ; মন দ্বারা মন আলোকন করিলে (ঘ) আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয় ॥১১॥

(ক) মূলে লয় ও বিক্ষেপ শব্দ আছে। সমাধিও লয় বটে, এস্থলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিদ্রাদি গ্রহণ করা গেল।

(খ) প্রাতঃকালে যেরূপ বাহ্যসন্ধ্যা বিহিত আছে, আচার্য্য সেইরূপ অধ্যাত্ম সন্ধ্যা অর্থাৎ ধ্যানের বিধান করিতেছেন।

(গ) এস্থলে বৈরাগ্য জন্য সন্তোষরূপ তৃপ্তি বুঝিতে হইবে, ভোগজন্য তৃপ্তি নহে। (ঘ) দর্পণ দর্শনস্থলে মনোদর্শন উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রাতঃ-কালে দর্পণে মুখদর্শনের যে বিধান আছে, মনোমধ্যে আত্মদর্শন তাহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য।

স্বাত্মনি স্বপ্রকাশাগ্নৌ চিত্তমেকাহুতিং ক্ষিপেৎ।
অগ্নিহোত্রী স বিজ্ঞেয় শ্চেতরো নামধারকঃ॥ ১২॥
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো দেহী দেবো নিরঞ্জনঃ।
সোঽর্চ্চিতঃ সর্ব্বভাবেন স্বানুভূত্যা বিরাজতে॥ ১৩॥
মৌনং স্বাধ্যায়নং ধ্যানং ধ্যেয়ব্রহ্মানুচিন্তনং।
জ্ঞানেনেতি তয়োঃ সম্যগন্তর্দেবস্য দর্শনং॥ ১৪॥
অতীতানাগতং কিঞ্চিন্ন স্মরামি ন চিন্তয়ে।
রাগদ্বেষং বিনা প্রাপ্তং ভুঞ্জাম্যন্নং শুভাশুভং॥ ১৫॥

আত্মারূপ স্বপ্রকাশ অগ্নিতে চিত্তরূপ আহুতি প্রদান করিবে; ইহাই প্রধান আহুতি। যিনি নিত্য এইরূপে হোম করিয়া থাকেন তিনিই প্রকৃত অগ্নিহোত্রী, অন্যে নামধারী মাত্র॥ ১২॥

দেহই দেবালয় এবং দেহীই স্বপ্রকাশ দেবতা; সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পূজা করিলে তিনি স্বীয়ানুভবে বিরাজিত হন॥ ১৩॥

মৌনাবলম্বনই স্বাধ্যায় এবং একমাত্র ধ্যেয় পরব্রহ্মের চিন্তা করাই ধ্যান; এই উভয়ের সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়॥ ১৪॥

আমি ভূত ও ভবিষ্যৎ কিছুই চিন্তা করিনা (ক) এবং অনুরক্তি ও বিরক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভাশুভরূপ (খ) উপস্থিত অন্ন ভোগ করিয়া থাকি॥ ১৫॥

হঠযোগাভ্যাসই (গ) সন্ন্যাস; কষায় বস্ত্র পরিধান করা সন্ন্যাস নহে; আমি বিষয়াসক্ত দেহ নহি, কিন্তু নিস্পৃহ আত্মস্বরূপ, (ঘ) এইরূপ

(ক) অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যতের চিন্তায় অভিভূত হই না। (খ) সুখদুঃখরূপ।

(গ) ইন্দ্রিয়াদিদমনার্থ ক্রিয়াবিশেষ।

(ঘ) অর্থাৎ বাহ্যত্যাগ সন্ন্যাস নহে, বাসনাত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস; আত্মস্বরূপ জানিতে পারিলেই তাহা সিদ্ধ হয়।

হঠাভ্যাসো হি সন্ন্যাসো নৈব কাষায়বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণং ॥ ১৬ ॥
অভয়ং সর্ব্বভূতানাং দানমাহুর্মনীষিণঃ।
নিজানন্দে স্পৃহাং কুর্য্যাদ্ বৈরাগ্যং স্যাদধর্ম্মতঃ ॥ ১৭ ॥
বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্মননং চোপপত্তিভিঃ।
যোগেনাভ্যসনং নিত্যং ততো দর্শনমাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥
শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাচ্ছব্দাদেবাপরোক্ষধীঃ।
প্রসুপ্তঃ পুরুষো যদ্বচ্ছব্দেনৈবাববুধ্যতে ॥ ১৯ ॥
আত্মানাত্মবিবেকেন জ্ঞানং ভবতি নিশ্চলং।
গুরুণা বোধিতং শিষ্যঃ শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥

নিশ্চয়ই সন্ন্যাসের সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥ ১৬ ॥ সর্ব্বপ্রাণিকে অভয় দান করা-কেই পণ্ডিতগণ দান কহিয়া থাকেন; কেবলমাত্র নিজানন্দে স্পৃহা (ক) করিতে পারিলেই যাবতীয় অধর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মে ॥ ১৭ ॥ নিত্য বেদান্ত-শাস্ত্র শ্রবণ এবং যুক্তি দ্বারা তাহার অনুচিন্তন ও যোগদ্বারা সেই শাস্ত্রফল অভ্যাস করিতে পারিলে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ১৮ ॥ শব্দের শক্তি অচিন্ত্য (খ); যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি শব্দ দ্বারাই প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মবোধক বেদান্তশব্দ দ্বারাই অপ্রত্যক্ষ আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

আত্মা এবং অনাত্ম এই দুই পদার্থের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই

(ক) বিষয়স্পৃহাই বিষয়াসক্তির কারণ, কেবল ব্রহ্মানন্দে স্পৃহা করিলে বিষয়স্পৃহা সুতরাং নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।

(খ) বর্ণাত্মক শব্দের (ভাষার) মহিমাবশতঃই জগতে যাবতীয় জ্ঞানের উন্নতি হয় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

ন ত্বং দেহো নেন্দ্রিয়াণি ন প্রাণো ন মনো ন ধীঃ।
বিকারিত্বাদ্বিনাশিত্বাদ্দৃশ্যত্বাচ্চ ঘটো যথা॥ ২১॥
বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনং।
যদেকং কেবলং জ্ঞানং তত্ত্বমস্যদ্বয়ং পরং॥ ২২॥
শব্দস্যাসংজ্ঞয়াঽসিদ্ধং মনসোঽপি তথৈব চ।
মধ্যে সাক্ষিতয়া নিত্যং তদেব ত্বং ভ্রমং জহি॥ ২৩॥

বুদ্ধি নিশ্চল হয়, তখন শিষ্য গুরুবোধিত শব্দব্রহ্ম (ক) অতিক্রম করেন (খ)॥ ২০॥

যে ব্যক্তি কোন একটি ঘট দর্শন করে, সে যেমন সেই দৃশ্য ঘট হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কখনই সেই ঘটস্বরূপ হইতে পারে না, সেইরূপ তুমি (আত্মা) তোমার দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কখনই তুমি দেহাদিস্বরূপ হইতে পার না; বিশেষতঃ দেহাদি বিকারী অর্থাৎ বিকৃত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং বিনাশী অর্থাৎ মরণের পর মৃতব্যক্তির অদৃশ্য হইয়া যায়, আত্মা কখনই সেরূপ হইতে পারেন না (গ)॥ ২১॥

জন্ম মরণ প্রভৃতি বিশেষরহিত স্বপ্রকাশ একমাত্র জ্ঞানই বিশুদ্ধ অর্থাৎ অবিকারী পদার্থ, তুমি সেই অদ্বিতীয় পরম বস্তু॥ ২২॥ সে পদার্থের নাম নাই, সুতরাং তাহা শব্দের অগোচর; সেইরূপ অচিন্তনীয় বলিয়া তাহা মনেরও অগোচর; কিন্তু তাহা সকলেরই মধ্যে সাক্ষিস্বরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। তুমি সেই সর্ব্বসাক্ষী পদার্থ, অতএব ভ্রম ত্যাগ কর॥ ২৩॥

(ক) কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদবিধান।

(খ) অর্থাৎ তখন ব্রতযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মধর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের অধিকারী হন।

(গ) জ্ঞানরূপী আত্মার বিকার নাই, তিনি সর্ব্বদাই নিজ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়স্বরূপে বর্ত্তমান; আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি নামক গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

স্থূলবৈরাজয়োরৈক্যং সূক্ষ্মহৈরণ্যগর্ভয়োঃ।
অজ্ঞানমায়য়োরৈক্যং প্রত্যগ্বিজ্ঞানপূর্ণয়োঃ ॥ ২৪ ॥
চিন্মাত্রৈকরসে বিষ্ণৌ ব্রহ্মাত্মৈক্যস্বরূপকে।
ভ্রমেণৈব জগজ্জাতং রজ্জ্বাং সর্পভ্রমো যথা ॥ ২৫ ॥

ভিন্ন ভিন্ন স্থূল শরীরে অভিমানী চৈতন্য ও তাহাদের সমষ্টিস্বরূপ বিরাট্ চৈতন্য এ উভয়ে বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী চৈতন্য ও তাহাদের সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য চৈতন্য এ উভয়ও অভিন্ন। এই প্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ তমঃপ্রধান প্রকৃতি এবং মায়া অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি ইহারাও এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা এ উভয়ও এক পদার্থ (ক) ॥ ২৪ ॥ যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় জগদ্ব্যাপ্ত একমাত্র আত্মস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে এই সমস্ত জগৎ ভ্রমহেতুই প্রতীয়মান হইতেছে ॥২৫॥ নৈয়ায়িকগণ বাচ্যভাগ গ্রহণ করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে দুই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্পষ্টত নির্দ্দেশ করেন, সাঙ্খ্যযোগবেত্তাগণ লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন; (খ) কেবল বেদান্ত শাস্ত্রেই ঐ উভয়ের একতা প্রতি—

(ক) একটী স্থূলশরীরে যাঁহার অভিমান অর্থাৎ 'আমি শরীর' এইরূপ ভ্রম তিনি স্থূল; সমস্ত স্থূল শরীর গুলিতে যাঁহার অভিমান তিনি বিরাট্। এইরূপ খণ্ড লিঙ্গ শরীরে অভিমানী সূক্ষ্ম ও সমস্ত লিঙ্গ শরীরসমষ্টিতে অভিমানী হিরণ্যগর্ভ। অবিদ্যোপাধি জীব, মায়োপাধি ঈশ্বর। এইগুলি সংজ্ঞামাত্র, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল না।

(খ) নৈয়ায়িকগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার গুণ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে জীবের গুণ অনিত্য ও পরমাত্মার গুণ নিত্য। সাঙ্খ্যমতে সমস্ত আত্মাই নির্গুণ বিশুদ্ধ জ্ঞানময় পদার্থ কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন; এই আত্মভেদ বিষয়েই সাঙ্খ্য বেদান্তে মতভেদ, অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের পথ প্রায়ই একরূপ। বেদান্ত-মতে চরাচর সমস্ত বিশ্বই এক অখণ্ড মহান্ চিন্ময় পদার্থ; ভেদজ্ঞান ভ্রমমাত্র। জীব ও ঈশ্বর এইরূপ ভেদোক্তি স্থলে গুণাদিরূপ বাচ্যার্থ লইয়াই ভেদ, লক্ষ্যার্থ চৈতন্যের পরস্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই; অথচ বাচ্যলক্ষ্য বস্তুতঃ কিছুই নহে, এক নির্ব্বিকল্প জ্ঞানময় বস্তুতে বাচ্যাদি নিখিল বিকল্প পর্য্যবসিত হয়।

তার্কিকাণাঞ্চ জীবেশৌ বাচ্যাবেতৌ বিদুর্বুধাঃ।
লক্ষ্যৌ চ সাঙ্খ্যযোগাভ্যাং বেদান্তে হ্যেকতা তয়োঃ॥২৬॥
কার্য্যকারণবাচ্যাংশৌ জীবেশৌ যৌ জহচ্চ তৌ।
অজহচ্চ তয়োর্লক্ষ্যৌ চিদংশাবেকরূপিণৌ॥২৭॥

পদিত হইয়াছে॥২৬॥ বেদাদিশাস্ত্রে কারণরূপে ঈশ্বর এবং কার্য্যরূপে জীব উক্ত হইয়াছে, এই কার্য্য এবং কারণাংশই শাস্ত্রের বাচ্য। ঐ বাচ্যভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা দ্বারা (ক) পদার্থ-গ্রহ করিলে অবশিষ্ট লক্ষ্যভাগ একমাত্র চিন্ময় পদার্থরূপেই প্রতীত হয়॥২৭॥ কর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে জ্ঞান কোথায়? তর্ক শাস্ত্র দ্বারাও কিছু নিশ্চয়

(ক) বেদান্তমতে ঘটপটাদি বর্ণাত্মক শব্দ, দ্বিবিধ বৃত্তি দ্বারা অর্থবোধ জন্মায়। প্রথম অভিধা বা শক্তি বা সহজবৃত্তি, তদ্দ্বারা বোধ্য যে অর্থ, তাহাকে শক্য বা বাচ্য অর্থ কহে;—যেমন গঙ্গাশব্দে নদীখাতমধ্যবর্ত্তী জলপ্রবাহ। দ্বিতীয় লক্ষণাবৃত্তি,—যে স্থলে সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে একবাক্যস্থিত শব্দসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধ সম্ভব হয় না, অথবা বিশেষ তাৎপর্য্য দেখা যায় না, তথায় বক্তার অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিয়া সহজ অর্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর কোন অর্থ উদ্ভাবন করা আবশ্যক হয়;—যেমন গঙ্গায় গোপগণ বাস করে, এই বাক্যে গোপগণের জলপ্রবাহে বাস সম্ভব না হওয়ায়, গঙ্গাশব্দে জল-প্রবাহের সমীপবর্ত্তী তীরাদি অর্থ গ্রহণ করিতে হয়;—এইরূপ বৃত্তির নাম লক্ষণা, শব্দের নাম লক্ষক ও অর্থের নাম লক্ষ্য। এই লক্ষণা সামান্যতঃ তিন প্রকার,—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা ও জহদজহৎস্বার্থা। যে স্থলে লক্ষক শব্দ একেবারে বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করে, সেখানে জহৎস্বার্থা, যেমন পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ। যথায় বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তাহারই সহিত অপর কোন অর্থবোধ জন্মায়, সে স্থলে অজহৎস্বার্থা;—যেমন ছত্র যাইতেছে বলিলে, ছত্র ও ছত্রধারী কোন খর্ব্ব পুরুষ, উভয়ই বুঝিতে হয়। যথায় লক্ষক শব্দ বাচ্যার্থের অংশমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ গ্রহণ করে,

কর্ম্মশাস্ত্রে কুতো জ্ঞানং তর্কে নৈবাস্তি নির্ণয়ঃ।
সাংখ্যযোগৌ ভিদাপন্নৌ শাব্দিকাঃ শব্দতৎপরাঃ॥২৮॥
অন্যেষাং পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে জ্ঞানবার্ত্তাসু দুর্ব্বলাঃ।
একং বেদান্তবিজ্ঞানং স্বানুভূত্যা বিরাজতে॥২৯॥

হয় না, সাঙ্খ্য এবং যোগশাস্ত্রও পরস্পর মতভেদপূর্ণ, শাব্দিকগণ কেবল শব্দনির্দ্দেশতৎপর ।।২৮।। অন্যান্য সকল শাস্ত্রেরই পণ্ডিতগণ জ্ঞানবার্ত্তা-বিষয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল, কেবল একমাত্র বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞানই স্বপ্রভাবে বিরাজ করিতেছে ।।২৯।।

আমি এবং আমার এইপ্রকার জ্ঞানই বন্ধ; আমি কর্ত্তা নহি এবং আমার কিছুই নয়, এই প্রকার জ্ঞানই মুক্তি; এই বন্ধ এবং মোক্ষ সম্বাদি-

---

তথায় জহদজহৎস্বার্থা। এই লক্ষণায় লক্ষ্য অর্থ, বাচ্যভিন্ন না হইয়া বাচ্যের একভাগ মাত্র গ্রহণ করে বলিয়া, ইহাকে ভাগলক্ষণাও বলা যায়। যেমন "তত্ত্বমসি" এই উপনিষদ্‌বাক্যে শ্বেতকেতুনামক ঋষিবালককে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, 'শ্বেতকেতো! তুমি (জীব) সেই (ঈশ্বর) হও।' এস্থলে ত্বং পদের বাচ্যার্থ অল্পজ্ঞ চৈতন্য অর্থাৎ জীব, তৎপদের বাচ্যার্থ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর; এই উভয়ের অভেদান্বয় সম্ভব নহে। অতএব লক্ষণা দ্বারা অল্পজ্ঞত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চৈতন্যাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক একতা-অন্বয় অনুভব করিতে হয়। সেইরূপ এস্থলেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরের কারণাংশ অর্থাৎ মায়া (সর্ব্বজ্ঞত্বাদি) ও জীবের বাচ্যাংশ অর্থাৎ অবিদ্যা (অল্পজ্ঞত্বাদি) পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চৈতন্যাংশে সম্পূর্ণ অভেদ লক্ষ্য করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। আচার্য্যের অভিপ্রায় যে, যদিও শাস্ত্রে কোথাও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কথিত হইয়া থাকে, তবে তাহা কার্য্যকারণরূপ ঔপাধিক অংশে মাত্র, চৈতন্যরূপ স্বরূপ অংশে নহে। অতএব অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্মেই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য; তাহা খণ্ডন করা ভ্রমমাত্র।

অহং মমেত্যয়ং বন্ধো মমাহন্নেতি মুক্ততা।
বন্ধমোক্ষৌ গুণৈর্ভাতো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ॥৩০॥
জ্ঞানমেকং সদা ভাতি সর্ব্বাবস্থাসু নির্ম্মলং।
মন্দভাগ্যা ন জানন্তি স্বরূপং কেবলং বৃহৎ ॥৩১॥
সঙ্কল্পসাক্ষিণং জ্ঞানং সর্ব্বলোকৈকজীবনং।
তদস্মীতি চ যো বেদ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৩২॥
প্রমাতাচ প্রমাণঞ্চ প্রমেয়ং প্রমিতিস্তথা।
তস্য ভাসাঽবভাসেত মানং জ্ঞানায় তস্য কিং ॥৩৩॥

গুণত্রয় দ্বারাই প্রতিভাত (ক) হয়; ঐ গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, আত্মা হইতে নহে ॥৩০॥ জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই একমাত্র সুনির্ম্মল জ্ঞান প্রতিভাত হয়; মন্দভাগ্যগণ সেই অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ও মহৎ আত্ম-স্বরূপকে জানিতে পারে না ॥৩১॥ সর্ব্বলোকের একমাত্র জীবনস্বরূপ জ্ঞানই সকল সঙ্কল্পের সাক্ষীভূত; আমি সেই জ্ঞানময় পদার্থ, ইহা যিনি জানিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত ॥৩২॥ সেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান ও প্রমাণ এই সমস্ত ভাসিত হয়, সুতরাং সেই স্বতঃ প্রমাণের জ্ঞানবিষয়ে আর কি প্রমাণ হইতে পারে (খ) ॥৩৩॥ যখন কোন

(ক) সত্ত্বাদি-ত্রিগুণময়ী বুদ্ধির অনাদিবাসনা থাকাতেই চিদাভাস-তাহাতে পতিত হয়। তখন সেই আভাসবশতঃ বুদ্ধি ও চৈতন্যের একত্ব-ভ্রম হওয়ায় বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি চৈতন্যে অনুভূত হয়। ইহাই আত্মার বন্ধ। সেইরূপ বুদ্ধির অনাদিবাসনা জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইলে, ঐ আভাসাদি নিবৃত্ত হইয়া সুখদুঃখ নিবৃত্ত হওয়াই মোক্ষ। সুতরাং আত্মার বন্ধমোক্ষ সত্ত্বাদি-গুণময়ী বুদ্ধিরই কার্য্য।

(খ) চিদাভাসপ্রাপ্তি না হইলে বুদ্ধির জড়ত্ব নষ্ট হয় না, সুতরাং চৈতন্যই নিজাভাস দ্বারা সমস্ত ভাসিত অর্থাৎ প্রকাশিত করে। অতএব প্রকাশক চৈতন্যের আর কেহই প্রকাশক হইতে পারে না, সুতরাং চৈতন্য স্বপ্রকাশ

অর্থাকারা ভবেদ্বৃত্তিঃ ফলেনার্থঃ প্রকাশতে।
অর্থজ্ঞানং বিজানাতি স এবার্থঃ প্রকাশতে ॥৩৪॥
অর্থজ্ঞানং বিজানাতি স এবার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
বৃত্তিব্যাপ্যত্বমেবাস্ত ফলব্যাপ্তিঃ কথং ভবেৎ ॥৩৫॥
স্বপ্রকাশস্বরূপত্বাৎ শুদ্ধত্বাচ্চ চিদাত্মনঃ।
চিত্তং চৈতন্যমাত্রেণ সংযোগাচ্চেতনং ভবেৎ ॥৩৬॥

বস্তু আমাদিগের কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন আমাদের চিত্ত সেই ইন্দ্রিয়পথদ্বারা সেই বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া তাহার আকার ধারণ করে, অনন্তর সেই চিত্তে জ্ঞানরূপী প্রকাশময় আত্মপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে (ক) তাহারই জ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হয়; সুতরাং যাহা সমস্ত অর্থকে প্রকাশ করে, সেই চৈতন্যই একমাত্র প্রকাশময় পদার্থ ॥৩৪॥ যে পদার্থ (খ) সমুদায় পদার্থকে জানিতে পারে, তাহাই পরম পদার্থ; ইহার বৃত্তিব্যাপ্তিই হইতে পারে, ফলব্যাপ্তির (গ) কোন সম্ভাবনা নাই ॥৩৫॥

অর্থাৎ স্বানুভবসিদ্ধ; তাঁহার সিদ্ধির নিমিত্ত আর্য্যশাস্ত্রমতে আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। যে নাস্তিকগণ এই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ চৈতন্যেরও অপলাপে প্রস্তুত, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।

(ক) চিত্তপদার্থ স্বভাবতঃই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। তাহার সহিত অনাদি অবিদ্যাজন্য সম্বন্ধ থাকায়, তাহাতে আত্মার ছায়া পতিত হয়, ইহাকেই বেদান্তে চিদাভাস কহে। ঐ চিদাভাসই নিখিল ভোগ-ভ্রমের কারণ, উহা নিবৃত্ত হইলেই আত্মার সুখদুঃখভ্রম নিবৃত্তি অর্থাৎ স্বারূপ্যমুক্তি লাভ হয়। (খ) অর্থাৎ আত্মা। (গ) বৃত্তিব্যাপ্তি অর্থাৎ চিত্তের আত্মাকার পরিণামের যোগ্যতা, ফলব্যাপ্তি অর্থাৎ চিদাভাস প্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হওয়া। স্বপ্রকাশ আত্মপদার্থের প্রকাশার্থ আর চিদাভাসের আবশ্যক হয় না অর্থাৎ আত্মপ্রতিবিম্ব আত্মভিন্ন পদার্থকেই প্রকাশ করিবার জন্য, আত্মাকে প্রকাশ করিবার জন্য নহে।

অর্থাদর্থে যদা বৃত্তিং গতং চলতি চান্তরে।
নিরাধারা নির্ব্বিকারা যা দশা সাঽত্মনি স্মৃতা ॥৩৭॥
চিত্তং চিচ্চ বিজানীয়াত্তকাররহিতং সদা।
তকারং বিষয়াকারং জবারাগং যথাঽমলে ।৩৮।।
জ্ঞেয়বস্তুপরিত্যাগাৎ জ্ঞানং তিষ্ঠতি কেবলং।
ত্রিপুটী ক্ষীণতামেতি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৩৯॥

চিদাত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ (ক) এবং নির্ম্মল, এই হেতু চিত্ত (খ) সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের সংযোগমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই চেতনের ন্যায় হইয়া থাকে ॥৩৬॥

মন যখন এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া (গ) গমন করে, তখন (ঘ) যেরূপ নির্ব্বিকার এবং নিরাধার অবস্থা হয়, আত্মার সর্ব্বদাই সেইরূপ অবস্থা জানিবে ॥৩৭॥

আত্মা বিষয়জ্ঞানকালে চিত্তাকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই তকাররহিত অর্থাৎ (ঙ) চিৎ পদার্থ। যেমন নির্ম্মল স্ফটিকাদিতে জবাপুষ্পের লৌহিত্য সংলগ্ন হয়, সেইরূপ বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়াই চিৎস্বরূপ আত্মা তকারযুক্ত অর্থাৎ চিত্ত-ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।।৩৮।।

সমস্ত জ্ঞেয়বিষয় পরিত্যাগ করিলে কেবল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে; তখন ত্রিগুণময় পুট (চ) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় এবং জীব ব্রহ্মনির্ব্বাণ (ছ) লাভ করে ।।৩৯।।

(ক) স্বয়ং জ্ঞানময়, নিজ জ্ঞানের জন্য কাহারও অপেক্ষা করেনা, যেমন আলোক নিজ প্রকাশের জন্য অন্য আলোক অপেক্ষা করেনা। (খ) মন। (গ) তদাকার হইয়া। (ঘ) সেই পূর্ব্ব বিষয় ত্যাগ ও পর বিষয় প্রাপ্তির মধ্যকালে। (ঙ) চিত্ত ও চিৎ এই দুইটী শব্দ লইয়া তকারের যোগ-বিয়োগ বুঝিতে হইবে।

(চ) পুট অর্থে ঠোঙা, ত্রিগুণময় পুট অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময় চিত্তবন্ধ। (ছ) মুক্তি; বৈদান্তিক মতে সর্ব্বত্রই কৈবল্য মুক্তি বুঝিতে হইবে।

মনোমাত্রমিদং সর্ব্বং তন্মনো জ্ঞানমাত্রকং।
অজ্ঞানং ভ্রমমিত্যাহু র্বিজ্ঞানং পরমং পদং ॥৪০॥
অজ্ঞানং চেত্যর্থজ্ঞানং মায়ামেতাং বদন্তি তে।
ঈশ্বরং মায়িনং বিদ্যান্মায়াতীতং নিরঞ্জনং ॥৪১॥
সদানন্দে চিদাকাশে মায়া মেঘস্তড়িন্মনঃ।
অহন্তা গর্জ্জনং তত্র ধারাসারোহি যত্তমঃ ॥৪২॥
মহামোহান্ধকারেঽস্মিন্ দেবো বর্ষতি লীলয়া।
অস্যা বৃষ্টে র্বিরামায় প্রবোধৈকারুণোদয়ঃ ॥৪৩॥
জ্ঞানং দৃগ্‌দৃশ্যয়ো র্জ্ঞানং বিজ্ঞানং দৃশ্যশূন্যতা।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥৪৪॥

পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই সমস্ত বিশ্বই মনোমাত্র (ক), সেই মন জ্ঞানমাত্র; অজ্ঞান ভ্রম এবং বিজ্ঞান পরম বস্তু ॥৪০॥ তাঁহারা যাবতীয় বিষয়জ্ঞানকেই (খ) অজ্ঞান এবং মায়া বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরকে সেই মায়ার অধীশ্বর এবং নিরঞ্জন বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে মায়ার অতীত জানিবে ॥৪১॥ সদানন্দময় চৈতন্যাকাশে মায়া মেঘস্বরূপ, মন তড়িৎস্বরূপ, অহঙ্কার মেঘগর্জ্জনস্বরূপ এবং অজ্ঞানই বৃষ্টিস্বরূপ ॥৪২॥

দীপ্তিমান্ পরমেশ্বর নিজ লীলা বিস্তার পূর্ব্বক মহামোহান্ধকারসমাচ্ছন্ন সংসারে অধিকতর অন্ধকারবৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, একমাত্র জ্ঞানসূর্য্যের আবির্ভাবেই এই বৃষ্টি নিবারিত হয় ॥৪৩॥

দৃশ্য এবং দ্রষ্টা এই উভয়ের জ্ঞানকে জ্ঞান কহে এবং দৃশ্য কিছুই নহে, কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপ ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় পদার্থ, সংসারে নানাত্ব নাই, এইরূপ

(ক) আচার্য্যের মতে সমস্ত পদার্থই সঙ্কল্পজন্য, মন সঙ্কল্পাত্মক, অতএব সমস্ত বিশ্বই মনোমাত্র, তদনুসারে যখন কাহারও চিত্ত বিলীন অথবা মূর্চ্ছাদি প্রাপ্ত হয়, তৎকালে তাহার নিকট বিশ্বের অস্তিত্বই থাকে না। (খ) অস্মদাদির ন্যায় বিষয়ের সুখদুঃখজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান নহে।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং তজ্জ্ঞানং জ্ঞানমুচ্যতে।
বিজ্ঞানং চোভয়োরৈক্যং ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ ॥৪৫॥
পরোক্ষং শাস্ত্রজং জ্ঞানং বিজ্ঞানং চাত্মদর্শনং।
আত্মনো ব্রহ্মণোঃ সম্যগুপাধিদ্বয়বর্জ্জিতং ॥৪৬॥
ত্বমর্থবিষয়ং জ্ঞানং বিজ্ঞানং তৎপদাশ্রয়ং।
পদয়োরৈক্যবোধস্তু জ্ঞানবিজ্ঞানসংজ্ঞকং ॥৪৭॥

জ্ঞানকে বিজ্ঞান (ক) কহে ॥৪৪॥ ক্ষেত্র (খ) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (গ) এই উভয়ের জ্ঞানকে জ্ঞান বলে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে ॥৪৫॥ শাস্ত্রাধ্যয়ন-জন্য পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে জ্ঞান কহে এবং জীব ও ঈশ্বরের উপাধিভাগ (ঘ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্ ঐক্যজ্ঞানরূপ সাক্ষাৎ আত্মদর্শনকে বিজ্ঞান কহে ॥৪৬॥ তত্ত্বমসি এই বাক্যে ত্বম্পদার্থের (ঙ) যে জ্ঞান তাহাকে জ্ঞান কহে এবং তৎপদার্থের (চ) যে জ্ঞান তাহাকে বিজ্ঞান কহে; উভয় পদার্থের যে ঐক্যজ্ঞান, তাহা জ্ঞানবিজ্ঞান নামে (ছ) কথিত হয় ॥৪৭॥

(ক) অভিধানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিন্ন প্রকার অর্থ উক্ত আছে, আচার্য্য এস্থলে তাহা গ্রহণ করেন নাই। (খ) দেহ। (গ) জীবাত্মা।

(ঘ) উপ সমীপে আধীয়তে ইতি উপাধিঃ অর্থাৎ যাহা নিকটে থাকে, এই ব্যুৎপত্তি হইতে উপাধি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে যাহা সমীপে থাকিয়া নিজের কার্য্য সমীপস্থের উপর আরোপ করে, তাহাকে শাস্ত্রে সামান্যত উপাধি কহে। যেমন অগ্নির কার্য্য দাহ, কিন্তু অগ্নিময় লৌহপিণ্ড দেখিয়া আপাততঃ বোধ হয় যে, লৌহপিণ্ডই দগ্ধ করিতেছে। এস্থলে অগ্নি লৌহপিণ্ডের উপাধি, যেহেতু উহা ঐ লৌহপিণ্ডের সমীপস্থ থাকিয়া তাহাতে নিজের কার্য্য আরোপ করিতেছে। এখানে অবিদ্যা জীবাত্মার উপাধি ও মায়া ঈশ্বরের উপাধি। এই উভয় উপাধিভাগ পরিত্যাগ করিলে বিশুদ্ধ চৈতন্যাংশই অবশিষ্ট থাকে। (ঙ) জীবাত্মার। (চ) পরমাত্মা। (ছ) আচার্য্য ঐক্যজ্ঞানের উৎকর্ষজ্ঞাপনের জন্যই উভয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

আত্মানাত্মবিবেকঞ্চ জ্ঞানমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
অজ্ঞানং চান্যথা লোকে বিজ্ঞানং তন্ময়ং জগৎ ॥৪৮॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সর্ব্বত্রৈক্যং প্রপশ্যতি।
যত্তদ্বৃত্তিজং জ্ঞানং বিজ্ঞানং জ্ঞানমাত্রকং ॥৪৯॥
অজ্ঞানধ্বংসকং জ্ঞানং বিজ্ঞানং চোভয়াত্মকং।
জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠেয়ং তৎসদ্ব্রহ্মণি চার্পণং ॥৫০॥
ভোক্তা সত্ত্বগুণঃ শুদ্ধো ভোগানাং সাধনং রজঃ।
ভোগ্যং তমোগুণং প্রাহুরাত্মা চৈষাং প্রকাশকঃ ॥৫১॥

পণ্ডিতগণ আত্ম এবং অনাত্ম এই উভয়ের পার্থক্যবোধকে জ্ঞান কহেন, বিপরীত বোধকে (ক) অজ্ঞান কহেন এবং জগৎ তন্ময়, এই জ্ঞানকে বিজ্ঞান কহেন ॥৪৮॥ অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা সর্ব্বত্র ঐক্যদৃষ্টি হইলে, যাহা বৃত্তিজন্য জ্ঞান (খ) ও বিজ্ঞান শব্দে কথিত হইয়াছে, সমস্তই একমাত্র জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় (গ) ॥৪৯॥ জ্ঞান অজ্ঞানের ধ্বংসক, সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞানাত্মক নহে, কিন্তু বিজ্ঞান (ঘ) জ্ঞানাজ্ঞান উভয়াত্মক। (ঙ) তৎপদপ্রতিপাদ্য সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সমস্ত বুদ্ধির অর্পণ করাই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিষ্ঠা ॥৫০॥ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই ভোক্তা, রজোগুণ ভোগের সাধন এবং তমোগুণ ভোগ্য। আত্মা ভোক্তা ভোগসাধন বা ভোগ্য কিছুই নহে, কেবল সমুদায়ের প্রকাশকমাত্র ॥৫১॥ যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রকাশক বেদাদি অধ্যয়ন করেন এবং মননাদি দ্বারা

(ক) অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবোধকে।

(খ) চিত্তের বিষয়সংক্রান্ত জ্ঞান। (গ) অর্থাৎ তখন কেবল আত্মস্বরূপ একমাত্র পদার্থই উপলব্ধ হয়। (ঘ) আত্মা। (ঙ) অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ অখণ্ড অদ্বিতীয় পদার্থ। অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ বশতই যাবতীয় ভেদজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, নতুবা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার ভেদলেশমাত্র নাই, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই আচার্য্য পুনঃপুনঃ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

ব্রহ্মাধ্যয়নসংযুক্তো ব্রহ্মচর্য্যরতঃ সদা।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বেদ ব্রহ্মচারী স উচ্যতে ॥৫২॥
গৃহস্থো গুণমধ্যস্থঃ শরীরং গৃহমুচ্যতে।
গুণাঃ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি নাহং কর্ত্তেতি বুদ্ধিমান্ ॥৫৩॥
কিমুগ্রৈশ্চ তপোভিশ্চ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
হর্ষামর্ষবিনির্মুক্তো বানপ্রস্থঃ স উচ্যতে ॥৫৪॥
স যতির্যো গৃহাতীতঃ শরীরং গৃহমুচ্যতে।
গুণাঃ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি নাহং কর্ত্তেতি বুদ্ধিমান্ ॥৫৫॥

সর্ব্বদা ব্রহ্মালোচনে (ক) রত ও সকল পদার্থকেই ব্রহ্মময় জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী ॥৫২॥ যিনি সত্ত্বাদিগুণের মধ্যস্থ, (খ) তিনিই গৃহস্থ; শরীরই গৃহ। গুণসকলই কর্ম্ম করিতেছে, আমি কর্ত্তা নহি, এইরূপ জ্ঞানশালী লোকই বুদ্ধিমান্ ॥৫৩॥ যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার উগ্র তপস্যার কি প্রয়োজন? যিনি রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই বানপ্রস্থ (গ) বলা যায় ॥৫৪॥

শরীরই গৃহ, (ঘ) যিনি সেই গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন (ঙ) তিনিই সন্ন্যাসী; গুণ সকলই কর্ম্ম করিতেছে, আমি কর্ত্তা নহি, এইরূপ জ্ঞানশালী লোকই বুদ্ধিমান্। ॥৫৫॥

(ক) মূলে ব্রহ্মচর্য্য শব্দ আছে, সামান্যত তাহার অর্থ অষ্টাঙ্গ মৈথুনত্যাগ, কিন্তু আচার্য্যের অভিপ্রায়ে যোগিগণের তাহাই যথেষ্ট নহে, মনন নিদিধ্যাসনাদিই প্রকৃত অধ্যাত্ম ব্রহ্মচর্য্য।

(খ) গুণত্রয়ের বশীভূত; অর্থাৎ গৃহত্যাগী হইয়াও যদি কেহ ত্রিগুণময়ী মায়া পরিত্যাগে অসমর্থ হন, তবে তিনি গৃহস্থই থাকেন।

(গ) অর্থাৎ বনে গমন করিলেই বানপ্রস্থ বলা যায় না।

(ঘ) গৃহসাধ্য ভোগের আয়তন বলিয়া গৃহস্বরূপ।

(ঙ) শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সদাচারমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে মনঃ।
সংসারসাগরাত্তূর্ণং মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যভগবৎপূজ্যপাদবিরচিতং
সদাচারপ্রকরণং সমাপ্তং।

হরিঃ। ওঁ।

যাঁহারা এই সদাচারগ্রন্থে প্রত্যহ মনঃসমাধান করেন, তাঁহারা সংসার-সাগর হইতে শীঘ্রই মুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৫৬॥

ইতি শ্রীভগবৎশঙ্করাচার্য্যকৃত সদাচারগ্রন্থ সম্পূর্ণ।

ওঁ নমঃ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তয়ে বাসুদেবায়।

বোধসারঃ।

দেবপূজা।

মায়াশক্তিবিলাসিনো নগণিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
ক্রীড়াকৌতুকসংভ্রমাত্মকমপি প্রত্যক্প্রকাশাত্মকং।
ধ্যাত্বা কিঞ্চিদচিন্ত্যচিদ্ঘনরসম্বানন্দসত্বাদ্বয়ং
সিদ্ধান্তস্বরসেন পূজনবিধিং বক্ষ্যামি বিশ্বাত্মনঃ॥১॥

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসমূহের অভ্যন্তরে মায়াশক্তিবিলাসী (১) বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের যে অপূর্ব্ব জ্যোতি (২) ক্রীড়াকৌতুকবিভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়াও বিষয়সমূহে (৩) প্রকাশ পাইতেছে, সেই বিজ্ঞানঘন আনন্দময় অদ্বিতীয় অচিন্ত্য জ্যোতি ধ্যান করিয়া আমি এই গ্রন্থে তাঁহার বেদান্তসম্মত পূজার বিষয় বর্ণন করিব॥১॥

জ্ঞানদাতা পূজনীয় শ্রীগুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে চৈতন্যময় দেবতার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাঁহার আবাহন; (৪) তিনি নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিনিশ্চয়ই বিস্তীর্ণ পবিত্র আসনস্বরূপ; (৫)

---

(১) যিনি নিজ মায়াদ্বারা সৃষ্টিস্থিত্যাদি লীলা বিস্তার করেন। (২) জীবাত্মা। (৩) জীবাত্মার যে শব্দাদিবোধ, তাহাকে প্রত্যক্প্রকাশ কহে। (৪) বাহ্যপূজাকালে যেমন পূজ্য দেবতাকে ধ্যান করিয়া আবাহন করিতে হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম পূজার আবাহন ব্রহ্মজ্ঞান। বাহ্য পূজার ক্রম যথা, আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং মধুপর্ক ইত্যাদি।

(৫) যিনি জগদ্ব্যাপক, জগৎই তাঁহার উপযুক্ত আসন।

সেব্যশ্রীগুরুদেববাক্যজনিতশ্চিদ্বোধ আবাহনং
সর্ব্বব্যাপকতাবিনিশ্চয়মতিঃ পূর্ণং পবিত্রাসনং।
ত্বত্তো নান্যদবৈমি কিঞ্চিদিতি যৎ পুণ্যাম্বুপাদোদকং
ত্বয্যেবাস্ত্বচলা মমেশ মতিরিত্যর্ঘো মহাসুন্দরঃ ॥২॥
শীতোষ্ণং কটুতিক্তমম্লমধুরক্ষারং বিচিত্রৈ রসৈঃ
সর্ব্বস্যাস্য সমস্তভাবমধুনা পর্কঃ কৃতশ্চেদযদি।
মুখ্যোয়ং মধুপর্ক উত্তমরসস্তেনামুনা সাদরং
পূজ্যানামপি পূজ্য এষ পরমো দেবঃ সদা পূজ্যতাং ॥৩॥
সর্ব্বার্জ্জন্যসুখাবহং মুহুরহো যন্মজ্জনোন্মজ্জনং
শুদ্ধে বোধসুধাম্বুধৌ শুচিতরে স্নানং বিশুদ্ধিপ্রদং।

আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানিনা (১), এইরূপ জ্ঞানই পবিত্র পাদ্য-স্বরূপ; হে প্রভো! তোমাতেই আমার অচলা মতি হউক, এইরূপ প্রার্থনাই পরম সুন্দর অর্ঘস্বরূপ ॥২॥

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বই (২) কটুতিক্তাদি রসস্বরূপ, একান্ত ভক্তিই মধুস্বরূপ, এই উভয় দ্বারা যদি সর্ব্বস্বরূপ দেবতার মধুপর্ক প্রস্তুত করা যায়, (৩) তবে তাহাই প্রকৃত মধুপর্ক হয়। ভক্তগণ! সেই মধুপর্ক দ্বারা পূজ্যাতিপূজ্য এই পরম দেবতাকে তোমরা সাদরে পূজা কর ॥৩॥

অতি পবিত্র নির্ম্মল জ্ঞানরূপ সুধাসমুদ্রে বারম্বার নিমজ্জন ও উন্মজ্জন রূপ স্নান, ধর্ম্মার্থকামাদি সমস্ত বিষয়ার্জ্জনে সুখাবহ এবং অতি বিশুদ্ধিপ্রদ;

---

(১) অর্থাৎ জগতে তোমা ভিন্ন কোন পদার্থই দেখিতে পাইনা।

(২) শীত উষ্ণ, রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ প্রভৃতি।

(৩) সাধারণ পূজায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি দিয়া সুবর্ণাদিপাত্রে মধুপর্ক প্রস্তুত করিতে হয়; একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক সুখদুঃখাদি পরমেশ্বরে অর্পণ করাই অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তন্মনা হওয়াই অধ্যাত্ম মধুপর্ক।

আভাসঃ স্ফুরতি দ্বিতীয়মিব যৎ তৎ সর্ব্বমাচম্যতাং
ইত্যুক্তং গুরুভিস্তদেব বিধৃতং চিত্তে সএবাচমঃ ॥৪॥
শ্রদ্ধা-নির্ম্মমতা-বিরাগ-শুচিতা-নিঃসঙ্গতা-পূর্ণতা-
ভক্তিপ্রেমরসপ্রসাদপরমানন্দাদয়ো যে গুণাঃ।
বস্ত্রালঙ্করণানি তত্র বিধিনা দেয়ানি বিশ্বম্ভরে
সোঽহংভাবমনোহরেণ বিধিনা যদ্‌যদ্ যথা রোচতে ॥৫॥
অদ্বৈতপ্রতিপত্তিরাত্মবিষয়া স্বানন্দরস্যান্বিতা
গাত্রালেপনচারুচন্দনমিদং দেবস্য দেয়ং প্রিয়ং।
শান্তিক্ষান্তিসুশীলতাসরলতানির্ম্মৎসরত্বাদয়ঃ
শাস্ত্রার্থা যদি ন ক্ষতাশ্চ বিদুষঃ শুদ্ধাস্তএবাক্ষতাঃ ॥৬॥

এই স্নানই প্রকৃত স্নান। জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন যে কিছু পদার্থ প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদয়ের আচমনবিষয়ে (১) গুরুগণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করাই আচমন ॥৪॥ শ্রদ্ধা, নির্ম্মমতা, বৈরাগ্য, শুচিতা, সঙ্গপরিত্যাগ, আমি পূর্ণ এই জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, প্রসন্নতা, সদানন্দতা প্রভৃতি হৃদয়ের যে সমস্ত সাত্ত্বিক গুণ, তাহাই বস্ত্রালঙ্কারস্বরূপ; বিশ্বম্ভর পরব্রহ্মে 'সোঽহং' ভাবরূপ (২) মনোহরবিধি দ্বারা এই সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার যথারুচি প্রদান করিবে ॥৫॥

নিজানন্দরূপরসযুক্ত (৩) আত্মবিষয়ক অদ্বৈত জ্ঞানই দেবতার গাত্রালেপন চারু চন্দনস্বরূপ; তাঁহাকে সেই প্রিয় চন্দনই দান করিবে। বিদ্বান্ সাধকের শান্তি, ক্ষমা, শীলতা, সরলতা, দ্বেষশূন্যতা প্রভৃতি শাস্ত্রসঙ্গত

---

(১) অর্থাৎ সে সমস্তের ভেদজ্ঞান পরিত্যাগবিষয়ে।

(২) আমি সেই পরব্রহ্ম এই জ্ঞান; বাহ্য বস্ত্রাদি দানে যেমন মন্ত্রাদি বিধি দৃষ্ট হয়, অধ্যাত্ম বস্ত্রাদি দানে এই জ্ঞানই বিধিস্বরূপ অর্থাৎ এই জ্ঞানেই শ্রদ্ধাদি করা বিধেয়।

(৩) চন্দনের যেমন স্নিগ্ধ ও সুরভি রস থাকে সেইরূপ।

সংফুল্লৈর্নিজভাবশুদ্ধকুসুমৈঃ সদ্বাসনৈঃ সুন্দরৈঃ
সংপূজ্যোহি মহেশ্বরঃ সুমনসাং সা ধন্যতা বর্ণিতা।
কর্ম্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে
দেবস্যাস্য দশাঙ্গদাহসুরভির্ধূপঃ সদা বল্লভঃ ॥৭॥
যস্মিন্ জ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমো বাহ্যং ন চাভ্যন্তরং
সোহয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাং।
যদ্ভক্ষ্যং প্রিয়মস্য যস্য পরমা তৃপ্তির্ভবেদ্ভক্ষণে
দ্বৈতং তত্তু নিবেদয়েন্নিয়মিতং নৈবেদ্যমত্যুত্তমং ॥৮॥

সদ্গুণ সকল যদি ক্ষত (১) না হয়, তবে তাহারাই দেবপূজার পবিত্র অক্ষত-স্বরূপ (২) ॥৬॥

ভাবরূপ (৩) সুন্দর সুবাসিত (৪) প্রস্ফুটিত (৫) পবিত্র কুসুমসমূহ দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিবে, কুসুমসমূহের (৬) তাহাই ধন্যতা। যদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (৭) ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে (৮) বৈরাগ্যরূপ (৯) অনলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে তাহাই এই দেবতার নিত্যপ্রিয় দশাঙ্গদাহন (১০) সুগন্ধি ধূপস্বরূপ হইবে ॥৭॥

যাহা প্রজ্বলিত হইলে বাহ্য ও আন্তরিক উভয়বিধ তম (১১) নষ্ট হয়, সেই সুপ্রকাশ জ্ঞানময় দীপ প্রজ্বালন করাই বিধেয়; এবং যে ভক্ষ্য, দেবতার প্রিয়, যাহা ভোজন করিলে তাঁহার (১২) পরম তৃপ্তি (১৩) লাভ হয়, সেই দ্বৈতরূপ অত্যুত্তম নৈবেদ্যই নিয়ম পূর্ব্বক প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥৮॥

---

(১) নষ্ট। (২) বাহ্যপূজায় আতপতণ্ডুল, অধ্যাত্মপক্ষে অ = ন, ক্ষত = নষ্ট। (৩) একান্তভক্তিরূপ। (৪) অধ্যাত্মপক্ষে মোক্ষবাসনাযুক্ত। (৫) পক্ষান্তরে অভিস্ফুরিত। (৬) পক্ষে মনস্বিদিগের। (৭) বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ। (৮) চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ (৯) বিষয় স্পৃহাত্যাগ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা। (১০) অধ্যাত্মপক্ষে দশেন্দ্রিয়নিবর্ত্তক।

(১১) অন্ধকার ও অজ্ঞান। (১২) আত্মার। (১৩) ইষ্টানিষ্ট সমুদয় বস্তুতে অভেদজ্ঞান জন্মিলে পরম তৃপ্তি হওয়াই সম্ভব।

পশ্চাদাচমনীয়মত্র বিহিতং সদ্যোবিশুদ্ধিপ্রদং
সন্তোষামৃতমেব পূজনবিধৌ পানীয়মানীয়তাং।
যন্মৈত্র্যাদিচতুষ্টয়ং মুনিমতে পাতঞ্জলে বর্ণিতং
তাম্বূলং বদনপ্রসাদজনকং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাং ॥৯॥
নিষ্কামোত্তমধর্ম্মসম্ভ্রমভৃতাং জন্মাবলূনং ফলং
ভক্তিঃ সা পরমেশ্বরস্য পদয়োরাবেদনীয়া ময়া।
সর্ব্বস্বং মম তৎ কিলেতি চ ময়া কৢপ্তস্য পূজাবিধেঃ
পূর্ণত্বায় নিবেদিতে নিজমণিশ্চিন্তামণি র্দক্ষিণা ॥১০॥

এই পূজায় সন্তোষরূপ অমৃতই পুনরাচমনীয় এবং পানীয়; আর পতঞ্জলিমুনিলিখিত পাতঞ্জল শাস্ত্রে যে মৈত্র্যাদিচতুষ্টয় (১) বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই মুখশুদ্ধিকর (২) তাম্বূলস্বরূপ; এইরূপ পানীয় আচমনীয় ও তাম্বূলই দেবতার অগ্রে স্থাপন করা বিধেয় ॥৯॥

যাঁহারা জন্মবিষয়ে হীনস্পৃহ (৩) হইয়া অত্যুত্তম নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহাদের একমাত্র ভক্তিই সমস্ত ধর্ম্মের ফলস্বরূপ; আমি সেই ভক্তিরূপ ধর্ম্মফল (৪) পরমেশ্বরের চরণে অর্পণ করি। আমার অনুষ্ঠিত পূজাবিধির পূর্ণত্ব হেতু আমার সর্ব্বস্বই (৫) যখন নিবেদন করিলাম, তখন একমাত্র অবশিষ্ট রত্ন চিন্তামণিই (৬) দক্ষিণা হইবে ॥১০॥

---

(১) মৈত্রী=মিত্রতা, করুণা=দয়া, মুদিতা=আহ্লাদ; উপেক্ষা= অবহেলা, ঔদাসীন্য। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে যোগীদিগকে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সুখীর প্রতি মৈত্রী, দুঃখীর প্রতি দয়া, পুণ্যবানের প্রতি আহ্লাদ ও পাপীর প্রতি উপেক্ষা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (২) অধ্যাত্ম পক্ষে চিত্তশুদ্ধি হেতু বদনমণ্ডলের প্রসন্নতাজনক।

(৩) যাঁহারা জন্মই চাহেন না, তাঁহাদের স্বর্গাদিফলকামনা সম্ভবই নহে।

(৪) পূজান্তে যেরূপ সমস্ত কর্ম্মফল বিষ্ণুকে অর্পণ করিতে হয়, সেইরূপ।

(৫) অর্থাৎ অহঙ্কার, কর্ত্তৃত্বজ্ঞান।

(৬) চিন্তারূপ মণি অর্থাৎ ঈশ্বরচরণধ্যান।

যাবন্ত্যেব ভুবো রজাংস্যগণিতব্রহ্মাণ্ডকোটিস্পৃশঃ
তাবদ্ভীরজসাং গণৈর্গণয়িতুং শক্যা গুণা যস্য ন।
ত্বং তাদৃগ্ গুণবান্ তথাপি মুনিভির্যন্নির্গুণঃ স্তূয়সে
তৎ কেন স্তুমহে মহেশ ভবতো রূপং বিদূরং ধিয়ঃ ॥১১॥
শ্বেতং শ্যামমিতি প্রকাশয়তি চেদেকঃ স কিং শ্যামতাং
শ্বেতত্বঞ্চ দধাতি তদ্বদিতরে মুগ্ধেষু বুদ্ধেষু যঃ।
দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পজালকলহাতীতায় শুদ্ধাত্মনে
জাগ্রৎস্বানুভবপ্রকাশমহসে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥১২॥

হে দেব! অগণিতব্রহ্মাণ্ডসমূহস্থিত মৃত্তিকার যত রেণু থাকা সম্ভব, সেই সমুদয় রেণু দ্বারাও যাঁহার গুণ গণনা করা যায় না, আপনি সেইরূপ গুণবান্, তথাপি মুনিগণ আপনাকে নির্গুণ বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন; অতএব (১) মহেশ্বর! আমি কি বাক্য দ্বারা আপনার বুদ্ধিবিদূরবর্ত্তী রূপের স্তুতি করিব ॥১১॥

যে একমাত্র পদার্থ স্বয়ং শ্বেতকে কৃষ্ণরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা কি শ্বেতরূপ ধারণ করে? অথবা কৃষ্ণরূপ ধারণ করে? ভেদবুদ্ধিদ্বারা এইরূপ তর্ক করিয়া কি জ্ঞানী কি মূঢ়, কেহই যাঁহার রূপনির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারে না, যাঁহার স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ নিজ প্রভাবেই জাগরিত রহিয়াছে, সেই ভেদাভেদ-সংশয়কলহের অতীত শুদ্ধাত্মা দেবতাকে নমস্কার ॥১২॥ (২)

---

(১) অর্থাৎ এত গুণ সত্ত্বেও যখন পরমবিজ্ঞ মুনিগণ আপনাকে নির্গুণ বলিয়া স্তুতি করেন, তখন আপনি বুদ্ধির অগম্য অদ্ভুত পদার্থ, সুতরাং আমার স্তুতি নিতান্তই অসম্ভব।

(২) পূজান্তে স্তুতি একান্ত কর্ত্তব্য, সুতরাং আপনাকে স্তুতিবিষয়ে অসমর্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াও গ্রন্থকার অচিন্ত্যরূপ পরমাত্মার যথামতি স্তুতি করিতেছেন। শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এইরূপ; যতদিন শ্বেতকৃষ্ণ সুখদুঃখ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, ততদিন কি জ্ঞানী কি মূর্খ, কাহারও বুদ্ধি

সংপ্রাপ্যাপি পদারবিন্দপদবীমদ্বৈতবিদ্যাবতাং
এতাবন্তমনেহসং ন গণিতং নিঃসন্ধি যৎ স্বাত্মনি।
মুক্তানামথ মোহতঃ সমরসত্বদ্‌ভাবপূর্ণাত্মনাং
ভক্তানামপরাধ এষ পরমঃ ক্ষন্তব্য এব প্রভো ॥ ১৩ ॥
আত্মৈবায়মনন্তচিদ্‌ঘনরসো নিত্যং বিমুক্তঃ স্বয়ং
কোবন্ধঃ কিমু বন্ধনং কথমসৌ বদ্ধোবিমুক্তঃ কথং।

হে প্রভো! আমি অদ্বৈতবিদ্যাবিৎ ত্বদীয়ভাবে পরিপূর্ণাত্মা মুক্ত-স্বভাব ভক্তগণের পদারবিন্দরূপ পথ প্রাপ্ত হইয়াও এতদিন মোহবশতঃ আত্মানুসন্ধানে বিরত ছিলাম, তজ্জন্য যে অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করিবেন (১)॥ ১৩ ॥

এই সমস্ত বিশ্বই চৈতন্য রসপূর্ণ অবিনাশী নিত্য বিমুক্ত আত্মস্বরূপ, বন্ধ(২) কি? বন্ধনের কারণই বা কি? নিত্যবিমুক্ত বস্তু কি প্রকারে বদ্ধ

সেই অদ্বিতীয় বস্তুর স্বরূপ নিধারণে সমর্থ হয় না; যে হেতু তিনি সংশয়শালী লোকের নিকট আপনিই আপনাকে গোপন করেন। যদি ভেদ অর্থাৎ দ্বৈত তাঁহার স্বরূপ হয় তবে অদ্বৈতবাদীর নিকট তিনি আপনাকে লুকাইয়াছেন। যদি অভেদই তাঁহার স্বরূপ হয় তাহা হইলেও দ্বৈতবাদীর নিকট তিনি আপনাকে লুকাইয়াছেন। অতএব যিনি আপনি অভ্রান্ত সত্য হইয়া আপনিই আপনাকে ভ্রান্তভাবে প্রকাশ করিতেছেন তদ্বিষয়ে ভ্রম এরূপ বিচার দ্বারা অপনীত হওয়া সম্ভব নহে। তবে নিখিল বিতর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুভবে যত্নশীল হইলে তিনি স্বপ্রকাশ ভাবে আপনিই প্রকাশিত হইয়া উঠেন। অতএব বিকল্প সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তন্ন তন্ন ভাবে আত্মানুভবে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

(১) অবশেষে পূজাবৈগুণ্য প্রশমনের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

(২) সুখদুঃখভাগিত্ব।

সানন্দাশ্রু সগদ্গদং সপুলকং চিদ্বোধপূজাবিধৌ
দেবস্যাস্তু মদীয়বিস্ময়ময়ঃ সম্পূর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ ॥ ১৪ ॥
ইতিশ্রীভগবৎপূজ্যপাদশঙ্করাচার্য্যবিরচিতবোধ-
সারেপূজাচতুর্দ্দশী সমাপ্তা। ওঁ।

অথ বোধসারে দেবপূজোপযুক্তশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।

ত্যক্ত্বা মোহময়ীং পূজাং পূজাং বোধময়ীং কুরু।
চন্দনৈরর্চ্চনীয়োঽয়ং ন তু পঙ্কেন শঙ্করঃ ॥ ১ ॥
পরিচায় পুরা দেবং দেবপূজাপরো ভব।
দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ ॥ ২ ॥

বা বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে? এই প্রকার চিন্তা করতঃ আনন্দাশ্রু জলে গদ্গদ ও লোমাঞ্চিত হইয়া আমি আত্মজ্ঞানরূপ পূজায় পরিশেষে বিস্ময়ময় পরিপূর্ণপুষ্পাঞ্জলি (১) প্রদান করিতেছি ॥ ১৪ ॥

ইতি বোধসারে চতুর্দ্দশ শ্লোকাত্মক পূজাপ্রকরণ সমাপ্ত।

হে ভক্ত, তুমি অজ্ঞানময়ী পূজা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময়ী পূজা আরম্ভ কর; শঙ্করকে (২) পবিত্রচন্দন দ্বারাই পূজা করা বিধেয়, মলিন পঙ্কদ্বারা পূজা কর্ত্তব্য নহে(৩) ॥ ১ ॥ অগ্রে দেবতার সহিত পরিচয় করিয়া(৪) পরে

---

(১) বাহ্য পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান বিধেয় এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পরমাদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞান পূজায় বিস্ময়ময় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

(২) মঙ্গলময় দেবতাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে, অভেদাভিপ্রায়ে শিববাচক শঙ্কর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) অর্থাৎ অজ্ঞানময়ী বাহ্য পূজা পঙ্কস্বরূপ, জ্ঞানময়ী অধ্যাত্মপূজা চন্দনস্বরূপ; পূর্ব্বপ্রকরণে জ্ঞান পূজা বিবৃত করিয়া আচার্য্য এই প্রকরণে তাহার বিধেয়ত্ব স্থাপন করিতেছেন, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এ পূজায় তত্ত্বজ্ঞানীগণেরই অধিকার সংসারীগণের নহে। (৪) ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া।

তাবৎ পূজাং ন মনুতে যাবৎ পরিচয়ো নহি।
জাতে পরিচয়ে দেবঃ পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ৩ ॥
পক্ষদ্বয়েঽপি পশ্যামি পূজাং দেবস্য দুর্ঘটাং।
পূজ্যপূজকতাভিজ্ঞো মূর্খস্ত্বজ্ঞান এব হি ॥ ৪ ॥
ন জানে ক্ব পলায়ন্তে ধূপদীপাক্ষতাদয়ঃ।
অস্মাকং দেবপূজায়াং দেব এবাবশিষ্যতে ॥ ৫ ॥
দেব এবেতি হি ধিয়া বিস্মৃতে পূজনক্রমে।

দেবপূজায় প্রবৃত্ত হও। বল দেখি দেবতার সহিত পরিচয় না থাকিলে কি প্রকারে তাঁহার পূজা হইতে পারে? ॥ ২ ॥

যতদিন পরিচয় না হয় ততদিন দেবতা পূজকের পূজা জানিতেই পারেন না(১); পরিচয় জন্মিলে তিনি পূজা ইচ্ছাও করেন না(২) ॥ ৩ ॥

অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়পক্ষেই দেবতার পূজা দুর্ঘট দেখিতেছি(৩) অতএব যাহার পূজ্যপূজকতা জ্ঞান আছে সে মূর্খ ॥ ৪ ॥ আমাদিগের (৪) দেবপূজায় ধূপদীপাদি উপকরণ কোথায় পলায়ন করে জানি না; কেবল একমাত্র দেবতাই অবশিষ্ট থাকেন(৫) ॥ ৫ ॥ একমাত্র দেবই অদ্বিতীয় পদার্থ এইরূপ জ্ঞান দ্বারা যখন সাধক পূজনক্রম বিস্মৃত হইয়া যান, (৬) তখন পূজায়

---

(১) অজ্ঞানীর পূজা সিদ্ধ হয় না।

(২) অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিলে পূজ্যপূজক ভাব নষ্ট হওয়ায় পূজার প্রয়োজনই হয় না।

(৩) যে হেতু অজ্ঞানে পূজা সিদ্ধ হয় না, জ্ঞানে পূজার প্রয়োজন হয় না।

(৪) অদ্বৈতবিদ্যাবিৎদিগের। (৫) ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাদি জ্ঞানদ্বারা ভেদাভেদ নষ্ট হওয়ায়। (৬) অর্থাৎ যখন কর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট হওয়ায় নিখিল প্রবৃত্তির সহিত পূজাপ্রবৃত্তিও লয় পায়।

পূজায়াং জায়তে বিঘ্নং পূর্ণপূজাফলং হি তৎ ॥ ৬ ॥
আনন্দঘনগোবিন্দপূজনারম্ভকর্ম্মণি।
বোধে স্ফুরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ॥ ৭ ॥
ইতি বোধসারে পূজোপযুক্তশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ বোধসারে নির্ব্বাণদশকং।

ন শক্যং বক্তুমেবেদং তথাপি কৃপয়া তব।
কয়াচিৎ কলয়া বৎস নির্ব্বাণদশকং ব্রুবে ॥ ১ ॥

বিঘ্ন জন্মায়; এইরূপ পূজাবিঘ্নই পূর্ণপূজার ফল(১) ॥ ৬ ॥ পরমানন্দ-পরিপূর্ণ গোবিন্দের পূজার প্রারম্ভে যখন দিব্যজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে তখন মোহরূপী যজমান(২) কোথায় পলায়ন করে ॥ ৭ ॥

ইতি বোধসারে পূজোপযুক্ত শাস্ত্রার্থ নির্ণয় সমাপ্ত।

বৎস(৩), এই নির্ব্বাণ দশক অতি গোপনীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র(৪); ইহা বলা বিধেয়ই নহে, তথাপি তোমার প্রতি কৃপা করিয়া আমি কিয়দংশে বলিতেছি ॥ ১ ॥

---

(১) অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা নিখিল প্রবৃত্তি নাশই কর্ম্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইলেই ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ হইল। (২) পূজক।

ইতি বোধসারে দেব পূজা সমাপ্ত।

---

(৩) ইহা শিষ্যের সম্বোধন। (৪) ঋষিগণ অধ্যাত্ম শাস্ত্রকে সর্ব্বদাই গোপনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তরলমতি অনধিকারীগণ দুর্ব্বিজ্ঞেয় যোগাধিগম্য শাস্ত্রে প্রবেশলাভে অসমর্থ হইয়া অশ্রদ্ধালু হইলেই তদ্দ্বারা, তাহাদের কল্যাণ সাধিত না হইয়া বরং মহান্ অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে সাধুগণ তাহাদের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশে নিতান্ত পরাঙ্মুখ, নতুবা ইহা কদাচই তাঁহাদের অনুদারতা নহে।

মোহনিদ্রা ন তত্রাস্তি তেনায়ং জাগরো মহান্।
ভাবাদয়ো ন ভাসন্তে তেনায়ং নৈব জাগরঃ ॥ ২ ॥
অপূর্ব্বং ভাসতে বস্তু তেন স্বপ্নোঽয়মুত্তমঃ।
দৃশ্যং ন ভাসতে তত্র তেন স্বপ্নোঽপি নৈব সঃ ॥ ৩ ॥
অভানাৎ সা পদার্থানাং সুষুপ্তিস্সুখরূপিণী।
ন জাড্যং ন তমস্তত্র সুষুপ্তিরপি নৈব সা ॥ ৪ ॥

এই পরমাত্মা অতি মহান্ জাগরিত(১) পদার্থ; যে হেতু ইহাতে অজ্ঞানময়ী নিদ্রা নাই; আবার ইহা জাগরিতও নহে যেহেতু ইহাতে ভাবাভাব(২) কোন বিষয়ই প্রতিভাত হয় না(৩) ॥ ২ ॥

ইহা অতি আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব পদার্থের ন্যায় দৃষ্ট হয়(৪) সুতরাং ইহা অদ্ভুত স্বপ্ন স্বরূপ; পক্ষান্তরে ইহাতে কোন দৃশ্যই দেখা যায় না সুতরাং ইহা স্বপ্ন ও নহে ॥ ৩ ॥

সেই বিশুদ্ধ চিতিশক্তিতে কোন পদার্থেরই উপলব্ধি নাই সুতরাং তাহাকে সুষুপ্তি সুখস্বরূপ বলা যায়, আবার তথায় জড়তা কিম্বা তমো-গুণোদ্রেক না থাকায় তাহা সুষুপ্তি ও নহে (৫) ॥ ৪ ॥

---

(১) অর্থাৎ প্রকাশময়—নিত্যচৈতন্যময়; অলুপ্তচিদ্রূপ। (২) শব্দ-স্পর্শাদি ভাব ও বিনাশাদি অভাব।

(৩) প্রতিভান বা জ্ঞান বৃত্তিরূপবুদ্ধিরই পরিণাম; কেবল আভাস মাত্রে তাহা ভানরূপে চৈতন্যে সম্বন্ধ হয় সুতরাং বিশুদ্ধ চৈতন্যে কোনও পদার্থেরই ভান নাই।

(৪) যেমন লৌকিক স্বপ্নে আশ্চর্য্য বিষয় দেখা যায় সেইরূপ যোগাধিগম্য ব্রহ্ম পদার্থ স্বভাবতঃই পরমাশ্চর্য্যরূপে অনুভূত হয়।

(৫) আবরক তমোগুণের সম্যক্ উদ্রেক হওয়াতেই অজ্ঞানময়ী সুষু-প্তির আবির্ভাব হয়, কেবল শান্তিসুখ সাদৃশ্যেই কথঞ্চিৎ এস্থলে সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে; জড়তা বা অজ্ঞানতা সম্বন্ধে জ্ঞানময় আত্মা সুষুপ্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

অবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তং তুরীয়মিতি কীর্ত্তিতং।
নৈকদ্বিত্রিচতুর্জ্ঞানং চতুর্থং কিমপেক্ষয়া॥ ৫॥
জীবনৈতন্নিজং রূপং তেন জীবোঽয়মুচ্যতে।
জীবচেষ্টা ন তত্রাস্তি তেন নির্জ্জীবতা স্ফুটা॥ ৬॥
সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ ব্রহ্মৈবেদং ন কিং ভবেৎ।
যো বেদ স তু ন ব্রূতে যো ন বেদ গিরাস্য কিং॥ ৭॥

এইরূপে সেই পরব্রহ্ম জাগরণাদি তিন অবস্থা হইতে নির্মুক্ত, তজ্জন্য ঋষিগণ তাঁহাকে তুরীয়(ক) চৈতন্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, পক্ষান্তরে তাঁহার সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন, এক দুই তিন চারি জ্ঞান জন্মিবার কোন বস্তুই নাই সুতরাং কাহার অপেক্ষায় তাঁহাকে চতুর্থ (খ) বলা যাইবে? ॥ ৫॥

চৈতন্যই জীবের স্বরূপ সেই হেতু ইঁহাকে জীব বলা যায়, কিন্তু চৈতন্যে জীবের লক্ষণস্বরূপ কোন চেষ্টাই নাই (গ) সুতরাং তাঁহার নির্জীবতা স্পষ্টই অনুভব হয়॥ ৬॥ 26.155

যখন ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তখন সমস্ত বিশ্বই কি জন্য ব্রহ্ম হইবে না? (ঘ)

(ক) চতুর্থ। (খ) একভিন্ন সমস্ত সংখ্যাই আপেক্ষিক জ্ঞানজন্য, অর্থাৎ চারিটি বস্তু থাকিলেই তন্মধ্যে কোনটীকে অপর তিনটীর অপেক্ষায় চতুর্থ বলা যাইতে পারে; ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু সুতরাং আপেক্ষিক বুদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহাকে পরমার্থত চতুর্থ বলা যাইতে পারে না।

(গ) সংযোগবিয়োগাকত্ম চেষ্টা বা স্পন্দনাদি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড পদার্থে থাকা সম্ভব নহে। স্পন্দন প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষই জীবনের চিহ্ন। চৈতন্য বা প্রবোধ স্পন্দনাদিজনক জীবন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুতরাং কোন চেষ্টা না থাকায় আত্মাকে জীবনরহিত অথচ প্রবোধময় নিশ্চল পদার্থ বলা যায়।

(ঘ) কারণ যে কোন পদার্থকে আমরা "আছে" বলিয়া অনুভব করি সে সমস্তই সৎপদার্থের অন্তর্গত, অতএব তাহা সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কখনই ভিন্ন নহে। যাহা সৎ হইতে ভিন্ন তাহা অসৎ। কোন অসৎ বস্তু কখন থাকিতে পারে না। অতএব যাহা আছে তাহা ব্রহ্ম সুতরাং সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম।

তস্মাৎ সত্যং শ্রুতিঃ প্রাহ ন বাঙ্‌মনসগোচরঃ।
যথানুভূতং মুনিনা তথৈবেদং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
এতদন্তঃ সমাম্নায় এতদন্তা তপস্বিতা।
উপদেশোঽপ্যেতদন্ত এতদন্তা বিবেকিতা ॥ ৯ ॥
শ্রোতব্যং শ্রুতিবাক্যেন সর্ব্বং ব্রহ্ম ত্বয়া শ্রুতং।
ভবিতব্যং যদি ব্রহ্ম তর্হি ব্রহ্মানুভূয়তাং ॥ ১০ ॥

ইতি নির্ব্বাণদশকং সমাপ্তম্।

যে মহাত্মা ব্রহ্ম অনুভব করিয়াছেন তিনি কথনই এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন না (ক) যিনি অনুভব করেন নাই তাঁহার কথায় কি হইতে পারে? (খ) ॥৭॥

অতএব শ্রুতি সত্যই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের গোচর নহেন; ধ্যানপরায়ণ (গ) ব্যক্তিগণ যে প্রকার অনুভব করেন ব্রহ্ম নিঃসংশয়ই সেই প্রকার (ঘ) ॥৮॥

এই ব্রহ্মানুভবেই সকল শাস্ত্রের পর্য্যবসান এবং তপস্বিতা, উপদেশ বিবেকিতা ইহারাও ইহাতেই পর্য্যবসিত ॥ ৯ ॥ শিষ্য, শ্রুতিবাক্য দ্বারা শ্রোতব্য ব্রহ্ম সমস্তই তুমি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যদি ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা কর (ঙ) তবে ব্রহ্মানুভবে যত্নবান হও ॥ ১০ ॥

ইতি বোধসারে নির্ব্বাণদশক সম্পূর্ণ।

(ক) অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ ইত্যাদি অনুভব করিলে তাঁহার সর্ব্বস্বরূপতা অনুভূত হইবে, এই অলৌকিক অনুভবই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ, লৌকিক প্রমাণ অন্বয় ব্যতিরেকাদি পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে। (খ) অথবা 'তিনি বলিতে সমর্থ হন না' এরূপ অর্থও হইতে পারে। (গ) মুনি মননশীল অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ, মৌনাবলম্বী (ঘ) অর্থাৎ ইহা ভিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বা প্রত্যক্ষানুভূতি সম্বন্ধে আর কিছুই বলা যায় না। নাস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা ইহা উপহাস করা উচিত নহে, কারণ তটস্থ-লক্ষণ বা পরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে যথেষ্ট কথাই বলা হইয়াছে।

(ঙ) শ্রুতিতে ও কথিত হইয়াছে "ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন" ইত্যাদি।

অথ বোধসারে মনোমহিমা।

কিং বদ্ধমসি মুক্তং বা মনঃ পৃচ্ছ মহামুনে।
যদি বদ্ধমিতি ব্রুয়াত্তর্হি বদ্ধোঽস্যসংশয়ং ॥ ১ ॥
কিঞ্চিন্মুক্তমিতি ব্রুয়াৎ কিঞ্চিন্মুক্তোঽসি নান্যথা।
যদি মুক্তমিতি ব্রুয়াত্তর্হি মুক্তোঽসি মোহতঃ ॥ ২ ॥
বদ্ধেন মনসা বদ্ধো মুক্তো মুক্তেন চেতসা
ন চ বদ্ধো ন মুক্তোঽয়মিতি বেদান্তনির্ণয়ঃ ॥ ৩ ॥
স্ফুরন্তি মহিমানো যে যত্র তত্র জগত্ত্রয়ে।
তে সর্ব্বে মনসো ধর্ম্মা মনো হি মহিমাশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥
অণিমা মহিমা চৈব গরিমা লঘিমা তথা।
প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং মনসো গুণাঃ ॥ ৫ ॥

মহামুনি, মনকে জিজ্ঞাসা কর যে, চিত্ত, তুমি বদ্ধ না মুক্ত? যদি মন বলে যে সে বদ্ধ, তবে তুমি নিশ্চয়ই বদ্ধ ॥ ১ ॥

যদি মন বলে যে সে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত, তবে তুমি কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত। অথবা যদি বলে যে সে সম্পূর্ণ রূপেই মুক্ত তবে তুমি অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ॥ ২ ॥

বদ্ধ মুক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা স্বয়ং বদ্ধ ও নহেন মুক্ত ও নহেন; কেবল মনের বন্ধন বশতই তাঁহাকে বদ্ধ এবং মনের মুক্তিহেতুই তাঁহাকে মুক্ত বলা বলা যায় ॥৩॥ এই ত্রিজগৎ মধ্যে যেখানে যে কোন মহত্ত্ব স্ফুরিত হয় সে সমস্ত মনেরই ধর্ম্ম, মনই সকল মহত্ত্বের আশ্রয় ॥৪॥

অণুত্ব মহত্ত্ব, গুরুত্ব, লঘুত্ব, প্রাপ্তি (ক) প্রাকাম্য, (খ) ঈশিত্ব (গ) বশিত্ব, (ঘ) এ সমস্তই মনের গুণ ॥ ৫ ॥

(ক) অঙ্গুল্যাদি দ্বারা চন্দ্রাদির ন্যায় দূরস্থ বস্তুকেও স্পর্শ করিবার শক্তি। (খ) সঙ্কল্পমাত্রেই অভীষ্ট বস্তুর লাভ। (গ) সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি সংহারে প্রভুত্ব। (ঘ) অবশ্য জন্তুকেও বশ করিবার ক্ষমতা।

মনো ধনুর্মনো মৌর্ব্বী মনএব ধনুর্ধরঃ।
মনো লক্ষ্যং মনো বেদ্ধা মনো বিদ্ধং বিমুক্তয়ে ॥ ৬ ॥
মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
ইতোঽধিকন্তু কিং বাচ্যং তদ্যদস্য স্থিতং ন হি ॥৭॥
ইতি মনোমহিমা সমাপ্তঃ।

অথ বোধসারে জীবন্মুক্তপ্রকরণং।

আত্মানমজ্ঞং সঙ্কল্প্য বিমুচ্যাত্মানমাত্মনা।
আত্মনাত্মনি সন্তুষ্ট আত্মারামঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১ ॥

মনই ধনু, মনই মৌর্ব্বী(ঙ) এবং মনই ধনুর্দ্ধর; মনই লক্ষ্য (চ) ও মনই বেধনস্বরূপ এবং এই মনই স্বয়ং বিদ্ধ (ছ) হইয়া বিমুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সুতরাং মনই জীবের বন্ধ মোক্ষের কারণ; ইহা হইতে আর কি অধিক বলা যাইতে পারে? মনের কোন্ গুণই বা নাই? ॥ ৭ ॥

ইতি মনমোহিমা সমাপ্ত।

পরমাত্মস্বরূপ হরি স্বয়ংই আপনাকে অজ্ঞরূপে ধারণা করিয়া(১) সংসারে আবদ্ধ হন; আবার আপনাদ্বারাই আপনাকে মুক্ত করিয়া, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আত্মারামরূপে(২) বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

(ঙ) ছিলা। (চ) বেধ্য। (ছ) অর্থাৎ জ্ঞানাস্ত্র প্রভাবে অজ্ঞান বন্ধন ছিন্ন হইলে মন স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়, তখন জীব মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন।

(১) বেদান্তমতে সংসারের মূলীভূত অবিদ্যা অনাদি হইলেও তাহা আত্মাতিরিক্ত কোন সৎবস্তু নহে, সুতরাং অবিদ্যা সমুত্থিত হইলেও সংসারকে আত্মস্বরূপ হরিরই লীলা বলা হইয়াছে। (২) অর্থাৎ জীবন্মুক্তাবস্থায়।

স্বরূপমেব কৈবল্যং সংসারঃ শুদ্ধমূর্খতা।
অতিচিত্তা গতিঃ পুত্র জীবন্মুক্তস্য যা স্থিতিঃ ॥ ২ ॥
জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্ম ধারিতং।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া ॥ ৩ ॥
যদি ন স্যাদবিদ্যাখ্যমিদং কপটনাটকং।
কথং লভেত বিশ্বাত্মা জীবন্মুক্তিমহোৎসবং ॥ ৪ ॥
অদ্বৈতং ন সদেহেঽস্তি বিদেহে দ্বৈতমস্তি ন।
জীবন্মুক্তস্য নানাত্মনস্য দ্বৈতমহোৎসবঃ ॥ ৫ ॥

পুত্র, আত্মার স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য, সংসার শুদ্ধ অজ্ঞান মাত্র; চিত্তকে অতিক্রম করাই(১) জীবন্মুক্তি ॥ ২ ॥

নিত্যমুক্ত(২) আত্মা জীবন্মুক্তি সুখ প্রাপ্ত হইবার জন্যই(৩) জন্ম ধারণ করেন, নতুবা সংসার সুখ কামনায় নহে ॥ ৩ ॥

যদি অবিদ্যানামক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মা সংসার নাট্যে অবতীর্ণ না হইতেন, তবে কি প্রকারে জীবন্মুক্তি মহোৎসব লাভ করিতেন? ॥ ৪ ॥

আত্মা যদি সদেহ হন তবে কখনই তিনি অদ্বিতীয় নহেন, যদি বিদেহই হন তবে দ্বৈতেরও সম্ভাবনা নাই; অতএব জীবন্মুক্ত অবস্থায় সদেহ থাকিয়া নানারূপে বিহার করাই ইঁহার দ্বৈত মহোৎসব ॥ ৫ ॥

---

(১) চিত্ত চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থিস্বরূপ, চিত্তের অনুবর্ত্তী হইয়াই আত্মার সুখদুঃখাদি ভেদজ্ঞান জন্মে, সুতরাং সেই চিত্তকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক চিত্তের সুখে সুখী ও চিত্তের দুঃখে দুঃখী না হইয়া, আত্মা-রাম রূপে অবস্থান করিতে পারিলেই জীবের জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে (২) অর্থাৎ আত্মা পরমার্থতঃ নিত্যমুক্ত হইয়াও নিত্যজ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী সংসার মেঘে আবৃত হন। (৩) দুঃখ ব্যতিরেকে সুখের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। তজ্জন্যই যেন আত্মা বদ্ধ হইয়া মুক্তিসুখ কামনা করেন।

সদেহে ন বিদেহত্বং বিদেহে ন সদেহতা।
সদেহত্বং বিদেহত্বং জীবন্মুক্তে প্রবর্ত্ততে ॥ ৬ ॥
সদেহস্য বিদেহত্বং যদি ন স্যাত্তদা বদ।
জনকস্য সদেহস্য কথং প্রোক্তা বিদেহতা ॥ ৭ ॥
বিদেহস্য সদেহত্বং যদি ন স্যাত্তদা বদ।
জনকস্য বিদেহস্য কথং দৃষ্টা সদেহতা ॥ ৮ ॥
বিমুক্তির্নিশ্চিতা শাস্ত্রে জীবন্মুক্তিঃ সুনিশ্চিতা।
ন জীবন্মুক্তিমপ্রাপ্য কশ্চিন্মুক্তিং গতো নরঃ ॥ ৯ ॥

সদেহ অবস্থায় বিদেহতা থাকিতে পারেনা, বিদেহ অবস্থায় ও সদেহতা ঘটে না; কেবল জীবন্মুক্ত অবস্থায় সদেহতা বিদেহতা উভয়ই লাভ হইয়া থাকে(১) ॥ ৬ ॥

যদি এইরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থায় সদেহের ও বিদেহত্ব না হয় তবে দেহযুক্ত মনুষ্য ইহলেও জনককে কিরূপে বিদেহ নাম দেওয়া হইল বল ? ॥ ৭ ॥

যদি বিদেহের ও সদেহত্ব না হয়, তবে বিদেহ জনকের কিরূপেই বা সদেহত্ব হইল বল ? ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রে আত্মার মুক্তির বিষয় নিশ্চিত হইয়াছে, (২) জীবন্মুক্তি আরও সুনিশ্চিত, কারণ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত না হইয়া কেহই মুক্তি লাভ করেন নাই ॥৯॥

---

(১) ৫ম, ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই ; আত্মা পরমার্থতঃ অদ্বিতীয় ও নিরাকার অথচ দেহাদি সাকার বস্তু তাঁহাতেই আরোপিত হওয়ায় তিনি সাকার রূপে অনুভূত হন। অতএব যদি তিনি সংসারবদ্ধরূপেই চিরকাল অবস্থান করেন তবে তাঁহার নিরাকারতা লোপ হইয়া যায়, যদি মুক্তরূপেই চিরকাল থাকেন তবে সংসারলীলা ঘটিয়া উঠেনা, এজন্যই যেন তিনি সংসারে আপনাকে বদ্ধ করিয়া জীবন্মুক্তি লাভকরতঃ বদ্ধকে ছদ্মবেশ স্বরূপ দর্শন করিয়া নাট্যকারের ন্যায় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(২) অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মপদার্থ যে চিরকাল এইরূপ দেহের সহিত বদ্ধ থাকিবেন না এক সময়ে অবশ্যই মুক্ত হইবেন ইহা মীমাংসিত

জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যং ন মৃতো জ্ঞানবান্ ভবেত্।
জীবতো জ্ঞানলাভঃ স্যাজ্জীবন্মুক্তিরিতিস্থিতা ॥ ১০ ॥
জীবন্মুক্তো কিয়ৎ কালং যদি দেহং ন বিভ্রতি।
ব্রহ্মলোকে বিরাজন্তে কথন্তে জনকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥
তস্মাদীশ্বরলীলেয়ং কচিদীশ্বররূপিণি।
জীবন্মুক্তির্মহামুক্তেঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তিনী ॥ ১২ ॥
যস্যাং খেলন্তি মুনয়ো নারদাদ্যা নিরন্তরং।
জ্ঞানিভির্যানুভূতৈব সা জীবন্মুক্তিরক্ষতা ॥ ১৩ ॥

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হওয়া অসম্ভব; লোকে মৃত হইয়া কখন জ্ঞানবান্ হইতে পারে না, জীবদবস্থাতেই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে; এই জ্ঞানলাভের অবস্থাই জীবন্মুক্তি(১) ॥ ১০ ॥

জীবন্মুক্তি হইলেও যদি মহাত্মাগণ কিছুদিন দেহ ধারণ না করেন, তবে জনকাদি রাজর্ষিগণের ব্রহ্মলোকে বিরাজ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ১১ ॥

অতএব ঈশ্বররূপী মহাত্মাগণের এই জীবন্মুক্তি ঈশ্বরেরই লীলা; ইহা দ্বারাই (২) মহামুক্তির সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যাহাতে নারদাদি মুনিগণ নিরন্তর খেলা করিতেছেন, জ্ঞানিরাই যাহা অনুভব করিতে সমর্থ, সেই জীবন্মুক্তি অক্ষতভাবে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

হইয়াছে (১) কোন বাদী এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, দেহ সম্বন্ধ যে পর্য্যন্ত থাকিবে সে পর্য্যন্ত দেহের অনুবর্ত্তী হইয়া অবশ্যই চলিতে হইবে সুতরাং সুখদুঃখ জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকিবে অতএব জীবন্মুক্তি কথাটী কেবল প্রলাপমাত্র; তজ্জন্যই জীবন্মুক্তি অবস্থাটী স্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে।

(২) অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া উপদেশ প্রদান ও মুক্তি শাস্ত্র রচনাপূর্ব্বক মহাত্মাগণই মুক্তিপথ প্রদর্শন করেন।

চিত্তবিক্ষেপকর্ত্তারং বিহারন্ত বিহায় যে।
স্থিতা নির্ব্বাণনিষ্ঠায়াং ত এব সনকাদয়ঃ॥ ১৪॥
অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব।
গৃহমেবাস্থিতা যে তু তএব জনকাদয়ঃ॥ ১৫॥
গৃহং বাস্তু বনং বাস্তু যেষাং নিষ্ঠা ন বর্ত্ততে।
সনকাদিষু নৈবৈতে ন চ তে জনকাদয়ঃ॥ ১৬॥
গুরূণাং গুরুগাম্ভীর্য্যমন্তঃসারতয়া বহু।
মন্ত্রং মন্ত্রাহি গর্জ্জন্তি প্রাবৃষেণ্যাঃ পয়োধরাঃ॥ ১৭॥

কতকগুলি জীবন্মুক্ত মহাত্মা চিত্তক্ষোভজনক ভোগবিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নির্ব্বাণ নিষ্ঠায় রত; (১) সনকাদি দেবর্ষিগণ এই শ্রেণীভুক্ত॥ ১৪॥

কোন কোন জীবন্মুক্ত মহাত্মা অন্তরে জ্ঞানময় হইয়াও বাহিরে অজ্ঞলোকের ন্যায় সংসারাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া গৃহেই অবস্থান করেন; জনকাদি এই শ্রেণীভুক্ত॥ ১৫॥

এতদ্ভিন্ন কতগুলি মহাত্মার গৃহ বা বন কিছুরই নিয়ম নাই, তাঁহারা সর্ব্ব স্থলে ও সর্ব্বাবস্থাতেই সমভাবাপন্ন; সনকাদি বা জনকাদি কেহই এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন॥ ১৬।

মুক্তিশাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুগণের মন্ত্রস্বরূপ উপদেশ অতিশয় অন্তঃসারযুক্ত সুতরাং গুরুতর গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন, এই উপদেশ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় সাধকের শ্রুতিপথে গর্জ্জন করিয়া থাকে॥ ১৭॥

---

(১) অর্থাৎ তাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত, সংসার সংস্পর্শপরিত্যাগী।

সদৈব ধ্যায়নীয়েয়ং ভাবনীয়া সদৈবহি।
জীবন্মুক্তিপদপ্রাপ্ত্যৈ জীবন্মুক্তিচতুর্দ্দশী ॥ ১৮ ॥
ইতি বোধসারে জীবন্মুক্তিপ্রকরণং সমাপ্তং।

অথ ভক্তিযোগপ্রারম্ভঃ।

পরমাত্মনি বিশ্বেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা।
সর্ব্বমেব তদা শীঘ্রং কর্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ১ ॥
উক্তমেকান্তভক্তৈর্যৎ একান্তেন চ মাং প্রতি।
যথা ভক্তিপরীণামো জ্ঞানং তদবধারয় ॥ ২ ॥
কিঞ্চ লক্ষণভেদো হি বস্তুভেদস্য কারণং।
ন ভক্তজ্ঞানিনোর্দৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা ॥ ৩ ॥

এই চতুর্দ্দশ শ্লোকাত্মক জীবন্মুক্তি প্রকরণ জীবন্মুক্তিপদপ্রার্থিগণের সর্ব্বদা ধ্যেয় ও চিন্তনীয় ॥ ১৮ ॥

ইতি জীবন্মুক্তিপ্রকরণ সমাপ্ত।

পরমাত্মস্বরূপ বিশ্বেশ্বরে যদি প্রেমরূপ ভক্তির সঞ্চার হয় তবে শীঘ্রই সাধকের সমস্ত কর্ত্তব্য নিঃশেষ হইয়া যায় ॥ ১ ॥

একান্ত ভক্তগণ গোপনে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, যে প্রকারে জ্ঞানই ভক্তির পরিণাম হয়, আমি তাহাই বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ পূর্ব্বক অবধারণ কর ॥ ২ ॥

অথবা ভক্তি ও জ্ঞান একই পদার্থ; লক্ষণ ভেদেই বস্তুভেদ হইয়া থাকে, শাস্ত্রে ভক্ত ও জ্ঞানির কিছুই লক্ষণ ভেদ দৃষ্ট হয় না ॥ ৩ ॥

বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবে চ পরমাপ্রীতিস্তদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ ॥ ৪ ॥
অধ্যায়ে ভক্তিযোগাখ্যে গীতায়াং ভক্তিলক্ষণং।
যদুক্তমষ্টভিঃ শ্লোকৈর্দৃষ্টং জ্ঞানিনি তন্ময়া ॥ ৫ ॥
তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাস্মীতি চাপরে।
ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমোদ্বয়োঃ ॥ ৬ ॥
অন্তর্বহির্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।
দাসোঽস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭ ॥
দৃষ্টমেকান্তভক্তেষু নারদপ্রমুখেষু তং।
কিঞ্চিদ্বিশেষং বক্ষ্যামি একাগ্রমনসা শৃণু ॥ ৮ ॥
যদীশ্বররসো ভক্তস্তদীশ্বররসো বুধঃ।
অভাবৈকরসস্যৈতৌ রসকাতরতাং গতৌ ॥ ৯ ॥

সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণা, তত্ত্বার্থের বিচার, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ও পরমেশ্বরে একান্ত প্রীতি ;—ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই এই সমান লক্ষণ ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ নামক অধ্যায়ে আটটী শ্লোক দ্বারা যে ভক্তির লক্ষণ কথিত হইয়াছে, আমি জ্ঞানিজনে সেই ভক্তি চিহ্ন দেখিয়াছি ॥ ৫ ॥

ভক্তগণ 'আমি তোমার' এইভাবে ভজনা করেন, জ্ঞানিগণ 'আমি তোমা ভিন্ন নহি' এইভাবে ভজনা করেন; এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও উভয়ের ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরিণাম একই ॥ ৬ ॥

ভক্ত মহাত্মা যখন অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার ভজনীয় ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তিনি পরম প্রেমে বিহ্বল হইয়া "আমি আপনার দাস" এ ভাব একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যান ॥ ৭ ॥

ভক্ত চূড়ামণি শ্রীমন্নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণে যে একটুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা বলিতেছি, একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

ভক্তগণ যে ঈশ্বরে রসাস্বাদে নিমগ্ন হন জ্ঞানিগণ ও সেই ঈশ্বরে রসাস্বাদে নিমগ্ন হন। কিন্তু নিখিল রসের অভাবরূপরসই পরমাত্মার রস, ইঁহারা উভয়েই সেই রসাভাবের রসলাভে ব্যাকুল ॥ ৯ ॥

শুদ্ধবোধরসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ।
তয়া রসাধিকতয়া ন তু ভক্তিঃ কদাচন ॥ ১০ ॥
ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়শতৈরপি ॥ ১১ ॥
ভক্তির্জ্ঞানং তথামুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥
এবমাদিব্যবস্থায়াং কারণং কিং নিরূপ্যতাং।
অত্রোচ্যতে বিচিত্রং যৎ কারণং তন্নিশাময় ॥ ১৩ ॥
কথয়ামি সদৃষ্টান্তং যেনার্থঃ স্ফুটতাং ব্রজেত্।
স্যাৎ পাপস্য চ তাপস্য গঙ্গাস্নানেন হি ক্ষয়ঃ ॥ ১৪ ॥
যস্তু স্যাৎ তাপশান্ত্যর্থী তস্যাপি স্যাদঘক্ষয়ঃ।
যস্তু স্যাদঘশান্ত্যর্থী তাপস্তস্যাপি নশ্যতি ॥ ১৫ ॥

শুদ্ধ জ্ঞানরূপ রস ভিন্ন অপর সমস্ত রসই নীরস, যদি ভজনায় সেই রসেরই আধিক্য হয়, তবে ভক্তি কখনই জ্ঞান ভিন্ন নহে ॥ ১০ ॥

জ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত যুক্তি দ্বারাও কখনই মুক্তি হইতে পারে না; ভক্তি ব্যতিরেকেও শত শত উপায়দ্বারা কখনই জ্ঞান হইতে পারেনা ॥ ১১ ॥

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান ও পরে মুক্তি, এই ক্রম সর্ব্ব সাধারণ। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ জ্ঞানী ও নারদাদি মহাত্মা ভক্ত ॥ ১২ ॥

এই প্রকার ও অপরাপর ভেদের কি কারণ তাহাও নিরূপণ করা উচিত; এ স্থলে একটী বিচিত্র কারণ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

আমি দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছি, ইহাতে অর্থ স্পষ্ট হইবে। দেখ গঙ্গাস্নানে পাপ ও তাপ উভয়েরই শান্তি হয়; তন্মধ্যে যদি কেহ শুদ্ধ তাপেরই শান্তির নিমিত্ত গঙ্গাস্নান করে তথাপি তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপও বিনষ্ট হইবে। যদি বা কেহ পাপেরই শান্তির জন্য স্নান করে তাহার ও সঙ্গে সঙ্গে পাপও শান্ত হইবে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

তাপপাপক্ষয়ঃ স্নানং এবমেতৎ সমং দ্বয়োঃ।
তথাপ্যেকস্তু শৈত্যার্থী শুদ্ধ্যর্থী তু দ্বিতীয়কঃ ॥ ১৬ ॥
যথৈব ভাবভেদেন জাতং নামদ্বয়ং তয়োঃ।
এবমেব বুধৈ র্যৈস্তু দেবো মুক্ত্যর্থমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥
ভক্ত্যা জ্ঞানমবাপ্যৈব তে মুক্তা জ্ঞানিনো হি তে।
যৈস্তু সংসারবিরসৈঃ কেবলো হরিরাশ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥
ততো ভক্তিপ্রভাবেণ স্বভাবাৎ জ্ঞানমুজ্ঝিতং।
তজ্জ্ঞানং প্রাপ্য মুক্তাস্তে তে ভক্তাইতি বর্ণিতাঃ ॥ ১৯ ॥
বিরক্তিভক্তিবিজ্ঞানমুক্তয়স্তু সমা দ্বয়োঃ।
তথাপি ভাবভেদেন নামভেদস্তয়োরভূত্ ॥ ২০ ॥

অতএব তাপক্ষয়, পাপক্ষয় ও স্নান এই তিনটী ব্যাপার উভয়েরই সমান বলিতে হইবে, তথাপি একজনকে শীতলতাপ্রার্থী ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পবিত্রতাপ্রার্থী বলা যায় ॥ ১৬ ॥

যেমন অভিপ্রায়ভেদে উক্ত দুইজনের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ; অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানী মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন তাঁহারা অগ্রে ভক্তি পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগকেই জ্ঞানী বলা যায়; পরন্তু যাঁহারা সংসারে বিরক্ত হইয়া কেবল হরিতেই অনুরক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় করেন, তাঁহারাও প্রথমে স্বভাববশতঃ যে জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ভক্তিপ্রভাবে আবার সেই জ্ঞানকে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই ভক্ত বলিয়া বর্ণিত ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সুতরাং বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি এই চারিটী উভয়েরই সমান; তথাপি প্রবৃত্তি ভেদে তাঁহাদের নাম ভেদ হইয়াছে ॥ ২০ ॥

মুক্তির্মুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎসাধনত্বতঃ।
ভক্তস্য ভক্তির্মুখ্যা স্যান্মুক্তিঃ স্যাদানুষঙ্গিকী ॥ ২১ ॥
রীত্যানয়াঽপি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে।
একৈব স্বপ্রভাবেণ জ্ঞানমুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ২২ ॥
ইতি বোধসারে ভক্তিযোগঃ সমাপ্তঃ।

অথ বোধসারে বিল্বপত্রিকাসমর্পণপ্রারম্ভঃ।

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়ান্বিতা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে প্রথমা বিল্বপত্রিকা ॥ ১ ॥
কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ করণমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দ্বিতীয়া বিল্বপত্রিকা ॥ ২ ॥

জ্ঞানীর মুক্তিই মুখ্য ফল, ভক্তি তাহার সাধন স্বরূপ; ভক্তের ভক্তিই মুখ্য এবং মুক্তি তাহার আনুষঙ্গিক ॥ ২১ ॥

এই প্রকারেও আমার মতে পরমেশ্বর ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে হেতু একমাত্র ভক্তিই স্বপ্রভাবে জ্ঞান ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ইতি বোধসারে ভক্তিযোগ সমাপ্ত।

অগ্রে দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্য (১) এই ত্রিপত্রযুক্ত প্রথম বিল্বপত্র জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ১ ॥

পরে কর্ত্তা কার্য্য ও করণ এই ত্রিপত্রযুক্ত দ্বিতীয় বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে ॥ ২ ॥

---

(১) অর্থাৎ আমি দেখিতেছি এই অভিমান, দর্শন ক্রিয়া হইতেছে ও দর্শনের যোগ্য পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আছে এই রূপভেদ জ্ঞান। এইরূপ পরের দুই শ্লোকে ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ায় অভিমানাদি উক্ত হইয়াছে।

ভোক্তাচ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্য চিদ্রূপে তৃতীয়া বিল্বপত্রিকা॥ ৩॥
ভূর্ভুবশ্চ তথা স্বশ্চ-ইতিপত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্য চিদ্রূপে চতুর্থী বিল্বপত্রিকা॥ ৪॥
জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্য চিদ্রূপে পঞ্চমী বিল্বপত্রিকা॥ ৫॥
স্থূলং সূক্ষ্মং মহাসূক্ষ্মমিতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্য চিদ্রূপে ষষ্ঠিকা বিল্বপত্রিকা॥ ৬॥
অবিদ্যা সংস্থতির্জীব ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্য চিদ্রূপে সপ্তমী বিল্বপত্রিকা॥ ৭॥

পরে ভোক্তা ভোজন ও ভোজ্য এই পত্রত্রয়যুক্ত তৃতীয় বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ৩॥

অনন্তর ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকাত্মক (১) ত্রিপত্রযুক্ত চতুর্থ বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ৪॥

অনন্তর জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই পত্রত্রয়াত্মক (২) পঞ্চম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ৫॥

স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহাসূক্ষ্ম (৩) এই পত্রত্রয়াত্মক ষষ্ঠ বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ৬॥

অবিদ্যা, সংসার ও জীব এই পত্রত্রয়াত্মক সপ্তম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ৭॥

---

(১) অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের সুখাদিকামনারূপ।

(২) অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকৃত এই জ্ঞানরূপ। নিত্য বুদ্ধ স্বভাব আত্মার অবস্থাভেদ নাই, তাহা মায়ামাত্র।

(৩) স্থূল ঘট পটাদি, সূক্ষ্ম তন্মাত্রা, মহাসূক্ষ্ম চিন্তাদি।

উৎপত্তিশ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে অষ্টমী বিল্বপত্রিকা॥ ৮॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণপত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে নবমী বিল্বপত্রিকা॥ ৯॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে দশমী বিল্বপত্রিকা॥ ১০॥
ত্বন্তাহন্তা তথা তত্তা ইতি পত্রত্রয়াত্মিকা।
শিবে সমর্প্যা চিদ্রূপে রুদ্রাখ্যা বিল্বপত্রিকা॥ ১১॥
একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাম্ভব্যো বিল্বপত্রিকাঃ।
এতাভিরর্চ্চিতঃ শম্ভুঃ সদ্যো মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥ ১২॥
শীর্ষে ঘটসহস্রাস্তঃ পাতয়ন্তু জড়া জনাঃ।
মৌনমেবাবলম্বেত শিবলিঙ্গমিবাত্মবিৎ॥ ১৩॥

ইতি বোধসারে একাদশবিল্বপত্রিকং
শিবলিঙ্গাত্মপূজনং সম্পূর্ণং।

উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ এই পত্রত্রয়াত্মক অষ্টম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ৮॥

সত্ত্ব রজস্তম এই পত্রত্রয়াত্মক নবম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ৯॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই পত্রত্রয়াত্মক দশম বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ১০॥ তুমি, আমি ও সে এই পুরুষভেদ জ্ঞান-রূপ পত্রত্রয়াত্মক একাদশ বিল্বপত্র জ্ঞানময় শিবকে সমর্পণ করিবে॥ ১১॥

দেবদেবের এই একাদশ বিল্বপত্র কথিত হইল, ইহা দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করেন॥ ১২॥

অজ্ঞলোকে মস্তকে সহস্র সহস্র কলস জল নিক্ষেপ করুক না কেন (১) আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি শিবলিঙ্গের ন্যায় মৌনভাব অবলম্বন করিবেন॥ ১৩॥

ইতি বোধসারে একাদশ বিল্বপত্রিক শিবলিঙ্গাত্মপূজা সমাপ্ত।

---

(১) অর্থাৎ তাঁহাকে স্তুতিনিন্দা সুখদুঃখ যাহাই প্রদান করুক না কেন।

অথ বোধসারে আত্মসাক্ষাৎকারায় শিষ্যং প্রতি শ্রীগুরোঃ প্রশ্নান্তরং।

নিত্যানুভূতমপি যৎ নানুভূতত্বমাগতং।
অনুভূতিরসস্পর্শৈরনুভূতং পরং পদং ॥ ১ ॥
প্রত্যক্‌সংলক্ষণৈরেব পরাগ্‌বৃত্তিবিলক্ষণৈঃ।
সাক্ষাৎকৃতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণৈঃ ॥ ২ ॥
যশোদাগীতমধুরৈ র্মুহুর্বেদান্তভাষিতৈঃ।
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ॥ ৩ ॥
নবনীতরসগ্রাসৈশ্চমৎকারস্বসম্বিদাং।
অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দ ইব খেলসি ॥ ৪ ॥

বৎস, তুমি প্রত্যহ অনুভব করিয়াও যাহা অনুভব করিতেছি বলিয়া ধারণা করিতে পার না, সেই পরাৎপর চিন্ময় বিষ্ণুকে কি প্রকৃত অনুভব-রস আস্বাদন পূর্ব্বক অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছ? ॥ ১ ॥

বাহ্যবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন আনন্দাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অন্তর্বৃত্তি অদ্বিতীয় আনন্দাদিলক্ষণ সাক্ষাৎ মঙ্গলময় মহাদেবের সহিত কি সাক্ষাৎকার হইয়াছে? ॥ ২ ॥

যশোদার মৃদু মধুর গীত আকর্ণন করিতে করিতে ব্রজধামে শিশু কৃষ্ণ যেমন আনন্দে অবশ হইয়া নিদ্রিত হইতেন, তুমি কি সেইরূপ মৃদুমধুর বেদান্তবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক চিদানন্দে নিমগ্ন হইয়া শান্তিনিদ্রা লাভ করিতেছ? ॥ ৩ ॥

নিজ চিৎ শক্তির চমৎকার আনন্দময় নবনীতরস আস্বাদনপূর্ব্বক অন্তরে আপ্যায়িত হইয়া কি শিশু মুকুন্দের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছ? ॥ ৪ ॥

স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা দৃশ্যমেকাকিতাং গতঃ।
কিং নৃত্যসি নিজানন্দৈর্মহাদেব ইবাত্মনি ॥ ৫ ॥
সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং।
নিজশক্তিমুমাং পশ্যন্ মহেশইব নৃত্যসি ॥ ৬ ॥
দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি।
মৃত্যুঞ্জয়পদপ্রাপ্তঃ কিং হৃষ্যসি হরো যথা ॥ ৭ ॥
দৃশ্যং সম্মুখতাং নীত্বা মুকুরে দৃশ্যমীক্ষিতং।
মনঃ সম্মুখতাং নীত্বা তথাঙ্গ নভ ঈক্ষিতং ॥ ৮ ॥
বহিরন্তর্হরিং পশ্যন্ মায়াং পশ্যন্ জগন্ময়ীং।
বিস্ময়ং পরমং যাসি মার্কণ্ডেয় ইবাত্মনি ॥ ৯ ॥
ইতি বচনামৃতনবকং।

তুমি কি মহাদেবের ন্যায় দৃশ্যভূত চরাচর জগৎ আত্মায় প্রলীন করিয়া একাকী হইয়া নিজানন্দে আপনিই আপনাতে নৃত্য করিতেছ? ॥ ৫ ॥

সমাধিরূপ সায়ংকালে, স্নেহময়ী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজশক্তিরূপ উমাকে দর্শন করিতে করিতে কি মহেশের ন্যায় নৃত্য করিতেছ? ॥ ৬ ॥

দর্শনের বিষয়ীভূত এই সংসাররূপ গরল পান করিয়া আত্মায় পরিপাক-পূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয়পদ প্রাপ্ত হইয়া কি ভগবান হরের ন্যায় হর্ষ অনুভব করিতেছ? ॥ ৭ ॥

যেমন মুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া মুখাদি দৃশ্য পদার্থকে দেখিয়া থাক, সেইরূপ চিত্তমুকুরের সম্মুখে লইয়া গিয়া কি আত্মাকাশকে দর্শন করিয়াছ? ॥ ৮ ॥

অন্তরে বাহিরে হরিকে অবলোকনপূর্ব্বক জগৎময় মায়া দর্শন করিয়া কি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় আপনাআপনি পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেছ? ॥ ৯ ॥

ইতি গুরুপ্রশ্নরূপ বচনামৃতনবক।

অথ শিষ্যপ্রতিবচনং।

শ্রীগুরো স্বানুভাবানাং করুণাপূর্ণচেতসাং।
শ্রীমতাং কৃপয়া নূনমস্মাকং কিমু দুর্লভং॥ ১০॥
ইতিবোধসারে স্বানুভবজাতচমৎকারপ্রবন্ধঃ সমাপ্তঃ।

অথ বোধসারে লয়যোগপ্রারম্ভঃ।

চঞ্চলং হি ন জানাতি মনো নিশ্চলতাসুখং।
তদধ্যাপয়িতুং তস্মৈ মুনিভির্দর্শিতো লয়ঃ॥ ১॥

শিষ্যের প্রত্যুত্তর।

প্রভো! করুণা পূর্ণচিত্ত মহানুভব শ্রীমান্ গুরুদেবের কৃপায় আমাদের কিছুই দুর্লভ নহে॥ ১০॥

ইতি বোধ বোধসারে স্বানুভবজাতচমৎকার প্রবন্ধ সমাপ্ত।

মন চঞ্চল অবস্থায় নিশ্চলতা সুখ জানিতে পারে না, তাহা শিখাইবার জন্য মুনিগণ তাহাকে (ক) লয় (খ) দেখাইয়াছেন॥ ১॥

(ক) মনকে, অর্থাৎ চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিকে। (খ) যে সময় প্রবৃত্তির প্রাবল্য হ্রাস হইয়া নিবৃত্তি ভাবের উদ্রেক হয় সেই সময়কেই লয় বলা যায়। লয় শব্দের অর্থ লীন হওয়া। বস্তুমাত্রেরই দুই প্রকার স্বভাব। এক সময়ে তাহা কারণরূপ হইতে কার্য্যরূপে পরিণত হইতে থাকে, ইহাই প্রবৃত্তি; অন্য সময়ে কার্য্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণরূপে পরিণত হয় অথবা কারণে লয় প্রাপ্ত হয়; ইহাই নিবৃত্তি বা লয়। এইরূপ লীন হইবার উপক্রমকেই এখানে লয় বলা হইয়াছে। অনেক সময়েই আমাদের ইন্দ্রিয়াদির এই ধর্ম্ম উপস্থিত হয়। কিন্তু সে সকলগুলি লক্ষ্য করা অতি দুরূহ। যোগিগণ ঐ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। এখানে আচার্য্য কতগুলি স্থূল সূক্ষ্ম লয় বা লয়ের উপক্রমকাল দেখাইতেছেন।

আখ্যাতা শম্ভুনা গৌর্য্যৈ অসংখ্যাশ্চ লয়ক্রমাঃ।
কেন জ্ঞেয়াঃ কেন বর্ণ্যাঃ কিঞ্চিত্তু কথ্যতে ময়া ॥ ২ ॥
নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে নিদ্রান্তে জাগরোদয়ে।
লয়ো ভবতি চিত্তস্য কার্য্যং তত্রাত্মচিন্তনং ॥ ৩ ॥
যদা শিথিলতাং যাতি ভারন্ত্যক্ত্বেব ভারিকঃ।
অত্যাদরেণ কর্ত্তব্যং তদৈব শিবচিন্তনং ॥ ৪ ॥

ভগবান্ শম্ভু গৌরীকে অসংখ্য লয়ক্রম বলিয়াছেন, সে সমুদয় কে বা জানিতে পারে এবং কেই বা বর্ণন করিতে পারে? আমি এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিব (গ) ॥ ২ ॥ নিদ্রার পূর্ব্বক্ষণে ও জাগরণের শেষক্ষণে এবং নিদ্রার শেষক্ষণে ও জাগরণের উদয় সময়ে চিত্তের লয় হয়; তখন আত্ম-চিন্তন (ঘ) করা কর্ত্তব্য ॥৩॥ ভার ত্যাগ করিয়া ভারবাহী যেমন শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়ে, মন কার্য্যত্যাগ পূর্ব্বক যখন সেইরূপ শিথিল ভাবাপন্ন হয়, তখনই (ঙ) অতি যত্নে শিবচিন্তা করা বিধেয় ॥ ৪ ॥ 4437।

(গ) তন্ত্রশাস্ত্রে অসংখ্য লয়কাল কথিত হইয়াছে, সেগুলি অতি সূক্ষ্ম ও যোগিগণের বোধ্য, এজন্য আচার্য্য এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পরিহার করিয়াছেন।

(ঘ) আত্মাই সমস্ত জগতের মূল, সকল কারণের মূল কারণ। আত্মাই মায়াকল্পিত নিখিল জগতের লয়স্থান। অনাদি বাসনাস্রোত সদাই প্রবাহিত, সর্ব্বদাই উজান বহিতেছে। সময়ে সময়ে ক্ষণকালের জন্য উজানভাটার মধ্যকালীন নদীস্রোতের ন্যায় স্তব্ধভাব ধারণ করে। আবার মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রবল উজানে ধাবমান হয়। জীব এই দুর্ব্বার স্রোতে নিমগ্নোন্মগ্ন কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়; সুতরাং যদি লয়কালে একবার সেই কারণ সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিতে চেষ্টা করে তবে তাহা অতি কল্যাণকারী হইতে পারে। যিনি ক্রমশ অভ্যাস করিয়া এই নিস্তব্ধ ক্ষণের অপূর্ব্ববল ধারণপূর্ব্বক উজানের প্রবলাঘাতে অবিচলিত থাকিতে পারেন তিনিই ক্রমে কল্যাণপথে অগ্রসর হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। (ঙ) এই সময়েই শান্তিময়ী সুষুপ্তি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে সেই পরম শান্তির আভাস প্রদান করিয়া থাকে। আমাদিগের আত্মজ্ঞান-গ্রন্থে সুষুপ্তির কারণ স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে, পাঠকগণ দেখিতে পারেন।

চিত্তে শিথিলতাং যাতে ভাবনীয়ো মহেশ্বরঃ।
যদা যদৈব শিথিলং তদৈব শিবপূজনং ॥৫॥
পীড়ৈব হি পরা পূজা যথা চরণপীড়নং।
দুঃখমেব পরা পূজা দুঃখমুদ্বর্ত্তনং যথা ॥৬॥
খেদ এব পরা পূজা খেদে চিত্তং নিরাশ্রয়ং।
ভয়ং হি পরমা পূজা ভীষাস্মাদিতি হি শ্রুতিঃ ॥৭॥

চিত্ত শিথিলতা প্রাপ্ত হইলে মহেশ্বরকে ভাবনা করিবে। যখনই শৈথিল্য (ক) তখনই শিব পূজা॥ ৫॥ পীড়াই উত্তম পূজা যেমন চরণপীড়ন (খ); দুঃখই উত্তম পূজা যেমন উদ্বর্দ্ধন-দুঃখ (গ)॥ ৬॥

খেদই উৎকৃষ্ট পূজা; খেদের সময় চিত্ত নিরাশ্রয় হয় (ঘ)। ভয়ই পরম পূজা; শ্রুতি বলিয়াছেন—"ইঁহা হইতেই ভয় জন্মে" (ঙ)।৭।

(ক) এই শিথিলতা বা অবসন্ন ভাবের বিষয় আমরা পূর্ব্বে একপ্রকার বলিয়াছি। যোগিগণ সমস্ত কার্য্যেই এই ভাব অনুভব করিতে অভ্যাস করেন। ইহাই সমস্ত কার্য্যে অধ্যাত্ম দৃষ্টি। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি লইয়া আচার্য্য পরে পীড়া, খেদ, হর্ষ, বিষাদ, প্রভৃতি সমস্ত অনুভবকেই ব্রহ্মানুভবে পর্য্যবসিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (খ, গ) সময়ে সময়ে দুঃখেও সুখ অনুভূত হয়। সেই নিত্য সুখময় বস্তুকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা সমস্ত দুঃখকেই এইরূপ সুখে পরিণত করিতে পারি। ইহা আমাদিগের নিকট এক্ষণে অলীক উপহাসাস্পদ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু অদ্বৈত বাদী মহাত্মাগণ এক সময় ইহার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। (ঘ) এই নিরাশ্রয়তা ও পূর্ব্বোক্ত শিথিলতা বা স্থিরভাব। (ঙ) ভয় কালে ভয়ের কারণ স্পষ্ট ভাবেই মনে স্ফুরিত হয়, সুতরাং যদি ব্রহ্ম হইতেই ভয় উপস্থিত হইল তবে ভয়ের সময় মন সেই ভয়ের কারণকে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে জানিতে সক্ষম হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

দানন্তু পরমা পূজা দায়ো দেবস্থ দীয়তে।
আদানং পরমা পূজা পরমাত্মনি বল্লভে ॥৮॥
রোগ এব পরা পূজা রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ।
আরোগ্যং পরমা পূজা আরোগ্যং মোক্ষসাধনং ॥৯॥
ক্রিয়া তু পরমা পূজা তদর্থং ক্রিয়তেঽখিলং।
অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিণী ॥১০॥
সৎসঙ্গঃ পরমা পূজা সৎসঙ্গো মুক্তিসাধনং।
অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে ॥১১॥

দান পরম পূজা; দেবতাই দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। আদান ও পরম পূজা; পরমাত্মা সকলের প্রিয়তম, প্রিয়তমের নিকট হইতে প্রিয়বস্তু গ্রহণ করিতে হয় ॥ ৮ ॥ রোগই উত্তম পূজা, যেহেতু রোগ দ্বারা পাপক্ষয় হয়। আরোগ্যও পরম পূজা; কারণ আরোগ্য মোক্ষ-সাধন ॥ ৯ ॥

ক্রিয়াই পরম পূজা; আত্মার জন্যই সকলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অক্রিয়াই উত্তম পূজা, ক্রিয়া পরিত্যাগ জন্য নিশ্চলতাই ধ্যান-স্বরূপ (ক) ॥ ১০ ॥ সৎসঙ্গ পরম পূজা, যেহেতু সৎসঙ্গ মুক্তির উপায় স্বরূপ। অসৎসঙ্গও উৎকৃষ্ট পূজা, অসৎসঙ্গে মোহের পরীক্ষা হয়। ॥ ১১ ॥

(ক) চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যান বা সমাধি, সুতরাং যখন কোন কার্য্যই থাকে না তখন আলস্যের চরিতার্থতা করিয়া অস্বাভাবিক নিদ্রায় মগ্ন না হইয়া, ব্রহ্মে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করিলে যোগীর সহজে নিশ্চলতারূপ ধ্যান সাধিত হয়। আচার্য্য অন্য স্থলে ধ্যান নিশ্চলতা উপমা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন (ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ইত্যাদি। সমস্ত লয়ের সময় পূর্ব্বোক্তরূপ চেষ্টা থাকিলেই লয় যোগ নতুব তাহা যোগের বিঘ্ন, এই বিঘ্নকে উদ্দেশ করিয়াই কথিত হইয়াছে 'ল

ধৈর্য্যন্তু পরমা পূজা ধীরো হ্যমৃতমশ্নুতে।
অধৈর্য্যং পরমা পূজা ত্বরিতঃ ক্ষিপ্রসিদ্ধিভাক্ ॥১২॥
স্তুতিরেব পরা পূজা স্তুতো দেবঃ প্রসীদতি।
নিন্দৈব পরমা পূজা সুহৃদাং গালয়ো যথা ॥১৩॥
তৃষ্ণৈব পরমা পূজা দেবার্থং বহু কাঙ্ক্ষ্যতে।
সন্তোষঃ পরমা পূজা দেবঃ সন্তোষলক্ষণঃ॥১৪॥
যাত্রা হি পরমা পূজা দেবস্যৈতৎ প্রদক্ষিণং।
আসনং পরমা পূজা আসনে যোগ উত্তমঃ ॥১৫॥

ধৈর্য্য পরম পূজা; ধীর ব্যক্তি অমৃত লাভ করেন (ক)। অধৈর্য্যও পরম পূজা; ত্বরা-যুক্ত ব্যক্তি (খ) শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ১২ ॥ স্তুতি উৎকৃষ্ট পূজা, স্তুতি দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন। নিন্দা ও পরম পূজা, যেমন বন্ধুগণ গালি দিলে হৃদয়ে (গ) আহ্লাদ জন্মে ॥ ১৩ ॥

তৃষ্ণাই পরম পূজা, দেবতার জন্যই (ঘ) নানা আকাঙ্ক্ষা করা যায়। সন্তোষও পরম পূজা, সন্তোষই দেবতার লক্ষণ ॥১৪॥

ভ্রমণ পরম পূজা, ইহাতে দেবতাকেই প্রদক্ষিণা করা হয়। আসনও পরম পূজা, আসনে উত্তম যোগ সাধন হয় ॥ ১৫ ॥

(ক) মুক্তিই পরমামৃত, তাহার আভাসস্বরূপ সন্তোষামৃত ধীর ব্যক্তির লাভ হয় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। (খ) এই ত্বরা কার্য্যবিঘ্নজনক অধৈর্য্য নহে। উদ্দেশ্য সাধনে আন্তরিক অধ্যবসায়রূপ ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া বাহিরে কার্য্যতৎপরতাই এস্থলে ত্বরা শব্দের অর্থ। (গ) কেহ নিন্দা করিলে জ্ঞানিগণ তাহাকে কৌতুক বিবেচনা করিয়া অন্তরে আনন্দিত হন।

(ঘ) ব্রহ্মে সমস্ত কার্য্য অর্পণ করিলে ধনাদি তৃষ্ণা দ্বারা জ্ঞানীর ব্রহ্ম পূজাই সম্পন্ন হয়। গীতায় সন্ন্যাসযোগে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যথা 'ময়ি সন্ন্যস্য কর্ম্মাণি' 'কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতি' ইত্যাদি।

ভোজনং পরমা পূজা দেবনৈবেদ্যরূপিণী।
অভোজনং পরা পূজা উপবাসপ্রিয়ো হরিঃ ॥১৬॥
স্থিতত্বং পরমা পূজা তদুপস্থানমাত্মনঃ।
পতনং পরমা পূজা নমস্কারস্বরূপিণী ॥১৭॥
ভাষণং পরমা পূজা জপস্তুতিময়ী হরেঃ।
মৌনং হি পরমা পূজা মৌনং ব্যাখ্যানমস্য যৎ ॥১৮॥

ভোজন পরম পূজা, ইহা দেবতার নৈবেদ্য স্বরূপ। অভোজনও উৎকৃষ্ট পূজা, হরি উপবাস-প্রিয় (ক) ॥ ১৬॥ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করা পরম পূজা, তাহা আত্মার উপস্থান-স্বরূপ (খ) স্থিতি ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হওয়াও পরম পূজা, তাহা আত্মার নমস্কারস্বরূপ ॥ ১৭॥

কথা কহা পরম পূজা, তাহা হরির জপ-স্তুতি-স্বরূপ। মৌনও পরম পূজা, যেহেতু মৌনাবলম্বনই পরমাত্মার ব্যাখ্যান (গ) ॥ ১৮॥

(ক) যদি কোন দিন অন্নাভাবে উপবাস ঘটে তবে মহাত্মা যোগী তাহাকে একাদশীরূপ হরিব্রত বলিয়া ধারণা করেন ও অণুমাত্রও বিচলিত হন না। (খ) সকল বস্তুর স্বাভাবিক ভাবে অবস্থানকেই স্থিতি বলা যায় ইহা পতনের বিপরীত। যোগী পতন, স্থিতি, শয়নাসন প্রভৃতি সকল কার্য্যই ব্রহ্মপূজা রূপে গ্রহণ করিবেন। যেমন স্থিরভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উপস্থান করিতে হয় তেমনি স্থিতিকালে যোগী মনে করিবেন যে, আমি সর্ব্বব্যাপী আত্মার সম্মুখে থাকিয়া উপস্থান করিতেছি; পতন কালে মনে করিবেন যে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি।

(গ) 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম অবাঙ্মনস-গোচর বলিয়া কথিত হইয়াছেন সুতরাং তদ্বিষয়ে মৌন অবলম্বন করিলেই তিনি অবাঙ্মনস-গোচর ইহা ব্যাখ্যা করা হইল এইরূপে মৌন তাঁহার ব্যাখ্যান।

চেষ্টা হি পরমা পূজা চেষ্টয়া তৎ প্রকাশ্যতে।
অচেষ্টা পরমা পূজা জোষমাস্বেতি বেদবাক্ ॥১৯॥
জন্মৈব পরমা পূজা অবতারো হরের্হি সঃ।
জীবনঞ্চ পরা পূজা জীবন্ কার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥২০॥
দীর্ঘমায়ুঃ পরা পূজা যোগিনো দীর্ঘজীবিনঃ।
স্বল্পমায়ুঃ পরা পূজা সদ্যো হ্যস্মাদ্বিমুচ্যতে ॥২১॥
মরণন্তু পরা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপিণী।
শোকস্তু পরমা পূজা শোকো বৈরাগ্যসাধনং ॥২২॥

চেষ্টাই পরম পূজা, চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্ম চিত্তে প্রকাশিত হন। চেষ্টা পরিত্যাগ ও পরম পূজা; 'নিস্তব্ধভাবে অবস্থান কর' ইহা বেদবাক্য (ক) ॥১৯॥ জন্মই পরম পূজা; তাহা হরির অবতার। জীবনও উৎকৃষ্ট পূজা, লোকে জীবিত থাকিলেই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। ২০। দীর্ঘ আয়ু শ্রেষ্ঠ পূজা, যোগিগণ দীর্ঘজীবী হইয়া এই পূজা সম্পন্ন করেন। অল্প আয়ুও উৎকৃষ্ট পূজা; অল্পায়ু ব্যক্তি শীঘ্রই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ২১। মরণ উত্তম পূজা, ইহা নির্ম্মাল্য ত্যাগস্বরূপ (খ)। শোকও পরম পূজা, শোক বৈরাগ্যের উপায়। ২২।

(ক) পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও চেষ্টা চাঞ্চল্য নহে কিন্তু ধ্যান বিষয়ে অধ্যবসায়; চেষ্টা ত্যাগ আলস্য নহে বিষয়-চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি।

(খ) যেমন পূজাশেষে পূজার উপকরণ ফল পুষ্পাদি দেবতা ত্যাগ করেন সেই রূপ এই ভুক্ত-ভোগ দেহ ভোগান্তে আত্মা ত্যাগ করেন, এইভাবে মরণকালে পরিত্যক্ত দেহ সেই পরম দেবতার নির্ম্মাল্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানীগণ এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মরণ কালে অণুমাত্র বিচলিত হন না, বস্তুতঃ নূতন পূজোপকরণের আয়োজন হইবে ভাবিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন।

হর্ষোহি পরমা পূজা হৃষ্টচিত্তঃ সদা হরিঃ।
পুষ্টিস্তু পরমা পূজা স্বস্থচিত্তো হি পুষ্টিমান্ ॥২৩॥
কৃশত্বন্তু পরা পূজা কৃশগাত্রাহি যোগিনঃ।
লাভ এব পরা পূজা লাভঃ সন্তোষকারণং ॥২৪॥
হানিরেব পরা পূজা তস্মাদেব বিমুচ্যতে।
গুণাএব পরা পূজা সাধূনাং সম্মতো গুণী ॥২৫॥
দোষ এব পরা পূজা নিরহঙ্কারতা যতঃ।
মান এব পরা পূজা মান্যতে পরমেশ্বরঃ ॥২৬॥
অপমানঃ পরা পূজা যত্র নির্ব্বিদ্যতে মনঃ।
সধনত্বং পরা পূজা ধনং ধর্ম্মস্য সাধনং ॥২৭॥

হর্ষ পরম পূজা, হরি সর্ব্বদাই হৃষ্টচিত্ত। পুষ্টি পরম পূজা, পুষ্টিমান্ ব্যক্তির চিত্ত সুস্থ থাকে। ২৩।

কৃশত্বও উত্তম পূজা, যোগিগণ কৃশ গাত্র। লাভই উৎকৃষ্ট পূজা, লাভ সন্তোষের কারণ। ২৪।

ক্ষতিও পরম পূজা, সংসারের ক্ষয় হইলেই মুক্তি হয়। গুণই উত্তম পূজা, গুণী ব্যক্তি সাধুগণের প্রিয়। ২৫। দোষই উৎকৃষ্ট পূজা দোষ হইতে নিরহঙ্কারতা জন্মে। মানই পরম পূজা, পরমেশ্বর সকলেরই মাননীয়। ২৬। অপমানও উত্তম পূজা অপমানে মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ধনিত্ব উত্তম পূজা, ধন ধর্ম্মের সাধন (ক)। ২৭।

(ক) এইরূপে মান অপমান, সুখ দুঃখ, ধনিতা দরিদ্রতা প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম পূজা অনুভব করিতে পারিলে ক্রমে সর্ব্বত্র সমভাব উপস্থিত হয়। তখন যোগী সমস্বরূপ ব্রহ্মের আভাস সহজেই প্রাপ্ত হন। গীতায় উক্ত হইয়াছে 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।'

নির্ধনত্বং পরা পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্তমকিঞ্চনৈঃ।
অপ্রমাদঃ পরা পূজা অপ্রমত্তো হি সিধ্যতি ॥২৮॥
প্রমাদঃ পরমা পূজা বিস্মৃত্যা মুচ্যতে ভয়াৎ।
জাগরঃ পরমা পূজা বিশ্বরূপস্য দর্শনং ॥২৯॥
স্বপ্নস্তু পরমা পূজা পরমং প্রেক্ষণীয়কঃ।
সুষুপ্তিঃ পরমা পূজা সমাধি র্যোগিনাং হি সা ॥৩০॥
কর্ম্মযোগঃ পরা পূজা কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণং যতঃ।
ভক্তিযোগঃ পরা পূজা যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৩১॥

দরিদ্রতা উত্তম পূজা, অকিঞ্চন (ক) ব্যক্তিরাই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপ্রমাদ (খ) উৎকৃষ্ট পূজা, অপ্রমত্ত ব্যক্তিই সিদ্ধি লাভ করেন।২৮। প্রমাদও উত্তম পূজা, যিনি প্রমত্ত হইয়া সমস্ত ভুলিয়া থাকেন তিনি ভয় হইতে মুক্ত হন। জাগরণ শ্রেষ্ঠ পূজা, জাগরণে বিশ্বস্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন হয়। (গ)। ২৯।

স্বপ্ন (ঘ) উত্তম পূজা, স্বপ্নে পরমাশ্চর্য্য দর্শনীয় বস্তুর দর্শন হয় (ঙ), সুষুপ্তি (চ) উৎকৃষ্ট পূজা, তাহাই যোগিগণের সমাধিযোগ।৩০।

কর্ম্মযোগ (ছ) উত্তম পূজা, যেহেতু পরব্রহ্মেই সমস্ত কর্ম্ম অর্পিত হয়। ভক্তিযোগও উৎকৃষ্ট পূজা, ভগবান্ বলিয়াছেন 'যে আমার ভক্ত সেই আমার প্রিয়'।৩১।

(ক) যাঁহার কিছুই নাই, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী যেমন সনক শুক নারদ প্রভৃতি। (খ) কর্ত্তব্য বিষয়ে সাবধানতা। (গ) নিখিল বিশ্বই ঈশ্বরের রূপ সুতরাং জ্ঞানিগণ অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-দ্বারা জাগ্রতাবস্থায় সাক্ষাৎ সাকার ব্রহ্মাবলোকন সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। (ঘ)

(ঘ) অর্দ্ধনিদ্রা (ঙ) স্বপ্ন দর্শনে যে পরমাশ্চর্য্য ব্রহ্ম দর্শনের ছায়া আছে তাহা নির্ব্বাণ দশকে উক্ত হইয়াছে। (চ) গাঢ় নিদ্রা; স্বপ্নে সংস্কার বৃত্তি থাকে কিন্তু সুষুপ্তি কালে সমগ্র বুদ্ধি বৃত্তি ও সংস্কার বৃত্তি লয় পায়। (ছ) ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যজ্ঞ ব্রতাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে কর্ম্ম-

জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে।
তুরীয়ং পরমা পূজা সাক্ষাৎকারস্বরূপিণী ॥৩২॥
মদ্গুরোঃ সদৃশঃ কশ্চিদ্ গুরুঃ কর্ণে লগেদ্যদি।
সর্ব্বমেব তদা পূজা দেবস্য লয়রূপিণী ॥৩৩॥

জ্ঞানযোগ (ক) শ্রেষ্ঠ পূজা, জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়। জ্ঞানাজ্ঞানরহিত চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় অবস্থা (খ) শ্রেষ্ঠ পূজা, তাহাই ব্রহ্মের সসাক্ষাৎকার স্বরূপ।৩২।

আমার গুরুর সদৃশ কোন গুরু যদি উপদেশ প্রদান করেন তবে সমস্ত ঘটনাই লয় স্বরূপ হইয়া দেবদেবের পূজা হইয়া উঠে। (গ)।৩৩।

যোগ কহে। গীতায় উক্ত হইয়াছে, 'ফল বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ম্মকাণ্ডের রহস্য।

(ক) ঈশ্বরে একাগ্রতাই যোগ, তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরে একাগ্র হইতে যত্ন করা জ্ঞান-যোগ, একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক যত্ন করা ভক্তি-যোগ, ও ব্রত তপস্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক যত্ন করা কর্ম্ম-যোগ।

(খ) জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন প্রকার অবস্থাই সকল জীবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, তদতিরিক্ত যে অবস্থা বা স্বরূপভাব তাহাকে জ্ঞানিগণ তুরীয় অবস্থা কহেন, তাহাই বিশুদ্ধ চৈতন্যাবস্থা বা কৈবল্য বা মোক্ষ। আত্মজ্ঞান প্রবন্ধে ইহা বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

(গ) অর্থাৎ যদি সদ্গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধক শিষ্য সমস্ত কর্ম্মেই লয়াবধারণ করিতে পারেন তবে তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবেই

লয়ানামপি সর্ব্বেষাং বিশ্ববিস্মৃতিকারিণাং।
শ্রেষ্ঠং নাদানুসন্ধানং নাদো হি পরমো লয়ঃ ॥৩৪॥
মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো যথা গন্ধং ন কাঙ্ক্ষতি।
নাদাসক্তং তথা চিত্তং বিষয়ং নাভিকাঙ্ক্ষতি ॥৩৫॥
ইতি বোধসারে লয়যোগঃ সম্পূর্ণঃ।

অথ বোধসারে উপদেশপ্রকরণম্।

যুক্ত্যেব বৃত্তিভিঃ পূর্ণং রিক্তীকুরু মনোঘটম্।
ন কশ্চিদ্ভবিতা তাত ব্রহ্মণাপূরণে শ্রমঃ ॥১॥

লয়দ্বারা মায়াময় সংসার বিস্মৃত হওয়া যায় (ক), সকল লয়ের মধ্যে নাদানুসন্ধান শ্রেষ্ঠ, নাদই পরম লয় ॥৩৪॥ যেমন মধুকর পুষ্পের মকরন্দপানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া গন্ধের দিকে লক্ষ্য করে না সেইরূপ চিত্ত নাদাসক্ত হইলে আর বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে না।

ইতি বোধসারে লয়যোগ সমাপ্ত।

উপদেশপ্রকরণ।

বৎস, তোমার মনোরূপ কলসটী ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে মগ্নই রহিয়াছে কিন্তু বৃত্তিরূপ (খ) বায়ুদ্বারা সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকায় কোন ফল হইতেছে না। তুমি যুক্তিরূপ উপায় দ্বারা শূন্য কর অমনি ব্রহ্মবারি আপনা আপনি প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ করিবে (গ) তোমাকে আর কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে হইবে না ॥১॥

ব্রহ্মকে ভজনা করিতে পারেন। (ক) লয়কালে যোগসাধন দ্বারা ক্রমশঃ নিবৃত্তি সংস্কার বর্দ্ধিত হইয়া প্রবৃত্তি সংস্কার নষ্ট করে শেষে আপনিও বিলীন হয়, সুতরাং লয়দ্বারা সংসার কুহক বিস্মৃত হওয়া যায়।

(খ) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, অনুমান প্রভৃতি বিষয়বোধক বৃত্তি কহে।

(গ) এই সুন্দর দৃষ্টান্তটী 'মনঃ পূর্ণে সমাধায় ছিদ্রকুম্ভমিবার্ণবে' ইত্যাদি শ্লোকে একবার কথিত হইয়াছে।

ত্যজ চিন্তাং মহাবুদ্ধে ভজ নিশ্চলতাসখীম্।
ত্বয়ার্জ্জিতামিমাং চিন্তাং বদ কোঽন্যঃ পরিত্যজেৎ ॥২॥
চিন্তনীয়ং ত্বয়া বস্তু চিন্তারোগস্য ভেষজম্।
অথবা তাত চিন্তাখ্যরোগমেব পরিত্যজ ॥৩॥
বর্দ্ধিতা বর্দ্ধতে চিন্তা ত্যক্তা নশ্যতি সত্বরম্।
ঈদৃশেনাপি রোগেণ দুর্ধিয়ো মরণং গতাঃ ॥৪॥
কর্কশাঃ কলহং কৃত্বা বদ্ধা নিত্যমমঙ্গলাঃ।
ত্যজ্যতাং কামনা চণ্ডী ভুজ্যতাং মুক্তিসুন্দরী ॥৫॥
জনৈঃ পণ্ডিত ইত্যুক্তঃ প্রাপ্নোষি পরমং সুখং।
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভব পণ্ডিত এব তৎ ॥৬॥
নিত্যমেব স্ফুরদ্রূপো ননু ত্বং চিৎস্বরূপতঃ।
স্ফূর্ত্তিমূর্ত্তেস্তবৈবৈষা কাচিৎ স্ফূর্ত্তিরিদং জগৎ ॥৭॥

সুবুদ্ধি, তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর, নিশ্চলতা সখী সেবা কর। তুমি এই চিন্তাকে সঞ্চয় করিয়াছ, অপর কে পরিত্যাগ করিবে বল? ॥২॥ যদি চিন্তাই করিতে হয় তবে, চিন্তা রোগের যে বস্তু ঔষধ তাহা চিন্তা কর; নতুবা চিন্তানামক রোগকে একেবারেই পরিত্যাগ কর ॥৩॥ চিন্তা রোগকে বাড়াইলেই তাহা বাড়িয়া থাকে, ত্যাগ করিলেই শীঘ্র বিনষ্ট হয়; তথাপি দুর্বুদ্ধিগণ এই রোগে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (ক) ॥৪॥ কর্কশ হৃদয় মূর্খগণ তৃষ্ণা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধ হয়, তাহারা সর্ব্বদাই অমঙ্গলস্বরূপ, তুমি কামনারূপ উগ্রা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরী মুক্তিকে সেবা কর ॥৫॥ লোকে পণ্ডিত বলিলে বড় সুখী হও; তবে মন, কর্ম্ম, বাক্যদ্বারা যথার্থ পণ্ডিতই হও না কেন ॥৬॥ তুমি স্বরূপতঃ সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিময়, এই জগৎ তোমার স্ফূর্ত্তিমূর্ত্তিরই আংশিক স্ফূর্ত্তিমাত্র ॥৭॥

(ক) অর্থাৎ যে রোগকে ত্যাগ করিলেই নষ্ট হয়, এমন সুসাধ্য রোগে অভিভূত হইয়া পড়া নিতান্ত দুর্বুদ্ধিমাত্র।

ভাস্বতো মম ভামাত্রমিতি জ্ঞাতে ভ্রমে গতে।
ক্ব দ্বিতীয়ঃ ক্ব সংসারঃ ক্ব মায়া তৎকৃতং ক্ব নু ॥ ৮॥
জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বজড়চৈতন্যদৃষ্টয়ঃ।
স্ফুরণানি স্বকীয়ানি মুনিভূর্ত্বা বিলোকয় ॥ ৯॥
পরস্পরমবিজ্ঞাতা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ।
ত্বয়া তিস্রস্ত্রিয়ো ভুক্তাস্তুরীয়াং ভজ সুন্দরীং ॥ ১০ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি পুরঃস্থানি ত্বমীক্ষসে।
তুরীয়ং তব ধামৈব ন তৎ কিমিতি পশ্যসি ॥ ১১ ॥

আমিই ভাস্বান্, যাহা কিছু প্রকাশমান হইতেছে তাহা আমারই আভা-মাত্র—এই প্রকার জ্ঞান জন্মিয়া ভ্রম দূর হইলে আর দ্বিতীয় জ্ঞান থাকে না এবং সংসারও থাকে না। তখন মায়া ও মায়াকৃত জন্মাদি কোথায় চলিয়া যায়? ॥ ৮॥ 'আমি জানিতেছি', 'আমি করিতেছি' 'আমার সুখ দুঃখ ভোগ হইতেছে,' ইত্যাদিরূপে জড়পদার্থে (ক) চৈতন্যদৃষ্টি তোমার নিজেরই স্ফুরণমাত্র, তুমি মুনি (খ) হইয়া সমস্ত অবলোকন কর ॥ ৯ ॥ তুমি পরস্পরের অজ্ঞাতসারে (গ) জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ তিনটী স্ত্রীকে ভোগ করিয়াছ এক্ষণে চতুর্থ সুন্দরীকে ভজনা কর ॥ ১০ ॥

তুমি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয় দেখিতেছ, তাহারা তোমাতে স্থিত নহে কিন্তু তোমার সম্মুখবর্ত্তী বুদ্ধিতে অবস্থিত; তুরীয় অবস্থা তোমার নিজেরই আলয়স্বরূপ, তথাপি তাহাকে দেখিতেছ না কেন? ॥ ১১ ॥

(ক) অহঙ্কাররূপা বুদ্ধিবৃত্তিতে। (খ) মননশীল অর্থাৎ আত্মধ্যান-পরায়ণ।

(গ) যেমন কামীগণ এক নায়িকার নিকট গোপন করিয়া অন্য নায়িকা উপভোগ করে সেইরূপ তুমিও স্বপ্নের নিকট গোপন করিয়া সুষুপ্তিকে ভোগ করিলে ও সুষুপ্তির নিকট গোপন করিয়া জাগরণকে ভোগ করিলে।

আধারসুখহেতোস্ত্বং ধ্যায়সে ন সুখে সুখং।
সুখিরূপে নিজে রূপে সুখং তিষ্ঠ সুখী ভব॥ ১২

ইতি বোধসারে উপদেশপ্রকরণং সমাপ্তং।

অথ ব্রহ্মচর্চ্চাবিংশতি প্রারম্ভঃ।

চর্চ্চা লক্ষণয়ানুক্তা প্রোক্তা চ পরমাত্মনঃ।
অতঃ শিষ্যপ্রবোধায় ব্রহ্মচর্চ্চা নিরূপ্যতে॥ ১॥

আধারঃ সর্ব্বভূতানাং তস্যাধারো ন কশ্চন।
আধারে সপ্তমী প্রোক্তা তেন ব্রহ্ম ন কুত্রচিৎ॥ ২॥

তুমি সুখাধার বস্তুর লাভার্থ চিন্তা করিয়া থাক, কিন্তু সুখের আধার কোথায়? সুখে সুখ নাই; নিজের স্বরূপই সুখের আধার, সেই সুখময় স্বরূপে অবস্থান কর এবং সুখী হও॥ ১২॥

ইতি বোধসারে উপদেশপ্রকরণ সমাপ্ত।

ব্রহ্মচর্চ্চাবিংশতি প্রারম্ভ।

শাস্ত্রে পরমাত্মার অনুশীলনাত্মক কতকগুলি বিশেষণ তাৎপর্য্যভেদে একবার উক্ত হইয়াছে আবার নিষিদ্ধও হইয়াছে, সেই তাৎপর্য্যগুলি স্পষ্টরূপে শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মচর্চ্চা নিরূপণ করা যাইতেছে॥ ১॥

ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আধার; কোন বস্তুই তাঁহার আধার নহে; আধারেই সপ্তমী প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং আধারহীন বলিয়া ব্রহ্ম কোন বস্তুতেই নাই॥ ২॥

অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় তোমার জাগ্রদ্ভোগ থাকে না ও জাগ্রদবস্থাতেও স্বপ্নভোগ থাকে না ইত্যাদি। ইহাই যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে 'স্বপ্নো জাগ্রত্যসদ্রূপঃ স্বপ্নে জাগ্রদসদ্বপুঃ' ইত্যাদি।

অধিষ্ঠানং বিনা কার্য্যং ন তিষ্ঠতি কদাচন।
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপং হি কথং ব্রহ্ম ন কুত্রচিৎ॥ ৩॥
সর্ব্বস্মাৎ তৎ পৃথগ্ ব্রহ্ম ইতি বক্তুং ন শক্যতে।
যদাত্মকমিদং সর্ব্বং সর্ব্বস্মাৎ তৎ পৃথক্ কথং॥ ৪॥
সর্ব্বস্মাদপৃথগ্ ব্রহ্ম বক্তুমিত্যপি নার্হসি।
সর্ব্বস্মাৎ পৃথগেবেদমনুভূতং মহর্ষিভিঃ॥ ৫॥
আত্মরূপমিদং বাচ্যমিতি তর্কস্ত্বয়া কৃতঃ।
অনাত্মরূপং কিন্ত্বস্তি আত্মরূপং যতস্তিদং॥ ৬॥

অধিষ্ঠানব্যতিরেকে কোন কার্য্যপদার্থ (১) কখনই থাকিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম কোথাও নাই ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ॥ ৩॥

ব্রহ্ম সকল পদার্থ হইতে পৃথক্ ইহা বলা যায় না, যিনি সমস্ত বিশ্বেরই আত্মা তিনি কিরূপে সকল পদার্থ হইতে পৃথক্ হইতে পারেন? ॥ ৪॥ ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু হইতে অপৃথক্ ইহাও বলিতে পার না, মহর্ষিগণ সেই পরম পদার্থকে সমুদয় পদার্থ হইতে পৃথগ্ভাবেই অনুভব করিয়াছেন ॥ ৫॥

তুমি মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়াছ যে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপই বলা যাইবে, কিন্তু অনাত্মস্বরূপ আর কি পদার্থ আছে যে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ হইবেন? (২) ॥ ৬॥

---

(১) অর্থাৎ কোন সৎকারণে কার্য্যভাবে অধ্যস্ত অনিত্য অসৎ পদার্থ। সত্যস্বরূপ একটী অধিষ্ঠান বা আশ্রয় না থাকিলে ভ্রমময় অসত্যের অভ্যাস হইতে পারে না। বেদান্ত মতে জগৎ মরুমরীচিকার ন্যায়। মরীচিকা ভ্রমাত্মক বটে কিন্তু তাহা যেমন লৌকিক সত্যাত্মক সূর্য্যকিরণরূপ অধিষ্ঠান আশ্রয় করিয়াই জন্মিয়া থাকে সেইরূপ জগৎভ্রমও অলৌকিক পরমার্থ সত্য ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন।

(২) অর্থাৎ যদি অনাত্মস্বরূপ কোনও পদার্থ থাকে তাহা হইলেই সেই পদার্থ হইতে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ বিশেষণ দেওয়া

যথা জ্ঞাতং তথা ব্রহ্ম ইতি বক্তুং ন শক্যতে।
জ্ঞানস্বরূপং তদ্ব্রহ্ম জ্ঞানস্য বিষয়ঃ কথং ॥ ৭ ॥
জ্ঞানস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি মন্যসে।
জ্ঞেয়মেব ন যত্রাস্তি জ্ঞানত্বং তস্য কীদৃশং ॥ ৮ ॥
জ্ঞাতৃস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি কল্প্যতে।
স্বয়ংপ্রকাশরূপে হি জ্ঞানস্যাশ্রয়তা কথং ॥ ৯ ॥
সর্ব্বরূপমিদং ব্রহ্ম ইতি বক্তুং ন শক্যতে।
সদেব সর্ব্বমেবেদং যতঃ শাশ্বতমুচ্যতে ॥ ১০ ॥
একরূপমিদং ব্রহ্ম ইতি কো বচনং বদেৎ।
নির্গুণং যদি তদ্ব্রহ্ম একত্বমপি যদ্গুণঃ ॥ ১১ ॥
নির্গুণং তৎ পরং ব্রহ্ম নূনমেতদসাম্প্রতং।
অনন্তেনৈব গীয়ন্তে অনন্তা এব তদ্গুণাঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মকে যেমন জানা যায় তিনি সেই প্রকারই ইহাও বলা যায় না; সেই ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারেন? ॥৭॥ যদি মনে কর, যে তবে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই হউন, তাহাও হইবে না; যাঁহাতে জ্ঞেয়ই নাই তাঁহার আবার জ্ঞানত্ব কি প্রকার? ॥ ৮ ॥ যদি বা বল যে ব্রহ্ম জ্ঞাতৃস্বরূপই হউন, তাহাও নহে; স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পদার্থে জ্ঞানের আশ্রয়তা কিরূপে ঘটিবে? ॥৯॥ ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ ইহাও বলা যায় না, যেহেতু শ্রুতিতে চিরদিন কথিত হইতেছে, যে এই সমস্ত বিশ্বই সৎস্বরূপ ॥১০॥ যখন ব্রহ্ম নির্গুণ এবং একত্ব একটী গুণ তখন এই ব্রহ্ম একরূপ একথাই বা কে বলিতে পারে? ॥ ১১ ॥ সেই পরব্রহ্ম নির্গুণ, একথাও নিশ্চয় অসঙ্গত, স্বয়ং অনন্তই তাঁহার অনন্তগুণ গান করিয়া থাকেন ॥১২॥

যাইতে পারে, নতুবা বিশেষণটী নিরর্থক হইয়া উঠে। যে বনে সমস্ত বৃক্ষগুলিই সবুজ বর্ণ, সেখানে—সবুজ বর্ণটা বট গাছ—ইহা বলিলে বট চিনিয়া উঠা যায় না।

ব্রহ্ম নাস্তীতি বচনং বক্তুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ।
ব্রহ্ম নাস্তীতি বচনং তর্হি কো বক্তি তদ্বদ॥ ১৩॥
অস্বরূপমিদং ব্রহ্ম ইতি বিদ্বান্ কথং বদেৎ।
স্বস্বরূপমিদং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষমনুভূয়তে॥ ১৪॥
স্বস্বরূপমিদং ব্রহ্ম ইদমপ্যযথাতথং।
তত্র কো নু স্বশব্দার্থো যৎস্বরূপমিদং ভবেৎ॥ ১৫॥
যদি স্বপররূপং তৎ ব্রহ্মেতি বচনং তব।
যত্র স্বপরভাবো ন ব্রহ্ম কিং তত্র নাস্তি হি॥ ১৬॥
ত্বমেব তৎ পরং ব্রহ্ম ত্বং ব্রহ্মেতি শ্রুতির্জগৌ।
ত্বমেব তৎ কথং ব্রহ্ম ত্বন্তা তত্র ন বিদ্যতে॥ ১৭॥

ব্রহ্ম নাই একথাই বা কে বলিতে সক্ষম? তাহা হইলে ব্রহ্ম নাই এই কথা কে বলিতেছে তাহা বল? ॥ ১৩॥

এই ব্রহ্মের কোনরূ স্বরূপ নাই ইনি আত্মস্বরূপ একথাই বা জ্ঞানীব্যক্তি কিরূপে বলিবেন? এই ব্রহ্মকে স্বস্বরূপভাবে প্রত্যক্ষই অনুভব হইয়া থাকে॥ ১৪॥

এই ব্রহ্ম স্বস্বরূপ ইহাও অযথার্থ; এস্থলে স্বশব্দের কি অর্থ যে ইনি স্বস্বরূপ হইবেন? (১)॥ ১৫॥

সেই ব্রহ্ম স্ব এবং পর উভয়স্বরূপ যদি তোমার এই কথা হয়, তবে যেখানে স্বপরভাব নাই সেখানে কি ব্রহ্ম নাই?॥ ১৬॥

তুমিই সেই পরব্রহ্ম, যেহেতু তুমি ব্রহ্ম ইহা শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছেন; আবার তুমিই বা সেই ব্রহ্ম কি প্রকারে? যেহেতু তথায় ত্বন্তা (২) নাই॥১৭॥

---

(১) অর্থাৎ স্বশব্দের ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই অর্থ বলিতে পারা যায় না সুতরাং ব্রহ্ম স্বস্বরূপ বলিলে ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপ ইহাই বলা হইল তাহাতে আর কিছুই বিশেষ বুঝা গেল না।

(২) ত্বন্তাব অর্থাৎ পুরুষভেদ জ্ঞান এইরূপ অহন্তা ও তত্তা ও ঔপাধিক

অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতিচ শ্রুতিঃ।
কথং ভবেদহং ব্রহ্ম অহন্তা যত্র নাস্তি হি॥ ১৮॥
তদেব তৎ পরং ব্রহ্ম তদ্ব্রহ্মেতি শ্রুতের্বচঃ।
অত্যন্তাব্যবধানে হি পরোক্ষমিব তৎ কথং॥ ১৯।
নষ্টায়াং মোহনিদ্রায়াং গলিতে মানসে মুনে।
তদেব তৎ পরং ব্রহ্ম যৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ২০।
চর্চ্চিতং যোগ্যয়া ভূয়স্ত্বনয়া চর্চ্চয়া বুধাঃ।
চর্চ্চয়ন্তু পরং ব্রহ্ম তুষ্যন্তু চ রমন্তু চ॥ ২১॥
ইতি বোধসারে ব্রহ্মচর্চ্চাবিংশতিঃ সম্পূর্ণা।

আমিই পর ব্রহ্ম 'আমি ব্রহ্ম' ইহাও শ্রুতির কথা বটে; আবার যে ব্রহ্মে অহন্তা নাই আমি সেই ব্রহ্ম ইহা কি প্রকারে হইবে?॥ ১৮॥

তিনিই (বা তাহাই) সেই পর ব্রহ্ম, 'তাহা ব্রহ্ম' ইহাও শ্রুতির বাক্য; কিন্তু যখন ব্রহ্মের সহিত কাহারও ব্যবধানের লেশ মাত্র নাই তখন সেই ব্রহ্ম কিরূপে পরোক্ষবৎ হইতে পারেন?॥ ১৯॥

মুনে! যখন তোমার মোহনিদ্রা নষ্ট হইবে এবং এই সকল বিকল্পের আশ্রয়-স্বরূপ মানস ও সঙ্গে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইবে তখন যে অচিন্তনীয় পরম বস্তু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই সেই পরব্রহ্ম (১)॥ ২০॥

এই কয়টী উপযুক্ত ব্রহ্মচর্চ্চা দ্বারা ব্রহ্ম চর্চ্চিত হইলেন পণ্ডিতগণ এইরূপে পরব্রহ্মের আরও চর্চ্চা করিতে থাকুন এবং সন্তোষ ও হর্ষ লাভ করুন॥ ২১॥

ইতি বোধসারে ব্রহ্মচর্চ্চাবিংশতি সম্পূর্ণ।

ভেদ জ্ঞান। (১) অর্থাৎ এই সকল পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক কিছুই নহে মোহে নিমগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মনিরূপণে তর্ক করা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করার ন্যায়। যখন মোহমেঘ নষ্ট হইবে তখন ব্রহ্মশশী আপনিই মানসাকাশে প্রকাশিত হইয়া উঠিবেন।

জ্ঞানগঙ্গাশতকম্।

জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গাণাং শতকং শৃণু সাম্প্রতং।
একেনাপ্যঙ্গলগ্নেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥১॥
বাঙ্ময়ং খং হি সর্ব্বত্র বাচো মূকস্য দুর্ল্লভাঃ।
চিন্ময়ং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যা মূর্খস্য দুর্ল্লভা ॥২॥
প্রাচীমথ প্রতীচীম্বা যত্র ক্বচন গচ্ছতি।
তমসা স্পৃশ্যতে নৈষ ব্রহ্মবিৎ ভাস্করো যথা ॥৩॥
আকাশমণ্ডলে শূন্যে যথা নক্ষত্রমণ্ডলং।
চিদ্ব্রহ্মমণ্ডলে শূন্যে তথা সংসারমণ্ডলং ॥৪॥
জাগ্রৎস্বরূপ এবায়ং পশ্যেৎ স্বপ্নময়ং জগৎ।
সুষুপ্ত ইব চিদ্রূপে মুনে স্সূর্য্য স্তথাদ্ভুতা ॥৫॥
মুমুক্ষা স্তম্ভমাত্রন্তে ন তে তীব্রা মুমুক্ষুতা।
তীব্রা যদি মুমুক্ষা স্যান্ন বিলম্বো ভবেদিয়ান্ ॥৬॥

সম্প্রতি জ্ঞানগঙ্গা তরঙ্গের শতক শ্রবণ কর; ইহার একটীও যদি অঙ্গে লগ্ন হয় তবে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইবে ॥ ১ ॥

বাক্যময় আকাশ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে তথাপি মূকের নিকট বাক্য দুর্ল্লভ, সেইরূপ জ্ঞানময় ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছেন তথাপি মূর্খের নিকট বিদ্যা দুর্ল্লভ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভাস্করের ন্যায় পূর্ব্ব বা পশ্চিম যেথানেই গমন করেন কোথাও তাঁহাকে অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারে না ॥৩॥ শূন্যস্বরূপ আকাশমণ্ডলে যেমন নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ শূন্যস্বরূপ চিদ্ব্রহ্মমণ্ডলে সংসারমণ্ডল অবস্থিত ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বদা জাগরিতস্বরূপ হইয়াই এই স্বপ্নময় জগৎকে দর্শন করেন। শেষার্দ্ধ অস্পষ্ট ॥৫॥

তোমার মুক্তি-ইচ্ছা একটা অবলম্বনমাত্র; তীব্র মুমুক্ষা নাই। যদি তীব্র মুমুক্ষা হয় তবে আর এত বিলম্ব ঘটে না ॥ ৬ ॥

আসীৎ কুহুময়ং বিশ্বং পক্ষঃ স মলিনো গতঃ।
ইদানীং নির্ম্মলে পক্ষে জাতমেকময়ং জগৎ ॥৭॥
ন তিষ্ঠতি মনো যত্র গোশৃঙ্গে সর্ষপো যথা।
শৈলা ইব সমাধিস্থা তত্রৈব স্থিতিমাগতাঃ ॥৮॥
জলপ্রবাহ ইব জলেঽবিচ্ছিনা স্বভাবতঃ।
চতুর্দ্দশধিয়াং দূরে সা মুনের্মননস্থিতিঃ ॥৯॥
পরমাত্মপদভ্রষ্টঃ স পুনঃ পরমাত্মতাং।
যয়া প্রাপ্নোতি জীবাত্মা সা মুনে র্মননস্থিতিঃ ॥১০॥
প্রতিবিম্বং ন গৃহ্লাতি নির্ম্মলো নিকটস্থিতঃ।
প্রপঞ্চরচনাযুক্তী সামুনেরেব নামুনে ॥১১॥*
অপসর্পত্বিতি প্রোক্তাঃ ক্ষণাদপসরন্ত্যমী।
যদাজ্ঞয়া মনোভাবা বশী তস্য চ্যুতাদ্ভুতা ॥১২॥

এতদিন বিশ্ব অমাময় ছিল, সে কৃষ্ণপক্ষ পক্ষ গত হইয়াছে, এক্ষণে শুক্লপক্ষে জগৎ এক ব্রহ্মময় হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭ ॥ গোশৃঙ্গে সর্ষপের ন্যায় যেখানে মন ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না, সেই সূক্ষ্মতম পরব্রহ্মে সমাধিস্থ যোগিগণ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৮ ॥ মুনির সেই মননস্থিতি জলে জলপ্রবাহের ন্যায় স্বভাবতঃ অবিচ্ছিন্নভাবে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের (ক) অগোচর পরব্রহ্মে বর্ত্তমান ॥৯॥ জীবাত্মা পরমাত্মপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার যদ্দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হন তাহাকেই মুনির মননস্থিতি বলা যায় ॥ ১০ ॥ দূরে যাউক বলিলেই যাঁহার আজ্ঞায় এই সমস্ত মনোভাবময় সংসার দূরে পলায়ন করে তিনিই বশী; তাঁহার মায়াবিস্ময় নষ্ট হইয়াছে ॥ ১২ ॥

---

* শ্লোকটীর অর্থ অস্পষ্ট।

(ক) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার রূপ অন্তরিন্দ্রিয়।

জারণাৎ কালকূটস্য শম্ভোরাশীবিষা বশাঃ।
মারণান্মনসস্তদ্বন্মুনেরিন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥১৩॥
অহন্তামমতাত্যাগঃ কর্ত্তুং যদি ন শক্যতে।
অহন্তামমতাভাবঃ সর্ব্বত্রৈব বিধীয়তাং ॥১৪॥
বর্ণাশ্রমবয়োবেশাধ্যয়নাচারসুন্দরঃ।
বিনা বিচারবৈরাগ্যৈঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥১৫॥
তীক্ষ্ণে বিচারবৈরাগ্যে চিত্তে যস্য নিরন্তরে।
স পণ্ডিতঃ কিমেতস্য সাধনান্তরচিন্তনৈঃ ॥১৬॥
বর্দ্ধতে মূলসেকেন মূলশোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বহ্নিজ্বালয়েতি তরুস্থিতিঃ ॥১৭॥
বর্দ্ধতে মনসঃ সেকৈর্মনঃশোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বোধজ্বালয়েতি ভবস্থিতিঃ ॥১৮॥

কালকূট বিষকে জীর্ণ করিয়াছেন বলিয়াই সর্প সকল শম্ভুর বশীভূত, সেইরূপ মনকে জীর্ণ করিয়াছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল মুনির বশীভূত ॥ ১৩ ॥ যদি অহন্তা ও মমতা ত্যাগ করিতে সমর্থ না হও তবে সমস্ত বস্তুতেই অহন্তা মমতাভাব অবলম্বন কর ॥ ১৪ ॥

জাতি, আশ্রম, বয়স, বেশ, অধ্যয়ন ও আচার বিষয়ে সুন্দর হইলেও যদি বিচার ও বৈরাগ্য না থাকে তবে সে ব্যক্তি পশুই ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৫ ॥ যাঁহার চিত্তে তীক্ষ্ণ বিচার ও বৈরাগ্য নিশ্চিতভাবে বিরাজ করিতেছে; তিনি পণ্ডিত তাঁহার আর অন্য সাধনচিন্তায় আবশ্যক কি ? ॥ ১৬ ॥

বৃক্ষ প্রথমতঃ মূলসেকে বর্দ্ধিত হয়, পরে মূলশোষে শুষ্ক হয়, অনন্তর অগ্নিশিখায় ভস্মসাৎ হয়; ইহাই বৃক্ষের অবস্থা সেইরূপ সংসার প্রথমতঃ মনের সরসতায় বর্দ্ধিত হয় পরে মনের শোষে শুষ্ক হয় অনন্তর জ্ঞানাগ্নি-শিখায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়; ইহাই সংসারের অবস্থা ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

পরপারস্থিতং হংসং দ্বিধেব প্রতিবিম্বিতং।
একমেব বিজানাতি তটস্থঃ সত্যদর্শনঃ ॥১৯॥
চিত্রমল্পেন কালেন সঙ্কল্পোৎপত্তিচেতসঃ।
নির্বীজস্যেব জীবস্য কার্য্যসাধকতা গতা ॥২০॥
পঙ্গবস্তু কৃতা এব দৃগাদ্যা ন চলন্তি যৎ।
অন্ধানপি করিষ্যামি ন পশ্যন্তি যথা জগৎ ॥২১
জানাতু বা ন জানাতু ব্রহ্ম জীবস্য জীবনং।
জানাতি চেৎ পরো লাভো ন জানাতি ভয়ং মহৎ ॥২২॥
ব্রহ্মধেনুস্বভাবোঽয়ং দোগ্ধা ভবতি দগ্ধদৃক্।
দেবধেনুরিয়ং সাক্ষাৎ অস্যা দুগ্ধস্য কা কথা ॥২৩॥
যদি যোগে কৃতা বুদ্ধিঃ সপ্তমীং গচ্ছ ভূমিকাং।
মগ্নশ্চেদস্তু পাতালমিতি নীতিবিদাম্বচঃ ॥২৪॥

কোন জলাশয়ের পরপারে যদি একটী হংস থাকে তবে তাহা জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দুইটীর ন্যায় দেখায়, কিন্তু যদি তটস্থ ব্যক্তি সত্যদর্শন হন তবে তিনি তাহাকে একটী বলিয়াই বুঝিতে পারেন। ১৯।।

আশ্চর্য্য, অল্পকালের মধ্যেই নির্বীজ (দগ্ধ) বীজের ন্যায় চিত্তের কার্য্য সাধকতা নষ্ট হইয়াছে।। ২০ ।।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ পঙ্গু যেহেতু ইহারা চলিতে পারে না; এক্ষণে ইহাদিগকে অন্ধ করিতে হইবে, যেন আর জগৎ দর্শন করিতে না পারে।।২১। জীব জানুক বা না জানুক ব্রহ্ম তাহার জীবন, যদি জানে তবে পরম লাভ, না জানিলে মহৎ সংসারভয় ঘটিয়া থাকে।। ২২ ।।

ব্রহ্মরূপ ধেনুর ইহাই স্বভাব যে নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তি ইহাঁর দোহনে সমর্থ হয়। ইনিই সাক্ষাৎ দেবধেনু, ইহার দুগ্ধের আর কথা কি।।। ২৩॥ যদি যোগে অধ্যবসায় করিয়া থাক তবে একেবারে সপ্তমী ভূমিতে গমন কর।

মধ্যাহ্নভাস্করঃ সাক্ষাদীক্ষিতুং যদি ন ক্ষমঃ।
পটব্যবহিতং পশ্যেজ্জলে বা প্রতিবিম্বিতং ॥২৫॥
তথা চিন্মাত্রচণ্ডাংশৌ নির্ব্বিকল্পে নচেৎ ক্ষমঃ।
সর্ব্বব্যাপিতয়া পশ্যেদন্তর্যামিতয়াথবা ॥২৬॥
লক্ষং শরাঃ প্রযোক্তব্যা লক্ষ্যে সূক্ষ্মেঽপি ধন্বিনা।
কদাচিদেব সংযোগাৎ একোঽপি তু লগিষ্যতি ॥২৭॥
সদৈব চেতসোবৃত্তি র্ধ্যানাভ্যাসে বিধীয়তাং।
কদাচিৎ কৃপয়া শম্ভোরখণ্ডাকারতা ভবেৎ ॥২৮॥
বর্ত্ততে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণো লভ্যতে ক্বচিৎ।
সমর্ঘাদ্ব্রহ্মণস্তস্মান্মহার্ঘো ব্রাহ্মণোঽধিকঃ ॥২৯॥

নীতিবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে যদি জলে মগ্ন হইতে হয় তবে একবারে পাতাল পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত ॥ ২৪ ॥

যদি মধ্যাহ্নভাস্করকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে সমর্থ না হয় তবে বস্ত্র ব্যবধান দিয়া দেখা উচিত অথবা তাঁহার জলস্থিত প্রতিবিম্ব দেখা উচিত ॥২৫। সেইরূপ যদি চিন্ময় ব্রহ্মসূর্য্যকে নির্ব্বিকল্পভাবে দর্শন করিতে সক্ষম না হয় তবে সর্ব্বব্যাপিভাবে অথবা অন্তর্য্যামিভাবে (২) নিরীক্ষণ করিবে ॥ ২৬ ॥

যদিও লক্ষ্য অতিশয় সূক্ষ্ম, তথাপি ধনুর্দ্ধারী লক্ষবাণ নিক্ষেপ করিবে; দৈবাৎ ক্রমে একটী লাগিলেও লক্ষ্য বিদ্ধ হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

চিত্তের বৃত্তিসমূহকে সর্ব্বদাই ধ্যানাভাসে নিয়োগ করিবে, শম্ভুর কৃপায় কদাচিৎ অখণ্ডাকার প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু একটী ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব সুলভ ব্রহ্ম হইতে দুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯ ॥

---

(১) বিরাটভাবে (২) সর্ব্ববুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত ভাবে।

পরস্পরসুখাসীনো যোগিনাং যোষিতামিব।
বিহায় লোকং শুদ্ধান্তে রমতে স্বমতে গণঃ ॥৩০॥
তোয়রন্ধ্রনিরোধেন ভাতি পূর্ণঃ সরোবরঃ।
বৃত্তিরন্ধ্রনিরোধেন পূর্ণবোধঃ কিমদ্ভুতং ॥৩১॥
নির্ম্মূলা নিষ্ফলা শুদ্ধা কদর্য্যা ভোগবাসনা।
তয়া তিরোহিতঃ স্বামী তৃণেনেব মহাগিরিঃ ॥৩২॥
ন দেশকালৌ ন বয়োযুক্তী নৈব বিদগ্ধতা।
যদৈব বাসনাত্যাগস্তব মুক্তিস্তদৈব হি ॥৩৩॥
উপায়ৈঃ শোধিতে ক্ষেত্রে নির্ম্মলং বীজমর্পিতং।
কিঞ্চিত্তং ধ্যানসম্পত্তৌ স দেবো যদি বর্ষতি ॥৩৪॥

যোগিগণ কুলস্ত্রীদিগের ন্যায় লোকের সম্মুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে পরস্পর সুখে আসীন হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ৩০ ॥ জলনির্গম-রন্ধ্র নিরোধ করিলে যেমন সরোবর ক্রমে পূর্ণ হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ চিত্তের বৃত্তিরূপ রন্ধ্র নিরোধ করিলেই পূর্ণবোধ প্রকাশ পাইবে ইহা আর বিচিত্র কি? ॥ ৩১ ॥ নির্ম্মূল ও নিষ্ফল বাসনাই (ক) শুদ্ধ, ভোগবাসনা অতি কদর্য্য; যেমন তৃণদ্বারা মহাপর্ব্বত আবৃত হয় সেইরূপ ভোগ বাসনা দ্বারা আত্মা আবৃত হন ॥ ৩২ ॥

মুক্তি বিষয়ে দেশ কাল বয়স অথবা বিচারশক্তি কিম্বা পাণ্ডিত্য কিছুরই নিয়ম নাই, যখনই বাসনা ত্যাগ হইবে তখনই তুমি মুক্তি লাভ করিবে ॥ ৩৩ ॥

যদি যথাবিহিত উপায়ে ক্ষেত্র শোধন করিয়া নির্ম্মল বীজ বপন করা যায় (খ) এবং যদি দেবতা কৃপাবারি বর্ষণ করেন তবে আর ধ্যানসম্পত্তি লাভ করা বিচিত্র কি? ॥ ৩৪ ॥

(ক) অবিদ্যাশূন্য বাসনা। (খ) উপায় শমদমাদি, ক্ষেত্র চিত্ত, বীজ শ্রবণাদি।

কৃতবাক্যবিচারস্য পরমার্থমভীপ্সতঃ।
জ্ঞাতং গরিষ্ঠমজ্ঞানমজ্ঞাতং জ্ঞানমুত্তমং ॥৩৫॥
ব্যাখ্যাসি বেদান্তগিরো জয়সি দ্বৈতবাদিনং।
নান্তর্বিশসি তন্মন্যে তত্রাসি মরণং তব ॥৩৬॥
মিত্রেণ কুশলে পৃষ্টে পূর্ব্বাবস্থামনুস্মরন্।
ইদানীং কুশলং জাতমিতি হৃষ্যতি যোগবিৎ ॥৩৭॥
কর্ম্মঠঃ কাঞ্চনালিপ্তঃ শূন্যতাম্রঘটোপমঃ॥
বিদ্বাংস্তু রত্নসংপূর্ণহেমকুম্ভ ইবোত্তমঃ ॥৩৮॥
ভূরুহত্বাবিশেষেঽপি দ্বয়োরন্তরমীদৃশং।
ইক্ষুকাণ্ডসমো বিদ্বান্ দণ্ডকাষ্ঠসমঃ পশুঃ ॥৩৯॥
বিশালদৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্যত্র পতির্মম।
যেন দৃষ্টি বিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাং ॥৪০॥

যে ব্যক্তি পরমার্থলাভেচ্ছায় বাগ্বিচারে প্রবৃত্ত হয়, সে গুরুতর অজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করে; উত্তম জ্ঞান তাহার জ্ঞাত হয় না। ॥ ৩৫ ॥

তুমি বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করিতেছ, দ্বৈতবাদিগণকে জয় করিতেছ, অথচ বেদান্তের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ না; আমার বোধ হয় ইহা তোমার মৃত্যু তুল্য ॥ ৩৬ ॥ কর্ম্মকুশল ব্যক্তি সুবর্ণলিপ্ত শূন্য তাম্রকলসের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তি রত্নসম্পূর্ণ স্বর্ণকলস-সদৃশ ॥৩৭॥

ইক্ষুকাণ্ড ও দণ্ডকাষ্ঠ উভয়ে উদ্ভিদ হইলেও যেমন উভয়ের সাতিশয় ইতরবিশেষ, সেইরূপ জ্ঞানী ও মূর্খ উভয়েই মনুষ্য হইলেও উভয়ের গুরুতর ইতর বিশেষ ॥ ৩৮ ॥ যদি কোন বন্ধু কুশল জিজ্ঞাসা করেন তবে যোগী ব্যক্তি আপনার পূর্ব্বাবস্থার স্মরণ করিয়া ইদানীং যে কুশল হইয়াছে তাহা মনে করিয়াই আনন্দিত হন ॥৩৯ ॥ আমার পতি বিশাল নয়ন দেখিলেই প্রীত হন, আর কিছুতেই প্রীত নহেন, অতএব যাহাতে দৃষ্টি বিশাল হয় আমাকে সেই মন্ত্র প্রদান করুন ॥ ৪০ ॥

পূজ্যোঽয়মিতি বিজ্ঞায় ভোজিতস্যাপি তে গৃহে।
ন ভুক্তো মূঢ় যাস্যামি কশ্চিৎ পুরুষ ইত্যহং ॥৪১॥
ভোগযোগ্যেন বেশেন ব্যতীত্য শয়নে নিশাং।
প্রিয়স্য ভোগমপ্রাপ্য প্রাতঃ ক্রন্দতি কামিনী ॥৪২॥
চিত্তপাত্রকৃতা নারী বিচিত্রা রূপসম্পদা।
দৃশ্যতে তাবদেবাহো যাবন্মায়াতিসুন্দরী ॥৪৩॥
চিন্তামণিং করাদ্‌ভ্রষ্টং মা শুচঃ প্রাহ মে গুরুঃ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব পুনরেব মিলিষ্যতি ॥৪৪॥
করোমি সংশয়ং যাবন্মুকুন্দমুখদর্শনে।
আশ্বাসয়তি মাং তাবৎ পরমা দেবতা মনঃ ॥৪৫॥

মূর্খ, যে ব্যক্তি তোমাকে পূজ্য বলিয়া ভোজন করাইয়াছেন তিনি তোমার গৃহে আসিয়া অভুক্ত রহিয়াছেন! চল আমি তোমার গৃহে গমন করিব ॥ ৪১ ॥

কোন কামিনী ভোগযোগ্য বেশভূষা করিয়া শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করিল, কিন্তু প্রিয়ের উপভোগ প্রাপ্ত হইল না; সেই দুঃখে সুন্দরী (ক) প্রাতঃকালে রোদন করিতেছে ॥ ৪২ ॥

যতক্ষণ মায়াসুন্দরী বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণই চিত্তরূপ চিত্রপটে নারী রূপসম্পদে বিচিত্র দেখায় ॥ ৪৩ ॥

আমায় গুরুদেব বলিয়াছেন, হে বৎস! তোমার হস্ত হইতে চিন্তামণিটী পতিত হইয়াছে তজ্জন্য শোক করিও না, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা পুনর্ব্বার পাওয়া যাইবে ॥ ৪৪ ॥

আমি মুকুন্দের মুখ দর্শনে সংশয় করিতে ছিলাম; মনরূপ পরম দেবতা আমায় আশ্বাস প্রদান করিতেছে ॥ ৪৫ ॥

(ক) মায়া, অবিদ্যা।

কন্দর্পকোটিলাবণ্যঃ সত্যমুক্তো জনার্দ্দনঃ।
কন্দর্পপ্রমুখাঃ সর্ব্বে যৎপ্রকাশে পলায়িতাঃ ॥৪৬॥
অশ্রু মুক্তং বিয়োগিন্যা রাধয়া মিলনাশয়া।
তত্রৈব মায়য়া গুপ্তঃ প্রাপ্তঃ প্রকটতাং হরিঃ ॥৪৭॥
সৌরভ্যায় ভ্রমন্ত্যেকে মধু কাংক্ষন্তি চাপরে।
ন ভ্রমন্তি ন কাংক্ষন্তি মধুমত্তা মধুব্রতাঃ ॥৪৮॥
ধনং প্রাপ্নোতি কষ্টেন প্রদোষে কাষ্ঠভারিকঃ।
সুখাসনস্থো বিপুলং ধনং রত্নপরিক্রয়ী ॥৪৯॥
নর্ত্তকী স্বাঙ্গভঙ্গেন পণং প্রাপ্নোতি বা ন বা।
কুলাঙ্গনা কটাক্ষেণ স্ববশীকুরুতে পতিং ॥৫০॥

যাঁহার প্রকাশে কন্দর্পপ্রভৃতি সকলেই পলায়ন করিয়াছে, সেই জনার্দ্দন যে কন্দর্পকোটি-লাবণ্য ইহা সত্যই উক্ত হইয়াছে। ৪৬।

বিয়োগিনী রাধা মিলনাশায় নিরাশ হইয়া নয়নাশ্রু পরিত্যাগ করিয়াছেন, অমনি লুক্কায়িত হরি তথায় প্রকাশিত হইয়া দর্শন প্রদান করিলেন। ৪৭।

কোন কোন মধুকর পুষ্পের সৌরভেই চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, কাহারও বা মধু আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু যাহারা মধু পানে মত্ত হইয়াছে তাহারা ভ্রমণও করে না এবং আকাঙ্ক্ষাও করে না। ৪৮।

যে কাষ্ঠভারের ব্যবসায়ী সে সমস্ত দিনান্তে অতি কষ্টে এক পণ মাত্র ধন লাভ করিতে পারে, কিন্তু যে রত্নব্যবসায়ী সে নিজ সুখে আসীন হইয়া বিপুল ধন লাভ করিয়া থাকে। ৪৯।

নর্ত্তকী বারাঙ্গনা কতশত অঙ্গ ভঙ্গী দেখাইয়াও হয়ত পণমাত্র ধন লাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু কুলাঙ্গনা কেবল কটাক্ষমাত্রেই পতিকে একেবারে নিজের বশীভূত করিয়া ফেলেন। ৫০।

তব বুদ্ধিপ্রকাশোঽয়ং নিকটাং মুক্তিমাহ তে।
নূনং নির্ব্বাণসময়ে দীপো দেদীপ্যতে ভৃশং ॥৫১॥
একে খনন্তি বসুধাং ক্রয়বিক্রয়িণঃ পরে।
ঘটয়ন্ত্যপরে রত্নং ভোগং গৃহ্লাতি ভাগ্যবান্ ॥৫২॥
একে তক্রেণ তুষ্যন্তি দধিদুগ্ধেন চাপরে।
তত্ত্বজ্ঞা নৈব তুষ্যন্তি নবনীতঘৃতং বিনা ॥৫৩॥
যত্র ক্বাপি স্বপামীতি জাতা নিদ্রালুতা মম।
বিস্তীর্ণং শয়নং প্রাপ্তং কোমলং ব্রহ্ম নির্ম্মলং ॥৫৪॥
দৃশ্যংবাধেন নিঘৃষ্টং তথা চিৎকণতাং গতং।
যত্র যত্রৈব পশ্যামি স্বরূপং তত্র দৃশ্যতে ॥৫৫॥

এই যে তোমার বুদ্ধি প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তোমার আশু মুক্তি বলিয়া দিতেছে; নির্ব্বাণ সময়েই প্রদীপ অত্যন্ত জলিয়া উঠে। ৫১।

কতকগুলি লোকে বসুধা খনন করিয়া রত্ন উত্তোলন করে; অন্যে তাহার ক্রয় বিক্রয় করে; অপরে তাহা অলঙ্কাররূপে প্রস্তুত করে; কেবল ভাগ্যবানেই তাহা পরিধান করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। ৫২।

কেহ বা তক্রেই সন্তুষ্ট হয়, অপরে দধি বা দুগ্ধে তৃপ্তিলাভ করে, কিন্তু রসসারজ্ঞ ব্যক্তি নবনীত বা ঘৃত ব্যতিরেকে তৃপ্ত হন না। ৫৩। আমি যথায় তথায় নিদ্রিত হইয়া থাকি; আমার বড় নিদ্রালুতা হইয়াছে। আমি ব্রহ্মরূপ সুবিস্তীর্ণ কোমল নির্ম্মল শয্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫৪।

দৃশ্যাত্মক নিখিল বিশ্ব বাধদ্বারা ঘর্ষিত হইয়া সূক্ষ্ম চৈতন্যরূপ কণার আকারে পরিণত হইয়াছে; এক্ষণে যেখানে দৃষ্টিপাত করিতেছি সেইখানেই আপনার স্বরূপ দর্শন করিতেছি। ৫৫।

যদৈকোঽপি জনো গীর্ণঃ স্তুবন্ত্যজগরঞ্জনাঃ।
নৈনং স্তুবন্তি কিং যেন গীর্ণা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥৫৬॥
ময্যসূয়া ন কর্ত্তব্যা বহু জল্পামি যদ্যপি।
ব্রহ্মাস্মীতি বদত্যেব শ্রুতিজাল্মোঽভ্যসূয়তি ॥৫৭॥
সিংহাসনং সমাধির্মে বেদান্তা মম বন্দিনঃ।
মারিতো মোহনামারির্মম রাজ্যমকণ্টকং ॥৫৮॥
দৃষ্টং চিদম্বরং নাম ময়া বিরলমম্বরং।
ইদমম্বরমশ্মেব প্রগাঢ়ং যদপেক্ষয়া ॥৫৯॥
ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।
তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভং ॥৬০॥
রসায়নপ্রসঙ্গেন গতস্তাম্রমতাম্রতাং।
তথাস্মাকমহঙ্কারো নিরহঙ্কারতাং গতঃ ॥৬১॥

যখন কোন একটী মনুষ্যকে অজগরে গ্রাস করে তখন লোকে অজগরের স্তব করিয়া থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যিনি এই কোটি ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন লোকে তাঁহাকে স্তব করিতেছে না। ৫৬। আমি যদিও বারম্বার বলিতেছি যে আমার প্রতি অসূয়া করিও না তথাপি শ্রুতি-মূর্খ লোকে আমি ব্রহ্ম এই কথা বলিবামাত্র আমার উপর অসূয়া করিতেছে। ৫৭। সমাধি আমার সিংহাসন; বেদান্ত আমার বন্দী; আমি মোহ নামক শত্রুকে মারিয়াছি; এক্ষণে আমার রাজ্য অকণ্টক। ৫৮। আমি চিদম্বর বলিয়া একটী গুপ্ত অম্বর দর্শন করিয়াছি; এই অম্বর তাহার তুলনায় প্রস্তরের ন্যায় স্থূল বস্তু। ৫৯।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির অন্ন অভিলষিত, কৃপণের ধন প্রিয়, তৃষিতের জল মিষ্ট, আমার চৈতন্য প্রিয়। ৬০।

রসায়ন-যোগে যেমন তাম্র অতাম্রত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আমাদের অহঙ্কার জ্ঞানযোগে নিরহঙ্কারতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬১।

কিঞ্চিৎকালমহঙ্কারস্তিষ্ঠত্বিতি মনো হি নঃ।
রিপুরর্দ্ধমৃতো দৃষ্টঃ পরমানন্দকারণং ॥৬২॥
অনার্য্যাণাং সভামধ্যে মুক্তভার্য্যো যথা যুবা।
ব্যবহারবতাং মধ্যে তথাসৌ পরমার্থবিৎ ॥৬৩॥
গৃহকার্য্যপ্রসক্তাপি যুক্তভাবৈব কামিনী।
মনসৈব মনো নূনমানন্দয়তি যোগবিৎ ॥৬৪॥
মুনিমানন্দিতং দৃষ্ট্বা গ্রামীণস্তং ব্যজিজ্ঞপৎ।
ত্বয়া যস্তু নিধিঃ প্রাপ্তস্তং প্রদর্শয় মামপি ॥৬৫॥
বঞ্চকৈঃ বিষয়ৈস্তাত বদ কে বা ন বঞ্চিতাঃ।
গুরুভিঃ পুরুষব্যাঘ্রে নূনং আত্মাপি বঞ্চিতঃ ॥৬৬॥
শীর্ষে ঘটসহস্রাম্ভঃ পাতয়ন্তু জড়া জনাঃ।
মৌনমেবাবলম্বেত শিবলিঙ্গমিবাত্মবিৎ ॥৬৭॥

আমার ইচ্ছা যে অহঙ্কার আরও কিছুকাল অবস্থান করুক, অর্দ্ধমৃত শত্রু দ্রষ্টার বড় আনন্দদায়ক। ৬২। অনার্য্যদিগের সভা মধ্যে যেমন ভার্য্যাহীন যুবক নিরুদ্বেগচিত্তে অবস্থান করে, ব্যবহার পর জনগণের মধ্যে পরমার্থবিৎ ব্যক্তি সেইরূপ অবস্থান করেন। ৬৩। যেমন কামিনী গৃহকার্য্যাসক্ত থাকিলেও তাহার অন্তর প্রণয়রসে মুগ্ধ থাকে সেইরূপ যোগী সর্ব্বদাই অন্তরে আনন্দিত থাকেন। ৬৪।

মুনিকে আনন্দিত দেখিয়া গ্রাম্য লোকে মনে করে যে তিনি কোন ধন পাইয়া থাকিবেন এবং তাহাকে বলিয়া থাকে মহাশয় আপনি যে ধন পাইয়াছেন তাহা আমাকেও দেখান। ৬৫।

অজ্ঞ লোকে মস্তকে সহস্র কলস জল নিক্ষেপ করুক না কেন আত্মবিৎ ব্যক্তি শিবলিঙ্গের ন্যায় মৌন ভাব অবলম্বন করিবেন। ৬৭।

সবিচারাস্তে গুরবো বিরক্তা গুরুসত্তমাঃ।
বিচারেঽপি বিরক্তা যে গুরূণাং গুরবোহি তে ॥৬৮॥
দুস্ত্যজান্ বিষয়ান্ মূঢ়ো জিজ্ঞাসুরপি মুঞ্চতি।
বিদ্বাংস্তু বাগ্ * * ॥৬৯॥
জাগরে সমনুপ্রাপ্তে যথা স্বপ্নকথা নৃণাং।
জায়ন্তে জাতবোধানামপিসংসারসংকথাঃ ॥৭০॥
মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে ॥৭১॥
দৃশ্যমস্তি রবির্নাস্তি তমএকং তদাকিল।
রবিরস্তি জগন্নাস্তি জ্যোতিরেকং তদাকিল ॥৭২॥
রবিরস্তি জগচ্চাস্তি ব্যবহারস্তদাখিলঃ।
ইতি লোকস্থিতিঃ পুত্র পরমার্থগতিং শৃণু ॥৭৩॥

যাঁহারা বস্তুর হেয়োপাদেয়ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত তাঁহারা লোকের গুরু; যাঁহারা ঐরূপ বিচার করিয়া হেয় বস্তুতে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা গুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া ঐরূপ বিচারেও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা গুরুরও গুরু। ৬৮।

এই শ্লোকটীর পরার্দ্ধ অস্পষ্ট সুতরাং অর্থবোধ হইল না ॥৬৯॥

জাগরণ সময়ে যেমন লোকের স্বপ্নবৃত্তান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান কালে জ্ঞানীদিগের এই সংসারবৃত্তান্ত প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৭০। মোহ বশতঃ দৃশ্য বিস্মৃত হইলে সুষুপ্তি অনুভূত হয়, জ্ঞান বশতঃ দৃশ্য বিস্মৃত হইলে তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। ৭১।

যখন দৃশ্য পদার্থ আছে কিন্তু রবি নাই তখন কেবল অন্ধকার, যখন রবি আছে কিন্তু জগৎ নাই তখন কেবল জ্যোতি। ৭২।

যখন রবিও আছে ও জগৎও আছে তখন যাবতীয় লোকব্যবহার সম্পন্ন হয়। পুত্র; লৌকিক জগতের এইরূপ ব্যাপার, পরমার্থ গতি শ্রবণ কর। ৭৩।

নিত্যোহি রবিরস্মাকং তস্য নাশো ন বিদ্যতে।
তমোভূতেঽপি সকলে তমঃসাক্ষী যদব্যয়ঃ ॥৭৪॥
রবিরস্তি জগন্নাস্তি সমাধানবতো মুনেঃ।
অনেন হেতুনা সাধো জ্যোতিরেকং তদাকিল ॥৭৫॥
প্রকাশ্যাপগমে পুত্র প্রকাশঃ কিং প্রকাশয়েৎ।
প্রকাশ্যত্ববিনাশেঽপি প্রকাশত্বমখণ্ডিতম্ ॥৭৬॥
আয়াতু যাতু বা ভানুঃ প্রকাশ্যে ভিজহেতুভিঃ।
ন চৈতন্যপ্রকাশস্য কিঞ্চিদায়াতি যাতি হি ॥৭৭॥
ইতি শ্রীশঙ্করকৃতা জ্ঞানগঙ্গা সমাপ্তা*। ওঁ তৎ সৎ।

আমাদিগের রবি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তাঁহার নাশ নাই, সমস্ত বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও যে একটী পদার্থ সেই অন্ধকারের সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন, তাহাই অবিনাশী। ৭৪।

যিনি সমাধিমগ্ন মুনি তাঁহার পক্ষে সেই রবি আছেন কিন্তু জগৎ নাই, এই জন্যই তখন কেবল পরিপূর্ণ জ্যোতি অবস্থান করে। ৭৫।

পুত্র! প্রকাশ্য নষ্ট হইলে আর প্রকাশক কি প্রকাশ করিবেন? সুতরাং প্রকাশ্যের বিনাশ হইলেও প্রকাশকের প্রকাশকত্ব নষ্ট হয় না। ৭৬।

সূর্য্যরূপ প্রকাশক প্রাকৃতিক কারণে আসুন বা গমন করুন, চৈতন্য স্বরূপ প্রকাশকপদার্থের কিছুই আগমন বা গমন করে না।

ইতি জ্ঞানগঙ্গা সমাপ্ত।

---

* জ্ঞানগঙ্গা শতকটী আমরা এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি; আশা ছিল অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে; কিন্তু তাহা না হওয়ায় অগত্যা এই ভাবেই প্রকাশ করিতে হইল।

ও হরিঃ।

তত্ত্ব-কুসুমাঞ্জলি।

অর্থাৎ

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত অপ্রকাশিত

প্রবন্ধ মালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

——————————মুহুরহো যন্মজ্জনোন্মজ্জনং
শব্দে বোধসুধাম্বুধৌ শুচিতরে স্নানং বিশুদ্ধিপ্রদং।

বোধসারে দেবপূজা।

কলিকাতা।

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেস,

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

ওঁ হরিঃ।

আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ।

অথ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরিকৃত টীকা ॥

বিধূতবিবিধানর্থকল্পনস্কল্পনাস্পদম্।
অমন্দানন্দসন্দোহম্ বন্দেঽহম্ পুরুষোত্তমম্ ॥
যস্য প্রসাদমাসাদ্য সদ্গতিং বহবো গতাঃ।
তমহং প্রত্যহং বন্দে শুদ্ধানন্দপদং গুরুম্ ॥
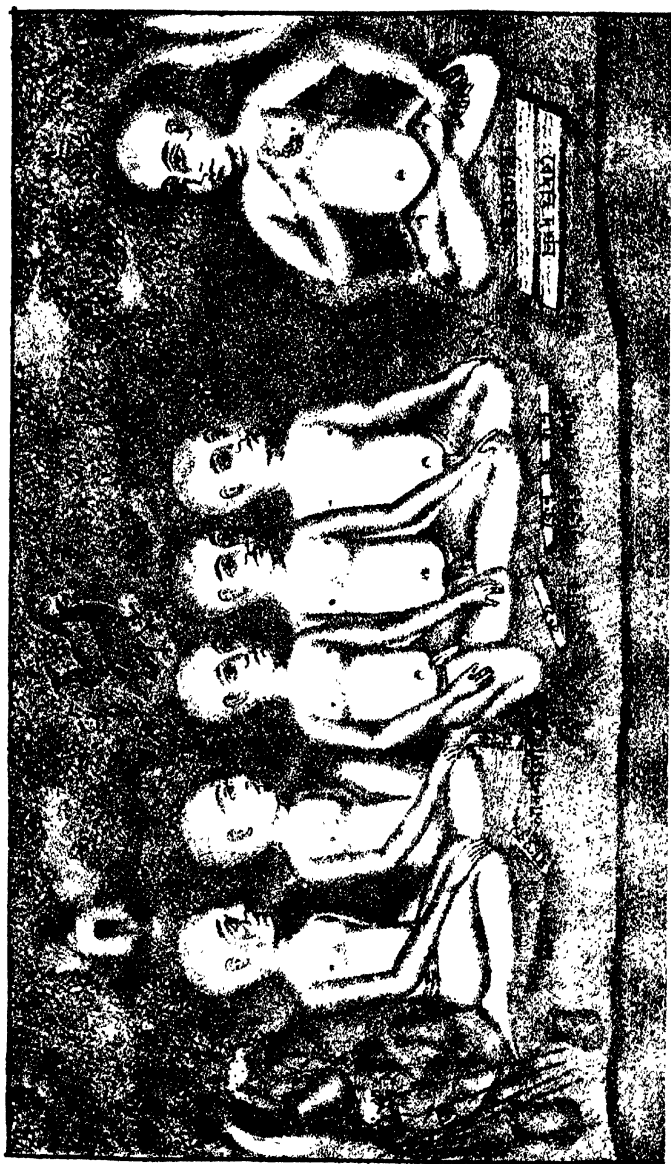
আত্মজ্ঞানাখ্যং প্রকরণং অশেষোপনিষদর্থসারসংগ্রাহকং প্রারভমাণো ভগবান্ ভাষ্যকারঃ চিকীর্ষিতপ্রকরণপ্রত্যূহপরিসমাপ্তিপ্রচয়গমনাভ্যাং শিষ্টাচারপরিপালনায় চ মঙ্গলাচরণং বৃদ্ধাচারপ্রমাণকং প্রকুর্ব্বন্ "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।" ইতি স্মৃতিমনুস্মৃত্যাথশব্দোচ্চারণমাদৌ সম্পাদয়তি অথেত্যাদি।

ন চায়মথশব্দো বিশিষ্টমধিকারিণমানন্তর্য্যোক্তিদ্বারা সমর্থয়িতুমর্হতি, তস্য বক্ষ্যমাণতয়া পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ। ন চাস্যাধিকারার্থত্বং বাক্যার্থেঽন্বয়াযোগাৎ। ন চ প্রকৃতাদর্থান্তরার্থত্বম্ প্রকৃতানিরূপণাৎ। ন চ হৃদয়াদ্যবদানেষ্বিব ক্রমার্থত্বম্ ক্রমবতোঽভাবাৎ। তেন পারিশেষ্যাদস্য মঙ্গলার্থত্বমেব যুক্তং।

অথ আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশবিধি ব্যাখ্যা করিব ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিখিল উপনিষদের সারার্থসংগ্রহস্বরূপ আত্মজ্ঞাননামক প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়া শিষ্টাচারানুসারে গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির নিমিত্ত প্রথমে ওঁকারসদৃশ অথশব্দের

এবমোঙ্কারোচ্চারণবৎ অথশব্দমুচ্চার্য্য কৃতমঙ্গলাচরণো বিষয়াদ্যনু-বন্ধনার্থং দর্শয়ন্ উদ্দেশং প্রতীজানীতে। আত্মনো নিরূপচরিতস্বরূপস্য প্রতীচো জ্ঞানমিত্যুক্ত্যা প্রকরণবিষয়ত্বমস্যোচ্যতে। তেন বিষয়বিষয়ীভাবঃ সম্বন্ধোঽপি তস্য সূচিতো বেদিতব্যঃ। জ্ঞানশব্দপ্রয়োগাৎ জিজ্ঞাসূনা-মিষ্টত্বাৎ জ্ঞানস্য প্রয়োজকত্বং ধ্বনিতং। তস্যোপদেশবিধিরুপদেশপ্রকারঃ। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি শ্রুতেঃ আচার্য্যোপদেশমন্তরেণাত্মজ্ঞানং লব্ধুমশক্যমিতি দর্শয়িতুমুপদেশগ্রহণং, উপদেশশ্চ গুরুসম্প্রদায়ঃ। ন চ তন্মাত্রমাত্মজ্ঞানমুৎপাদয়িতুমলমধিকারিভেদাৎ। যদ্যপি গুরূপদেশমাত্রাদুত্ত-মোঽধিকারী তত্ত্বং প্রতিপত্তুং প্রভবতি তথাপি মন্দমধ্যময়োর্ন তথা সম্ভবতীতি সর্ব্বাধিকারিণোঽনুরোদ্ধুং প্রকারভেদবাচী বিধিশব্দঃ। এতেন তস্য জ্ঞানমুপদিশতীত্যুপদেশশব্দস্য বিধিপর্য্যায়ত্বাৎ উপদেশবিধিরিতি পৌনরুক্ত্যমিতি প্রত্যুক্তম্। তং বিশেষং বিশদতয়া প্রকথয়িষ্যামো যেন সংশয়াদেরনবকাশত্বমিত্যর্থঃ॥ ১॥

উচ্চারণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। এস্থলে অথশব্দটী মঙ্গলার্থের সূচক; প্রমাণ যথা "ওঁকার ও অথ এই দুইটী শব্দ ভগবন্ ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে প্রথমে নির্গত হইয়াছিল, এইজন্য ইহারা মাঙ্গলিক" (স্মৃতি)। অনন্তর বিষয়াদি অনুবন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক উদ্দেশ্য কথিত হইতেছে। নিরুপাধি-স্বরূপ চৈতন্যময় আত্মাই এই গ্রন্থের বিষয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য, আত্মজ্ঞান লাভ করাই প্রয়োজন। গ্রন্থের সহিত আত্মার বিষয়বিষয়ীভাব সম্বন্ধ। এতদ্ভিন্ন অধিকারিরূপ অনুবন্ধ পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে। অনুবন্ধ অর্থাৎ গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয়; অনু=সহিত, বন্ধ=সম্বন্ধ। বেদান্তের অনুবন্ধ চারিটী; যথা—বিষয়, অধিকারী, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ।

"আচার্য্যবান্ পুরুষ অর্থাৎ যিনি গুরূপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তিনিই আত্ম-জ্ঞান লাভে সমর্থ হন" এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপদেশ ব্যতিরেকে জ্ঞান লাভ হইতে পারেনা, এইজন্য উপদেশ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিধি শব্দের অর্থ প্রকার, উপদেশের আবার প্রকারভেদ আছে। উত্তম অধিকারী গুরূপদেশ মাত্রেই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন; কিন্তু মন্দ ও

মুমুক্ষবে শ্রদ্ধধানায় যতয়ে বীতরাগায় ॥ ২ ॥

অভিধেয়াদ্যনুবন্ধমুপক্ষিপতি মুমুক্ষবে ইত্যাদি। ন হি মোক্ষাপেক্ষামন্তরেণ তদুপায়ে জ্ঞানে পুরুষোঽধিক্রিয়তে, শ্রুতংহ্যেবমেব ভগবদ্দৃশেভ্যঃ "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি, "সোঽহন্তগবন্ শোচামি তম্ মা ভগবন্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি প্রক্রমনিদর্শনাৎ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ইত্যাদি বচনাচ্চ সংসারং পরিত্যজ্য ব্রহ্মপ্রেপ্সাবিশেষণতায়ামধিকাবিণো ভবন্তীত্যবগম্যতে। ন চ তস্যাপেক্ষিতমোক্ষে তদুপায়ে জ্ঞানে তদনন্তরংবহিরঙ্গহেতুষু তদুপদেশে তৎকর্ত্তরি চাচার্য্যে শ্রদ্ধামন্তরেণাপেক্ষিতমোক্ষোপয়িকে জ্ঞানেঽধিকারো যুজ্যতে, "শ্রদ্ধস্ব সৌম্য শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ তৎফলতদুপায়য়োঃ শ্রদ্ধধানস্যৈবাধিকারাধিগমাৎ। ন চ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়পরিত্যাগাভাবে তৎপরবশস্য প্রকৃতেঽধিকারঃ

মুমুক্ষু, শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিই তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের অধিকারী ॥ ২ ॥

মধ্যম অধিকারীর পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপদেশ আবশ্যক। অতএব সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর পক্ষেই যে প্রকার উপদেশ ফলদায়ক তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইবে, এই অভিপ্রায়ে বিধিশব্দ উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য—দ্বিতীয়সূত্রে অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে; মুক্তীচ্ছাব্যতিরেকে মুক্তির উপায়ে অধিকারিতা হইতে পারেনা। আত্মজ্ঞানই মুক্তির উপায় "আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন" "ব্রহ্মজ্ঞ পরমপদ প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি বচনে ইহা উক্ত হইয়াছে। দুঃখজাল হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ; মোক্ষেচ্ছু মুমুক্ষু। পরন্তু মোক্ষ ও মোক্ষপ্রাপ্তির অন্তরঙ্গহেতু জ্ঞান এবং বহিরঙ্গহেতু গুরূপদেশ ও গুরু প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা না জন্মিলেও অধিকারিতা সম্ভব হয় না। "সৌম্য শ্রদ্ধাকর, শ্রদ্ধাবিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতেও শ্রদ্ধার বিধান আছে, তজ্জন্য শ্রদ্ধাবান্ শব্দ কথিত হইয়াছে। গুরু এবং

আত্মলাভাৎ পরলাভাভাবাৎ ॥ ৩ ॥

সেদ্ধুমর্হতি। "আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি জ্ঞানাধিকারিণি পারিব্রাজ্য বিধানাৎ শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুরিতি চ তস্মিন্ শমাদিভিঃ সহোপরতিশব্দিতকর্ম্মপরিত্যাগশ্রবণাচ্চ। ন চৈহিকামুষ্মিকার্থভোগবিরাগাদৃতে প্রকৃতজ্ঞানেঽধিকারঃ সম্ভবতি "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইতি চাধিকারিবিশেষণত্বেন বৈরাগ্যং শ্রূয়তে। তদেবমধিকারিণে সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্টায়াত্মজ্ঞানমুপদেষ্টব্যং তেষু হি সৎসু ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং শক্যতে জ্ঞাতুঞ্চেতিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নমু প্রয়োজনমিষ্টলক্ষণমিষ্টং তচ্চাভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়সঞ্চেতি প্রসিদ্ধং

আত্মলাভ অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট লাভ নাই ॥ ৩ ॥

বেদান্ত বাক্যাদিতে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। যাঁহাদের পুত্র, অন্ন ও যজ্ঞ দ্বারা যথাক্রমে পিতৃ, ঋষি ও দেবঋণ শোধনে ইচ্ছা আছে তাঁহাদেরও তত্ত্ববিদ্যায় অধিকার হয় না; অতএব যতি (অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শমদমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন) হওয়াও বিধেয়। সাধনচতুষ্টয় যথা—শম=অন্তরিন্দ্রিয়* নিগ্রহ; দম=বাহ্যেন্দ্রিয় † নিগ্রহ; তিতিক্ষা=শীতোষ্ণসুখ দুঃখাদিসহিষ্ণুতা; উপরতি=কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মাসক্তিত্যাগ। যাঁহার ঐহিক পারত্রিক কোনপ্রকার ভোগে ইচ্ছা নাই, যিনি অনিত্য সুখদুঃখময় সংসারে নিতান্ত নিস্পৃহ এরূপ ব্যক্তি বৈরাগ্যযুক্ত। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—"ব্রাহ্মণ কর্ম্মসাধ্য সমস্তলোক পরীক্ষাপূর্ব্বক নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইবেন।" ধর্ম্ম দুই প্রকার অভ্যুদয় সাধক ও মোক্ষ সাধক; যজ্ঞাদিকর্ম্মসম্পাদনরূপ ধর্ম্ম অভ্যুদয়-সাধক, আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্ম মোক্ষসাধক; সুতরাং মোক্ষকাম ব্যক্তিই জ্ঞান-ধর্ম্মের অধিকারী; অতএব সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করা যাইবে। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভে শক্তি জন্মে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আত্মজ্ঞান লাভই এ গ্রন্থের প্রয়োজন, যে প্রয়োজন লোকের যত ইষ্ট হয় সেই প্রয়োজনে তত অধিক

---

* মনই অন্তরিন্দ্রিয় † পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়।

দ্রষ্টুর্দৃশ্যোঽন্য ইতি প্রসিদ্ধো লোকে। ৪।

আত্মজ্ঞানাৎ কেচিদুদ্বেগভাজো দৃশ্যন্তে তথাচ কথমাত্মজ্ঞানং প্রকরণস্য প্রয়োজনত্বেন প্রদর্শিতং? ইতি তত্রাহ আত্মেত্যাদি। অনাত্মলাভস্যাজ্ঞানত্বেন অনর্থত্বাৎ তল্লাভস্য জ্ঞানাত্মনস্তন্নিবৃত্তত্বেন পুরুষার্থত্বাৎ তস্যৈব নিঃশ্রেয়সত্বাৎ তস্মাৎ পরস্য নিরতিশয়স্য লাভস্যাভাবাৎ অভ্যুদয়স্য ততোঽর্ব্বাচীনত্বেন পুরুষার্থাভাসত্বাৎ "আত্মলাভান্নপরং বিদ্যতে" ইতি স্মৃতেরাত্মজ্ঞানানধিকৃতানামুদ্বেগেঽপি সাধনবিশেষবতামধিকৃতানাং তত্র সমধিকারিভিঃ রুচিদর্শনাৎ তস্য প্রয়োজনমিতিবচনমুচিতমেবেত্যর্থঃ। ৩।

নন্বাত্মনো নিত্যলব্ধত্বাদলাভাভাবাৎ অজ্ঞানাৎ তদলাভাভিমানে জ্ঞানস্যৈব তল্লাভত্বাজ্ জ্ঞানোপায়ানভিধানে কুতো জ্ঞানসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকাত্মকজ্ঞানোপায়মুপদিদিক্ষুরাদৌ প্রসিদ্ধমর্থং নির্দ্দিশতি দ্রষ্টুরিত্যাদি। দেবদত্তাদ্ দ্রষ্টুঃ সকাশাৎ দৃশ্যো ঘটোঽন্যো ভবতীতি কৃত্বা লোকব্যবহারমেব নিমিত্তীকৃত্য দ্রষ্টদৃশ্যবিবেকাত্মকো জ্ঞানস্যোপায়ঃ প্রসিদ্ধোঽস্তীত্যর্থঃ। ৪।

দ্রষ্টা যে দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ইহা লোকে প্রসিদ্ধ ॥ ৪ ॥

অভিরুচি জন্মে; যজ্ঞাদিধর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি অভ্যুদয়রূপপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়, আত্মজ্ঞানধর্ম্মে আত্মলাভ অর্থাৎ মোক্ষরূপপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই দুয়ের মধ্যে পূর্ব্ব প্রয়োজনটী যদি অধিক ইষ্ট হয় তবে আত্মজ্ঞান গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং ইহা পাঠ করিতে সকলের প্রবৃত্তিও সম্ভব নহে; এজন্য গ্রন্থকার তৃতীয় সূত্রে প্রয়োজনের অতীব মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। অদ্বিতীয় আত্মা ভিন্ন আর কিছুই সৎ বস্তু নাই সুতরাং ধন, ধান্য, স্বর্গ প্রভৃতি সকল অভ্যুদয়ই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত, অনিত্য ও অসৎ; অতএব তাহাদের লাভ ও অনিত্য ও অসৎ, সে লাভ কখনই আত্মলাভের সদৃশ হইতে পারে না; সুতরাং নিত্যানন্দজ্ঞানময় আত্মার লাভ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজন সেই পরম প্রয়োজন সাধনে সকলের একান্ত প্রবৃত্তি অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩।

অথ ক আত্মেতি॥ ৫ ॥

নমু দ্রষ্টৃশব্দেনাত্মা উচ্যতে স চ দেহাদিষু অন্যতমত্বাৎ প্রসিদ্ধিমুপগতো ন ব্যুৎপাদ্যতামপেক্ষতে, তথাচাত্মজ্ঞানমুপদেষ্টুমশিষ্টা প্রবৃত্তিবিতি মন্বানশ্চোদয়তি অথেত্যাদি। ৫।

অনন্তর আত্মা কে? ইহা বিচার দ্বারা স্থির করিতে হইবে॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য—যাহা অলব্ধ তাহারই লাভ সম্ভব, আত্মা একমাত্র নিত্য বস্তু তিনি কখনই অলব্ধ হইতে পারেন না; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাঁহার লাভ ও সম্ভব নয়। কেবল প্রাণিদিগের অজ্ঞানহেতু আত্মা অলব্ধের ন্যায় বোধ হয় অর্থাৎ আমি আত্মা নহি এই ভ্রম জন্মিয়া থাকে সুতরাং আত্মলাভশব্দের প্রকৃত অর্থ আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তি। জ্ঞানেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, অতএব এক্ষণে জ্ঞানোপায় বলা আবশ্যক। সাধারণের সুগম প্রসিদ্ধ প্রমাণ লইয়াই প্রথমত বিজ্ঞানবিচারে অগ্রসর হওয়া যায় সুতরাং তাহাই জ্ঞানের প্রথম উপায়, এজন্য প্রথমে আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। যিনি দেখেন তিনি দ্রষ্টা এবং যে বস্তু দেখেন তাহা দৃশ্য; দ্রষ্টা দেবদত্ত হইতে দৃশ্য ঘট ভিন্ন বস্তু, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আত্মাই যে, সকল পদার্থের প্রকৃত দ্রষ্টা ইহা পরে প্রমাণ হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝিতে হইবে যে দ্রষ্টা আত্মা, দৃশ্য নিখিলপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাই আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানের প্রথম সোপান। ৪।

তাৎপর্য—যদি দ্রষ্টৃপদার্থকেই আত্মা বলা হইল তবে এই দেহের অন্তর্গত কোন বস্তুই আত্মা হইবে, কারণ দেহের বহির্ভূত পদার্থ হইতে কখনই দেহীর দর্শনাদি জ্ঞান হইতে পারেনা, অতএব হস্ত, পদ, চক্ষু, মন প্রভৃতির কেহ না কেহ আত্মা; ইহার জ্ঞানের জন্য আবার উপ-

দেহস্তাবদাত্মা ন ভবতি রূপাদিমত্ত্বেনোপলভ্যমানত্বাৎ ॥৬॥

দেহাতিরিক্তমাত্মানং বক্তুং দেহস্যানাত্মত্বমনুশৃণোতি দেহেত্যাদি। দেহবিষয়াহংপ্রত্যয়স্যানুগতিরগ্রে বক্ষ্যতে। রূপাদিমত্ত্বাদুপলভ্যমানত্বাচ্চেতি হেতুদ্বয়ং বিবক্ষিতং, রূপবত্ত্বং স্পর্শবত্ত্বং ইত্যেকং হেতুং বিবক্ষিত্বা রূপাদিমত্ত্বাদিত্যাদিপদং। ৬।

হস্তপদাদিবিশিষ্ট এই শরীর কখনই আত্মা হইতে পারে না, যে হেতু রূপাদিযুক্ত ভাবে দৃশ্য বলিয়া ইহার উপলব্ধি হইতেছে ॥ ৬ ॥

দেশের বিশেষ আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কায় দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মার সাধনের অভিপ্রায়ে কে আত্মা? এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। ৫।

প্রথমত দেহ হইতে আত্মার ভেদ সাধিত হইতেছে; দেহে যে অহংপ্রত্যয় অর্থাৎ আত্মভ্রম জন্মে ইহা পরে বলা হইবে; সুতরাং দেহ হইতে আত্মার ভেদপ্রদর্শন সিদ্ধসাধন নহে। অনুমান প্রমাণ দ্বারা এই ভেদ সাধিত হইবে, অনুমানে প্রথমত প্রতিজ্ঞাবাক্য নির্দ্দেশ করিতে হয়। পক্ষ, সাধ্য ও হেতু এই তিনটী প্রতিজ্ঞা বাক্যের অঙ্গ; যাহা সাধন করিতে হইবে তাহা সাধ্য; যাহাতে সাধ্য থাকে তাহা পক্ষ; হেতু অর্থাৎ কারণ। একটী প্রতিজ্ঞা বাক্য যথা—পর্ব্বত অগ্নিযুক্ত যেহেতু ইহা ধূমবিশিষ্ট, এস্থলে অগ্নি বা অগ্নিযোগ সাধ্য, পর্ব্বত পক্ষ ও ধূম বা ধূমযোগ হেতু। এইরূপ, সূত্রস্থ প্রতিজ্ঞা বাক্যে আত্মভেদ সাধ্য, দেহ পক্ষ ও রূপাদিযুক্তরূপে অনুভব হেতু। হেতু দ্বারা কিরূপে সাধ্য সাধিত হয় তাহা পরে সংক্ষেপে বলা যাইবে। রূপাদি—এস্থলে আদি শব্দে স্পর্শ, রস প্রভৃতি সূচিত হইয়াছে। রূপাদিযুক্তরূপে দেহের অনুভব—অর্থাৎ আমি গৌর বা কৃশ, আমার শরীর উষ্ণ বা শীতল ইত্যাদিরূপপ্রতীতি, ইহা সকলেরই হইয়া থাকে। ৬

যথা ঘটাদয়ো রূপাদিমন্তশ্চক্ষুরাদিকরণৈরুপলভ্যন্তে এবন্দেহোঽপি রূপাদিমান্ চক্ষুরাদিকরণৈরুপলভ্যতে অয়মিতি ॥ ৭ ॥

যো রূপাদিমানুপলভ্যমানশ্চাসৌ নাত্মা যথা ঘটাদিরিতি ব্যাপ্তিং ব্যনক্তি যথেত্যাদি। ব্যাপ্তিঃ পক্ষধর্ম্মতা ইত্যুভয়মনুমানাঙ্গমঙ্গীক্রিয়তে তত্র ব্যাপ্তিমুক্ত্বা পক্ষধর্ম্মতাং হেতুত্বয়স্যোপন্যস্যতি। ন চোপলভ্যমানত্বমাত্মনানৈকান্তিকমিতি যুক্তং তস্য বৃত্তিব্যাপ্যত্বেঽপি ফলত্বেন ফলব্যাপ্যত্বানভ্যুপগমাৎ, ফলব্যাপ্যত্বস্য চোপলভ্যমানত্বশব্দেনাভিলাপাৎ ইত্যবধেয়ম্ ॥ ৭ ॥

যেমন ঘটপ্রভৃতি রূপাদিযুক্ত বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ দেহ ও রূপাদি বিশিষ্ট বলিয়া চক্ষুরাদি করণদ্বারা—এই শরীর সুন্দর এই শরীর কৃশ—ইত্যাদিরূপে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। ৭ ।

তাৎপর্য্য—এক্ষণে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা প্রদর্শিত হইতেছে; ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতাযুক্ত হেতুই সাধ্যসাধনের উপযোগী; এতদ্ভিন্ন হেতু অসদ্ধেতু বা হেত্বাভাস। যে যে স্থলে হেতু বিদ্যমান থাকে সেই সেই স্থলেই যদি সাধ্য দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে ব্যাপ্তি কহে; যেমন যেখানে যেখানে ধূম বিদ্যমান থাকে সেই সেই স্থলেই অগ্নি দেখা যায়। এই ব্যাপ্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, অনেকগুলি দৃষ্টান্ত না দেখাইলে কেহই পূর্ব্বোক্ত কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না; অগ্নিস্থলে দৃষ্টান্ত যেমন রন্ধনশালা, কর্ম্মকারগৃহ প্রভৃতি। ব্যাপ্তি ভিন্ন কখনই হেতুদ্বারা সাধ্যনিশ্চয় হয় না, এজন্য ব্যাপ্তি অনুমানের প্রধান অঙ্গ। এইরূপব্যাপ্তিযুক্ত হেতু যদি যথার্থই পক্ষে বর্ত্তমান থাকে তবে তাহাকে পক্ষধর্ম্মতা কহে, পক্ষে হেতু না থাকিলে সাধ্য থাকা সম্ভব নহে, এই জন্য পক্ষধর্ম্মতা ও অনুমানের অঙ্গ। সূত্রের অনুমানোপযোগী বাক্য যথা—যে যে বস্তু যাহা কর্ত্তৃক রূপাদিযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হয়, সেই সেই বস্তুই তাহা অর্থাৎ উপলব্ধা

যথা দাহ্যপ্রকাশ্যকাষ্ঠাদিব্যতিরিক্তো দাহকপ্রকাশকোঽগ্নিঃ তথা দৃশ্যাদ্ দেহাদ্ দ্রষ্টা ব্যতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধঃ ॥ ৮ ॥

দেহস্যানাত্মত্বমনুমায় তদ্ব্যতিরিক্তস্যাত্মত্বমনুমাতুং ব্যাপ্তিং কথয়তি যথেত্যাদি। যো দাহকঃ প্রকাশকো বা স দাহ্যাৎ প্রকাশ্যাচ্চ ব্যতিরিচ্যতে যথা কাষ্ঠাদেরগ্নিরিতি বিষয়বিষয়িণোর্ব্যতিরেকসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। সম্প্রত্যনুমানমাহ, বিমতো দ্রষ্টা দৃশ্যাদ্ ভিদ্যতে দ্রষ্টৃত্বাৎ দেবদত্তবৎ। যদ্বা দেহঃ স্বব্যতিরিক্তদ্রষ্টৃকো দৃশ্যত্বাদ্ ঘটবৎ। অথবা দেহঃ স্বব্যতিরিক্তপ্রকাশকপ্রকাশ্যঃ প্রকাশ্যত্বাৎ কাষ্ঠাদিবৎ। আত্মা বা স্বপ্রকাশ্যাদ্ভিদ্যতে প্রকাশকত্বাৎ অগ্নিবৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যেমন অগ্নি দাহক ও প্রকাশক বলিয়া দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ আত্মা দ্রষ্টা বলিয়া দৃশ্য দেহ হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৮ ॥

হইতে ভিন্ন; যেমন ঘট পট প্রভৃতি লোককর্তৃক রূপাদিযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হয় ও লোক হইতে ভিন্ন। দেহ ও আত্মাকর্তৃক ঐরূপে উপলব্ধ হয় সুতরাং দেহও আত্মা হইতে ভিন্ন। অনুমানের বিস্তারিত বিবরণ করা এস্থলে সম্ভব নহে, কেবল পথপ্রদর্শনস্বরূপ কিঞ্চিৎমাত্র কথিত হইল ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে দেহের অনাত্মত্ব অনুমান করিয়া তদ্ভিন্নের আত্মত্ব অনুমান করিবার নিমিত্ত বিপরীতভাবে অনুমান ব্যাপ্তিপ্রভৃতি দেখাইতেছেন। সাধারণতঃ কর্ত্তা যে কর্ম্ম হইতে ভিন্ন ইহাই সাধিত হইবে। দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ দর্শনকর্তৃত্ব, দৃশ্যত্ব অর্থাৎ দর্শনকর্ম্মত্ব; দাহকত্ব ও প্রকাশকত্ব দহনকর্তৃত্ব ও প্রকাশকর্তৃত্ব, এইরূপ দাহ্যত্ব ও প্রকাশ্যত্ব দহনকর্ম্মত্ব ও প্রকাশকর্ম্মত্ব। অতএব সামান্যতঃ কর্তৃত্ব কর্ম্মত্ব লইয়া অগ্নিও কাষ্ঠকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে। এখানে অনুমান যথা—দ্রষ্টা (দর্শনকর্ত্তা) আত্মা দৃশ্য (দর্শনকর্ম্ম) দেহাদি হইতে ভিন্ন, যেহেতু আত্মা কর্ত্তা ও দেহাদি তাঁহার কর্ম্ম। ব্যাপ্তি

এতস্মাদপি কারণাদ্ দেহব্যতিরিক্ত আত্মা, স্বাপ-মরণাদিদর্শনাৎ ॥ ৯ ॥

অত্রৈবানুমানান্তরমাহ এতস্মাদিত্যাদি। তদেব কারণন্দর্শয়তি। স্বাপমরণ-মূর্চ্ছাসু সত্যাপি দেহে গমনাদিব্যবহারাভাবাৎ জাগরিতাদৌ চ তদ্দর্শনাৎ আগন্তুকব্যাপারবত্ত্বাৎ পরাধীনমস্য তদ্বত্ত্বং গম্যতে। দেহঃ স্বব্যতিরিক্ত-চেতনপ্রযুক্তব্যাপারাধারঃ কাদাচিৎকব্যাপারত্বাৎ রথাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

দেহের নিদ্রা মরণ ও মূর্চ্ছা দেখিয়াও দেহ ভিন্ন দেহের পরিচালক কোন চৈতন্যময় আত্মা আছেন ইহা অনুমান করা যায় ॥ ৯ ॥

যথা—যে যে বস্তু কর্ত্তা সেই সেই বস্তু তাহার কর্ম্ম হইতে ভিন্ন; দৃষ্টান্ত যেমন—দহন ও প্রকাশ কর্ত্তা অগ্নি, দহন ও প্রকাশকর্ম্ম কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন ইত্যাদি। যদিও আরম্ভে আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ও দেহাদির দৃশ্যত্ব লইয়াই ভেদ-সাধন সূত্রিত হইয়াছে, তথাপি সাধারণতঃ কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব লইয়াই ভেদসাধনের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। কর্ত্তা যে কর্ম্ম হইতে ভিন্ন ইহা সহজেই প্রতীত হয়, অগ্নি কর্ত্তা হইয়া কখন আপনাকেই দাহ করিতে পারে না, জল কখন আপনাকেই ভিজাইতে পারে না, সেইরূপ আত্মা কখন আত্মাকেই দেখিতে পারেন না; ইহাকেই শাস্ত্রে কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধ কহে, এই যুক্তিটি অতি বিশদ, ইহাতে বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য—এ বিষয়ে আর একটি অনুমান কথিত হইতেছে। নিদ্রা মরণ ও মূর্চ্ছাকালে দেহ পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকে অথচ তাহার পূর্ব্বমত গতি প্রভৃতি কার্য্য দৃষ্ট হয় না। জাগরণকালে পুনর্ব্বার তাহা দেখা যায়, সুতরাং যখন এক বস্তুর এক সময় গতি প্রভৃতি কার্য্য দেখা যাইতেছে ও অন্য সময় দেখা যাইতেছে না তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ঐ কার্য্যগুলি ঐ বস্তুর স্বায়ত্ত নহে, অন্য কোন বস্তুর সাহায্যেই উহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যখন সেই সাহায্য প্রাপ্ত হয় তখনই কার্য্যগুলি থাকে, যখন

যস্মিন্ কালে দেহং সম্ব্যাপ্য বর্ত্ততে আত্মা কাষ্ঠাদিবৎ তদা দেহো ব্যবহারযোগ্যো ভবতি, যদা দেহাদপসর্পতি তদা দেহঃ কাষ্ঠাদিসদৃশো ভবতি ॥ ১০ ॥

নমু দেহস্য স্বসত্তাকালে স্বপরান্তরব্যবহারাব্যভিচারিণো ন যুক্তমাগন্তুক-ব্যাপারবত্ত্বমিতি হেত্বসিদ্ধিমাশঙ্ক্য পরিহরতি। যথাহি কাষ্ঠনিষ্ঠো বহ্নিঃ সর্ব্বং তদ্ব্যাপ্য দাহপাকাদিব্যবহারযোগ্যতামুপগতো দৃশ্যতে, ন পুনরসৌ তত্র সত্তামাত্রেণ ব্যবহারযোগ্যোঽঙ্গীক্রিয়তে তদা কাষ্ঠস্যাপি দাহাদিব্যবহার-যোগ্যতা উপপদ্যতে, তথা যত্র জাগ্রদবস্থায়াং আত্মা দেহব্যাপ্তিং তস্মিন্নহ-মভিমানরূপাং কৃত্বা ব্যবতিষ্ঠতে তদা দেহঃ স্বয়মভিমানবদনাদিব্যবহার-যোগ্যঃ সম্পদ্যতে, যদা চ স্বাপাদৌ দেহাদাত্মাপসর্পতি তত্রাহমভিমানপরি-ত্যাগরূপামপসৃতিমুপগচ্ছতি তদা দেহোঽভিমানবদনাদিযোগ্যো ন ভবতি

যেরূপ, যখন অগ্নি ব্যাপিয়া থাকে সেই সময়েই কাষ্ঠে দাহপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় আত্মা যখন শরীরে অহমভিমানরূপ ব্যাপ্তিবিস্তারপূর্ব্বক অবস্থান করেন সেই সময়েই শরীর গমন, দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে সমর্থ হয়; আর যখন দেহ হইতে অপসৃত হন

সাহায্যপ্রাপ্ত হয় না তখন কার্য্যগুলি থাকে না। দেহের কার্য্য সম্বন্ধে আত্মার দেহাভিমানই ঐ সাহায্যকারী সুতরাং দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন। অনুমান যথা—দেহ অন্য কোন চেতন পদার্থ প্রযুক্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট যেহেতু ইহা সাময়িক ক্রিয়াযুক্ত, যাহা যাহা সাময়িক ক্রিয়াবিশিষ্ট তাহাই অন্য-প্রেরিতক্রিয়াযুক্ত যেমন রথপ্রভৃতি। এস্থলে আত্মা সাধ্য, দেহ পক্ষ ও সাময়িক ক্রিয়া হেতু ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য—যদিও দেহের অবস্থানরূপ (স্বীয় সত্তারূপ) ব্যবহার সর্ব্বদাই আছে তথাপি গমনাদি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার অবশ্যই আগন্তুক; কারণ দেহে সর্ব্ব-

নহি কাষ্ঠাদেস্তথাবিধযোগ্যতা উপলভ্যতে যত্তু দেহস্য স্বসত্তায়াং স্বপরানান্তরব্যবহারবিষয়ত্বং তৎ কাষ্ঠাদেরপি তুল্যং স্বয়ঙ্কর্তৃকাদিব্যবহারগোচরত্বন্তু দেহস্যাগন্তুকমেবেতি নাস্তি হেত্বসিদ্ধিরত্যর্থঃ॥ ১০॥

(দেহে অহমভিমান ত্যাগ করেন) তখন শরীর নির্ব্বাণ কাষ্ঠের ন্যায় পতিত থাকে॥ ১০॥

সময়ে গমনাদিক্রিয়া থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তথাপি এস্থলে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে, যথা—আগন্তুকত্ব হেতু দেখিয়াই দেহের ক্রিয়াদিব্যাপার আত্মপ্রযুক্ত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, কিন্তু ক্রিয়াদিব্যাপার আত্মপ্রযুক্ত হইলে আগন্তুকত্বহেতুই অসিদ্ধ হইয়া উঠে। কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, তাঁহার সহিত দেহের যোগ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে; সুতরাং আত্মা ক্রিয়াদিপ্রয়োজক হইলে ক্রিয়াদিও সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকা উচিত। অতএব সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে উক্তানুমানে আপনা হইতেই হেত্বসিদ্ধি দোষ উপস্থিত হয়।—এই আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক গ্রন্থকার হেত্বসিদ্ধি দোষ পরিহার করিতেছেন। যথা—আত্মা ব্যাপক সুতরাং তাঁহার সর্ব্ব সময়েই দেহের সহিত নির্লেপভাবে সংযোগ আছে সত্য; কিন্তু কেবল সংযোগ বশতঃই আত্মা দেহকে পরিচালিত করেন না; দেহে অহম্ভাবযুক্ত হইলে তবে দেহ পরিচালিত হয়। এই অহম্ভাব বা অহমভিমান দেহব্যবহারের হেতু, ইহাকেই আত্মার দেহব্যাপ্তি বলা যায়। যেরূপ কাষ্ঠে যতক্ষণ অগ্নি ব্যাপিয়া থাকে ততক্ষণই তাহার দাহকত্ব পাচকত্ব প্রভৃতি ব্যবহার যোগ্যতা দেখা যায়। সত্তা মাত্রেই অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠে উক্ত ব্যাপার সমূহ সাধিত হয় না; সেইরূপ আত্মা যতক্ষণ দেহকে ব্যাপিয়া থাকেন অর্থাৎ দেহে অহংরূপ অভিমান করেন ততক্ষণই দেহ গমন ও কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহার যোগ্যতা লাভ করে; কিন্তু যখন নিদ্রাদি অবস্থায় দেহ হইতে অপসৃত হন অর্থাৎ দেহে অহংভাব পরিত্যাগ করেন তখন দেহ তাদৃশ যোগ্যতাবিহীন হইয়া নির্ব্বাণ কাষ্ঠাদির ন্যায় পড়িয়া থাকে। অবস্থানরূপ ব্যবহার সর্ব্বদা থাকিলেই যে অন্যান্য সকল ব্যবহারকেও অনাগন্তুক বলিতে হইবে তাহাও নহে; অবস্থান ব্যবহার কাষ্ঠাদিতেওসর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কাষ্ঠাদির দাহযোগ্যতাদি ব্যবহার যে

তস্মাদ্ দেহব্যতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধঃ ॥ ১১ ॥

চক্ষুরপি আত্মা ন ভবতি রূপগ্রহণসাধনত্বাৎ প্রদীপবৎ ॥ ১২ ॥

নচোক্তানামনুমানানাং অনাত্মত্বমভিধেয়ম্ তত্র হেত্বভিধানানভিধানয়োস্তদযোগাদিতি মত্বা প্রাগুক্তানুমানানাম্ফলমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥১১॥

কেচিদিন্দ্রিয়াণাং আত্মত্বং অন্ধোঽহমিতি প্রত্যয়মাশ্রিত্যাশ্রয়ন্তে। তত্র চক্ষুষো মমপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ কেবলে চ তস্মিন্নহম্প্রত্যয়াভাবাদন্ধত্বাদিবিশিষ্টেন চ তত্র তৎপ্রত্যয়স্যাধ্যাসাদপি সিদ্ধের্ন তস্যাত্মত্বমিত্যনুমানেন সাধয়তি চক্ষুরিত্যাদি। রূপগ্রহণং করণসাধ্যং ক্রিয়াত্বাচ্ছিদিক্রিয়াবদিত্যনুমানাৎ পরিশেষতঃ রূপোপলব্ধিসাধনত্বেন চক্ষুঃ সিধ্যতি ইতি হেতুসাধনার্থং রূপগ্রহণবিশেষণং। উপকরণেঽপি প্রদীপে সাধনশব্দিতকারণত্বমাত্রমস্তীতি মত্বানো দৃষ্টান্তমাহ প্রদীপবদিতি ॥ ১২ ॥

অতএব আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল॥১১॥

চক্ষুও আত্মা নহে, যেহেতু তাহা দ্বারা প্রদীপের ন্যায় রূপগ্রহণ কার্য্য সাধিত হয় ॥ ১২ ॥

আগন্তুক ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং দেহের কর্ত্তৃত্বাদি ও গমনাদি ব্যবহার আগন্তুক ব্যাপার ইহা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব হেত্বসিদ্ধি দোষ হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য—যদি কেহ মনে করেন যে পূর্ব্বোক্ত অনুমান আত্মার সাধক না হইয়া আত্মভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরও সাধক হইতে পারে, তজ্জন্য পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিয়া আত্মসাধন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। যেরূপ হেতুগুলি উপন্যস্ত হইয়াছে সেই গুলি স্বীকার করিলে উক্ত অনুমান সকল স্পষ্টতঃ আত্মাকেই সাধন করিবে, হেতু অস্বীকার করিলে আত্মভিন্ন পদার্থ সাধনের কোন প্রমাণই পাওয়া যাইবে না; সুতরাং উভয়তঃই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি অকিঞ্চিৎকর দাঁড়াইতেছে ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য—কেহ কেহ কহেন যে ইন্দ্রিয়গণই আত্মা। যে হেতু আমি অন্ধ,

যথা প্রদীপেন করণেন রূপমুপলভ্যতে, তথা চক্ষুষাপি করণেন রূপমুপলভ্যতে ॥ ১৩ ॥

যৎকরণং তন্নাত্মা যথা প্রদীপ ইতি ব্যাপ্তিং সাধয়তি যথেত্যাদি। ব্যাপ্তস্ত হেতোরসিদ্ধিমুদ্ধর্তুং পক্ষধর্ম্মতামাহ তথেত্যাদি ॥ ১৩ ॥

যেরূপ প্রদীপের সাহায্যে রূপের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ চক্ষুরূপ করণ দ্বারাও রূপের উপলব্ধি হয় ॥১৩॥

আমি বধির ইত্যাদিরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মপ্রত্যয় সকলেরই দেখা যায়। তাহাদিগকে খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে চক্ষুর অনাত্মত্ববিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন। যেমন—আমি অন্ধ—এইরূপ অনুভব দেখা যায় সেইরূপ—আমার চক্ষু—এইরূপ অনুভব ও হইয়া থাকে সুতরাং চক্ষুভিন্ন একজন আমি আছি ইহাতেই বুঝা যাইতেছে। আমি অন্ধ, এ অনুভবটী ভ্রমমাত্র, দেহ দেখিয়াও আমি রূপবান্ আমি কদাকার এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। চক্ষুর দৃষ্টান্তে সাধারণতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আত্মভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। চক্ষু যে করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন এ বিষয়ে অনুমান যথা—রূপগ্রহণ করণসাধ্য যেহেতু ইহা একটী ক্রিয়া, যেমন ছেদন ক্রিয়া অস্ত্র রূপকরণসাধ্য। এইরূপে সামান্যত করণসাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হইলে অপরাপর করণের যোগ্যতা না থাকায় অবশেষে চক্ষুই রূপজ্ঞানের করণ বলিয়া সাধিত হইতেছে। করণের অনাত্মত্ব সাধনে অনুমান যথা—যাহা করণ তাহা আত্মা নহে, যেমন প্রদীপরূপ করণের সাহায্যে দর্শন হয়, কিন্তু প্রদীপ যে দর্শনকর্ত্তা নহে ইহা বালকেও বুঝিতে পারে; অতএব যাহার সাহায্য অর্থাৎ যে সাধন বা করণ-দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই করণ বা সাধন কখনই সেই কার্য্যকর্ত্তা নহে ইহা যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ চক্ষুও দর্শনকরণ অতএব চক্ষু দর্শনকর্ত্তা বা আত্মা নহে। এ স্থলে করণত্বরূপে সাম্য না থাকিলেও সাধনত্ব বা কারণত্বরূপে সাদৃশ্য লইয়াই প্রদীপ দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে সুতরাং সূত্রস্থ প্রদীপরূপ করণ শব্দের অর্থ প্রদীপরূপ সাধন বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

এবমেব ইতরাণ্যপি করণানি ॥১৪॥

চক্ষুষি দর্শিতং ন্যায়ং শ্রোত্রাদিষ্বতিদিশতি এবমিত্যাদি। নহীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমাত্মত্বমবকল্পতে, মমপ্রত্যয়বিরোধাৎ, অহংপ্রত্যয়স্য চ তেষন্যেষু যথাসিদ্ধেরুক্তত্বাৎ। ন চ মমাত্মেতিবৎ ঔপচারিকস্তত্র মমপ্রত্যয়োঽপি ইতি যুক্তং মুখ্যত্বে বাধকাভাবাৎ আত্মনি চ মমপ্রত্যয়স্যাত্মশব্দবিরোধাৎ এব ঔপচারিকত্বৌচিত্যাৎ। ন চ তেষাং তত্র তত্র করণত্বেনাঙ্গীকৃতানাং আত্মত্বমুপপদ্যতে প্রদীপাদিষ্বাত্মত্বাদর্শনাৎ। ন চ বহুষু তেষু প্রত্যভিজ্ঞানং প্রকল্পতে। ন চৈকশরীরারূঢ়ত্বাৎ তেষু প্রত্যভিজ্ঞানমবিরুদ্ধমিতি শ্রদ্ধেয়ম্, এককুঞ্জরারূঢ়েষু চৈত্রমৈত্রাদিষু তদনুপলম্ভাৎ। তস্মান্নেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিও এইপ্রকার ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য—এইরূপে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ও অনাত্মত্ব প্রমাণ হইতেছে। এক একটী ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব হইতে পারে না যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমার ইন্দ্রিয় এই বিরুদ্ধ প্রত্যয়ই আত্মত্বের বাধক। বিশেষতঃ "আমি ইন্দ্রিয়" এই অনুভবও একটীতেই আছে এমন নহে; যেমন অন্ধের চক্ষুতে তেমনি বধিরের কর্ণেতে ও অপরের অন্য ইন্দ্রিয়েতেও থাকিতে পারে; সুতরাং "আমি ইন্দ্রিয়" এই প্রত্যয়ের বলবত্তা স্বীকার করিলেও ইহাদ্বারা কোন্ ইন্দ্রিয় আত্মা তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। সকল ইন্দ্রিয় মিলিতভাবে আত্মা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না অর্থাৎ আমি এক বস্তু দর্শন করিলাম, অনন্তর হস্তদ্বারা তাহা স্পর্শ করিবার সময় বুঝিতে পারিলাম যে, যে আমি এই বস্তুটীকে তখন দেখিয়াছিলাম সেই আমিই এই বস্তুটীকে এখন স্পর্শ করিতেছি; ইহাকেই প্রত্যভিজ্ঞা কহে। এক্ষণে এই "এক আমি" জ্ঞানটী কিরূপে হইল? দর্শন সময়ে ত আমি চক্ষু ছিলাম স্পর্শ সময়ে আমি স্পর্শ বা ত্বক্ হইয়াছি। জ্ঞাতার একত্ব সিদ্ধ না হইলে আবার বস্তুর একত্বও সিদ্ধ হয় না; কারণ এক বস্তুকেই স্পর্শ করিতেছি ইহাই বা কিরূপে হইতে পারে? পূর্ব্বে দর্শন কর্ত্তা আমিও এক্ষণে স্পর্শন কর্ত্তা আমি পরস্পর ভিন্ন; এই ভাবে জ্ঞাতৃদ্বয় ভিন্ন হইলে জ্ঞান দুইটীও ভিন্ন হইবে। জ্ঞান দুইটী

মনোঽপি আত্মা ন ভবতি দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাচ্চ প্রদীপবৎ ॥১৫॥

বুদ্ধিরপি আত্মা ন ভবতি দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাৎ প্রদীপবৎ॥১৬

কেচিত্তু মনসোঽহম্প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ অহম্প্রত্যয়ালম্বনস্য চাত্মত্বাৎ তদেবাত্মা ইতি মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ মনোঽপীতি। তত্রাপি পূর্ব্ববদহম্প্রত্যয়স্য মমপ্রত্যয়প্রহতস্য প্রমাণানুপপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

বৌদ্ধাস্তু বুদ্ধিরেবাত্মেত্যাচক্ষতে তান্ প্রত্যুক্তং বুদ্ধিরিত্যাদি। সা চেদ্ দৃশ্যা ন সিধ্যেৎ, স্বপ্রকাশত্বে তস্যা জন্মাস্তযোগাদি প্রতিপত্তিঃ। দৃশ্যত্বে যথোক্তার্থসিদ্ধেঃ। তস্যাশ্চ কর্ত্তৃত্বে ব্যতিরিক্তাবুদ্ধিঃ সিদ্ধেৎ কর্ত্তুরতিরিক্তকরণাপেক্ষত্বাচ্চক্ষুরাদীনাং চ নিশ্চায়ক সাধারণ করণব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ করণত্বে প্রদীপবদনাত্মত্বমবিবাদমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

মনও আত্মা নহে যেহেতু তাহাও দৃশ্য এবং প্রদীপের ন্যায় করণ বা কার্য্যসাধক ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধিও আত্মা নহে, যেহেতু তাহাও দৃশ্য প্রদীপের ন্যায় এবং করণ ॥১৬॥

ভিন্ন হইলে জ্ঞেয়বস্তুটীও দুইটীর ন্যায় ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়াই সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের এক শরীরে স্থিতি বলিয়াই যে এক প্রত্যভিজ্ঞা ইহাও হইতে পারে না; তাহা হইলে এক হস্তীতে আরূঢ় রাম, হরি প্রভৃতির ও এক প্রত্যভিজ্ঞা হইত, অর্থাৎ রাম যাহা দেখিয়াছে, হরিও তাহা দেখিয়া চিনিতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না; সুতরাং বহু ইন্দ্রিয় কখনই মিলিতভাবে এক আত্মা নহে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য—মনেও অহম্প্রত্যয় আছে, অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি ইত্যাদি অহংবোধ মনেতেও অনুভব হয়; তজ্জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, মনই আত্মা; তাঁহাদিগের প্রতিই এই সূত্র। মনে যে অহম্প্রত্যয় দেখা যায় তাহাও ভ্রমমাত্র, যেহেতু "আমার মন" এই বলবান্ অনুভব তাহাকে পূর্ব্ববৎ বাধা দিতেছে ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমতে বুদ্ধিই আত্মা, তাহার খণ্ডন হইতেছে। যদি বুদ্ধিকে

প্রাণোঽপি আত্মা ন ভবতি ॥ ১৭ ॥

সুষুপ্তৌ চৈতন্যাভাবাৎ ॥ ১৮ ॥

হৈরণ্যগর্ভাস্তু প্রাণমাত্মানং প্রতিপদ্যন্তে তান্ প্রত্যাহ প্রাণ ইতি। তস্যাপি মমপ্রত্যয়বিষয়ত্বেন দৃশ্যত্বাৎ আত্মত্বানুপপত্তিঃ। প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়মিতি করণত্বাঙ্গীকারাচ্চ। শ্রুতিবিরোধে চাগমস্য অপ্রামাণ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

প্রাণস্যানাত্মত্বে হেত্বন্তরমাহ সুষুপ্তাবিতি। নহি তস্যামবস্থায়াং প্রাণে

প্রাণও আত্মা নহে ॥ ১৭ ॥

যেহেতু সুষুপ্তি সময়ে চৈতন্য থাকে না [এস্থলে চৈতন্য

দৃশ্য না বল তবে বুদ্ধিই সিদ্ধ হয় না, যদি দৃশ্য বলিয়া স্বীকার কর তবে পূর্ব্বোক্তরূপে তাহার অনাত্মত্বই সিদ্ধ হইবে। অধিকন্তু বুদ্ধি করণ, যদি তাহাকে কর্ত্রী বল, তবে করণরূপা আর একটী বুদ্ধির আবশ্যক হয়, নিশ্চয়জনক একটী সাধারণ করণ না থাকিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি অসম্ভব। কিন্তু দুইটী বুদ্ধি কেহই স্বীকার করেন না, অতএব বুদ্ধি করণ, করণ হইলে তাহার আত্মভিন্নত্ব বিষয়ে কোন বিবাদই থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি ক্ষণস্থায়িনী, তদনুসারে বুদ্ধির ক্ষণস্থায়িত্ব স্বীকার করিলেও স্মরণ প্রত্যভিজ্ঞাদিসিদ্ধির নিমিত্ত বুদ্ধ্যতিরিক্ত একটী দ্রষ্টৃ পদার্থের সত্তা স্বীকার আবশ্যক হয়, তাহা না হইলে পূর্ব্বক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির জ্ঞাত বিষয় পরক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির স্মরণ হইতে পারে না; ইত্যাদি বহুবিধ দূষণ পাতঞ্জলাদি দর্শনে বিস্তারিতরূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য—যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) উপাসক তাঁহাদের মতে প্রাণই আত্মা। কিন্তু প্রাণেরও মমপ্রত্যয়বিষয়ত্ব আছে অর্থাৎ প্রাণেও—আমার প্রাণ—ইত্যাদি অনুভব দেখা যায়, সুতরাং প্রাণও দৃশ্য, অতএব তাহা আত্মা নহে। বিশেষতঃ "প্রাণ দ্বারা কুলায়স্বরূপ স্থূল শরীরকে রক্ষাকরত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাণের করণত্ব উক্ত হইয়াছে; শ্রুতিবিরুদ্ধ শাস্ত্র প্রামাণিক নহে ইহা হিরণ্যগর্ভোপাসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

প্রাণস্তেতরস্মিন্ কালে ভৃত্যস্বামিনোরিব সঙ্কীর্ণয়োর্ন-জ্ঞায়তে কস্যেদং চৈতন্যমিতি ॥ ১৯ ॥

ব্যাপারবত্তি ভাত্যপি চৈতন্যমুপলভ্যতে। ন চ তস্মিন্ ভাতোব চৈতন্যা-মুপলব্ধৌ তস্যাত্মতাযুক্তা তেন নাসাবাত্মা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নম্বু সুষুপ্তবিশেষণাদবস্থান্তরে প্রাণস্য চৈতন্যমনুমতমিতি প্রতিভাতি, দৃশ্যতে হি দক্ষিণেনাক্ষ্ণা ন পশ্যতীত্যুক্তে বামেন পশ্যতীত্যাহ প্রাণস্যেতি। জাগরিতাদৌ চৈতন্যাধারে সন্দেহসম্ভবাৎ অসন্দেহার্থং সুষুপ্তগ্রহণং, দৃশ্যতে খল্বেকস্মিন্নেব প্রদেশবিশেষে সমবেতয়োর্ভৃত্যস্বামিনোর্নানাবিধপদাতিবাজি ধ্বজচ্ছত্রচামরপতাকাদিপরিচারিবৃতয়োরয়ং নরপতিরিতিনির্দ্ধারণাসিদ্ধৌ কস্যেদমিতি সন্দিহ্যমানত্বং তথেহাপি সংশয়সম্ভবাৎ যুক্তমসন্দেহার্থং বিশেষণং। ন পুনরবস্থান্তরে প্রাণস্য চৈতন্যানুজ্ঞানার্থং ॥ ১৯ ॥

শব্দে ইন্দ্রিয় বুদ্ধ্যাদিতে ব্যক্তচৈতন্যাভিমান বুঝিতে হইবে, বাস্তবিক সুষুপ্তিকালে চৈতন্যলোপ বলা হইতেছে না] ॥১৮॥

যেমন রাজা ও ভৃত্য যখন একত্র যুদ্ধসজ্জায় অবস্থান করেন, তখন কে রাজা ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না সেইরূপ সুষুপ্তিভিন্ন (জাগরণাদি) সময়ে প্রাণ ও আত্মা একত্র সঙ্কীর্ণ থাকায়, কাহার চৈতন্য ইহা অনুভূত হয় না ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য—এ বিষয়ে অপর একটী হেতু বলা হইতেছে। সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ়তমনিদ্রাকালে সকলেরই প্রাণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য ব্যক্ত থাকে না ইহা স্পষ্টই দেখা যায় সুতরাং প্রাণ কখনই চৈতন্যময় আত্মা নহে ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য—সুষুপ্তিকালে প্রাণের চৈতন্য নাই বলায় যে অপর সময়ে

সুষুপ্তে তু পুনর্বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণ উপলভ্যতে ॥ ২০ ॥
করণোপরমাদ্ বিজ্ঞানাভাবঃ প্রাণস্যেতি চেৎ ॥ ২১ ॥

নন্বু সুষুপ্তবিশেষণেঽপি কথং প্রাণস্য চৈতন্যরাহিত্যং নির্দ্ধার্য্যতে তত্রাহ সুষুপ্ত ইতি। তদাহি প্রাণোপলম্ভেঽপি চৈতন্যানুপলম্ভাৎ তস্যাচেতনত্বং নিশ্চিতং ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

•চেতনস্যৈব প্রাণস্য সুষুপ্তে বিজ্ঞানহেতুনাং শ্রোত্রনেত্রাদিকরণানাং উপসংহারাৎ বিজ্ঞানাভাবো নত্বচেতনত্বাদিতি শঙ্কতে করণেতি। যদি করণানি প্রতি প্রাণঃ স্বামী স্যাৎ তদা তস্মিন্ ব্যাপারাধিষ্ঠিতে ভৃত্যস্থানীয়ানাং করণানামুপরমো নোপপদ্যতে; নহি নরপতৌ পরেণ নবপতিনা সহ সন্ধিবিগ্রহাদৌ ব্যাপ্রিয়মাণে তদীয় পুরুষা নির্ব্যাপারা নিবৃণ্বন্তি ॥ ২১ ॥

কিন্তু সুষুপ্তিকালে প্রাণ বিজ্ঞানরহিত বলিয়া উপলব্ধ হয় ॥ ২০ ॥

যদি বল যে সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণের বিরামবশতই প্রাণের বিজ্ঞানাভাব হয় ॥ ২১ ॥

প্রাণের চৈতন্য আছে তাহা বলা হইতেছে না। জাগরিতাবস্থায় প্রাণের চৈতন্য আছে বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে; কারণ তখন প্রাণের চিহ্ন জীবন ও আত্মচিহ্ন চৈতন্য উভয়ই ব্যক্ত ও পরস্পর মিলিত থাকে; সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত স্বকারণে অব্যক্তভাবে অবস্থান করায় আত্মচৈতন্যও অব্যক্ত হন; কিন্তু প্রাণ পূর্ব্ববৎ ব্যক্তই থাকে সুতরাং তখন পূর্ব্বের ন্যায় সন্দেহের আর কোন কারণই থাকে না; এজন্যই সুষুপ্তি সময়ের উল্লেখ হইয়াছে। নানাপ্রকার সৈন্যসামন্তের সহিত (যুদ্ধসজ্জায়) এক স্থলে এক সময়ে যদি রাজা অবস্থান করেন, তবে কোন ব্যক্তি রাজা ইহা নির্ণয় করিতে যেমন সন্দেহ হয় সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় প্রাণ আত্মার সহিত একত্রই কার্য্য করায় চৈতন্যরূপ চিহ্নটী কাহার এ বিষয়ে সন্দেহ সহজেই সম্ভব। কিন্তু সুষুপ্তি সময়ে প্রাণের চিহ্ন যে স্বতন্ত্র ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব প্রাণ আত্মা নহে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

ন স্বামিনি ব্যাপ্রিয়মাণে করণোপরমাভাবাৎ রাজ-পুরুষবৎ ॥ ২২ ॥

অতএব ন প্রাণস্যৈতানি ॥ ২৩ ॥

ততশ্চ চেতনস্যৈব প্রাণস্য করণোপরমাধীনং বিজ্ঞানাভাববচনমনুচিত-মিতি পরিহরতি নেত্যাদি ॥ ২২ ॥

সুষুপ্তে করণোপরমাৎ প্রাণস্য চানুপরতত্বাৎ ন তস্য করণস্বামিত্বমিত্যাহ অতএবেতি ॥ ২৩ ॥

তাহাও বলিতে পার না, কারণ রাজা স্বয়ং কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে যেমন রাজকর্ম্মচারীর অব্যাপৃত থাকা অসম্ভব, সেইরূপ প্রভুস্বরূপ প্রাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভৃত্যস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বিরামও অসম্ভব হইয়া উঠে ॥২২॥

অতএব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন নহে ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য—'প্রাণের চৈতন্য আছে ; সুষুপ্তিকালে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্বকার্য্যে বিরত হয় বলিয়াই তাহা উপলব্ধি হয় না', ইহাও বলা যায় না ; কারণ যদি প্রাণই চেতন ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক হয় তবে সুষুপ্তি সময়ে প্রাণ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কি জন্য ইন্দ্রিয় পরিচালন কার্য্যে বিরত থাকিবে? রাজা যখন অন্য রাজার সহিত সংগ্রামাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন তখন কি সৈন্যসামন্তগণ নিবৃত্ত থাকিতে পারে? এরূপ স্থলে রাজার ভৃত্যের উপর অবশ্যই প্রভুত্ব নাই বলিতে হইবে। সেইরূপ এখানেও বুঝা যাইতেছে যে প্রাণের ইন্দ্রিয়গণের উপর প্রভুত্ব নাই। অতএব প্রাণ ভিন্ন একটী চৈতন্যময় পদার্থ আছেন তিনিই ইন্দ্রিয়গণের নেতা ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

যঃ স্বাপেনোপরতস্তস্যৈতানি করণানি উপরতানি ॥২৪॥

যদাসৌ বহির্নির্গত্য করণান্যধিতিষ্ঠতি তদা সর্ব্বাণি করণানি স্বস্ববিষয়ে প্রবর্ত্তন্তে ॥ ২৫ ॥

তর্হি করণানাং স্বতন্ত্রত্বাসম্ভবাৎ কস্য করণস্বামিত্বমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ য ইত্যাদি। কারণাত্মনা বুদ্ধেরবস্থানং স্বাপোঽভিলপ্যতে তেনোপরতে দর্শন-স্পর্শনাদিবিজ্ঞানবিরহী যোঽবতিষ্ঠতে তস্য বিজ্ঞানাত্মনঃ শ্রোত্রাদীনি কর-ণানি ন স্বতন্ত্রাণি করণত্বব্যাঘাতাৎ তথাচ বিজ্ঞানাত্মা করণস্বামীত্যর্থঃ ॥২৪॥

স্বাপেনোপরতস্য করণস্বামিত্বমিত্যত্রান্বয়ব্যতিরেকৌ প্রমাণয়ন্নাদাবন্বয়-মাচষ্টে। সুষুপ্তো হি পুরুষো যস্মিন্ কালে করণাত্মকমন্তঃকরণং তত্রো-

---

নিদ্রা দ্বারা স্বকার্য্য হইতে যে বিরত হয়, ইন্দ্রিয় সকল সেই বুদ্ধিরই অধীন; যেহেতু বুদ্ধি, কার্য্যে বিরত হইলে তাহারাও স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হয় ॥ ২৪ ॥

যে সময়ে বুদ্ধি বহির্গত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠান্

তাৎপর্য্য—এক্ষণে করণ সকল কাহার অধীন, ইহাই বলা হইতেছে। করণ সকল স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে তাহাদের করণত্বই থাকে না যাহারা স্বাধীন তাহারা করণ না হইয়া কর্ত্তাই হইয়া উঠে। নিদ্রাকালে দর্শনাদি জ্ঞান রহিত হইয়া ও যিনি বিজ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করেন ইন্দ্রিয়গণ তাঁহারই অধীন। বুদ্ধির কারণভাবে অবস্থানই নিদ্রা; আকাশাদি পঞ্চ ভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ মাত্র, অবিদ্যাই তাহার প্রকৃত মূলকারণ; যখন অন্তঃকরণ নিজ কার্য্য নিশ্চয়, সঙ্কল্প, বিকল্প ও অভিমানাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূল কারণ অবিদ্যায় লীনভাবে অবস্থান করে তখনই তাহার নিদ্রিতাবস্থা হয়। নিদ্রিতাবস্থায় বুদ্ধিগত আভাসচৈতন্যই বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করেন; অতএব সেই বিজ্ঞানাত্মাই ইন্দ্রিয়গণের স্বামী ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য—এবিষয়ে অন্বয় ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইতেছে। যে বস্তুটী থাকিলেই অপর একটী বস্তু থাকে, ও না থাকিলে থাকে না, সেই বস্তুটীর

যদা জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কর্ম্মোদ্ভূতং ভবতি তদা স্বাপাদু-পরতো ভবতি ॥২৬॥

পক্কষা বাহ্যবিষয়াভিমুখমাপাদ্য স্বয়মপি তদ্দ্বারা বহির্মুখো ভূত্বা বুদ্ধিদ্বারেণ তত্তদ্বিষয়াভিমুখানি শ্রোত্রাদীনি করণান্যধিষ্ঠায় তিষ্ঠতি তস্মিন্ কালে করণানি সর্ব্বাণি প্রতিনিয়তেষু বিষয়েষু প্রবৃত্তানি তত্তদাকারান্ বুদ্ধি-পরিণামান্ দর্শনশ্রবণাদিশব্দিতান্ উৎপাদ্য পর্য্যবস্যতি তথাচাত্মাধিষ্ঠিত-বুদ্ধ্যাধিষ্ঠিতানি করণাদীনি শ্রবণাদিহেতবো ভবন্তি ইত্যাত্মা করণ-স্বামীসিদ্ধাতীতার্থঃ ॥ ২৫ ॥

কদা পুনরাত্মা বহির্নির্গত্য বুদ্ধিদ্বারা করণান্যধিতিষ্ঠতি ইত্যত্রাহ যদে-ত্যাদি। যস্মিন্ কালে জাগরিতপ্রাপকং কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যমুদ্ভবতি তদা পুরুষঃ সুষুপ্তরূপাৎ প্রচ্যুতো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

করে, তখনই সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥২৫॥

যখন জাগ্রৎ স্থিতির হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের উদ্ভব হয়, তখন সেই বুদ্ধি সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হয় ॥২৬॥

শেষোক্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধকে অন্বয় ব্যতিরেক বলা যায়। এ স্থলে বিজ্ঞানাত্মা যখন অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে বাহ্য বিষয়াভিমুখ করিয়া নিজেও বুদ্ধি দ্বারা বহির্মুখ হইয়া চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখনই ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শনাদি উৎপন্ন করে; বুদ্ধিও তখন তৎ তৎ বিষয়ে তদাকারাকারিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিহিত বিষয়াকারে পরিণত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এইরূপ বিজ্ঞানাত্মার অধিষ্ঠান ও করণের প্রবৃত্তির অন্বয় দৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য—বিজ্ঞানাত্মা কখন এইরূপে বহির্মুখ হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহে অধিষ্ঠান করেন, তাহাই, এক্ষণে কথিত হইতেছে। যখন জাগরণের প্রাপক কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) উদ্ভূত হয় অর্থাৎ সহকারি কর্ম্মান্তর লাভ বা বিরোধি

তৎক্ষয়ে সর্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্ক-জনিতবিষয়বিজ্ঞানেন স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছতি ॥২৭॥

আত্মনি সুষুপ্তরূপং পরিত্যজ্য করণান্যধিষ্ঠায় ব্যাপারায় উন্মুখীভূতে সতি তদধিষ্ঠিতানি ব্যাপারোন্মুখীভূতানি প্রবৃত্তিভাঞ্জি ভবন্তীত্যন্বয়ো দর্শিতঃ

জাগ্রদবস্থাপ্রাপক কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অন্তঃকরণরূপ উপাধিসম্বন্ধজনিত বিষয়জ্ঞান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উপসংহৃত করিয়া বিজ্ঞানাত্মা স্বপ্ন বা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন ॥২৭॥

কর্ম্মান্তরের ক্ষয় প্রভৃতি দ্বারা আপনার ফল দানের কাল প্রাপ্ত হয় তখনই বিজ্ঞানাত্মা নিদ্রা হইতে উপরত হন। কর্ম্মফলভোগই জাগ্রদাদিবস্থার হেতু; আমরা কায়মনোবাক্য দ্বারা প্রতিনিয়ত যে সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি সমস্তই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আপন আপন ফলদান করিয়া থাকে। পাতঞ্জলে শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, অশুক্লাকৃষ্ণ এই চারি প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম কৃত হইবামাত্র ফল দান করে; কতকগুলি দিনান্তরে, কতকগুলি বর্ষে; কোনটী বা বহুবর্ষ পরে, কোনটী বা জন্মান্তরে। এই প্রকারে কর্ম্ম সমূহ অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা দ্বারা সূত্রগ্রথিতের ন্যায় রুদ্ধপ্রতিরুদ্ধ হইয়া বিচিত্র গতিতে প্রাণীদিগের সংসার যাত্রা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া দেয়। যদিও জন্মান্তরাদিপ্রাপক কর্ম্ম-পুঞ্জের প্রচার ও ফলদানসময় জ্ঞান যোগিগণেরও দুঃসাধ্য তথাপি ঐহিক ফলদ বিশেষতঃ নিত্যফলদ কতকগুলির প্রচারাদি স্থূলতঃ অল্পায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। এইরূপে আমরা দৈনিক ফলদ পরিশ্রমাদিরূপ কর্ম্মকে আশুভাবিনী নিদ্রার প্রধান কারণ বলিয়া জানিতে পারি ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন স্ফটিক স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও নিকটস্থ জবাপুষ্পপ্রভৃতির লোহিতাদিবর্ণে রঞ্জিত হওয়াতেই লোহিতাদিবর্ণযুক্তের ন্যায় দেখায়; সেইরূপ আত্মাও স্বভাবতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়াও সন্নিহিত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের কর্তৃত্বসুখিত্বদুঃখিত্বাদি

এবং স্থানত্রয়ং অনবরতং গচ্ছতি ॥২৮॥

সম্প্রতি ব্যতিরেকং দর্শয়তি তদিত্যাদি। তস্য জাগরিতস্য হেতুকর্ম্মণঃ তন্নিমিত্তোভয়বিধকরণাধিষ্ঠাতৃত্বস্য চ ক্ষয়ে সতি জাগরিতবাসনাবাসিতত্বেন চিত্রপটবদবস্থিতেন বুদ্ধিরূপোপাধিতৎসম্পর্কবশাৎ উৎপন্নেন বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভাসলক্ষণেন বিজ্ঞানেন করণভূতেন সর্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা ব্যাপাররহিতানি কৃত্বা স্বপ্নং গচ্ছতি। তথৈব অজ্ঞানোপাধিকেন চৈতন্যা-ভাসাত্মকেন বিজ্ঞানেন বুদ্ধ্যুপাধিকমপি বিজ্ঞানমুপসংহৃত্য সুষুপ্তং বায়মাত্মা প্রতিপদ্যতে তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়েত্যাদি শ্রুতেঃ। ক্রমনিয়মব্যাবৃত্ত্যর্থো বা শব্দঃ। তথাচ করণেষু আত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বাভাবে তেষামপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥২৭॥

মোক্ষাৎ প্রাগবস্থায়াং সদৈবায়মাত্মা স্থানত্রয়ং ক্রমাক্রমাভ্যাং গচ্ছ-তীত্যুপসংহরতি এবমিত্যাদি ॥ ২৮ ॥

এই প্রকারে বিজ্ঞানাত্মা অনবরতই স্থানত্রয় প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ২৮ ॥

সম্পর্কে—আমি কর্ত্তা সুখী দুঃখী—ইত্যাদি রূপ অভিমান প্রাপ্ত হন, স্ফটিকের জবাপুষ্পাদির ন্যায় এই বুদ্ধিই আত্মার উপাধি। বুদ্ধি ভিন্নও অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামক আত্মার সূক্ষ্মতর একটী উপাধি আছে ইহাই বুদ্ধি সম্পর্কের কারণ ও মূল উপাধি। উপাধিশব্দের যৌগিক অর্থ "যাহা নিকটে থাকে"। সাধারণতঃ যাহা নিকটে থাকিয়া, নিজ কার্য্য নিকটস্থের উপর সংক্রান্ত করিয়া, তাহাতেই সেই সেই কার্য্যের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, তাহাই শাস্ত্রে উপাধি শব্দে ব্যবহৃত। এইরূপ উপাধিতে যতক্ষণ আত্মার অভিমান থাকে ততক্ষণই তাহা উপাধি। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যের নাম বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা চৈতন্যাভাস; এই চৈতন্যাভাস যখন বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করেন তখন তিনি স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং যখন অজ্ঞানোপাধিতে উপহিত চৈতন্যাভাস অজ্ঞানোপাধিবিজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিকেও উপরত করেন তখন তাঁহার সুষুপ্তি প্রাপ্তি হয়। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানরূপ উপাধির সম্পর্ক নষ্ট হয় না তাহা মোক্ষ পর্য্যন্ত অবস্থায়ী। এইরূপে চৈতন্যের

কর্ম্মনিমিত্তং চেদং মনসো গমনাগমনং ॥২৯॥

স্বপ্নজাগরিতে গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

কিমর্থং অস্য স্থানত্রয়গমনং কিং নিমিত্তং চেতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ কর্ম্মে-ত্যাদি। চ শব্দান্মিথ্যাজ্ঞানাদি কথ্যতে। এতেন কর্ম্মফলোপভোগার্থং গমনমিত্যর্থাদুক্তমিত্যবধেয়ং ॥ ২৯ ॥

নম্বনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন ইত্যাদি শ্রুত্যা সুষুপ্তে কর্ম্ম-তৎফলাভাবোঽভিলপ্যতে তথাচ কর্ম্মনিমিত্তং স্থানত্রয়গমনং কথং যুক্তং ইত্যত্রাহ স্বপ্নেত্যাদি ॥ ৩০ ॥

মনের যে এইরূপ গমনাগমন তাহা কেবল কর্ম্মনিমিত্তই হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মফলভোগার্থই স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্তি হয় ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

অধিষ্ঠান না থাকিলে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি না থাকায়, এস্থলে ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইয়াছে ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—যে পর্য্যন্ত না মুক্ত হন সেই পর্য্যন্ত বিজ্ঞানাত্মা কখন ক্রমপূর্ব্বক কখন বা ক্রমবর্জ্জিত হইয়া, সর্ব্বদাই এই স্থানত্রয় অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য—কি জন্য অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হন তাহাই বলা হইতেছে। কর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। চ শব্দ দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানজনিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগার্থেই বিজ্ঞানাত্মার জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য—সুষুপ্তি অবস্থায় কর্ম্ম বা তৎফলভোগ কিছুই দৃষ্ট হয় না। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, আত্মা পাপ পুণ্যে অবিদ্ধ হইয়া সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন। অতএব সুষুপ্তি অবস্থায় পাপ পুণ্য না থাকায় পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম (পাপপুণ্য) নিমিত্ত অবস্থাত্রয়প্রাপ্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এইরূপ আশঙ্কায় পুনর্ব্বার

পুনঃ স্থানদ্বয়নিমিত্তকর্ম্মোদ্ভূতশ্রমাপনোদায় সুষুপ্তিমপি গচ্ছতি ॥ ৩১ ॥

কথং তর্হি নিমিত্তান্তরেণ সুষুপ্তং প্রতিপদ্যতে নহি তত্র কর্ম্ম নিমিত্তমস্তি তত্রাহ পুনরিত্যাদি। যথা স্বপ্নজাগরিতানুকূলকর্ম্মবশাৎ তৎফলোপভোগার্থং স্থানদ্বয়ং গচ্ছতি তথা তদুপভোগায়াসোদিতশ্রমসম্ভবাৎ তন্নিবৃত্তয়ে সুষুপ্তমপি প্রাপ্নোতি ন চ তত্র কিঞ্চিদপি কর্ম্মনিমিত্তমস্তি অনন্বাগতবচনবিরোধাৎ। ন চ বিষয়বিষয্যাকারেণ স্ফুটতরকর্ম্মতৎফলাভাববিষয মেতৎ ইতি বাচ্যং নিয়ামকাভাবাৎ। নহি সুষুপ্তে কর্ম্ম বা তৎফলং বা প্রমাণতো দৃশ্যতে। ন চ কারণাভাবাৎ তৎপ্রাপ্তেরনুপপত্তিরবস্থাদ্বয়সঞ্জাতশ্রমবশাৎ উপাধিভূতবীজভাবপ্রাপ্তেরবিরোধাৎ অজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপ্তেশ্চ স্বাভাবিকত্বাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

পুনরায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাদ্বয়নিমিত্তক কর্ম্মসমুদ্ভূত পরিশ্রমের অপনোদনের জন্য সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন। ৩১।

কর্ম্ম প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। স্বপ্ন ও জাগরণ যে কর্ম্ম নিমিত্ত ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধই হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য—তবে কর্ম্মাদিরূপ কোন হেতু না থাকায় কি প্রকারে সুষুপ্তি প্রাপ্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। যেমন স্বপ্নজাগরণানুকূল কর্ম্মের বশ হইয়া তাহার ফলভোগের জন্য স্থানদ্বয় প্রাপ্ত হন সেইরূপ সেই ভোগদ্বারা যে শ্রম জন্মে তাহার শান্তির জন্য সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন। পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মকে সুষুপ্তির নিমিত্ত বলা যায় না তাহা হইলে শ্রুতিবিরোধ হয়। সুষুপ্তিকালে কর্ম্ম বা তাহার ফলের কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কর্ম্মরূপ কারণ না থাকিলেই যে সুষুপ্তিপ্রাপ্তি অসম্ভব এমন বলা যায় না, অবস্থাদ্বয় সঞ্চারজাত শ্রমহেতু উপাধিস্বরূপ বীজভাব প্রাপ্তি অর্থাৎ মনের অবিদ্যায় লয় যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিকার বা বিবর্ত্তপ্রাপ্তি আগন্তুককর্ম্মব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, যে হেতু তাহা বস্তুর স্বভাব নহে, কিন্তু কারণে লীন হওয়া বস্তুমাত্রেরই স্বভাব; বুদ্ধির

প্রণোঽপি তদ্ধর্ম্মবশাদেব শরীরং পালয়ন্ বর্ত্ততে, স্বপ্ন-সুষুপ্তয়োর্জাগরিতইব মৃতিভ্রান্তিপরিহারায় ॥ ৩২ ॥

নমু প্রাণস্য করণান্তর্ভাবাৎ তেষূপরতেষু প্রাণোঽপি কস্মান্ন উপরমতে তথাচ স্বাপাদের্ম্মরণাবস্থাতো বিশেষো ন স্যাদিতি তত্রাহ প্রাণ ইত্যাদি। চেতনস্য হি কর্ম্মফলভোগায় শরীরমারব্ধম্, তস্মাৎ প্রাণোপসর্পণে স্বাপাদৌ তস্য শবায়স্যাদিভির্ধাবস্থা তদিতরস্ততোঽপকর্ষণে কর্ম্মফলভোগাযোগান্-মৃতোঽয়মতি ভ্রান্তৌ তৎপবিহারদ্বারা শরীবপরিপালনায় প্রাণস্য ন করণান্ত-র্ভাবঃ শঙ্কিতুং শক্যতে। নবায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাদিতি ন্যায়বিরোধা-দিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাণ ও কর্ম্মফলভোগধর্ম্মের অধীন হইয়া জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে মরণভ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য ভোগা-য়তনস্বরূপ শরীরকে পরিচালন পূর্ব্বক অবস্থান করে ॥ ৩২॥

কারণভূত অবিদ্যায় লীন হওয়ার নাম সুষুপ্তি; অতএব কর্ম্মের অভাবেও তাহা স্বভাববশতঃ সম্পন্ন হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। এই জন্যই সুষুপ্তিকে প্রাণির দৈনন্দিন প্রলয় কহে। এই প্রকারে উপাধিভূত বীজভাবপ্রাপ্তিদ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞাতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি দ্বারা পরমানন্দ অনুভব হওয়ায় সুষুপ্তিকালে শান্তি লাভ হয়। এই জন্যই সুষুপ্তিসুখ মুক্তিসুখের আভাস ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য—যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন যে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত অতএব ইন্দ্রিয়গণের উপরতি কালে প্রাণও কি জন্য উপরত হয় না, এবং নিদ্রাদির সময়ে কি জন্য মরণ তুল্য অবস্থা হয় না। তবে তাহার খণ্ডন করা হইতেছে। জীবচৈতন্যের কর্ম্মফলভোগের নিমিত্তই শরীরসৃষ্ট হইয়াছে; নিদ্রাদিকালে প্রাণাভাবে মরণ তুল্য অবস্থা হইলে শরীর কুক্কুরাদিকর্তৃক নষ্ট হইবে ও তদ্দ্বারা কর্ম্মফল ভোগের ব্যাঘাত জন্মিবে এই জন্যই নিদ্রাদি কালে প্রাণ মরণভ্রান্তি নিবারণ করিয়া ভোগায়তন শরীরকে পরিপালন করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয় উপরত হওয়ায় প্রাণের ও উপরতি সম্ভব নহে। অতএব প্রাণকে ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত বলা যাইতে পারে না; শ্রুতিতে ও

অহমিত্যপ্যাত্মা ন ভবতি সর্ব্বৈরাত্মত্বেনাভিমতোঽপি প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতৈঃ। ৩৩।

দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাৎ অচেতনত্বাদুপভোগোপকরণত্বাচ্চ প্রাণো নাত্মা ইত্যুক্তং। অপরে পুনরহং জানামীত্যহংকারে নিরূপচরিতমহম্প্রত্যয়ং প্রতিলভমানাস্তস্যৈবাত্মত্বমভ্যুপয়ন্তি। সর্ব্বেচাহংপ্রত্যয়ালম্বনমহংকারমেবাত্মানমনুমন্যন্তে। তত্রাহ অহমিত্যাদি। যেহি প্রত্যাগাত্মানং অহঙ্কারসাক্ষিণং অহমিত্যত্রানিদং চিদ্ধাতুমিতরস্মাদিদমঃ সাক্ষাৎ অহঙ্কারান্নিষ্কৃষ্য নিশ্চেতুং

প্রত্যগাত্মবিবেকরহিত জীবসকল আত্মভাবে অভিমান করিলেও অহং এই প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপ অহঙ্কার, আত্মা হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

প্রাণের ইন্দ্রিয় হইতে পৃথগ্‌ভাবের উপদেশ আছে, অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। সূত্রের সংক্ষিপ্ত ভাব এই—যে কোন প্রকারে হউক প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ হওয়াই সংসারপ্রবাহের প্রধান ধর্ম্ম সুতরাং সেই ভোগসম্পাদনের যাবতীয় উপাদান যথানিয়মে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক, তজ্জন্যই নিদ্রাদিকালেও প্রাণের বিচ্ছেদ হয় না, তাহা হইলে প্রতি নিদ্রার পরে আবার নূতন শরীরের প্রয়োজন হওয়ায় ফলভোগের বিশৃঙ্খলা ঘটে। কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষণ কেবল নিদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ প্রাণবিয়োগে দেহের বিকৃতি ঘটাই, ব্যাঘাত ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য—দৃশ্য, জীবনক্রিয়াসাধন, অচেতন ও ভোগ সম্পাদনের সহকারিকারণ বলিয়া প্রাণ আত্মা নহে ইহা সাধিত হইয়াছে; এক্ষণে কেহ কেহ আমি জানিতেছি এই সর্ব্বসাধারণ অনুভব দেখিয়া অহংকারে নিরুপচরিত (অভ্রান্ত) অহংপ্রত্যয় স্থির করিয়া তাহাকেই আত্মা বলিয়া থাকেন; তদুত্তরে বলা হইতেছে। 'এই আমি' এই জ্ঞানস্থলে এই শব্দের বহির্ভূত পদার্থই চৈতন্য, ও এই শব্দনির্দ্দেশ্য পদার্থ অহঙ্কার, যাঁহারা এই পদার্থের (অহঙ্কারের) সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যাগাত্মাকে তাহা হইতে নিষ্কর্ষণপূর্ব্বক নিশ্চয় করিতে সাহস করেন না সেই সকল লৌকিক ব্যক্তিই অহঙ্কারকে আত্মভাবে

দৃশ্যত্বাৎ ঘটাদিবদেব। ৩৪।

ব্যভিচারাৎ। ৩৫।

নোৎসহন্তে তৈঃ সর্ব্বলৌকিকৈর্বাদিভিরাত্মত্বেনাভিমতোঽপি নাসাবাত্মা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র হেতুমাহ দৃশ্যেত্যাদি। আত্মনি দৃশ্যত্বং পূর্ব্বস্মাদেব নিরস্তম অতো নাত্মা ব্যভিচারিত্বাৎ কুণ্ডলাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥

প্রসিদ্ধশ্চাত্মনি সুষুপ্ত্যবস্থায়ামনুভূয়মানে তদনুভবিতরি নাহমুল্লেখোঽস্তীতি অহমো ব্যভিচারিত্বমিতি মত্বাহ ব্যভিচারাদিতি ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু অহম্প্রত্যয়ের ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয়ত্ব আছে ॥ ৩৪ ॥

এবং সুষুপ্ত্যবস্থায় অহম্প্রত্যয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

মনে করেন সুতরাং তাঁহাদের অভিমান সত্ত্বেও নিরভিমানী মহাপুরুষদিগের অভিমান না থাকায় অহঙ্কার আত্মা নহে ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য—এই বিষয়ে হেতু বলা হইয়াছে; পূর্ব্বে যেপ্রকারে বুদ্ধির দৃশ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই রূপেই অহঙ্কারের দৃশ্যত্ব বুঝিতে হইবে। আত্মা যে দৃশ্য নহে তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব দৃশ্যত্বরূপ হেতু থাকায় কুণ্ডলাদির ন্যায় অহঙ্কার ও আত্মা নহে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য—সুষুপ্তি সময়ে আমি জানিতেছি এই প্রত্যয়রূপ অহঙ্কার থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ, অথচ তখন যে আত্মা থাকেন ইহাও সকলে স্বীকার করেন; অতএব অহঙ্কার আত্মা নহে ॥ ৩৫ ॥

সুখদুঃখাদ্যনেকবিশিষ্টত্বাচ্চ সংসারবিশিষ্টত্বাচ্চ কৃশ-স্থূলত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টদেহবৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতশ্চাহঙ্কারো নাত্মা কাদাচিৎকত্বাদ্ধর্ম্মবত্ত্বাদ্বা সম্প্রতিপন্নবদিত্যাহ সুখেত্যাদি। সুখদুঃখরাগদ্বেষাদিভিরনেকৈঃ সংসারাত্মধর্ম্মৈরহং সুখীত্যাদিনা বিশিষ্টত্বমহমো দৃষ্টমতশ্চ নাসাবাত্মেতি নিশ্চীয়তে আত্মনঃ সর্ব্বধর্ম্ম-রাহিত্যশ্রবণাৎ। নহি দেহস্য কার্শ্যস্থৌল্যোত্যাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্যাত্মতেত্যুপদিষ্টং ভূয়মবিদ্যায়াঞ্চ অহঙ্কারাদেশাৎ পৃথগাত্মাদেশানুকরণাদহংকারস্যা-নাত্মত্বমবগমিতম্। তস্মাৎ দেহাদীনাং অহঙ্কারপর্য্যন্তানাং অনাত্মত্বেনাত্মা-বিদ্যাকল্পিতত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

যে হেতু অহঙ্কার স্থূলকৃশত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহের ন্যায় সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট, ও সংসার ধর্ম্মবিশিষ্ট। [অতএব দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত হা সিদ্ধই হইল]॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য—অহঙ্কার আত্মা নহে; যেহেতু তাহা অনাত্ম দেহাদির ন্যায় কখন থাকে, কখন থাকেনা, এবং তাহা অভিমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। আমি সুখী আমি দুঃখী এবং আমি সংসারী ইত্যাদি জ্ঞান সকল অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত হয়, ইহাতেই বুঝা যায় যে অহঙ্কার আত্মা নহে; আত্মা সর্ব্বধর্ম্মরহিত ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ নাশোৎপত্তি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেই অনিত্য; আত্মা কখনই অনিত্য হইতে পারেন না তাহা হইলে আর তাঁহার আত্মত্বই থাকেনা। সুতরাং যেমন কৃশত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট দেহ আত্মা নহে সেইরূপ সুখিত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট অহঙ্কারও আত্মা নহে। অতএব স্থূল দেহ হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত সমস্তই অনাত্মা, এ সকলে আত্মপ্রতীতি অজ্ঞান কল্পিত ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৩৬ ॥

যদ্যেবং দেহাদিষ্বনাত্মত্বমাত্মশঙ্কা কুত ইতি চেৎ ॥ ৩৭ ॥

দ্রষ্টুর্দৃশ্যবিবেকাভাৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমঃখণ্ডঃ ॥ ওঁ ॥

দেহাদীনামনাত্মত্বানুমানানি তেম্বহংপ্রত্যয়প্রতিহতত্বান্ন প্রামাণ্যং প্রতিপত্তুং প্রভবন্তীতি প্রত্যবতিষ্ঠতে যদ্যেত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

দেহাদয়ো দৃশ্যাস্তদ্ব্যতিবেকো দ্রষ্টেতি বিবেকানুদয়াদয়সি দহনব্যাপ্তে দহতিপ্রত্যয়বং দেহাদিষু চৈতন্যব্যাপ্তেষু অহম্প্রত্যয়সম্ভবান্ন তদ্বিরুদ্ধানি প্রাগুক্তান্যনুমানানি ইতি পরিহরতি দ্রষ্টুরিত্যাদি।

দেহাদেরহমস্তস্য শ্রুতিন্যায়ানুরোধতঃ।
ধিয়োঽন্যথাত্বাদাত্মত্বহানাদজ্ঞানকল্পনা ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

যদি বল, দেহাদিতে আত্মশঙ্কা কোথা হইতে আসিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তাহার উত্তর এই যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের বিবেকাভাব প্রযুক্তই দেহাত্মভ্রম হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমখণ্ড ॥ ওঁ ॥

তাৎপর্য্য—দেহাদির অনাত্মত্ব অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে কারণ দেহ আত্মা না হইলে দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয় কি জন্য হইবে? এইরূপে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য—অনন্তর উক্ত আপত্তির নিরাস করিতেছেন। দেহাদি দৃশ্য, ইহাদিগের অতীত এবং এ সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একদ্রষ্টা আছেন অজ্ঞানী জীব সাধারণের বুদ্ধিতে ইহা সহজে উদয় হওয়া সম্ভব নহে সুতরাং যেমন অগ্নিব্যাপ্ত লৌহপিণ্ডে পৃথক্‌ত্ব জ্ঞান না থাকায় দাহভ্রম জন্মে সেইরূপ চৈতন্যব্যাপ্ত দেহাদিতে ও পৃথক্‌ত্ব জ্ঞানের অভাববশত আত্মত্বভ্রম সম্ভব

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ স আত্মাক ইতি ॥ ১ ॥

উক্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ব্যতিরিক্ত আন্তরতমঃ ॥ ২ ॥

দেহাদীনামনাত্মত্বোক্ত্যা তদ্ব্যতিরিক্তমাত্মানম্ প্রত্যজ্ঞাসীৎ ইদানীন্তমেব প্রতিপাদয়িতুং তস্যাপ্রসিদ্ধত্বান্ন প্রতিপাদনং সুকরমিত্যাক্ষিপতি অথেত্যাদি ॥ ১ ॥

যে তাবদাত্মনো ব্যতিরিক্তা দেহাদয়োঽহঙ্কারপর্য্যন্তা দর্শিতাস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽন্তরতমোঽয়মাত্মা তস্য সর্ব্বান্তরত্বশ্রুতেরিত্যুত্তরমাহ উক্তেভ্য ইত্যাদি ॥ ২ ॥

তবে সেই আত্মা কে? ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর্নিহিত বস্তু ॥ ২ ॥

অতএব ভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয় আছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমান গুলি অযুক্ত হইতে পারে না। শ্রুতি এবং যুক্তি অনুরোধে দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মত্ব অপ্রমাণিত হইল অতএব এ সমুদয়ে আত্মপ্রতীতি অজ্ঞান কল্পনামাত্র ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রথমখণ্ডের তাৎপর্য্য। হরিঃ। ওঁ।

তাৎপর্য্য—দেহাদি আত্মা নহে এই কথা বলায় দেহাদি হইতে বিভিন্ন এক আত্মা আছেন ইহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, কিন্তু দেহাদি সমস্ত বস্তু হইতে বিভিন্ন কোন পদার্থ সাধারণে প্রসিদ্ধ নাই; সুতরাং তাদৃশ আত্মার প্রতিপাদন নিতান্ত সহজ নহে এইজন্য প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক গ্রন্থকার তন্নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য—দেহ হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত যে সকল বস্তু অনাত্ম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে সেই সমুদায় অপেক্ষা অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতম বস্তুই আত্মা; কারণ আত্মার সর্ব্বান্তরত্ববোধক শ্রুতি আছে ॥ ২ ॥

আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ ॥৩॥ সূক্ষ্মঃ ॥৪॥ নিত্যঃ ॥৫॥

তর্হি তস্য বুদ্ধ্যাদিবদন্তরবস্থিতস্য পরিচ্ছিন্নত্বং প্রাপ্তমিত্যাহ আকাশ ইত্যাদি। স পর্য্যগাদিত্যাদি শ্রুতের্ন তত্র পরিচ্ছিন্নত্বাশঙ্কা সম্ভবতি সাবয়বত্বানাত্মত্বাদিপ্রসক্ত্যা চ তদনুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তর্হি সর্ব্বকারণাদশেষাচ্চ বিদ্যমানত্বাৎ ইন্দ্রিয়কস্মাদনুপলম্ভো ন ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরমিত্যাদি শ্রুতিমাশ্রিত্য উভয়বিধেন্দ্রিয়াগোচরত্বমুক্তম্ সূক্ষ্মেতি ॥ ৪ ॥

বৈনাশিকাস্তু প্রতিক্ষণং বিনাশিত্বমাত্মনো মন্যন্তে তান্ প্রত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞায়াঃ স্থায়িত্বমাত্মনোক্তং নিত্যমিতি ॥ ৫ ॥

তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ॥ ৩ ॥ সূক্ষ্ম ॥ ৪ ॥ নিত্য ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মা যদি দেহের অন্তরেই নিহিত তবে তাঁহার বুদ্ধ্যাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্নত্ব ঘটিতেছে; এই আশঙ্কার উত্তর দিতেছেন। 'সেই আত্মা সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন', ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব শঙ্কা হইতে পারেনা; বিশেষত যাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ খণ্ড পরিমাণ বিশিষ্ট তাহা সাবয়ব, অর্থাৎ শরীরাদির ন্যায় অংশবিশিষ্ট, সুতরাং তাহা বিনাশী অর্থাৎ অংশের সংযোগবিয়োগে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে অতএব তাহা অনাত্মা; এইরূপে আত্মারই অনাত্মত্বপ্রসক্তি হইয়া যায়, সুতরাং আত্মা অপরিচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মা যদি সকলের কারণরূপে ও সর্ব্বব্যাপীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন তবে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হয় না কেন? এই আশঙ্কায় '(আত্মা) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর' ইত্যাদি শ্রুতি আশ্রয় করিয়া বলিয়াছেন, আত্মা সূক্ষ্ম অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য—শূন্যবাদী (বৌদ্ধেরা) বলেন যে, আত্মা প্রতিক্ষণেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া নূতন হইতেছেন, ইহা ভ্রমমাত্র, কারণ আত্মা প্রতিক্ষণে নূতন

নিরবয়বঃ ॥ ৬ ॥ নির্গুণঃ ॥ ৭ ॥ নিরঞ্জনঃ ॥৮॥

দিগম্বরাস্ত্বাত্মানং নিত্যমপি সাবয়বং মন্যিরন্তে তদযুক্তং সাবয়বস্য ঘটাদি-বদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাদিত্যাহ নিরবয়ব ইতি ॥ ৬ ॥

বৈশেষিকাদিকস্তু বুদ্ধ্যাদিগুণাধিকরণমাত্মানমবতিষ্ঠন্তে তন্ন কেবলো নির্গুণশ্চেতি শ্রুতেরন্তঃকরণস্য তদ্ধর্ম্মিত্বশ্রবণাদিত্যাহ নির্গুণ ইতি ॥ ৭ ॥

আত্মনঃ সতো নাশাভাবেঽপি তেতুপরাগান্নাশো ভবিষ্যতি অতো নির্গুণত্বেঽপি সদোষত্বমিত্যাশঙ্কাশঙ্কামঙ্গীকৃত্য সংগিরতে নিরঞ্জন ইতি ॥৮॥

নিরবয়ব, নির্গুণ, নিরঞ্জন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

হইলে 'যে আমি পূর্ব্বক্ষণে ছিলাম এক্ষণে ও সেই আমি রহিয়াছি', এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ পরিচয়জ্ঞান কখনই হইতে পারিত না; অতএব আত্মা অবিনাশী নিত্যপদার্থ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য—দিগম্বর বৌদ্ধেরা বলেন যে, আত্মা নিত্য বটে কিন্তু অবয়ব-বিশিষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্ম অংশ-সমষ্টিস্বরূপ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে কারণ অংশবিশিষ্ট হইলে ঘটাদির ন্যায় অনিত্যত্ব ঘটিয়া উঠে, অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় অংশসমষ্টি-ময় পদার্থের অংশের সংযোগ বিয়োগে অবস্থান্তর দেখা যায়। আত্মার ও যদি সেইরূপ অবস্থান্তর হয় তবে তাহার নিত্যত্ব থাকে না অতএব তিনি নিরবয়ব ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য—বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ বলেন, আত্মা বুদ্ধ্যাদি গুণের আধার। তাহা নহে, কারণ 'আত্মা কেবল অর্থাৎ নির্গুণ ও বিশুদ্ধ' ইত্যাদি শ্রুতি আছে, ও অন্তঃকরণই যে গুণবিশিষ্ট তাহার ও যথেষ্ট প্রমাণ আছে, অতএব আত্মা নির্গুণ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য—নিত্য বলিয়া আত্মার আপনাআপনি নাশের সম্ভব না থাকিলেও নাশজনক অন্য কোন পদার্থের উপরাগ অর্থাৎ সংযোগজন্য বিকারপ্রাপ্ত হইয়া নাশ ঘটিতে পারে; অতএব আত্মা নির্গুণ হইলেও সদোষ। এই আশঙ্কা নিরাস করিয়া বলিতেছেন। কোন বিকারী পদার্থের সংযোগ জন্য বিকার

গমনাগমনাদিক্রিয়ারহিতঃ ॥ ৯ ॥

অহঙ্কারমমকারেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নরহিতঃ ॥ ১০ ॥

গমনাগমনাদিক্রিয়াশক্তিমত্ত্বমাশঙ্ক্য নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতিমাশ্রিত্যাহ গমনেত্যাদি ॥ ৯ ॥

কেচিৎ পুনরহঙ্কারাদীনামাত্মধর্ম্মত্বমঙ্গীকুর্ব্বতে তান্ প্রত্যস্থূলাদিশ্রুতিমনুসৃত্যাহাহঙ্কারেত্যাদি ॥ ১০ ॥

আত্মা গমনাগমনাদিক্রিয়ারহিত ॥ ৯ ॥

অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নরহিত ॥ ১০ ॥

প্রাপ্ত হইলে আত্মা নষ্ট হইতে পারেন ইহা আশঙ্কা করিও না, কারণ আত্মার তাদৃশ বিকার প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা নাই; যেহেতু আত্মা নিরঞ্জন অর্থাৎ যেমন অঞ্জনাদি প্রলেপে লিপ্ত হইয়া চক্ষুরাদি অবস্থান্তরিত হয় আত্মা সেরূপ হন না; পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় কোন বিকারীপদার্থই তাহাতে লিপ্ত হইতে পারেনা অতএব তিনি অবিনাশী নিত্য ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য—নিষ্ক্রিয়ত্ব শ্রুতি আশ্রয় করিয়া আত্মার গমনাগমনরূপ ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বে যে ব্যাপকত্ব নিরবয়বত্বাদি উক্ত হইয়াছে তাহাতেই একাংশাবচ্ছেদে গমন বা সর্ব্বাংশাবচ্ছেদে গমন উভয়ই নিরস্ত হইতে পারে; এক্ষণে কেবল শ্রুতি প্রমাণ স্মরণ করিয়া স্পষ্টতঃ কতকগুলি বাদিবর্গ খণ্ডন করিতেছেন, এইরূপ পরবর্ত্তী কয়েকটী স্থলেও বুঝিতে হইবে। গমনাগমনাদি দ্বারা জন্মমরণাদিরূপ ব্যাপার অথবা গতি রূপ ব্যাপার এই দুইই বুঝা যাইতে পারে ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য—অস্থূল অনণু ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে অহঙ্কারাদিধর্ম্মবাদীকে নিরস্ত করিতেছেন। আত্মার যখন সর্ব্বধর্ম্মরাহিত্য প্রমাণিত হইয়াছে তখন কি লইয়া অহঙ্কারাদি হইতে পারে? যেহেতু 'আমি স্থূল' কি "আমি কৃশ" ইত্যাদি অহঙ্কারাদির বিষয় কিছুই নাই ॥ ১০ ॥

স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবোঽগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবৎ ॥১১॥
আকাশাদিভূতরহিতঃ ॥১২॥ বুদ্ধ্যাদিকরণরহিতঃ ॥১৩॥

কেচিত্তু জড়ত্বমাত্মনো মন্যন্তে তান্ প্রতি 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুত্যা পরিহরতি স্বয়মিত্যাদি। যথাগ্নেরুষ্ণস্পর্শস্বভাবোঽভিমতঃ যথা চ প্রকাশঃ সবিতুঃ স্বীকৃতঃ তথা আত্মা সত্যমেব জ্যোতিঃস্বভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

পৃথিবীময়াদিশ্রুতেরাত্মনো ভূতসম্বন্ধমাশঙ্ক্য নাকাশমিত্যাদি শ্রুতেরৈবমিত্যাহ আকাশেত্যাদি। পৃথিবীময়াদিশ্রুতিস্তু সোপাধিকবিষয়ত্বাৎ ন প্রকৃতপ্রতিকূলেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অবাঙমনোঽচক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদিশ্রুত্যা করণসম্বন্ধং ধুনীতে বুদ্ধ্যেত্যাদি ॥১৩॥

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, এবং সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায়, (তাঁহার) স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাব ॥ ১১ ॥

তিনি আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতরহিত ॥ ১২ ॥

(ও) বুদ্ধ্যাদি করণরহিত ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন আত্মা জড়, তাহাদিগকে বলা হইতেছে। যেমন অগ্নির উষ্ণস্পর্শ স্বভাব, যেমন সূর্য্যের প্রকাশ স্বভাব, সেইরূপ আত্মারও জ্যোতিঃ স্বভাব অর্থাৎ আত্মা স্বপ্রকাশ চেতনপদার্থ জড় নহেন। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা। 'এই (প্রকরণ বোধ্য) পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি' ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য—পৃথিবীময়ত্বাদি শ্রুতি থাকাতে আত্মার ভূতময়ত্ব শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় তাহার নিরাস করিতেছেন। (আত্মা) আকাশ নহেন ইত্যাদি শ্রুতিও বিদ্যমান থাকায় আত্মা ভূতময় নহেন। আত্মার উপাধি পৃথিবীময় ইহা বলাই পৃথিবীময় শ্রুতির তাৎপর্য্য সুতরাং উভয় শ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। অন্ন তন্ন প্রভৃতি বহুতর নিষেধ শ্রুতির সহিত ঐক্য থাকায়, পূর্ব্বোক্ত নিষেধ শ্রুতিকেই যথার্থ বুঝিতে হইবে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য—'(আত্মা) বাক্‌রহিত, মনোরহিত, চক্ষুঃশ্রোত্ররহিত' ইত্যাদি

সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাণাদিবায়ুভেদরহিতঃ ॥ ১৫ ॥

অশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামরণপ্রাণবুদ্ধিশরীরধর্ম্ম-রহিতঃ ॥ ১৬ ॥

নির্গুণশ্রুতিমেবানুসৃত্য গুণত্রয়সম্বন্ধং প্রত্যাদিশতি সত্ত্বেত্যাদি ॥ ১৪ ॥

অপ্রাণো হ্যমনা ইত্যাদি শ্রুত্যা প্রাণসম্বন্ধোঽপি নাস্তীত্যাহ প্রাণাদীত্যাদি ॥ ১৫ ॥

অশনায়াদিধর্ম্মবত্ত্বাৎ আত্মনো ন প্রাণাদিসম্বন্ধবৈধুর্য্যমিত্যাশঙ্ক্য যোঽশনায়াপিপাসে শোকমোহং জরামৃত্যুমত্যেতি ইতি শ্রুত্যোত্তরমাহ অশনায়েত্যাদি ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাদি গুণরহিত ॥ ১৪ ॥

(এবং) প্রাণাদি বায়ুভেদরহিত ॥ ১৫ ॥

(যিনি) ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মরণরূপ প্রাণধর্ম্ম বুদ্ধিধর্ম্ম ও শরীরধর্ম্ম রহিত ॥ ১৬ ॥

শ্রুতি অনুসারে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ও নিবারণ করিতেছেন। আদিশব্দে সমস্ত ইন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য—নির্গুণ শ্রুতিরই অনুসরণ করিয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণ সম্বন্ধও নিষেধ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য—"(আত্মা) প্রাণরহিত, মনোরহিত ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় আত্মার প্রাণসম্বন্ধও নাই ইহা বলিতেছেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য—"ক্ষুধাদি থাকায় আত্মার প্রাণাদি সম্বন্ধ না থাকা অসম্ভব" এই আশঙ্কা করিয়া শ্রুত্যনুসারে তাহার উত্তর দিতেছেন। শ্রুতি যথা 'যিনি ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করেন।' ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের ধর্ম্ম, শোকমোহ বুদ্ধিধর্ম্ম, ও জরা মরণ শরীরধর্ম্ম ॥ ১৬ ॥

যঃ সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থিতঃ ॥১৭॥ সর্ব্ববুদ্ধের্দ্রষ্টা ॥১৮॥ স আত্মেতি ॥ ১৯ ॥ সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্টত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থ ইত্যুচ্যতে ॥২০॥

যথোক্তস্যাত্মনো বুদ্ধিস্থত্বেন সন্নিহিতপরত্বং স এব আত্মা হৃদীত্যাদি শ্রুত্যা দর্শয়তি যঃ ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

এষ হি দ্রষ্টেত্যাদি শ্রুত্যা দ্রষ্ট্রাত্মনা হৃদয়েঽবস্থানং কথয়তি সর্ব্বেত্যাদি ॥ ১৮ ॥

যস্য প্রতিপাদনায় প্রক্রমঃ কৃতঃ সোঽয়মাত্মা কূটস্থশ্চিদ্ধাতুরুপপাদিতঃ অস্মাভিরিত্যুপসংহরতি সইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

যদুক্তং সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থিতইতি তদযুক্তং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্যাত্মনো হৃদয়াধারত্বানুপপত্তেরিতি তত্রাহ সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বহৃদয়স্থবুদ্ধিবিশিষ্টতয়া তৎসাক্ষিত্বেন স্ফুরণাদৌপচারিকং আত্মনো হৃদিস্থিতত্বমিতি স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যিনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে স্থিত ॥১৭॥ সকল বুদ্ধির দ্রষ্টা ॥১৮॥ তিনিই আত্মা ॥১৯॥ আত্মা সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্টরূপে উপলব্ধ হন বলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রাণীহৃদয়স্থিত বলা যায় ॥২০॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত আত্মা বুদ্ধিস্থরূপেই সন্নিহিত অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ উপাধ্যুপহিত হইয়াই তিনি সন্নিহিত রূপে ব্যবহৃত হন, সেই সন্নিহিত আত্মাই প্রকরণে কথিত হইয়াছেন ইহা যথোক্ত শ্রুতি অনুসারে দেখাইতেছেন ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য—'এই আত্মাই দ্রষ্টা' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্রষ্টৃরূপেই হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য—যাঁহার প্রতিপাদনের জন্য প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছিল সেই কূটস্থ চৈতন্যময় আত্মা আমরা উপপত্তিদ্বারা বুঝাইলাম এই বলিয়া উপসংহার করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মা স্বপ্রতিষ্ঠ অতএব তাঁহাকে যে হৃদয়স্থিত বলা হইয়াছে

ন পুনঃ সর্ব্বগতস্য নিরবয়বস্যাত্মনঃ বুদ্ধ্যাধারত্বং সম্ভবতি ॥২১॥

যথাকাশস্য ন কশ্চিৎ পদার্থ আধারো ভবতি ॥২২॥

সম্ভবতি মুখ্যো হৃদিস্থত্বে কিমিত্যৌপচারিকমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিসমধিগত-স্বমহিমপ্রতিষ্ঠত্ববিরোধাৎ নৈবমিত্যাহ নেত্যাদি। ন হৃদয়প্রতিষ্ঠবুদ্ধ্যাধারত্বং আত্মনো মুখ্যমাথ্যাতুং যুক্তং সর্ব্বগতত্বাৎ, দ্রব্যত্বে সতি নিরবয়বত্বাদ্বা গগনবৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তত্র দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি যথেত্যাদি ॥ ২২ ॥

বুদ্ধি সর্ব্বগত নিরবয়ব আত্মার আধার হইতে পারে না ॥ ২১ ॥

যেমন আকাশের কোন পদার্থই আধার নহে ॥২২॥

তাহা যুক্তিযুক্ত নহে এই আপত্তিতে বলিতেছেন। সকল বুদ্ধির সাক্ষি-স্বরূপে স্ফুরিত হন বলিয়াই আত্মাকে বুদ্ধিস্থ বা হৃদিস্থিত বলা যায়, সুতরাং ইহা কেবল ঔপচারিক মাত্র ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য—মুখ্য অর্থে কখন আত্মার আধেয় ভাবে হৃদয়ে অবস্থান সম্ভব নহে, তাহা হইলে স্বপ্রতিষ্ঠত্বশ্রুতির বিরোধ ঘটে, এবং আত্মা সর্ব্বব্যাপী অতএব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পদার্থ কিরূপে তাহার আধার হইবে? আরও আত্মা আকাশের ন্যায় নিরবয়ব, এজন্য ও তাহার আধেয়ত্ব সম্ভব নহে ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য—আকাশ দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন। নিরবয়ব আকাশের কিছুই আধার নাই। ঘট কখনই ঘটাকাশের আধার নহে, তাহা হইলে ঘট চালিত হইলে তত্রত্য আকাশও চালিত হইত; ঘট ভগ্ন হইলেও আকাশ নিরাধারভাবে অবস্থান করিতে পারিত না। ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা নিরবয়ব পদার্থের আধারাপেক্ষা নাই ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে। অতএব আত্মাও নিরাধার স্বপ্রতিষ্ঠ ॥ ২২ ॥

কথং পুনরহঙ্কারমমকারেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নরহিতস্যাত্মনো দ্রষ্টৃত্ব-মিত্যুচ্যতে ॥২৩॥ দ্রষ্টৃত্বং নাম দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং ॥২৪॥

যদি দর্শনক্রিয়াং করোতীতি আত্মা দ্রষ্টা স্যাত্তদাশেষবুদ্ধিদ্রষ্টৃত্বং নোপপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

যৎপুনরুক্তমাত্মা প্রযত্নরহিতঃ সর্ব্ববুদ্ধের্দ্রষ্টেতি তত্র চোদয়তি কথমিত্যাদ ।২৩ ॥

প্রযত্নরহিতস্যাপি দ্রষ্টৃত্বে কানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ দ্রষ্টৃত্বমিত্যাদি। তদ্ধি দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং কর্তৃত্বঞ্চ কারকাপ্রয়োজ্যত্বে সতি কারকপ্রয়োক্তৃত্বং ততশ্চ কর্তা প্রযত্নরহিতশ্চেতি বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং দ্রষ্টৃত্বমিত্যত্রৈব দূষণান্তরমাহ যদীত্যাদি ॥ ২৫ ॥

আত্মা অহঙ্কার মমকার ইচ্ছাদ্বেষাদি প্রযত্নরহিত হইলেও কিরূপে তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব তাহাই কথিত হইতেছে ॥২৩॥

দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বই দ্রষ্টৃত্ব ॥২৪॥

যদি দর্শন ক্রিয়া করেন এইজন্য আত্মা দ্রষ্টা হন তবে সর্ব্ববুদ্ধিদ্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় না ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—সর্ব্ব প্রযত্নরহিত হইয়াও আত্মা সর্ব্ববুদ্ধির দ্রষ্টা ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য—আপত্তি এইরূপ—দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বই দ্রষ্টৃত্ব অন্যকারক-কর্তৃক প্রযুক্ত না হইয়া অন্য কারককে প্রয়োগ করাই কর্তৃত্ব; প্রয়োগে প্রযত্ন আবশ্যক, সুতরাং প্রযত্নরহিত অথচ কর্তা ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধিসাক্ষিত্বই দ্রষ্টৃত্ব, সাক্ষিত্ব প্রযত্নরহিতেরও সম্ভব তাহা পরে বলা হইবে। এক্ষণে দর্শনকর্তৃত্বই দ্রষ্টৃত্ব এইমতে দোষারোপ করিতেছেন; তাহা হইলে আত্মার বুদ্ধি দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহার হেতু পরসূত্রে প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

বিরোধাৎ ॥ ২৬ ॥

যথা দেবদত্তস্য ক্রিয়ানুরোধেন যুতাযুতসিদ্ধকরণাদি-সব্যপেক্ষয়া গমনাগমনাদিক্রিয়াকর্ত্তৃত্বং ॥ ২৭ ॥

দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বপক্ষে যুগপদেব বুদ্ধিতদ্বৃত্তিদ্রষ্টৃত্বানুপপত্তিরিত্যত্র হেতুমাহ বিরোধাদিতি। নিরবয়বস্যাত্মনঃ পর্য্যায়েণ বিরুদ্ধানেকপরি-ণামাযোগাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ যদি পুনরাত্মা নিরবয়বোঽপি পরিণমেত তদা ক্রমেণৈব পরিণমেত, যুগপৎ পরিণামিনো নিরবয়বস্য তদ্রূপপাদত্বাদিতি মত্বা ক্রমপরিণামং দৃষ্টান্তমাহ যথেত্যাদি। যুতসিদ্ধং করণং কুঠারাদি, তদ্ধি দেবদত্তাৎ পৃথগেব লব্ধাত্মকং, অযুতসিদ্ধং করণং করচরণাদি, নহি তস্য দেবদত্তমনপেক্ষ্য স্বতন্ত্রতয়া সিদ্ধিরস্তি, তদুভয়াপেক্ষয়া ক্রমানুরোধেন তদ্বতো গমনাগমনাদিক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং দৃষ্টং, দৃশ্যতে হি কদাচিৎ পৃথগেব সিদ্ধকঠোরকুঠারাদ্যপেক্ষয়া কাষ্ঠাদিভেত্তৃত্বং কদাচিৎ অপৃথগেবসিদ্ধচরণাদ্য-পেক্ষয়া গমনাদিকর্ত্তৃত্বং, ন পুনরেকদৈব উভয়বিধকরণাপেক্ষয়া নানাবিধ-ক্রিয়াসু তস্য কর্ত্তৃত্বধীরিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

যেহেতু বিরোধ হয় ॥ ২৬ ॥

যেমন ক্রিয়ানুরোধে যুতাযুত সিদ্ধ উভয়বিধ করণ-সাপেক্ষ দেবদত্তের একদা গমনচ্ছেদনাদি উভয়বিধ ক্রিয়া-কর্ত্তৃত্ব প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্ব দ্রষ্টৃত্ব এই পক্ষে, আত্মার এককালীন বুদ্ধি ও বৃত্তি, অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণতি দর্শন করা, যুক্তিযুক্ত নহে। নিরবয়ব আত্মার পর্য্যায়ক্রমে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক পরিণাম ও সম্ভব নহে এ বিষয় পরে স্পষ্ট রূপে বুঝান যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মা নিরবয়ব প্রথমত তাহার পরিণামই সম্ভব নহে, তথাপি

নোভয়প্রকারকরণসম্বন্ধরহিতস্যাবিক্রিয়স্য দৃগ্রূপস্যাত্মনো দর্শনক্রিয়া স্যাৎ॥ ২৮॥

অস্তু তর্হি পৃথগাত্মনোঽপি দ্বিবিধকরণসব্যপেক্ষস্য দর্শনাদিক্রিয়াসু কর্তৃত্বং নেত্যাহ নেত্যাদি। প্রত্যাগাত্মনোহি চিন্মাত্রত্বেন কূটস্থাসঙ্গস্বভাবস্য দ্বিবিধকরণসম্বন্ধাযোগাৎ ন ক্রমদ্রষ্টৃত্বোপপত্তিরিত্যর্থঃ॥ ২৮॥

উভয়প্রকার করণসম্বন্ধরহিত, অবিকারী, দৃক্‌রূপ, আত্মার ক্রমদ্রষ্টৃত্ব ও হইতে পারেনা॥ ২৮॥

যদি বাদীর মতে আত্মার পরিণাম স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পর্য্যায়ক্রমেই হয় বলিতে হইবে; এই জন্য পর্য্যায়ক্রমে কর্তৃত্বপরিণামের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। এককালীন উভয়বিধ পরিণাম ঘটে, অথচ বস্তুটি নিরবয়ব, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। যুতসিদ্ধ অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত, যেমন কুঠারাদি; অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত যেমন হস্তপদাদি; করণ বা ক্রিয়াসাধন পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার; এই উভয়বিধ করণের উভয়বিধ ক্রিয়া অর্থাৎ ছেদনাদি ও গমনাদি পরস্পর বিরুদ্ধ; দুই ক্রিয়া এককর্ত্তা কর্তৃক একদা সম্পন্ন হইতে পারে না। যখন কোন লোক গমন করে তখন তাহাকে ছেদন কার্য্য করিতে দেখা যায় না; আত্মাও উভয়বিধকরণ সাপেক্ষ; তাঁহার যদি দর্শনাদি কর্তৃত্ব হয়, তবে এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পর্য্যায়ক্রমেই হয় বলিতে হইবে। এইরূপে বাদিকে পর্য্যায়মতে আনয়ন করাই সূত্রের অভিপ্রায়॥২৭॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে যদি বাদী উভয়বিধকরণসাপেক্ষ আত্মার পর্য্যায়ক্রমে দ্রষ্টৃত্ব স্বীকার করিয়াই বলেন যে, তাহাতে দোষ কি? তজ্জন্য তাহাতেও দোষ দেখাইতেছেন। সর্ব্বব্যাপী আত্মা চিন্মাত্র, কূটস্থ অর্থাৎ গিরিশৃঙ্গ বা লৌহপিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত, নির্লিপ্ত স্বভাব; অতএব তাঁহার উভয়বিধ করণের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় ক্রমদ্রষ্টৃত্বও সম্ভব নহে; তাহা হইলে চিন্মাত্রত্ব কূটস্থত্বাদিতে দোষ ঘটে॥ ২৮॥

যস্তু পুনঃ করণাদিসব্যপেক্ষয়া দ্রষ্টৃত্বং তস্যাল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বং ক্রমদ্রষ্টৃত্বং অদ্রষ্টৃত্বমন্যথাদ্রষ্টৃত্বং স্যাৎ পরিণামিত্বাৎ করণাদিনিমিত্তসব্যপেক্ষত্বাচ্চ চিত্তপ্রদীপবদেব ॥২৯॥

নৈবমাত্মনোঽল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বং ক্রমদ্রষ্টৃত্বং অদ্রষ্টৃত্বমন্যথাদ্রষ্টৃত্বঞ্চেষ্যতে ॥ ৩০ ॥

যদি তস্যাপি ক্রিয়াবত্ত্বং করণসাপেক্ষত্বং চেষ্যতে তত্রাহ যস্ত্বিত্যাদি। যথা চিত্তস্য বিক্রিয়াবত্ত্বাৎ করণাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি দৃষ্টং তথাত্মনোঽপি ক্রিয়াদিমত্ত্বে কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি দুর্ব্বারমাপতেদিত্যর্থঃ করণাদীত্যাদিপদং অর্থাদিসংগ্রহার্থং ॥২৯॥

নন্বাত্মনোঽল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি নানিষ্টং তথৈব দ্রষ্টৃত্বাদিতি তন্নানঙ্গীকারাদিত্যাহ নৈমিত্যাদি। ৩০।

বিশেষতঃ যে বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব করণাদিসাপেক্ষ, তাহার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব, ক্রমদ্রষ্টৃত্ব, অদ্রষ্টৃত্ব ও বিপরীতদ্রষ্টৃত্ব হইয়া থাকে, যে হেতু তাহার পরিণামিত্ব ও করণাদি হেতু সাপেক্ষত্ব আছে যেমন চিত্তের এবং প্রদীপের ॥ ২৯ ॥

—আত্মার ও এইরূপ অল্পবিষয় দ্রষ্টৃত্বাদি হউক—ইহা কেহই ইচ্ছা করেন না ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য—করণাদি সম্বন্ধ ও পরিণামরূপ বিকার স্বীকার করিয়া আত্মার দর্শনকর্ত্তৃত্ব সাধনে প্রয়াস পাইলে যে সকল দোষ ঘটে তাহা এক্ষণে স্পষ্টতই উল্লেখ করিতেছেন। আমাদিগের চিত্ত যে অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদিসম্পন্ন তাহা প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হয়। চিত্ত বিকারী ও চক্ষুরাদিকরণসাপেক্ষ বলিয়াই ঐরূপ ঘটে সুতরাং আত্মাকে ও তাদৃশ বলিলে তাঁহারও ঐরূপ ঘটিবে। ইহাতে যে দোষ তাহা পরে বলা যাইতেছে ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য—এ সূত্রে আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি অস্বীকার করা হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

বিক্রিয়াভাবাৎ করণাদিনিমিত্তনিরপেক্ষত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

ব্যতিরেকেণ চিত্তপ্রদীপবৎ ॥ ৩২ ॥

অনঙ্গীকারে হেতুমাহ বিক্রিয়েত্যাদি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদি শাস্ত্রাৎ ন তস্য বিক্রিয়াস্তীতি ক্রিয়ামর্হতি। নচাবিক্রিয়স্য দ্রষ্টৃত্বমেষ্টুং শক্যতে তস্য চ কার্য্যকারণনিমিত্তনিরপেক্ষত্বং ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চেত্যাদি-শ্রুতেরবগম্যতে। ন চ তস্যাল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব্যাদি সিধ্যতি যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদি-ত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। ৩১।

তত্র ব্যতিরেকমাহ ব্যতিরেকেণেত্যাদি। যথা চিত্তাখ্যস্য প্রদীপস্য ক্রিয়াবত্ত্বাৎ করণাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদীষ্টং ন তথাত্মনঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যেহেতু তাঁহার বিকার নাই এবং তিনি করণাদি-সাপেক্ষও নহেন ॥ ৩১ ॥

চিত্ত ও প্রদীপের ন্যায় ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত দ্বারা ও ইহা নিরাকৃত হয় ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য—অস্বীকারের হেতু বলিতেছেন। "আত্মা নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত" তাঁহার কার্য্যকরণসম্বন্ধ নাই "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা" ইত্যাদি শাস্ত্র থাকায় আত্মার বিকারাদিস্বীকার শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সুতরাং তাঁহার দর্শনকর্তৃত্বও শাস্ত্রবিরুদ্ধ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য—যাহা অবিকারী ও করণাদি নিরপেক্ষ তাহা অল্পবিষয়দ্রষ্টৃ-ত্বাদিযুক্ত নহে—এইরূপ অন্বয় পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এক্ষণে দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যতিরেক দেখাইতেছেন; যথা যাহা অবিকারী নহে এবং করণাদি নিরপেক্ষও নহে তাহা অল্পবিষয় দ্রষ্টৃত্বাদিহীন নহে, অর্থাৎ যাহা বিকারী ও করণাদিসাপেক্ষ তাহা অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদিযুক্ত, যেমন মন ॥ ৩২ ॥

কথং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সংযোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
ইতোঽপি সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ॥ ৩৪ ॥

আত্মনো নিরবয়বত্বাৎ করণাদানপেক্ষত্বাদহঙ্কারাদিরহিতত্বাচ্চ ক্রমাক্রমাভ্যাং ন দ্রষ্টৃত্বমিত্যাক্ষেপো দর্শিতঃ সম্প্রতি সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্টতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ ইতাত্র বুদ্ধ্যাত্মনোর্বিশেষণবিশেষ্যভাবস্য মূলত্বেন সংযোগমুক্তমাক্ষিপতি কথমিত্যাদি। ন হি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্ব্বুদ্ধ্যাত্মনোঃ জতুকাষ্ঠয়োরিব সংযোগঃ সঙ্গচ্ছতে। নচাকার্য্যকারণয়োর্দ্রব্যয়োস্তয়োঃ সম্বন্ধান্তরং বিশেষণবিশেষ্যত্বানুকূলমবকল্পতে, দণ্ডদেবদত্তয়োরদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

আক্ষেপদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমং দ্বিতীয়মাক্ষিপ্য পরিহরতীত ইত্যাদি। বুদ্ধ্যাত্মনোর্বস্তুতঃ সংযোগাসম্ভবেঽপি সম্ভবত্যোবাধ্যাসিকঃ সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

বুদ্ধি ও আত্মার কিরূপে সংযোগ? ইহা বলা যাইতেছে ॥ ৩৩ ॥

এই (নিম্নলিখিত) কারণবশতঃ সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মা নিরবয়ব ও করণাদি নিরপেক্ষ বলিয়া যে দর্শন ক্রিয়াকর্ত্তা নহে তাহা বিরুদ্ধতর্কাদি উত্থাপন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা হইল; এক্ষণে আত্মার তবে বুদ্ধ্যাদি দ্রষ্টৃত্ব কি? করণাদি নিরপেক্ষ হইলে ও কিরূপে বুদ্ধ্যাদির সহিত সংযোগ হইতে পারে? ও সেই সংযোগই বা কি? ইত্যাদি মীমাংসা কবিবার নিমিত্ত প্রশ্নের উত্থাপন করিতেছেন। প্রশ্নের অর্থ এই—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা সর্ব্ববুদ্ধিবিশিষ্ট, এক্ষণে বলিতেছি আত্মা নিরবয়ব বা অমূর্ত্ত ও সর্ব্বসম্বন্ধরহিত, মূর্ত্ত বা অবয়ববিশিষ্ট বস্তুর সহিত অমূর্ত্ত বস্তুর লাক্ষা ও কাষ্ঠের ন্যায় সংযোগ ত হইতেই পারে না, সম্বন্ধরহিতের অপর কোন সম্বন্ধ ও ঘটেনা, অতএব পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্যবিশেষণভাব কিরূপ? ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ লাক্ষা কাষ্ঠের ন্যায় সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সংযোগ হইতে পারেনা, এই আপত্তির উত্তর দিতেছেন। তাদৃশ প্রকৃত সংযোগ না থাকিলেও আধ্যাসিক অর্থাৎ অবিদ্যা জন্য আরোপিত সংযোগ ঘটিতে পারে, ইহাই উত্তরের অর্থ ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ উভয়োঃ সম্বন্ধযোগ্যতা ভবতি ॥৩৫॥ তত্র শুদ্ধপ্রকাশস্বরূপ আত্মা স্ফটিকমণিকল্পা চ বুদ্ধিরপ্রকাশস্বরূপা সতী প্রকাশসন্নিধিমাত্রেণ প্রকাশস্বরূপা ভবতীতি কৃত্বা বুদ্ধ্যাত্মনোরাধ্যাসিকঃ সংযোগ ইত্যুচ্যতে ॥৩৬

উক্তং সম্বন্ধমেব ব্যক্তীকর্তুং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সাদৃশ্যং দর্শয়তি সূক্ষ্মত্বাদি। অস্তি হি বুদ্ধ্যাত্মনোরুভয়বিধেন্দ্রিয়গোচরত্বমস্তি চ স্ফটিকমণিবৎ উভয়োরপি স্বচ্ছত্বমাত্মনশ্চ নিরবয়বত্বেঽবিবাদঃ বুদ্ধেস্তু সাবয়বত্বেঽপি ঘটাদিবৈলক্ষণ্যাৎ তত্ত্বাক্তমতস্তয়োরস্তি সম্বন্ধযোগ্যতেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

তথাপি নাসঙ্গস্যাত্মনো বুদ্ধ্যা সহ সম্বন্ধো বাস্তবঃ সিধ্যতীত্যভিসন্ধায় প্রাগুক্তং বুদ্ধ্যাত্মনোরাধ্যাসিকং সম্বন্ধং প্রকটয়তি তত্রেত্যাদি। তয়োঃ সাদৃশ্যে সতি আত্মনঃ শুদ্ধচিদ্ধাতোরজড়ত্বাৎ বুদ্ধেশ্চ স্ফটিকবৎ অতিস্বচ্ছত্বেঽপি জড়ত্বাৎ অজড়াত্মব্যাপ্ত্যা প্রকাশব্যাপ্তেরধ্যাসসিদ্ধ্যা তয়োঃ সঙ্গতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

উভয়েরই সূক্ষ্মত্ব, স্বচ্ছত্ব ও নিরবয়বত্ব হেতু সম্বন্ধযোগ্যতা আছে ॥৩৫॥ উভয়ের মধ্যে, আত্মা শুদ্ধ প্রকাশ স্বরূপ, বুদ্ধি অপ্রকাশ স্বরূপ অথচ স্ফটিকমণির ন্যায় স্বচ্ছ; স্বচ্ছ বলিয়া বুদ্ধি প্রকাশময় আত্মার সন্নিধান মাত্র প্রকাশস্বরূপা হইয়া উঠে। এইরূপ হওয়াতেই ইহা বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাসিক সংযোগ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য—সাদৃশ্য হেতুই বুদ্ধিতে আত্মসংযোগের অধ্যাস হয় এজন্য বুদ্ধি ও আত্মার পরস্পর সাদৃশ্য দেখাইতেছেন। বুদ্ধি ও আত্মা উভয়েই জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর, অতএব উভয়েই সূক্ষ্ম, স্ফটিকমণির ন্যায় উভয়েই স্বচ্ছ; আত্মা নিরবয়ব ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ; বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আত্মার ন্যায় নিরবয়ব না হইলেও ঘটাদির ন্যায় সাবয়ব নহে; কারণ তাহা স্থূল ঘটাদি অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম; এই অভিপ্রায়েই বুদ্ধির নিরবয়বত্ব কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমান বিশেষণত্রয় দ্বারা উভয়ের সাদৃশ্য স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, অতএব উভয়ের সম্বন্ধযোগ্যতা আছে ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য—তথাপি অসঙ্গ আত্মার বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ বাস্তবিক নহে। এই

ন পুনরমূর্ত্তয়োর্বুদ্ধ্যাত্মনোর্জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লেষঃ সম্ভবতি ॥ ৩৭ ॥

অন্যাপেক্ষত্বাচ্চ দ্রষ্টৃত্বস্য ॥ ৩৮ ॥

যথা জতুকাষ্ঠয়োরগ্নিসংযোগদ্বারা বস্তুতঃ সংশ্লেষোঽস্তি ন তথা বুদ্ধ্যাত্মনোর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্বাস্তবঃ সম্বন্ধঃ সেদ্ধুমর্হতি মিথোবিরুদ্ধত্বাৎ ইতি ব্যাবর্ত্তং কীর্ত্তয়তি নেত্যাদি। অমূর্ত্তয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সম্বন্ধাপেক্ষাং পরিহৃতাত্মনো দ্রষ্টৃত্বাপেক্ষাং পরিহরতি অন্যেত্যাদি। অশেষবুদ্ধিবৃত্তিসাধকত্বেন কূটস্থচিন্মাত্রত্বমাত্মনো দ্রষ্টৃত্বমিষ্টং নতু দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্বং অতো দ্রষ্টৃত্বস্যান্যত্রকরণপ্রযত্নাদিনিরপেক্ষত্বাভাবাদন্যথাদ্রষ্টৃত্বাদেবাত্মনি নিত্যজ্ঞপ্তিস্বভাবে সর্ব্বজ্ঞে সম্ভাবয়িতুমশক্যত্বান্নাদ্রষ্টৃত্বাক্ষেপঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

মূর্ত্ত বুদ্ধি ও অমূর্ত্ত আত্মার লাক্ষা কাষ্ঠের ন্যায় প্রকৃত সংযোগ সম্ভব নহে ॥ ৩৭ ॥

যেহেতু বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টৃত্ব অন্যাপেক্ষ ॥ ৩৮ ॥

অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। আত্মাই চৈতন্যময় জ্যোতিস্বরূপ পদার্থ; বুদ্ধির বাস্তবিক চৈতন্য নাই; কিন্তু বুদ্ধি স্ফটিকের ন্যায় এমনি নির্ম্মল যে যেমন স্ফটিকে সূর্য্যকিরণ লাগিলে বোধ হয় যে স্ফটিক হইতেই কিরণ বাহির হইতেছে এবং স্ফটিকই স্বয়ং কিরণময়, সেইরূপ আত্মার নিকটস্থ হওয়ায় আত্মার প্রকাশময় চৈতন্য জ্যোতিও বুদ্ধিতে সংক্রান্ত হওয়াতে বোধ হয় যে বুদ্ধিই চৈতন্যময়ী, বুদ্ধিই প্রকাশ-স্বভাবা। ইহাকেই বুদ্ধিতে আত্মাধ্যাস কহে। ইহাই অবিবেকভ্রান্তি, সংসারচক্রের মূল, দুরন্ত মায়াসমুদ্রের তমোময় গুহাস্বরূপ, এই দারুণ গুহাতেই আত্মা লুক্কায়িত। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া বুদ্ধিগুহায় একান্ত যত্নে অন্বেষণ করিলেই গুহাশায়ী আত্মরত্নের সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য—এই সূত্রে কেবল প্রকৃত সংযোগ নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধবিষয়ে আপত্তি খণ্ডন করিয়া আত্মার

যথাহঙ্কারমমকারেচ্ছাপ্রযত্নরহিতস্যাদিত্যস্য প্রকাশ-স্বরূপসন্নিধিমাত্রেণাবিক্রিয়মাণেন প্রকাশেন প্রকাশকত্বম্ অন্যথা প্রকাশকত্বাভাবাৎ॥ ৩৯॥

কথম্পুনস্তৃজন্তেন দ্রষ্টৃশব্দেন কর্ত্তৃবাচিনা প্রযত্নাদিনিরপেক্ষং কূটস্থ-চিন্মাত্রত্বং অপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ যথেত্যাদি। আদিত্যস্য হি করণ-প্রযত্নাদিনিরপেক্ষস্য ক্রিয়ারহিতেন প্রকাশেন প্রকাশ্যেষু বিষয়েষু সন্নিধি-মাত্রেণ প্রকাশকত্বম্প্রতিপন্নং প্রযত্নাদিদ্বারা তস্য প্রকাশস্বভাবস্য প্রকাশক-ত্বাযোগাদিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

যেমন অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা, প্রযত্ন রহিত সূর্য্যের স্বভাব অবিকৃত থাকিয়াই প্রকাশময় নিজস্বরূপের সন্নিধান মাত্রে পদার্থপ্রকাশকত্ব দেখা যায়; অন্যপ্রকার প্রকাশকত্ব দেখা যায় না॥ ৩৯॥

দ্রষ্টৃত্ব বিষয়েও আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। বুদ্ধির দ্রষ্টৃত্ব চক্ষুবাদিকরণ-সাপেক্ষ, আত্মার তাদৃশ নহে। আত্মা নির্ব্বিকার প্রকাশস্বভাব ও নিত্যজ্ঞান-ময়; তিনি প্রযত্নরহিত হইয়াও সন্নিধানমাত্রে প্রকাশ কার্য্যে সামর্থ্য প্রকাশ করেন; ইহাই দ্রষ্টৃত্ব; অতএব আত্মার দ্রষ্টৃত্ববিষয়ে আপত্তি কিছুই নাই॥ ৩৮॥

দৃশ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া দ্রষ্টৃশব্দ নিষ্পন্ন; তৃচ্ প্রত্যয় কর্ত্তৃ-রিবাচ্যে নিষ্পন্ন হয়; তাহা থাকিতেও কিরূপে প্রযত্ন রাহিত্য হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি সম্ভাবনা করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ নিকটস্থ হইলেই সকল বস্তু প্রকাশিত হয়; প্রকাশবিষয়ে কিরণ কোন করণের সাহায্য লয় না, কোন প্রযত্ন ও করেনা, বা অন্য কোন বিকার ও প্রাপ্ত হয় না, অথচ সূর্য্য কিরণকে সবিতা বা প্রকাশয়িতা বলা যায়; সুতরাং সূর্য্যকিরণে যেমন তৃচ্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে আত্মাতেও সেইরূপ তৃচ্ প্রত্যয় অসম্ভব নহে॥ ৩৯॥

তস্যৈবং প্রকাশস্বরূপসন্নিধিসত্তামাত্রেণ বর্ত্তমানস্যাদিত্যস্য প্রকাশকত্বমধ্যারোপ্যতে অজ্ঞৈঃ প্রকাশ্যাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া॥৪০॥

এবমেব সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্যাত্মনো দৃগ্রূপস্য চৈতন্যস্বরূপেণাব্যতিরিক্তেন সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণো দৃশ্যসন্নিধিমাত্রেণ দ্রষ্টৃত্বমুপচর্য্যতে বুদ্ধ্যাদিদৃশ্যাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া অন্যথা দ্রষ্টৃত্বাভাবাৎ॥ ৪১॥

দৃষ্টান্তমুপসংহরতি তস্যেত্যাদি। পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ প্রকাশস্বরূপস্য প্রকাশ্যেষু অর্থেষু সন্নিধিসত্তামাত্রেণ বর্ত্তমানো যঃ সবিতা তস্য প্রকাশকত্বং প্রকাশ্যার্থাভিব্যক্তিমপেক্ষ্য দ্রষ্টৃভিরারোপ্যতে মুখ্যবৃত্ত্যা প্রকাশকর্ত্তৃত্বস্য প্রকাশরূপে তস্মিন্নসম্ভবাদিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

দৃষ্টান্তানুসারেণাত্মনোঽপি প্রযত্নাদিশূন্যস্য নিত্যচৈতন্যস্বভাবস্য তেনৈব স্বরূপভূতেন চৈতন্যেন বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিণো দ্রষ্টৃত্বম্ দৃশ্যবুদ্ধ্যাদ্যভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া উপচর্য্যতে দৃগ্রূপস্যাত্মনো দর্শনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বলক্ষণদ্রষ্টৃত্বাসম্ভবাদিত্যুদাহরণনিবিষ্টমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি এবমিত্যাদি॥ ৪১॥

এইপ্রকারে অজ্ঞব্যক্তিরা প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যের সন্নিধানে অবস্থানমাত্রে প্রকাশ্যপদার্থকে প্রকাশিত হইতে দর্শন করিয়া সূর্য্যে প্রকাশকত্ব অধ্যারোপ করে॥৪০॥ এইরূপেই সর্ব্ববিকার রহিত, দৃক্ (দ্রষ্টা) স্বরূপ, সর্ব্বপ্রত্যয় সাক্ষী আত্মার, নির্ব্বিকার চৈতন্যরূপের সন্নিধানে অবস্থানমাত্রেই বুদ্ধ্যাদিদৃশ্য পদার্থ প্রকাশিত হওয়ায় তাহাতে দ্রষ্টৃত্ব উপচরিত হইয়াছে; নতুবা আত্মার (মুখ্য) দ্রষ্টৃত্ব সম্ভবই নহে॥ ৪১॥

তাৎপর্য্য—দৃষ্টান্তের উপসংহার করিতেছেন। সূর্য্যকিরণ প্রকাশ স্বরূপ, প্রকাশ্যপদার্থে কেবল সন্নিধান মাত্রে অবস্থিত হয়, কিন্তু লোকে তাহাতেই প্রকাশ্যপদার্থের প্রকাশ দেখিয়া বলে যে সূর্য্য প্রযত্নপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছেন, অতএব সূর্য্যে প্রকাশকত্ব মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত নহে অবশ্যই গৌণ অর্থে বলিতে হইবে॥ ৪০॥

তাৎপর্য্য—দৃষ্টান্তস্থিত বিষয় আত্মায় আনিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। প্রকাশ-

তস্য কথং সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমিতি ॥ ৪২ ॥ উচ্যতে চুম্বকবৎ ভ্রামকবৎ ॥ ৪৩ ॥

যথা চুম্বকো ভ্রামকঃ স্বরূপসন্নিধিসত্তামাত্রেণ লোহস্যপ্রেরকো ভবতি ॥ ৪৪ ॥

আত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতত্বেন কূটস্থদ্রষ্টৃত্বমিষ্টমিতিচেৎকর্ত্তা শাস্ত্রার্থত্বাদিতাত্র কর্ত্তৃত্বং তস্যোক্তমযুক্তমাপতেদিতিশঙ্কতে তস্যেত্যাদি ॥৪২॥

ভ্রামকসন্নিধিমাত্রেণ লোহপ্রেরকত্ববদাত্মনোঽপি স্বগতবিচারমন্তরেণ সন্নিধিমাত্রেণ কারকাবভাসকত্বং কর্তৃত্বং তদহম্ ঔপচারিককর্ত্তৃত্বমুপেত্য যথা চ তক্তোভয়থেতিন্যায়েন পরিহরতি উচ্যত ইত্যাদি ॥ ৪৩ ॥

দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি যথেত্যাদি ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্ববিকারবিশেষ রহিত হইয়াও কি প্রকারে আত্মার অন্যানপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে? ॥৪২॥ বলিতেছি; ভ্রামক চুম্বকের ন্যায় ॥৪৩॥ যেমন কেবল সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়াই ভ্রামক চুম্বক লৌহের প্রেরক হয় সেই প্রকার ॥ ৪৪ ॥

স্বরূপ আত্মার সাক্ষিত্বমাত্রই দ্রষ্টৃত্ব, বাস্তবিক দর্শনক্রিয়ায় আত্মার কোন চেষ্টা নাই। সুতরাং এই চেষ্টাবিহীন সাক্ষিত্ব লইয়াই আত্মা নিত্যদ্রষ্টা ॥৪১॥

তাৎপর্য্য—আত্মাই সমস্ত জগজ্জালের পরিচালক ইহা শাস্ত্রে ও কথিত আছে; সকল ক্রিয়ারহিত হইলে, কূটস্থ দ্রষ্টৃত্ব যদিও কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, চালকত্বরূপ কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এইরূপে অপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য—চুম্বকের নিকটস্থ হইলেই লৌহচালিত হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এস্থলে চুম্বকের কোন ক্রিয়া বা বিকারই দেখা যায় না। সুতরাং যখন স্বাভাবিক আশ্চর্য্য শক্তিতে সামান্য চুম্বক দ্বারাও বিনা যত্নে অপর বস্তু চালিত হইতেছে তখন সর্ব্বশক্তির মূলীভূত পরমাশ্চর্য্য মহীয়ান্ আত্মপদার্থ দ্বারা বিনা যত্নেই এই বিশ্বমণ্ডল তৃণের ন্যায় চালিত হইবে ইহা বিচিত্র কি? অতএব অহঙ্কার বা বুদ্ধিতেই মুখ্য কর্ত্তৃত্ব প্রযত্নরূপে প্রকটিত হয়, তাহা আত্মায় উপচরিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য—এই সূত্রে কেবল চুম্বক দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৪৪॥

এবমেব সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতোঽপ্যাত্মা কারকাবভাসকো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

তত্র কারকাবভাসকত্বং নাম কর্ত্তৃত্বোপচারনিমিত্তং ॥৪৬

বুদ্ধ্যাদীনি করণানি কারকাণ্যুচ্যন্তে ॥ ৪৭ ॥

দৃষ্টান্তনিবিষ্টমর্থং দার্ষ্টান্তিকে নিবেশয়তি এবমিত্যাদি। ৪৫।

ভ্রামকস্ত লোহপ্রেরকত্বে সন্নিধিবিশেষবৎ আত্মনি কর্ত্তৃত্বোপচারে কিংনিমিত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেত্যাদি। আত্মনি কারকেষু যদবভাসকত্বং তদ্ধি তস্মিন্ কর্ত্তৃত্বোপচারে নিমিত্তমিত্যর্থঃ। ৪৬।

উক্তমেব প্রপঞ্চয়ন্ প্রথমং কারকাণি ব্যাকরোতি বুদ্ধ্যেত্যাদি। ক্রিয়াং কুর্ব্বং করণং কারকং বুদ্ধ্যাদীনি চ তত্তন্নানাবিধক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদ্ ভবন্তীতি কারকাণীত্যর্থঃ। ৪৭।

সর্ব্ব বিক্রিয়া রহিত হইয়াও আত্মা কারকের প্রকাশক হইয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

এস্থলে কারকপ্রকাশকত্বই কর্ত্তৃত্বোপচারের হেতু ॥৪৬॥

বুদ্ধ্যাদি করণই কারক শব্দে কথিত হয় ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য—দৃষ্টান্তস্থিত ভাব দার্ষ্টান্তিক আত্মায় নিবেশিত করিতেছেন। কারক অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিরূপ দৃশ্য বা প্রের্য্য পদার্থের অবভাসক অর্থাৎ দ্রষ্টা বা প্রেরক। ৪৫।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধ্যাদিকে প্রকাশ ও প্রেরণ করেন বলিয়াই আত্মায় কর্ত্তৃত্ব উপচরিত হইয়াছে। ৪৬।

তাৎপর্য্য—বুদ্ধ্যাদি করণ বটে, কিন্তু করণেও ক্রিয়া করে এই জন্য করণও কারক; অতএব বুদ্ধ্যাদিকেও কারক বলা যায়। ৪৭।

তানি চৈতন্যাবভাসিতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে ॥৪৮॥

তত্রৈবং সতি সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব-মুপচর্য্যতে ॥ ৪৯ ॥

এবং আত্মানং কথং বুদ্ধ্যা বিজানীয়াদিতি ॥ ৫০ ॥

তেষাং জড়ত্বেন স্বতোমানাভাবাৎ চৈতন্যসন্নিধিমাত্রেণ মানভাগিনাং প্রত্যেকং বিষয়েষু শক্তির্ভবতীত্যাহ তানীত্যাদি। ৪৮।

কারকবর্গে চৈতন্যসন্নিধানাদেব ভাসমানে প্রবৃত্তিশক্তিভাগিনি সত্যা-ত্মনো নির্ব্বিকারস্যৈব কর্ত্তৃত্বমধ্যারোপ্যতে, দৃশ্যতে হি সন্নিধানমাত্রেণ লোহ-প্রবৃত্তৌ ভ্রামকস্য প্রেরকত্বারোপণমিতি ফলিতমুপসংহরতি তত্রেত্যাদি। ৪৯।

আত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতত্বে 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' ইতি শ্রুত্যা তস্য বুদ্ধিদৃশ্যত্বমুচ্যমানং অনুপপন্নং স্যাদিতি চোদয়তি এবমিত্যাদি। ৫০।

তাহারা চৈতন্যকর্ত্তৃক অবভাসিত হইয়াই নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৮ ॥

এইরূপ হওয়াতেই সর্ব্ববিকার রহিত আত্মার কর্ত্তৃত্ব উপচরিত হয় ॥ ৪৯ ॥

যদি ইহা হইল তবে আত্মাকে বুদ্ধি দ্বারা কিরূপে লোকে জানিবে ? ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধ্যাদি জড়, অতএব আপনা হইতে কর্ত্তব্য বিষয় বুঝিতে পারে না ও করিতেও পারে না, সুতরাং চিন্ময় আত্মার সন্নিধান মাত্রেই অবভাসিত হইয়া প্রবৃত্ত হয় বলিতে হইবে। ৪৮।

তাৎপর্য্য—উপসংহারার্থ পুনর্ব্বার এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ৪৯।

তাৎপর্য্য—এক্ষণে আর এক আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যদি আত্মা সর্ব্ব বিকারশূন্য বলিয়া কর্ত্তা না হইলেন, তবে তাহা কর্ম্মও হইতে পারেন না সুতরাং "উৎকৃষ্ট* বুদ্ধি দ্বারা আত্মা দৃশ্য হন।" এই শ্রুত্যুক্ত বুদ্ধিকর্ম্মত্ব আত্মার সম্ভব না হওয়ায় শ্রুতিবিরোধ ঘটিতেছে। ৫০।

---

* শুদ্ধ (অহঙ্কার শূন্য) বুদ্ধি।

তন্ন শক্যতে বক্তুং॥ ৫১॥

বুদ্ধেরবভাসকত্বাৎ॥ ৫২॥ আদিত্যজ্যোতির্বৎ॥ ৫৩॥

কিং শ্রুতিবিরোধো বুদ্ধিবিষয়ত্বাভাবে সতি আত্মনশ্চোদ্যতে কিংবা তস্য বুদ্ধিবিষয়ত্বং সাধ্যতে নাদ্য ইত্যাহ তদিত্যাদি। অদ্বিতীয়াত্মাকারেণ জায়মানবুদ্ধিপরিণামস্যাকারসমর্পকত্বাৎ তজ্জন্যস্ফুরণাতিশয়াভাবেঽপি তদধীনাজ্ঞাননিবৃত্তিরতদাত্মনো বুদ্ধ্যা দৃশ্যত্বোপচারান্ন শ্রুতিবিরোধং চোদ্যমবতারয়তীত্যর্থঃ। ৫১।

দ্বিতীয়ং দূষয়তি বুদ্ধেরিত্যাদি। ন বুদ্ধ্যা বিষয়ীকরণমিতি বিশেষঃ। ৫২।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ আদিত্য ইত্যাদি। ৫৩।

তাহা বলিতে পারনা॥ ৫১॥

যে হেতু আত্মা বুদ্ধির অবভাসক॥ ৫২॥

সূর্য্য রশ্মির ন্যায়॥ ৫৩॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত আপত্তিস্থলে বাদী যদি, গ্রন্থকারের মতে বুদ্ধিদৃশ্যত্ব সম্ভব না হওয়ায় শ্রুতিবিরোধ হয় বলিয়াই দোষ দিয়া থাকেন, তবে প্রথমতঃ তাহারই উত্তরই দিতেছেন। ঘটাদি জ্ঞান স্থলে আত্মাবভাসিত বুদ্ধি, সন্নিকৃষ্ট ঘটাদি আকারে পরিণত হইয়া ঘটাদিকে আত্মজ্যোতিদ্বারা স্ফুরিত করে, এজন্যই বুদ্ধিকে ঘটাদি দ্রষ্ট্রী বলা যায়। আত্মজ্ঞান স্থলে অখণ্ডাত্মাকারে পরিণত হইয়া বুদ্ধি নিত্যস্ফুরিত আত্মাকে পূর্ব্বোক্তরূপে স্ফুরিত করে না সত্য বটে, তথাপি আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত করে বলিয়াই তথায় তাহার দ্রষ্টৃত্ব উপচরিত হয়। সুতরাং শ্রুত্যুক্ত আত্মার বুদ্ধিদৃশ্যত্ব ঔপচারিক মাত্র, মুখ্য নহে। অতএব এ স্থলে শ্রুতিবিরোধ নাই ৫১।

তাৎপর্য্য—দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিকথিত বুদ্ধিদৃশ্যত্বকে মুখ্য অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহা সাধন করাই যদি বাদীর অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার উত্তর দিতেছেন। আত্মাই যখন বুদ্ধির প্রকাশক ও দ্রষ্টা তখন বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় আত্মার ও মুখ্যতঃ দ্রষ্ট্রী ইহা প্রমাণসঙ্গত নহে। ৫২।

তাৎপর্য্য—এ বিষয়টী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। সূর্য্যরশ্মি, রূপের প্রকাশক এজন্য রূপ যেমন সূর্য্যরশ্মির প্রকাশক হইতে পারে না।

যথাদিত্যো রূপেণ ন প্রকাশ্যতে তথাত্মা ন দৃশ্যতে বুদ্ধ্যা ॥৫৪॥ এতস্মাদপি আত্মা ন দৃশ্যতে বুদ্ধ্যা বুদ্ধের্বেদ্যায়া বেদিতৃত্বানুপপত্তেঃ যদি তস্যা অপি বেদ্যায়া বেদিতৃত্বং স্যাৎ তদা বেদ্যতা ন স্যাৎ প্রকাশয়োরিব ॥৫৫॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ওঁ ॥

দার্ষ্টান্তিকেন সহ দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়তি যথেত্যাদি। আত্মা বুদ্ধিপ্রকাশ্যো নভবতি তদবভাসকত্বাৎ যো যদবভাসকঃ স তস্য প্রকাশ্যো ন ভবতি যথা আদিত্যো রূপপ্রকাশকঃ তৎপ্রকাশ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। ৫৪।

কিঞ্চবুদ্ধিরাত্মপ্রকাশিকা ন ভবতি বেদ্যত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যাহ এতস্মাদিত্যাদি ॥ ৫৫ ॥

আত্মবদ্বুদ্ধেরপি বেদিতৃত্বে প্রদীপয়োরিব সমানস্বভাবত্বাৎ বুদ্ধ্যাত্মনোর্বেদ্যবেদিতৃত্বভাবানুপপত্তিরিতি বিপক্ষমনূদ্য প্রতিক্ষিপতি যদীত্যাদি।

চিদ্ধাতোঃ সন্নিধেরেব দৃশ্যবুদ্ধ্যাদিদর্শনাৎ।
তদজ্ঞেয়ত্বতো জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মেতি স্থিতম ॥ ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

যেমন সূর্য্য (সকল রূপের প্রকাশক বলিয়া) রূপকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতে পারেন না সেইরূপ আত্মা ও (বুদ্ধির প্রকাশক অতএব) বুদ্ধিদৃশ্য হইতে পারেন না ॥ ৫৪ ॥

আত্মা বুদ্ধির প্রকৃত দৃশ্য নহেন, যে হেতু বেদ্যা বুদ্ধির বেদিতৃত্ব যুক্তিযুক্ত নয় ॥ ৫৫ ॥

যদি বেদ্যা হইলেও তাহার বেদিতৃত্ব হয় তবে আত্মাও বুদ্ধি উভয়েই সমান হওয়ায় কাহারও বেদ্যতা সম্ভব হয় না, যেমন দুইটী প্রকাশক বস্তুর পরস্পর প্রকাশ্যত্ব দেখা যায় না। ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ওঁ ॥

এইরূপ আত্মাও বুদ্ধির প্রকাশক বলিয়া বুদ্ধি আত্মার প্রকাশক হইতে পারে না। অতএব আত্মা বুদ্ধির দৃশ্য নহে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধি আত্মপ্রকাশিকা নহে, যে হেতু তাহা ঘটাদির ন্যায় বেদ্য; যাহা যাহার বেদ্য তাহা তাহার বেদিতা বা প্রকাশক হইতে পারে না, ইহার যুক্তি পরে দেখান হইতেছে ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য—যদি বেদ্য হইলেও বুদ্ধিকে বেদিত্রী বল তবে আত্মাও বেদিতা

তৃতীয় খণ্ডঃ।

তত্র জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তান্যুপন্যস্যন্তে বুদ্ধেরবস্থাবিশেষণানি ॥ ১ ॥

সমস্তবিশেষণশূন্যকূটস্থচৈতন্যমাত্রং প্রত্যগাত্মত্বমিত্যুক্তম্। ইদানীমাত্মন্যবস্থাত্রয়ভাজি ভাসমানে লক্ষণস্যাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তস্মিন্নবস্থাত্রয়স্ফুরণমন্তঃকরণোপাধ্যবিবেকনিবন্ধনমিতি প্রতিপাদয়িতুং ক্রমতে তত্রেত্যাদি। বুদ্ধেরন্তঃকরণস্যাবস্থাত্মকানি বিশেষণানি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি, তানিচ প্রত্যগাত্মনি বুদ্ধ্যবিবেকাদ্ ভবন্তীতি তস্মিন্ ব্যপদিশ্যমানানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বুদ্ধির অবস্থাভেদস্বরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কি? ও কিরূপেই বা আত্মায় অধ্যস্ত হয়? তাহাই উপন্যস্ত হইতেছে ॥ ১ ॥

হইয়াও বেদ্য হইল। সুতরাং উভয়েরই বেদ্যত্ববেদিতৃত্ব উভয় ধর্ম্ম থাকায় উভয়ে সমান বস্তু হইয়া উঠিল। একটি সমানরূপ প্রকাশধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু কখন অন্য একটী সমানরূপপ্রকাশধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর প্রকাশক হইতে পারেনা। নিকটবর্ত্তী দুইটী প্রদীপের একটী প্রদীপ কখন অন্য প্রদীপকে প্রকাশ করেনা, প্রদীপদ্বয় নিজেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং পরস্পর বেদ্যত্ব ও বেদিতৃত্ব নিতান্ত অসম্ভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ; সুতরাং আত্মা স্ববেদ্য বুদ্ধির বেদ্য বা দৃশ্য নহেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি গৌণ অর্থ বোধক ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপে চৈতন্যময় আত্মা সন্নিধানমাত্রে বুদ্ধ্যাদিদর্শন করায় ও তিনি বুদ্ধির অপ্রকাশ্য স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান কারণসাপেক্ষ প্রযত্নস্বরূপ নহে, অতএব আত্মা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানমাত্র ইহা দ্বিতীয়খণ্ডে স্থিরীকৃত হইল।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য। হরি। ওঁ।

তাৎপর্য্য—সমস্ত বিশেষণশূন্য কূটস্থ চৈতন্যমাত্রই সর্ব্বব্যাপী আত্মার লক্ষণ ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় যুক্ত হইলে সে লক্ষণ অসিদ্ধ হইয়া উঠে; এ জন্য উক্ত অবস্থাত্রয় যে বুদ্ধির হইয়াও অবিবেক নিবন্ধন আত্মায় স্ফুরিত বলিয়া বোধ হয় ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

তেষাং পরিত্যাগার্থং ॥ ২ ॥

আত্মবিশুদ্ধি প্রতিপাদনায় চ ॥ ৩ ॥

বুদ্ধিগতানি তানি কস্মাদাত্মনিষ্ঠত্বেন কথ্যন্তে যথাকথনমাত্মনিষ্ঠান্যেব কিমিতি তানি ন ভবেয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিত্যাদি। জাগরিতাদীনামবস্থারূপানাং বিশেষণানাং পরিত্যাগসিদ্ধয়ে বুদ্ধ্যুপাধিকত্বং তেষামুপন্যস্যতে নিরুপাধিকত্বে চৈতন্যবৎ পরিত্যাগাযোগাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তেষামৌপাধিকত্বোপবর্ণনস্য প্রয়োজনান্তরমাহ আত্মেত্যাদি। যদাবস্থাত্রয়মাত্মনি ভাসমানমুপাধ্যধ্যারোপিতমিষ্যতে তদা বিশুদ্ধিরাত্মনঃ সিধ্যতি. স্বতোঽবস্থাত্রয়সম্বন্ধাভাবাৎ, অতশ্চাবস্থাত্রয়স্য ঔপাধিকত্বপ্রতিপাদনমর্থবদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ॥ ২ ॥

এবং আত্মবিশুদ্ধি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ॥ ৩ ॥

চৈতন্যজ্যোতি দ্বারা অবভাসিত হওয়ায় বুদ্ধিতে আত্মভ্রান্তি হয় ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সেই অবিবেকভ্রান্তিহেতু বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাই আত্মায় অধ্যস্ত হইয়া থাকে, সুতরাং জাগ্রদাদি অবস্থাও আত্মনিষ্ঠ বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই ভ্রম বা অধ্যাসটী পরে স্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধিগত হইলেও কি জন্য তাহাদিগকে আত্মনিষ্ঠ বলা হইতেছে? কি জন্যই বা তাহারা প্রকৃত ভাবে আত্মনিষ্ঠ নহে? তাহাই বলিতেছেন। পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ অবস্তু বলিয়া তাহার অসত্যতা অনুভব করিয়া আত্মাকে অবস্থাত্রয় নির্ম্মুক্ত সৎ বস্তু বলিয়া ধারণা করিবার নিমিত্ত। যদি তাহারা অবস্তুভূত বুদ্ধিনিষ্ঠ না হইয়া বস্তুভূত আত্মনিষ্ঠ হয় তবে তাহাদেরও বস্তুত্ব হইয়া উঠে, সুতরাং সর্ব্বধর্ম্মরহিত অদ্বিতীয় আত্মপদার্থ সিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—অবস্থাত্রয় ঔপাধিক হইলে আত্মার বিশুদ্ধির ব্যাঘাত হয় না, নতুবা আত্মার বিশুদ্ধিরও ব্যাঘাত জন্মে এই হেতু ও তাহাদিগকে বুদ্ধিনিষ্ঠ বলিতে হইতেছে ॥ ৩ ॥

তত্রজাগ্রন্নাম॥৪॥

চক্ষুরাদীনি করণানি আদিত্যাদ্যনুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে ॥ ৫ ॥

আত্মনোঽবস্থাত্রয়াতীতত্বব্যবস্থাপনার্থমবস্থাত্রয়ং বিবৃণ্বন্নাদৌ জাগ্রদবস্থাং প্রস্তৌতি তত্রেত্যাদি। তাসামবস্থানাং মধ্যে জাগ্রন্নামাবস্থা কীদৃশীত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রদর্শনং প্রথমং কর্ত্তব্যং ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈস্তত্তদ্দেবতাধিষ্ঠিতৈঃ রূপাদ্যর্থেষু প্রবৃত্তৈস্তদর্থোপলব্ধিঃ জাগ্রন্নাম, 'ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং' ইত্যঙ্গীকারাৎ ইত্যাহ চক্ষুরাদী-ত্যাদি ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থা এইরূপ ॥ ৪ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সূর্য্যাদি দেবতাধিষ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধির অবস্থাভেদ কিরূপে হয় সমস্ত স্পষ্টরূপে বলিবার জন্য প্রথমত জাগ্রদবস্থা বলিতেছেন ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার কথা আছে; দেবতাধিষ্ঠান না থাকিলে নিতান্ত জড় ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশকরণত্ব অসম্ভব। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথা সূর্য্য, দিক্, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বায়ু; অগ্নি, চন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, ও প্রজাপতি। এই সকল-দেবাধিষ্ঠিত হইয়া যখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ সাহায্যে পদার্থ উপলব্ধি করে তখনই জাগ্রদবস্থা বলা যায় ॥ ৫ ॥

তত্রবুদ্ধিরপি করণব্যাপারমনুভবতি। ৬।

প্রত্যগাত্মনি প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জাতোভয়াত্মিকা বুদ্ধি-দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারা বিপরিণমতে ॥৭॥

তস্যাং খল্ববস্থায়াং বুদ্ধেরেব দ্রষ্টৃত্বমিত্যাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে তত্রেত্যাদি তত্র বুদ্ধিরপি বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিমতী সাভাসা সতী তস্যামবস্থায়াং প্রাগুক্ত চক্ষুরাদিকরণদ্বারেণ রূপাদিবিষয়াকারপরিণামরূপংব্যাপারং প্রতিপদ্যমান দ্রষ্টৃত্বাৎ ব্যাবৃত্তা করণপক্ষপাতিনী ভবতীত্যর্থঃ। চক্ষুরাদিদৃষ্টান্তার্থোঽপি শব্দঃ॥ ৬॥

কথং পুনর্বুদ্ধির্জড়া সতী বিষয়াকারপরিণামং প্রতিপত্তুং প্রভবতি নহি ঘটস্য পটাকারপরিণামত্বমুপলভ্যতে তত্রাহ প্রত্যগিত্যাদি। বুদ্ধের্জড়ত্বেঽপি প্রত্যগাত্মভূতচৈতন্যাভাসব্যাপ্তত্বাৎ পরিণামো নবিরুধ্যতে। ন চ তদ্বদ্ঘটস্য চৈতন্যাভাসব্যাপ্তিরস্তি বুদ্ধাবিবাহংপ্রত্যয়স্য তস্মিন্নভাবাদিত্যর্থঃ। উভয়াত্মিকেত্যস্য ব্যাখ্যানং দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারেতি। চৈতন্যাভাসব্যাপ্ত্যা বুদ্ধেরহমিতি পরিণামো দ্রষ্ট্রাকারো ভবতি। তস্যাশ্চ রূপাদিদৃশ্যাকারেণ পরিণামান্তরং চক্ষুরাদিদ্বারকমিষ্টং। তদুভয়পরিণামদ্বারেণ প্রমাতৃপ্রমাণপ্রমেয়াদিব্যবহারঃ সর্ব্বোঽপি নির্ব্বর্ত্ততীত্যর্থঃ॥ ৭॥

তখন বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়জন্য ব্যাপার অনুভব করে ॥ ৬ ॥

প্রত্যগাত্মার সন্নিধান বশতঃ তদীয়চৈতন্যের আভাস সাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়ায় উভয়াত্মক হইয়া বুদ্ধি, দ্রষ্টৃ এবং দৃশ্য উভয়াকারেই পরিণত হয় ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য—তবে সেই অবস্থায় বুদ্ধিরই দ্রষ্টৃত্ব হয়; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন। তখন বুদ্ধি অবিকৃতভাবে দ্রষ্টৃতুল্য হইয়া অবস্থান করেনা; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদেরই ন্যায় রূপাদিবিষয়াকারে পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয়েরই পক্ষপাতিনী হয় ॥ ৬॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় জড় হইয়াও কিরূপে সেই সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়? ঘট কখন পটাকারে পরিণত হয় না; এরূপ আপত্তির সম্ভাবনায় উত্তর দিতেছেন। বুদ্ধি জড় হইলেও নিতান্ত স্বচ্ছত্বাদি সাদৃশ্য থাকায় চৈতন্য-

তত্র প্রত্যগাত্মেতি কস্মাদাত্মা বিশিষ্যতে ব্যভিচারিণাম-নাত্মত্ব খ্যাপনার্থং ॥ ৮ ॥

যদুক্তং প্রত্যগাত্মচৈতন্যাবভাসতোভয়াত্মিকা ধীরিতি তত্র প্রত্যগাত্মেতি বিশেষণস্য প্রয়োজনং পৃচ্ছতি তত্রেত্যাদি। প্রকৃতবাক্যং সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। নহি ফলবিকলং বিশেষণং প্রযোক্তুং যুক্তং, সম্ভবে ব্যভিচারে চ বিশেষণমর্থবদিতি ন্যায়াদন্যথাঽতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ বিশেষণপ্রয়োজনং প্রতিজানীতে ব্যভিচারিণামিতি ॥ ৮ ॥

এস্থলে ব্যভিচারী বুদ্ধ্যাদির অনাত্মত্ব খ্যাপন করিবার জন্যই প্রত্যগাত্মা এই বলিয়া, আত্মাকে বিশেষ করা হইতেছে ॥ ৮ ॥

জ্যোতির আভাস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা উভয়াত্মিকা হয় অর্থাৎ চৈতন্যাকারে 'অহম্' এই পরিণাম প্রাপ্ত হয় ও চেতনের ন্যায় স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া রূপাদি বিষয়াকারে ও পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই ভোগাকার সাধনে সমর্থ হয়। পূর্ব্বোক্ত ঘটাদি একপ চৈতন্যাভাস প্রাপ্ত হয় না ; অতএব তাহাদের জড়ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করায় তাদৃশ পরিণামাদি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য—'প্রত্যক্' শব্দের অর্থ প্রতিশরীরব্যাপী বা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ আত্মা না বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রত্যগাত্মা বলিয়া আত্মার কি জন্য বিশেষণ দেওয়া হইতেছে ? তাহাই বলিতেছেন। যে বস্তুর যাহা লক্ষণ করা যায় তাহা যদি লক্ষ্য হইতে কখন ভ্রষ্ট হয় তবে তাদৃশ লক্ষ্য বা লক্ষণকে ব্যভিচারী বলা যায়, বুদ্ধ্যাদিকে বাহ্যাপেক্ষায় আত্মা বলা যায় ; আবার আন্তরাপেক্ষায় অনাত্মাও বলা যায় ; সুতরাং আত্ম শব্দটী দিয়াই যদি আত্মাকে লক্ষিত করা যায় তবে আত্মশব্দরূপ লক্ষণ স্থলে বুদ্ধ্যাদি ও কদাচিৎ লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যগাত্ম শব্দরূপ লক্ষণ করিলে তাহারা সর্ব্বদাই ব্যভিচারী হয় ; কারণ তাহাদের কেহই সর্ব্বব্যাপী নহে। অতএব প্রত্যগাত্ম বলিয়া আত্মাকে লক্ষিত করিলে বুদ্ধ্যাদি স্পষ্টরূপেই তদ্বহির্ভূত হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

তত্র বুদ্ধ্যাদীনি করণানি ॥ ৯ ॥ ঘটাদিবদ্ দৃশ্যভূতানি অপি বাহ্যাপেক্ষয়া তারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মসংযোগাদাত্মানো ভবন্তি ॥ ১০ ॥

কে তে ব্যভিচারিণো যেষামনাত্মত্বং খ্যাপয়িতুং ইষ্যতে? তদাহ তত্রেত্যাদি। ব্যভিচার্য্যব্যভিচারিপ্রসঙ্গে সতীতি যাবৎ। করণানি ব্যভিচারীণি ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

নমু তেষাং ঘটাদিবদ্দৃশ্যত্বাদাত্মত্বশঙ্কৈব নোপজায়তে তথাচ তদনাত্মত্বখ্যাপনমকিঞ্চিৎকরমিতি তত্রাহ ঘটাদীতি। যদ্যপি দেহাদয়োঽহঙ্কারপর্য্যন্তা দৃশ্যভূতা ঘটাদিবদেবতিষ্ঠন্তি তথাপি প্রত্যগাত্মত্বশঙ্কাভাজোভবন্তি। দৃশ্যত্বে হি দেহস্য বাহ্যঘটাপেক্ষয়া প্রত্যাগাত্মসংযুক্তস্যাহম্প্রত্যয়ালম্বনত্বেনাত্মত্বং। তদপেক্ষয়া চ অন্তরাণাং ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যগাত্মসংজ্ঞিনাং বিশেষণবতাং অহম্প্রত্যয়বিষয়াণাং আত্মত্বম্। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরস্য মনোবুদ্ধ্যাদেরাত্মচৈতন্যব্যাপ্তস্যাত্মত্বং তরতমভাবেনাশঙ্ক্যতে। লোহপিণ্ডস্যাগ্নিসংযোগাদগ্নিত্বশঙ্কাসমুন্মেষদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

এস্থলে বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়ই ব্যভিচারী ॥ ৯ ॥

ইহারা ঘটাদির ন্যায় দৃশ্যভূত হইলেও বাহ্য অপেক্ষায় তারতম্য অনুসারে প্রত্যগাত্মসংযোগ হেতু আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধ্যাদিতে আত্মত্ব শঙ্কাই উপস্থিতহয়না এমন নহে; চৈতন্যাধ্যাস হেতু, আত্মার সহিত যে বস্তু যত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট লোকের তাহাতে তত অধিক আত্মত্ব শঙ্কা হয় ইহা প্রত্যক্ষ। বাহ্য ঘটপটাদি অপেক্ষা নিজ শরীরে; তদপেক্ষা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে, তদপেক্ষা অন্তঃকরণে, অহমভিমানের তারতম্যানুসারে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই আত্মত্বাধ্যাস করিয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধ্যাদিতে আপেক্ষিক বা আধ্যাসিক আত্মত্ব থাকায় পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ বিশেষণ অনর্থক নহে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

উদকস্যাগ্নিসংযোগে ইবোষ্ণত্বম্ ॥ ১১ ॥

নত্বাত্মনস্তৎসংযোগাদনাত্মত্বং সম্ভবতি, উদকসংযোগাদি-বাগ্নেরনুষ্ণত্বং ॥ ১২ ॥

অনাত্মনামপি বুদ্ধ্যাদীনামাত্মচৈতন্যাভাসব্যাপ্তেরাত্মত্বশঙ্কা সমুন্মিষতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহোদকস্যেত্যাদি ॥ ১১ ॥

বুদ্ধ্যাদীনাং অনাত্মনামাত্মসম্বন্ধাদাত্মত্বং প্রতিভাতি চেদাত্মনোঽপি বুদ্ধ্যাদ্যানাত্মসম্বন্ধাদনাত্মত্বং কিং ন প্রতিভায়াদিত্যাশঙ্কা দৃষ্টান্তেন নিরাচষ্টে নত্বিত্যাদি। বহ্নেঃ স্বসত্তায়াং কদাচিদপি শৈত্যভাতাভাববদনাত্মসংযোগেঽপি নানাত্মত্বমাত্মা প্রতিপদ্যতে, বহ্নেরপি সলিলসম্বন্ধেন শৈত্যপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ ॥১২॥

যেমন অগ্নিসংযোগে জলের উষ্ণত্ব বোধ হয় ॥ ১১ ॥

কিন্তু জলসংযোগে কখনই অগ্নির অনুষ্ণত্ব বোধ হয়না, সেইরূপ আত্মার কখনই বুদ্ধ্যাদিসংযোগে অনাত্মত্ব সম্ভব নহে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মচৈতন্যব্যাপ্তি হয় বলিয়াই চৈতন্যাধ্যাস হয় এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। অগ্নিব্যাপ্ত উত্তপ্তজল দেখিয়া অবোধ বালকাদি সহজেই মনে করিয়া থাকে যে জল স্বভাবতই উত্তপ্ত; এইরূপ উত্তপ্ত লৌহাদি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধ্যাদি অনাত্ম পদার্থের আত্ম সংযোগে যদি আত্মত্বপ্রতীতি জন্মে তবে আত্মারও অনাত্ম বুদ্ধ্যাদি সংযোগে অনাত্মত্ব প্রতীতি কিজন্য হয়না এইরূপ আশঙ্কায় উত্তর দিতেছেন। যতক্ষণ অগ্নি বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তাহা উত্তপ্তই থাকে জল সংযোগে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া নষ্ট হইয়া যায় এইরূপই সকলের অনুভব হয়; অগ্নি থাকে অথচ শীতল হইয়া যায় এমন কাহারও প্রতীতি হয় না। অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় আত্মার চৈতন্য ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং অগ্নি দৃষ্টান্তানুসারে, যতক্ষণ আত্মার সত্তা অনুভূত হইবে ততক্ষণ আত্মা কখনই অনাত্ম বা চৈতন্যহীন বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন না ॥ ১২ ॥

নত্বাত্মনঃ প্রত্যগাত্মত্বং কদাচিদপি ব্যভিচরতি ॥ ১৩ ॥

আত্মাভ্যন্তরে বস্ত্বন্তরাভাবাৎ বুদ্ধ্যাদীনামিব ॥ ১৪ ॥

অতএবাত্মা প্রত্যগাত্মবিশেষণার্হঃ ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধ্যাদীনামাপেক্ষিকপ্রত্যগাত্মত্ববদাত্মনোঽপি প্রত্যক্ত্বমাপেক্ষিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পুনর্নত্বিত্যাদি ॥ ১৩ ॥

প্রত্যগাত্মত্বমাত্মনো নিরুপচরিতমিত্যত্র হেতুমাহ আত্মেত্যাদি। যথা বুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষয়াত্মাভ্যন্তরতো গৃহ্যতে ন তথাত্মাপেক্ষয়া কিঞ্চিদভ্যন্তরং বস্ত্বন্তরমপি প্রমাণাভাবাৎ। তস্য চ সর্ব্বান্তরত্বশ্রুতেরতস্তস্য নিরুপচরিতং প্রত্যক্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধ্যাদীনামুপচরিতপ্রত্যগাত্মত্বশঙ্কামপাকরণার্থং প্রত্যগাত্মেতি নিরুপচরিতপ্রত্যগাত্মত্বং আত্মনি বিশেষণমুপপন্নমিত্যুপসংহরতি অতইত্যাদি। বিশেষণস্য উক্তং ফলবত্ত্বমতঃশব্দেন পরামৃশ্যতে ॥ ১৫ ॥

আত্মার প্রত্যগাত্মত্বের কখনই ব্যভিচার হয়না ॥ ১৩ ॥

যেহেতু, বুদ্ধ্যাদির ন্যায় আত্মার অভ্যন্তরে অপর কোন বস্তু নাই ॥ ১৪ ॥

অতএব আত্মা প্রত্যগাত্মবিশেষণর যোগ্য ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধ্যাদির যেমন আপেক্ষিক আত্মত্ব সেইরূপ আত্মারও আপেক্ষিক আত্মত্ব হউক, এই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। বুদ্ধ্যাদির সম্বন্ধে আত্মত্ব ও প্রত্যগাত্মত্ব যেরূপে ব্যভিচারী তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আত্মার সম্বন্ধে উহারা কখনই ব্যভিচারী নহে, সুতরাং আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—এবিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন। বাহ্য ঘটাদি হইতে শরীর অভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার সহিত নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট, শরীর হইতে চক্ষুরাদি, চক্ষুরাদি হইতেও বুদ্ধি, ইহা বলা হইয়াছে। এইরূপে যেমন বুদ্ধ্যাদির স্বাপেক্ষায় অভ্যন্তর পদার্থ আছে, আত্মার স্বাপেক্ষায় সে প্রকার কোন বস্তু থাকিবার কোন প্রমাণ নাই। শ্রুতিতে আত্মার সর্ব্বান্তরত্বই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধ্যাদির ন্যায় আত্মার ও আপেক্ষিক প্রত্যগাত্মত্ব সম্ভব নহে ॥১৪॥

বিশেষণ বিচারের উপসংহার করিতেছেন। যেহেতু 'প্রত্যক্' এই বিশেষণটীর প্রয়োজন দেখান হইল এই হেতু আত্মা ঐ বিশেষণের যোগ্য ॥১৫॥

এবঞ্চ সতি অব্যভিচারিত্বমাত্মত্বং খ্যাপিতং ভবতি ॥ ১৬॥

তত্র প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জ্বালিতধীর্দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারা বিপরিণমতে ॥ ১৭ ॥

বুদ্ধ্যাদীনাং বাহ্যানাং মিথঃ স্বরূপতশ্চ ব্যভিচারিত্বং আত্মনস্তু সর্ব্বান্তরস্য সন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বাবভাসকস্য নিরূপচরিতং প্রত্যক্ত্বমিতি স্থিতে ফলিতমাহ এবঞ্চেত্যাদি ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধের্দ্রষ্ট্রাকারত্বং দৃশ্যাকারত্বঞ্চেতি পরিণামদ্বয়মধস্তাদাবেদিতং তত্রাবান্তরবিশেষমাবেদয়তি তত্রেত্যাদি। অনাত্মনো ব্যভিচারিত্বমাত্মনশ্চাব্যভিচারিত্বমিতিস্থিতে সতি অনাত্মনি বুদ্ধৌ উক্তপরিণামদ্বয়ং তদনাত্মত্বব্যক্তীকরণার্থং ব্যক্তব্যমিত্যারম্ভঃ। প্রথমং দ্রষ্ট্রাকারপরিণামং বিবৃণোতি প্রত্যগিত্যাদি। যথা বহ্নিব্যাপ্তং তপ্তলোহং বহ্ন্যাকারং ভজতে তদ্বৎ প্রত্যগাত্মভূতচৈতন্যব্যাপ্তমন্তঃকরণং অহমিতিদ্রষ্ট্রাকারবৎভবতীত্যর্থঃ ॥১৭

এই প্রকার হইলে অব্যভিচারিত্বই যে আত্মলক্ষণ, ইহা খ্যাপন করা হইল ॥ ১৬ ॥

এস্থলে প্রত্যগাত্মচৈতন্যদ্বারা আভাসিত হইয়া বুদ্ধি দ্রষ্টৃ ও দৃশ্য এই উভয়াকারে পরিণত হয় ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধ্যাদি বাহ্যপদার্থ পরস্পরাপেক্ষায় ও স্বস্বরূপে প্রত্যক্ত্বব্যভিচারী হইলে এবং আত্মার প্রত্যক্ত্বাব্যভিচার সিদ্ধ হইলে, সর্ব্বতোভাবে অব্যভিচার অর্থাৎ সদা একরূপে অবস্থানই যে আত্মার লক্ষণ ইহা স্পষ্টরূপে সমর্থন করা হইল ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মা সর্ব্বদাই একরূপে অবস্থান করেন; বুদ্ধিই জাগরণে দ্রষ্টৃদৃশ্য উভয়াকারে পরিণত হয় ও সেই পরিণাম আত্মায় অধ্যস্ত হইয়া জাগরণাদি ব্যবহার সম্পন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই ভিন্নরূপে পুনর্ব্বার বলিতেছেন। প্রথমে দ্রষ্ট্রাকার পরিণাম দেখাইয়াছেন। যেমন অগ্নিব্যাপ্ত তপ্ত লৌহ অগ্নির আকার ধারণ করে সেইরূপ চৈতন্য-

দৃশ্যাদ্যুপরক্তা সতী দৃশ্যাকারা মূষানিষিক্তদ্রুত-তাম্রাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

তত্রৈবং সতি তদুভয়সাক্ষিণঃ, কালাকাশাদিবৎ সর্ব্ব-

বুদ্ধের্বিষয়াকারং পরিণামং দর্শয়তি দৃশ্যেত্যাদি। আদিশব্দেন দর্শনং পরামৃশ্যতে। যথা হি মূষায়াং নিষিক্তং দ্রুতং তাম্রাদি মূষাকারং ভজতে তথা বৃত্তিদ্বারেণ দৃশ্যেষু সংসৃষ্টাধীর্বিষয়াকারধারিণী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধেরুভয়বিধপরিণামবত্ত্বে ফলমাহ তত্রেত্যাদি। তস্মিন্নন্তঃকরণে প্রাগুক্তরীত্যা পরিণামদ্বয়বতি সতি দ্রষ্ট্রাকারস্য দৃশ্যাকারস্য চ পরিণামদ্বয়স্য তদ্বতশ্চ সাক্ষিভূতপ্রত্যগাত্মনো মিথ্যাভূতং জাগরিতং ভবতীতি সম্বন্ধঃ। তস্য মিথ্যাত্বে হেতুমাহ কালেত্যাদি। আত্মনঃ সর্ব্বগতত্বান্নিরবয়বত্বেন বিক্রিয়াযোগ্যত্বাচ্চ পরিণামপরিস্পন্দয়োরসম্ভবাদারোপিতমেবেব তস্মিন্ জাগরিত-

---

মূষার্পিত গলিত তাম্রাদির ন্যায় দৃশ্যাদি উপরক্ত হইয়া বুদ্ধি দৃশ্যাকার হয় ॥ ১৮ ॥

অন্তঃকরণ এই প্রকার উভয়াকারে পরিণত হইলে

জ্যোতির্ব্যাপ্ত অন্তঃকরণ চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অজ্ঞ বালকাদি যেমন অগ্নিময় তপ্তলৌহে অগ্নির উষ্ণত্বাদি দেখিয়া উহা লৌহেরই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তিগণ চৈতন্যাভাসিত বুদ্ধিতে চৈতন্যজ্যোতি অনুভব করিয়া উহা বুদ্ধিরই ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম দেখাইতেছেন। যেমন তাম্রাদি গলাইয়া কোন পাত্রে স্থাপিত করিলে গলিততাম্র ঐ পাত্রাকার ধারণ করে সেইরূপ বৃত্তিদ্বারা দৃশ্য পদার্থের সংসর্গ ও দর্শন পদার্থের উপরাগ অর্থাৎ ছায়াপ্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি দৃশ্য-পদার্থের আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য—এই প্রকার যখন বুদ্ধি উভয়াকারে পরিণত হয় তখন তাহার অবস্থা বলা যায়, আত্মা কখনই পরিণত হন না, তিনি আকাশাদির ন্যায় অপরিণামী নিরবয়ব পদার্থ তাঁহার গতি বা বিকারের সম্ভাবনা নাই; তিনি

গতস্য নিরবয়বস্যাবিক্রিয়স্য দৃগ্রূপস্যাত্মনো জাগরণমিব ভবতি ॥ ১৯ ॥

অথ পুনঃ সা ধী রূপাদ্যাকারবাসনাবাসিতা রূপাদ্যন্তরেণ পুষ্পপুটিকেবোভয়াত্মিকা অবিদ্যাকালকর্ম্মভিঃ

মিত্যর্থঃ। কিঞ্চ চিদ্রূপাত্মনো ন তস্মিন্ দর্শিতার্থাবিক্রিয়া প্রকল্পতে ততশ্চ তস্মিন্নধ্যস্তং জাগরিতমিত্যাহ দৃগিত্যাদি ॥ ১৯ ॥

এবমাত্মন্যারোপিতং জাগরিতং নিরূপ্য স্বপ্নং নিরূপয়তি অথেত্যাদি। জাগ্রন্নিমিত্তকর্ম্মক্ষয়ানন্তরং পুনঃ স্বপ্ননিমিত্তকর্ম্মোদ্ভবে সতি জাগরিতশব্দিতবিজ্ঞানবিনাশজনিতসংস্কারসহকৃতমন্তঃকরণং অবিদ্যাদিপ্রেরিতং বিষয়সম্বন্ধমন্তরেণৈব বিষয়বিষয্যাকারেণ সংস্কারসামর্থ্যাদবভাসতে।

তদুভয়ের সাক্ষিভূত কালাকাশাদির ন্যায় সর্ব্বগত নিরবয়ব অবিকারী দ্রষ্টা স্বরূপ আত্মারই যেন জাগরণ হয় ॥ ১৯ ॥

পক্ষান্তরে, সেই বুদ্ধি রূপাদি আকারজনিতসংস্কারযুক্ত হওয়ায় পুষ্পবাসিত পুষ্প পুটিকার ন্যায় রূপাদি ব্যতিরেকেও উভয়াত্মক হয়; তখন অবিদ্যাকাল ও কর্ম্ম সমূহ কর্ত্তৃক

কেবল স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াই সন্নিধান মাত্রে ঐ উভয় প্রকার বুদ্ধি পরিণামের সাক্ষিভাব প্রাপ্ত হন, তজ্জন্যই তাঁহাতে পরিণাম আরোপিত হওয়ায় তাঁহার জাগরণ ব্যবহার সম্পন্ন হয় ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মায় আরোপিত জাগরণ নিরূপণপূর্ব্বক স্বপ্ন নিরূপণ করা হইতেছে। জাগরণের হেতুভূত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া স্বপ্নহেতু কর্ম্মের উদ্ভব হইলে অন্তঃকরণের জাগরণ বিজ্ঞানের বিনাশ হয়; কিন্তু জাগরণ বিজ্ঞানের সংস্কার রহিয়া যায়, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিল তৎসমুদায়ের সূক্ষ্ম রেখা বুদ্ধিতে অঙ্কিত থাকে। সেই সংস্কারযুক্ত বুদ্ধি পূর্ব্ববৎ অজ্ঞান, তজ্জন্য বিষয়ানুরাগ ও তজ্জন্য কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার প্রেরিত হইয়া, সংস্কারবলে বিষয় সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বিষয় ও বিষয়ী আকারে পরিণত হয়। যেমন

প্রের্য্যমাণা সংস্কাররূপা দৃশ্যত্বেনৈবাবতিষ্ঠতে তদ্দর্শনস্বপ্ন ইব ভবতি ॥ ২০ ॥

তদনুকারিত্বাদাত্মনঃ ॥ ২১ ॥ জলচন্দ্রবৎ ॥ ২২ ॥

যথা পুষ্পবাসনাবাসিতা পুষ্পপুটিকা বিনৈব পুষ্পং পুষ্পবুদ্ধিং জনয়তি তথৈবেদমন্তঃকরণং অন্তরেণ বিষয়ং বিষয়যুক্তচিদংশাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো দৃশ্যতামাপদ্যতে তৎ দর্শনস্যাত্মনঃ স্বপ্নত্বেন কল্পতে করণেষূপরতেষু জাগরিতসংস্কারজনিতং স্ববিষয়ং বিজ্ঞানং স্বপ্নইত্যঙ্গীকারাৎ ইত্যর্থ ॥ ২০ ॥

অন্তঃকরণাদিকরণধর্ম্মাণাং আত্মন্যধ্যারোপহেতুমাহ তদিত্যাদি। আত্ম ন্যন্তঃকরণাধ্যাসাদাত্মনস্তদ্ধর্ম্মানুকারিত্বাৎ তজ্জাগরণে জাগরণং তদীয় স্বপ্নে চ স্বপ্ন স্তত্র ভাতি; 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আত্মনি স্বতো জাগরিতাদ্যভাবে হেতুমাহ জলেত্যাদি। যথা ঘট শরাবাদিজলগতচলনমেব চন্দ্রচলনং নতু পৃথক্ তস্য চলনমস্তি তথাত্মনি বুদ্ধিধর্ম্মানুকারিত্বং দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২

প্রেরিত হইয়া সংস্কারাকারে দৃশ্যভাবেই অবস্থান করে; তাহাই দ্রষ্টা স্বরূপ আত্মার স্বপ্নের ন্যায় হয় ॥ ২০ ॥

যে হেতু আত্মা বুদ্ধির অনুকারী ॥ ২১ ॥ জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় ॥ ২২ ॥

পুষ্পপাত্র পুষ্পশূন্য হইয়াও পুষ্পগন্ধে বাসিত থাকায় লোকের পুষ্পপূর্ণ বলিয়া বোধ জন্মায় সেইরূপ বুদ্ধিও বিষয়বাসনাবলে বিষয়াকারে চিদাত্মার দৃশ্যত্বপ্রাপ্ত হয় এবং দর্শনাকারে ও পরিণত হয়। ইহাই বুদ্ধির স্বপ্ন, দর্শনরূপ আত্মায় আরোপিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মায় বুদ্ধি ধর্ম্ম অধ্যারোপের হেতু বলা হইতেছে। আত্মায় অন্তঃকরণের অধ্যাস হয় সুতরাং আত্মা অন্তঃকরণধর্ম্মের অনুকারী হন তজ্জন্যই তাহার জাগরণে আত্মার জাগরণ ও তাহার স্বপ্নে আত্মার স্বপ্নভাব বোধ হয় ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মার বাস্তবিক জাগরণাদির অভাব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে

অথ পুনঃ সা ধীঃ স্ফুরণরহিতা বাসনারূপেণ স্বরূপ-শূন্যেব চৈতন্যগ্রস্তা সামান্যরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে তৎ সুষুপ্তং ॥ ২৩ ॥

সম্প্রতি সুষুপ্তং কথয়তি অথেত্যাদি। অবস্থাদ্বয়নিমিত্তকর্ম্মনিবৃত্ত্য-নন্তরং তত্র নিরন্তরসঞ্চারসমুদ্ভূতঃ প্রবভূব শ্রমঃ তন্নিমিত্তৌ সত্যাং প্রকৃতা ধীঃ জাগরিতাত্মনা তদ্‌বাসনাত্মনা চ স্ফুরণরহিতা চৈতন্যেনাজ্ঞানেন গ্রস্তা স্বাত্মন্যন্তর্ভাবিতা স্বরূপশূন্যেব ব্যবতিষ্ঠতে। চৈতন্যেন স্বাত্মন্যন্তর্ভাবিতত্বে ধিয়ঃ স্বরূপশূন্যত্বমেব মোক্ষদশায়ামিব যুক্তং তথাচৈব শব্দো বৃথেত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি সামান্যেত্যাদি সামান্যং সর্ব্বকার্য্যসাধারণং সাভাসজ্ঞানং অব্যা-কৃতং, তৎতাদাত্ম্যেন বুদ্ধেরবস্থানং আত্মন্যারোপিতং তৎ সুষুপ্তমিত্যর্থঃ ॥২৩

অনন্তর সেই বুদ্ধি আবার বাসনাকারে স্ফুরণরহিত হওয়ায় চৈতন্যগ্রস্ত হইয়া স্বরূপশূন্যার ন্যায় সামান্যরূপেই অবস্থান করে, তাহাই সুষুপ্তি ॥ ২৩ ॥

চেন। যেমন জলের মধ্যস্থিত চন্দ্র প্রতিবিম্ব বাস্তবিক কম্পিত হয় না কেবল জলের কম্পেই তাহার কম্প বোধ হয়, সেইরূপ স্বচ্ছ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার ও জাগরণাদি বোধ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে সুষুপ্তি বলিতেছেন। জাগরণ ও স্বপ্নের হেতুভূত কর্ম্ম ক্ষয় হইলে বুদ্ধির নিরন্তর পরিণাম হেতু যে শ্রম হইয়াছিল তাহাই সুষুপ্তির হেতুরূপে উদ্ভূত হয়। তখন বুদ্ধি বিষয় ও বিষয় বাসনা এই উভয়াকার পরিণাম ত্যাগ করে ও চৈতন্যোপাধি অজ্ঞান কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া তৎস্বরূপে লীনভাবে অবস্থান করে, বুদ্ধির এই অবস্থাই আত্মায় আরোপিত হইয়া আত্মার সুষুপ্তি বলিয়া অনুভূত হয়। সুষুপ্তি কালে বুদ্ধি স্বরূপশূন্যের ন্যায় হয় বাস্তবিক স্বরূপশূন্য হয় না, তাহা মুক্তিকালেই হইয়া থাকে। সর্ব্বকার্য্য সাধারণ সাভাস জ্ঞানই বুদ্ধির স্বরূপ, জাগরণাদি কালে ঐ জ্ঞান-বীজ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া যথোপস্থিত বিষয়াকার ধারণ করে, সুষুপ্তি কালে

বটকর্ণিকায়ামিব বৃক্ষঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ওঁ ॥

কারণাত্মনা ধিয়োঽবস্থানে কিমিত্যুপলম্ভো ন ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ বটেত্যাদি। যথা বটবৃক্ষো বটকর্ণিকায়াং প্রাগপি জন্মনো বর্ত্ততে, নরবিষাণবদসতো জন্মাযোগাৎ তথাপি নোপলভ্যতে তথৈব কারণাকারাবস্থিতমন্তঃকরণং অনভিব্যক্তনামরূপত্বাৎ নাভিব্যক্তিভাক্ ভবতীত্যর্থঃ।

স্থানানাং কল্পনা যস্মিন্ বুদ্ধিদ্বারা প্রসাধিতা ॥ ২৪ ॥

তদস্ম্যকল্পিতং ব্রহ্ম দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতং ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

যেমন বট কর্ণিকায় বটবৃক্ষ অবস্থান করে ॥ ২৪ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ওঁ ॥

উহা বীজ ভাবেই অবস্থান করে এইমাত্র প্রভেদ; ইহা পরসূত্রোক্ত দৃষ্টান্তে স্পষ্ট বুঝা যাইবে॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য—সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি যদি কারণ ভাবে অবস্থান করে, তবে তখন কিজন্য তাহার উপলব্ধি হয় না? এই আশঙ্কায় উত্তরূপে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। বীজাধারকে কর্ণিকা কহে এস্থলে কর্ণিকা শব্দে বীজই উক্ত হইয়াছে। একটী ক্ষুদ্র বটের বীজ মধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবশ্যই ক্ষুদ্রাবয়বে অবস্থান করে বলিতে হইবে, তাহা না হইলে উত্তরকালে ঐ বীজ কখনই বটবৃক্ষাকারে পরিণত হইত না। যেখানে যাহা জন্মায় তথায় তাহা সূক্ষ্মাকারে অবশ্যই থাকে। মনুষ্যশৃঙ্গ বা আকাশকুসুমের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যমান বস্তুর কখনই জন্ম দেখা যায় না। এইরূপে বটবৃক্ষ যখন বীজগর্ভে সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করে তখন যেমন তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না সেইরূপ বুদ্ধি ও সুষুপ্তি কালে সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করায় তখন তাহার উপলব্ধি হয় না। বীজগর্ভে অবস্থিত বটবৃক্ষ যেমন যথাসম্ভব জল বায়ু তাপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে তদনুযায়ী আকার ধারণ করিতে সক্ষম

অথ চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

তত্র চিন্মাত্রস্বরূপ এবাত্মা ॥ ১ ॥

অন্তঃকরণবিশেষণীভূতমবস্থাত্রয়মন্তঃকরণাধ্যারোপণাৎ আত্মন্যারোপিতং ইদানীং আরোপিতাবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তমদ্বিতীয়মাত্মানম্ প্রতিপাদয়িতুমারভতে তত্রেত্যাদি। অবস্থাত্রয়প্রতিভানং প্রত্যগাত্মনি পরোপাধিকৃতমিতিস্থিতে সতি প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রস্বভাবঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

এইরূপে আত্মা কেবল বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ ॥ ১ ॥

হয়, সুষুপ্ত বুদ্ধিও তেমনি যথোপস্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী আকার ধারণ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্যই সুষুপ্তি কালে বুদ্ধিকে সর্ব্বকার্য্য সাধারণ জ্ঞান স্বরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধির বীজভাবে অবস্থানই সুষুপ্তি; ইহাই তাহার দৈনন্দিন নিত্য প্রলয়। মূর্চ্ছা, মরণ ও নৈমিত্তিক প্রলয় কালেও বুদ্ধি এই প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকে। তজ্জন্যই মূর্চ্ছা-ভঙ্গে জ্ঞানোদয় হয় ও মরণাদির পর নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় জীবের পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। ভোগজনক কর্ম্মসূত্রই বুদ্ধিকে এইরূপে রক্ষা করে; মুক্তি-কালে ঐ কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হওয়ায় এই বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সংসার বন্ধনও উচ্ছন্ন হয়। এইরূপে বুদ্ধিদ্বারাই যাহাতে মিথ্যা অবস্থাত্রয় পরিকল্পিত হইয়া থাকে, সেই অপরিকল্পিত, পরমার্থসত্য, অদ্বিতীয় আত্মাই আমাদিগের স্বরূপ ॥ ২৪ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য। ।হরিঃ। ওঁ।

তাৎপর্য্য—অন্তঃকরণের অবস্থাত্রয় আত্মায় আরোপিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আরোপিত অবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্ত আত্মার স্বরূপ কি? তাহাই প্রতিপাদিত হইবে। যদি অবস্থাত্রয় উপাধি সম্বন্ধজাত ইহা স্থির হইল তবে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥

কার্য্যকারণাবিদ্যাকামকর্ম্মবিনির্ম্মুক্তঃ ॥ ২ ॥

প্রত্যগাত্মনোঽবস্থাত্রয়স্য স্বাভাবিকত্বাভাবেঽপি কথমস্য চিন্মাত্রত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য পরমার্থতোঽবস্থাত্রয়তৎকারণসম্বন্ধবৈধুর্য্যাদিত্যাহ কার্য্যেত্যাদি। কার্য্যং স্থূলশরীরপ্রধানং জাগরিতং করণং তদুপলক্ষিতং লিঙ্গশরীরপ্রধানং স্বপ্নাবস্থানং। অবিদ্যা স্থানদ্বয়কারণং সুষুপ্ত্যাখ্যমজ্ঞানং। কামকর্ম্মণী মিথ্যাজ্ঞানসহিতে জাগরিতাদিস্থানত্রয়নিমিত্তভূতে কথ্যেতে। তৈরয়মাত্মা বিনির্ম্মুক্তোঽভ্যুপগম্যতে। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।' 'অতমোঽবায়্বনাকাশমতিচ্ছন্দোঽপহতপাপ্মা' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথাচ যথোক্তেভ্যো জড়েভ্যো বৈলক্ষণ্যাৎ আত্মনো যুক্তং চিন্মাত্রত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কার্য্য, করণ, অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—যদিও অবস্থাত্রয় সর্ব্বব্যাপী আত্মার স্বাভাবিক না হউক তথাপি তাহার সম্বন্ধও ত আছে অতএব কিরূপে আত্মা চিৎস্বরূপ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে। পরমার্থত আত্মার অবস্থাত্রয় বা তদুক্ত উপাধির সহিত কোন সম্বন্ধই নাই অবস্থাত্রয়ের ন্যায় সম্বন্ধও আরোপিত মাত্র। কার্য্য অর্থে স্থূলশরীর, স্থূলশরীর দ্বারা বিষয়ানুভবই জাগরণ, সুতরাং জাগরণ প্রধানতঃ স্থূলশরীরাশ্রিত এই জন্য এ স্থলে "কার্য্য" শব্দে জাগরিতাবস্থা বুঝাইতেছে; এইরূপে করণ অর্থাৎ করণরূপ লিঙ্গ শরীর প্রধান স্বপ্নাবস্থা; স্বপ্নে স্থূল হস্তপদাদি ব্যতিরেকেই মনের দ্বারা বিষয়ানুভব হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অবিদ্যা অর্থে সুষুপ্ত্যবস্থারূপ অজ্ঞান। কাম অর্থাৎ অনুরাগ, ইহাই সংসার বাসনার মূল, এই কাম হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে জাগরণাদি ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এ সমস্তই জড়ের কার্য্য; আত্মা এই সমুদয় হইতে নির্ম্মুক্ত সুতরাং জড়াতিরিক্ত চৈতন্য। এবিষয়ে শ্রুতি যথা 'আত্মা অজ্ঞান বায়ু ও আকাশ সম্বন্ধরহিত, সঙ্কল্পাতীত, নিষ্কলঙ্ক' ॥ ২ ॥

সলিলবৎ স্বচ্ছঃ ॥ ৩ ॥ স্বাত্মস্থো ভবতি ॥ ৪ ॥

এতানি বুদ্ধেরবস্থাবিশেষণানি নাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

তস্যৈব শুদ্ধত্বমাহ সলিলেত্যাদি। অবস্থাত্রয়তদ্ধেতুনির্মোকাদেবাত্মনোঽত্যন্তনৈর্ম্মল্যং লভ্যতে। ন হি সলিলং দ্রব্যান্তরসম্পর্কাভাবে স্বাভাবিকং স্বাচ্ছ্যমপহায় স্থাতুং পারয়তি। সলিল একো দ্রষ্টেত্যাদ্যাচ শ্রুতিরমুমর্থং প্রত্যায়যতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অবস্থাত্রয়াসম্বন্ধাৎ অত্যন্তনৈর্ম্মল্যাদাত্মনঃ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠত্বসিদ্ধিরিত্যাহ স্বেত্যাদি। অবস্থাত্রয়স্য জড়স্যৈব ধিয়ঃ সম্বন্ধিত্বাদাত্মনঃ তদসম্বন্ধোক্তেঃ স্বে মহিম্নীতি চ শ্রুতেরাধারান্তরনিরপেক্ষতেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বুদ্ধ্যুপাধিপরাধীনমপীদমবস্থাত্রয়ং পারমার্থিকং কিমিত্যাত্মনি ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ এতানীত্যাদি। যানি বুদ্ধেরবস্থারূপাণি বিশেষণানি জাগরিতাদীনি দর্শিতানি তানি বুদ্ধিসম্বন্ধাদপি পরমার্থতো নাত্মনো ভবিতুমর্হন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

জলের ন্যায় স্বচ্ছ ॥ ৩ ॥ স্বপ্রতিষ্ঠ পদার্থ ॥ ৪ ॥

এ সকল বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ, আত্মার নহে ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মার শুদ্ধত্ব বলিতেছেন। জল স্বভাবত স্বচ্ছ, মলিন পদার্থের সংসর্গেই কখন কখন মলিন দেখায়; যখন সেই সংসর্গ রহিত হইয়া পরিষ্কৃত হয়, তখন পুনর্ব্বার স্বাভাবিক নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া স্ফটিকের ন্যায় অবস্থান করে; আত্মাও সেইরূপ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মা নিজ মহিমাতেই আপনি অবস্থান করেন; তিনি কাহারও আশ্রিত নহেন। যাহার কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই তাহার আধেয় ভাব কিরূপে হইবে? ফলে তিনি নিখিল জগতের আধার ও স্বয়ং নিরাধার ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য—ঔপাধিক অর্থাৎ পরসম্পর্কজাত অবস্থাকেও কখন কখন স্বাভাবিক হইতে দেখা যায়, যেমন কার্পাস বীজকে অলক্তকে ভিজাইয়া রোপণ করিলে, ঐ বীজপ্রসূত কার্পাসও রক্তবর্ণ হয়; সুতরাং বীজাবস্থায় অলক্তের রক্তবর্ণ বীজান্তর্গত সূক্ষ্ম কার্পাস গুলিতে সংলগ্ন হইয়া তাহার স্বাভাবিক

অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ৬ ॥

এতানি পরিত্যজ্য তুরীয় আত্মেতি প্রতিপত্তব্যঃ ॥ ৭ ॥

হেতুমাহাবিক্রিয়ত্বাদিতি। বিক্রিয়াবতি পদার্থে স্যাদপি কদাচিদৌপাধিকং পারমার্থিকং। দৃশ্যতে হি কার্পাসাদাবলক্তকাদিরসসংস্কৃতবীজপ্রসূতে বাস্তবলৌহিত্যমিব লৌহিত্যং। অবিক্রিয়ে পুনরাত্মনি অনাধেয়াতিশয়ে বুদ্ধ্যুপাধিকৃতং অবস্থাত্রয়ং ন পারমার্থিকং ভবিতুমর্হতি উপাধেরপি কল্পিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

আত্মা তর্হি কথং প্রতিপত্তব্যঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ এতানীত্যাদি। বুদ্ধিবিশেষণানি জাগরিতাদীনি প্রকৃতানি রজ্জুসর্পবদাত্মনি কল্পিতানি ন বস্তুভূতানীতি পরিত্যজ্যাত্মা তুরীয়ো জাগরিতাদিস্থানত্রয়রহিতো ভবতীতি প্রতিপত্তব্যস্তামাচরতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যে হেতু আত্মা অবিক্রিয় ॥ ৬ ॥

এই সকল পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই তুরীয় পদার্থই আত্মা; এই প্রকারে আত্মাকে বুঝিতে হইবে ॥ ৭ ॥

হইয়া গিয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার ও বুদ্ধ্যুপাধিজাত জাগরণাদি অবস্থাত্রয় এইরূপ স্বাভাবিক হইতে পারে; এই আশঙ্কায় উত্তর দেওয়া হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে বীজ বিকারী পদার্থ তজ্জন্যই কোন রূপে উক্তক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। আত্মা স্বভাবত অবিক্রিয় নির্লেপপদার্থ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার উপাধিও বাস্তবিক নহে এবং কাহার সহিত মিশ্রণও হয় না, সুতরাং আত্মার ঐরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ॥ ৫।৬ ॥

তাৎপর্য্য—অবস্থাত্রয় ভিন্ন আর কোন সত্তা আমাদের অনুভব হয় না; আত্মা যদি তাদৃশ অবস্থাত্রয় অতিরিক্ত হইলেন, তবে তাঁহাকে কিরূপে অনুভব করা যাইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। জাগরণাদি অবস্থা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় আত্মায় কল্পিত, বাস্তবিক নহে; ইহাদের পরিত্যাগ

তত্র তুরীয়ত্বং নাম সুবর্ণঘনবদ্ বিজ্ঞানঘনত্বং ॥ ৮ ॥

নমু তুরীয়ত্বস্য চতুর্থত্বপর্য্যায়ত্বাৎ অবস্থাত্রয়রূপাবাস্তরসংখ্যায়াস্তত্র নিবেশাদাত্মনোঽবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্তত্বমসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেত্যাদি। সপ্তম্যা প্রত্যগাত্মোচ্যতে। নহি তুরীয়শব্দেন প্রত্যগাত্মনি কাচিদবস্থা বিবক্ষ্যতে কিন্তু নিরস্তসমস্তাবস্থাবিশেষং স্বপ্রকাশবিজ্ঞানতন্মাত্রত্বমিত্যবিদ্যাকল্পিতা-বস্থাত্রয়ভাবাপেক্ষয়া সম্বন্ধাভাবেঽপি তুরীয়মিত্যুপচারোপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বিশুদ্ধ স্বর্ণপিণ্ড যেমন শুদ্ধ ঘন সুবর্ণমাত্র সেইরূপ বিশুদ্ধ ঘন বিজ্ঞান স্বভাবই এস্থলে তুরীয়ত্ব ॥ ৮ ॥

করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই চতুর্থ পদার্থই আত্মা এইরূপেই আত্মাকে অনুভব করা যায়। অর্থাৎ জাগরণাদি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাযুক্ত বস্তু আত্মা এরূপে আত্মা অনুভূত হইবেন না, কারণ অবস্থাত্রয় ভিন্ন যে অবস্থা তাহা আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, স্বয়ং বোধময় আত্মার স্বরূপ বোধ বুদ্ধি দ্বারা হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তবে অবস্থাত্রয় ত্যাগ করিলেও সত্তা স্বরূপে যাহা থাকে তাহাই আত্মা এই-রূপ তন্ন তন্ন ভাবে পার্থক্য জ্ঞানে আত্মার অস্তিত্বমাত্রেরই অনুভব হইতে পারে। এই অস্তিত্বমাত্রই বুদ্ধিগম্য ; উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে 'অস্তীত্যে-বোপলব্ধব্যঃ' ইত্যাদি। কাহারও এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, তুরীয় শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়নিষ্পন্ন অর্থে চতুর্থ অর্থাৎ তিনের পরবর্ত্তী তিনসজাতীয় কোন পদার্থ বুঝা যায় সুতরাং শাস্ত্রোক্ত তুরীয় পদে চতুর্থ অবস্থা কি জন্য বুঝা-ইবে না? তজ্জন্য বলা হইতেছে। আত্মার অবস্থা আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্টেরই প্রথম দ্বিতীয়াদি ব্যবহার হয়। জাগরণাদি বুদ্ধিতে আশ্রিত সুতরাং একাশ্রয়রূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাহারা পরস্পর প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দে কথিত হইতে পারে। আত্মার স্বরূপা-বস্থা আত্মাশ্রিত, বুদ্ধির সহিত তাহার সম্পর্কও নাই, সুতরাং অবস্থাত্রয়ের সম্বন্ধ থাকায় তাহাকে তুরীয় বা চতুর্থ করা সঙ্গত নহে, অতএব এস্থলে তুরীয় শব্দ গৌণরূপে ব্যবহৃত মাত্র ॥ ৭৮ ॥

তথাপি চৈতন্যস্বরূপসন্নিধিসত্তামাত্রেণ সাক্ষিমাত্রত্বং ন ত্ববস্থান্তরং ॥ ৯ ॥ তত্রাবস্থান্তরে আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্য-ভাবাচ্ছূন্যত্বপ্রাপ্তেঃ ॥ ১০ ॥

যদি যথোক্তবিজ্ঞানঘনত্বং তুরীয়ত্বং তর্হি ব্যতিরিক্তত্বমেবাত্মনো যুক্তং তস্যাবস্থাত্রয়ে সতি প্রতিভানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেত্যাদি। অবস্থা-ত্রয়েঽপি প্রাগিত্যেব তুরীয়স্য স্ফুরণাভাবেঽপি সন্নিধিমাত্রেণাবস্থাত্রয় সাক্ষিত্বমেব তুরীয়স্বরূপং ন স্থানান্তরমনাত্মভূতং ॥ ৯ ॥

ইত্যত্র হেতুমাহ তত্রেত্যাদি। কূটস্থবোধাতিরিক্তস্য মেয়ত্বাদিনা ঘটাদি-বদনাত্মত্বাৎ কূটস্থবোধস্যাপি প্রত্যগাত্মত্বাভাবে তদসিদ্ধেস্তদধীনাসিদ্ধিকং অন্যদপি ন সিধ্যতি। নহি প্রত্যগাত্মানং প্রতিপত্তারমন্তরেণাত্মজাতং স্বতোঽন্যতো বা সেদ্ধুমলং। তথাচ সর্ব্বস্য শূন্যত্বপ্রসঙ্গাৎ তুরীয়ং বিজ্ঞান-ঘনমেবাত্মস্বরূপং অবিদ্যাবশাদবাস্থাত্রয়ে যথাবদপ্রতিপন্নং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥১০

তথাপি চৈতন্যস্বরূপের সন্নিধিসত্তামাত্র দ্বারা যে কেবল সাক্ষিভাব তাহাই তুরীয়ত্ব বাস্তবিক তাহা অবস্থান্তর নহে ॥ ৯ ॥ যদি অবস্থান্তর বলা যায়, তবে আত্মা কি ইহা কিছুমাত্র অনুভব না হওয়ায় শূন্যত্ব ঘটিয়া উঠে ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য—যদি আত্মার তুরীয়ত্ব আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে যদি অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ তাহাকে মুখ্যভাবে চতুর্থ বলা হয় নাই, তবে গৌণভাবে চতুর্থ বলিবারই বা প্রয়োজন কি? অবস্থাত্রয় স্ফুরণ সময়ে ত অন্য কোনরূপেই আত্মার উপলব্ধি হয় না? ইত্যাদি আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে। যদিও অবস্থাত্রয়ের সহিত অন্য কোন সম্পর্ক নাই তথাপি অবস্থাত্রয়ের সন্নিহিত থাকিয়া আত্মা সাক্ষিভাবে অবস্থান করেন সেই সাক্ষিভাবই গৌণ তুরীয়ত্ব উক্তির কারণ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য—সাক্ষিরূপে অবস্থান বিষয়ে হেতু বলিতেছেন। অর্থাৎ—নির্ব্বি-কার বোধস্বরূপ পদার্থ ভিন্ন সমস্তই অনাত্মা ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে

কল্পিতানাঞ্চ। নিরাস্পদত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ১১ ॥

ভবতু সর্ব্বস্যৈব শূন্যত্বমিতি শূন্যবাদিনো মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ কল্পিতেত্যাদি। সমস্তস্যৈব দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য জড়স্বাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ কল্পিতস্যাজড়ং বোধমাত্মানং অন্তরেণানুপপত্তেবাত্মা বিজ্ঞপ্তিস্বভাবোঽভ্যুপেয়ঃ। নহি নিরধিষ্ঠানকল্পনা কল্পতে। নচ শূন্যস্যাধিষ্ঠানত্বং আরোপিতানুবেধাভাবাৎ। তদনুবিদ্ধস্যৈবাধিষ্ঠানত্বেন বা বাধাবধিত্বেনবাঽজড়মাত্মতত্ত্বমাস্থেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কল্পিত বস্তু সকলেরও শূন্যত্ব ঘটে; যেহেতু কল্পনার নিরাশ্রয়ত্ব যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১১ ॥

এক্ষণে যদি সেই নির্ব্বিকার বোধকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার করা না হয় তবে আত্মারই অসিদ্ধি হইয়া উঠে। বোধস্বরূপ আত্মা না স্বীকার করিলে অন্য আত্মা অথবা অপর কোনও পদার্থ আছে কি না কে বুঝিবে? সুতরাং কোনও পদার্থের জ্ঞান না ঘটায় সকলই শূন্য হইয়া উঠে; অতএব অবস্থাত্রয়ে অবশ্যই সাক্ষিস্বরূপ অন্য একজন অবস্থান করেন, তিনি অবিদ্যাবশতঃ স্বরূপত অনুভূত না হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং সাক্ষিতা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সেই সাক্ষিতাজন্যই গৌণ তুরীয়ত্ব কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য—শূন্যবাদীরা বলেন সমস্তই শূন্যময় তাহাতে দোষ দেখাইতেছেন যদি বল সমস্তই শূন্যময় তবে জড়, চৈতন্য—সকলই কল্পনামাত্র ইহা ও অন্তত স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে এই কল্পনা কোথা হইতে আসিল? কোন্ ভিত্তির উপর ইহা দণ্ডায়মান? একটা আশ্রয় না থাকিলে কাহার উপর কল্পনা কল্পিত হইবে? রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই ভিক্ষুক স্বপ্নে নিজ রাজত্বের কল্পনা করিয়া থাকে; যে জল দেখিয়াছে সেই মরীচিকায় জলের কল্পনা করে; সর্প দেখিয়াই রজ্জুতে সর্প ভ্রম জন্মে অতএব কল্পনার একটা আশ্রয় আছে। শূন্য পদার্থ কখন আশ্রয় হইতে পারে না, ভ্রমকল্পিত বস্তুগুলি ক্রমে ক্রমে বাধিত হইয়া শেষে যে অকল্পিত

কথমেতানি আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতূনি ॥ ১২ ॥

এতেষু হি সৎসু স্বাত্মবিশুদ্ধিরবগম্যতে ॥ ১৩ ॥

অবস্থাত্রয়কথনং তৎপরিত্যাগার্থমিতি প্রতিজ্ঞাতং সমর্থিতং। যদুক্তং অবস্থাত্রয়োপবর্ণনং আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপাদনায়েতি তদাক্ষিপতি কথমিত্যাদি। এতানি হি স্থানানি স্বয়মশুদ্ধিরূপত্বাৎ আত্মনো বিশুদ্ধিপ্রতিপত্তৌ ন কারণানি ভবিতুমর্হন্তি। নহি স্বয়মশুদ্ধস্যান্যত্র শুদ্ধিহেতুত্বমুপলব্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তেষামশুদ্ধিরূপত্বেঽপি সৎস্বেব তেষু আত্মনোবিশুদ্ধেরবগতের্যুক্তং তদ্বিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতুত্বমিতি পরিহরতি এতেষ্বিত্যাদি ॥ ১৩ ॥

ইহারা (এই অবস্থাত্রয়) কিরূপে আত্মবিশুদ্ধি বুঝিবার কারণ?॥১২॥ ইহারা থাকিলেই আত্মার বিশুদ্ধি অবগত হওয়া যায় ॥১৩॥ কিরূপে অবগত হওয়া যায় ইহা বলা যাইতেছে,—

অবাধিত বস্তুতে আসিয়া পড়ে তাহাকেই কল্পনার আশ্রয় বলা যায়; ঐরূপ আশ্রয়ের সহিতই আশ্রিতের সম্বন্ধ থাকে, শূন্যের সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং শূন্য কাহারও আশ্রয় নহে। এইরূপে একটী অশূন্য আশ্রয় প্রমাণিত হওয়ায় সর্ব্বশূন্য বাদ ঘটিতে পারিল না। পরন্তু একটী জ্ঞাতৃস্বরূপ পদার্থ না থাকিলে শূন্যজ্ঞান ও ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং শূন্যত্ব জানিবার জন্যও আবার একটী জ্ঞানময় পদার্থে আসিয়া পড়িতে হইতেছে, অতএব জ্ঞাতৃপদার্থের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মতত্ত্বপ্রসঙ্গে অনাত্মধর্ম্ম অবস্থাত্রয়ের বর্ণন কেবল আত্মার বিশুদ্ধি বুঝাইবার জন্য ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাই বুঝাইবার জন্য স্বয়ং প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বিষয়ের উত্থাপন করিতেছেন। আশঙ্কা এইরূপ—যাহা স্বয়ং অশুদ্ধ তাহা কি প্রকারে অপরের বিশুদ্ধি বুঝাইবে? স্বয়ং মলিন পঙ্ক কখন জলকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না; অতএব অবিশুদ্ধ অবস্থাত্রয় দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধি অসম্ভব॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য—অবস্থাত্রয় অশুদ্ধি স্বরূপ হইলেও অবস্থাত্রয় লইয়াই অর্থাৎ

কথমবগম্যতে ইত্যুচ্যতে। এতেষু হি ত্রিষ্বপি স্থানেষু দ্রষ্টৃত্বাব্যভিচারাৎ ॥১৪॥ সুষুপ্তে ব্যভিচরতীতি চেৎ ॥১৫॥

উক্তমেব পরিহারং আকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি কথমিত্যাদি। জাগরিতাদিস্থানেষু পরস্পরং ব্যভিচারিষু দ্রষ্টৃস্বরূপমব্যভিচারি লক্ষ্যতে। যোঽহং সুষুপ্তঃ সোঽহং স্বপ্নমদ্রাক্ষং সোঽহমিদানীং জাগর্ম্মি ইত্যত্রান্বয়দর্শনাৎ অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্তং পরিশুদ্ধং প্রত্যগাত্মস্বরূপং সিদ্ধং ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অবস্থাত্রয়স্য ব্যভিচারেঽপি ব্যভিচারাভাবাদাত্মনঃ শুদ্ধতেত্যযুক্তং ন কিঞ্চিন্ময়া বেদিতমেতাবন্তং কালং ইতি স্বাপানন্তরং দ্রষ্টৃত্বাভাবপরামর্শদর্শনাদাত্মনোঽপি স্বাপে ব্যভিচারপ্রতীতেরিতি শঙ্কতে সুষুপ্ত ইত্যাদি ॥১৫ ॥

যেহেতু এই তিন অবস্থাতেই (আত্মার) দ্রষ্টৃত্বের অব্যভিচার অনুভূত হয় ॥ ১৪ ॥ যদি বল সুষুপ্তি কালে (আত্মার) দ্রষ্টৃত্বের ব্যভিচার হয় ॥ ১৫ ॥

তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই আত্মার বিশুদ্ধি জানা যাইতেছে; অতএব এই ভাবে ইহাদিগকে আত্মবিশুদ্ধি প্রতিপত্তির হেতু বলা অসঙ্গত নহে ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য—কিরূপে অবস্থাত্রয় উপলক্ষ্য করিয়া আত্মবিশুদ্ধি জানা যায় তাহাই বলা হইতেছে। জাগরণাদি অবস্থা পরস্পর ব্যভিচারী অর্থাৎ একটীর সময়ে অপরটী থাকে না; সুতরাং ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহারা স্বতঃ কোনরূপ সম্বন্ধসূত্রে অন্বিত হইতে পারে না। তথাপি ইহাদিগের মধ্যে 'যে আমি পূর্ব্বে সুষুপ্ত হইয়াছিলাম সেই আমিই তৎপরে স্বপ্ন দেখিয়াছি ও সেই আমিই এক্ষণে জাগরিত রহিয়াছি।' এই একত্ব অনুভবরূপ একটী সম্বন্ধসূত্র দেখা যায়। এইটী আত্মা ভিন্ন আর কাহারই কার্য্য নহে। এই সূত্রটী সর্ব্বাবস্থাতেই অন্বিত অর্থাৎ পূর্ব্বাপর অপরিবর্ত্তিত ভাবে অবস্থিত; নতুবা ঐরূপ এক আমিত্ব বোধ ঘটিত না। সুতরাং ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে সর্ব্বদাই একভাবে অবস্থান করিয়া একজন বিশুদ্ধ দ্রষ্টা অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। অতএব অবস্থাত্রয় হইতেই আত্মবিশুদ্ধি জানা যাইতেছে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য—'সুষুপ্তিকালে যখন কিছুই অনুভব হয় না তখন দ্রষ্টৃত্বের

অতএব ন প্রমাণাপেক্ষা। অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমাণাপেক্ষা চ ন ত্বাত্মনঃ ॥২০॥ আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষা সিদ্ধিঃ কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ ॥ ২১ ॥

নন্বব্যভিচারিত্বেন কূটস্থনিত্যত্বাদানুমানে তদ্বেদ্যত্বাদেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবমিত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য অব্যভিচারিত্বাদিলিঙ্গস্যাত্মন্যারোপিতত্বাদিনিরাসদ্বারা সম্ভাবনামাত্রহেতোর্নিরপেক্ষতয়া নিশ্চায়কত্বাভাবাৎ অতিরিক্তানুভবমনপেক্ষ্য স্বরূপপ্রকাশেন কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধেত্যাশাতত ইত্যাদি। লিঙ্গস্য সম্ভাবনামাত্রহেতুত্বাদেব ন প্রমাণাপেক্ষাত্মনঃ সিদ্ধিরিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ২০ ॥

তস্য প্রমাণগম্যত্বে দূষণমাহাত্মন ইত্যাদি। আত্মনোঽপি ঘটাদিবৎ প্রমেয়ত্বে প্রমাত্রন্তরাভাবাৎ তস্য প্রমেয়ত্বেন সমাপ্তস্য প্রমাতৃত্বযোগাভাবে প্রমাণপ্রমেয়প্রমিতীনামপ্যসম্ভবাৎ ন প্রমাণেনাত্মসিদ্ধিরত্যর্থঃ ॥ ২১॥

অতএব আত্মার প্রমাণাপেক্ষা নাই। অসিদ্ধ বস্তুরই পরিচ্ছেদ (বিশেষ জ্ঞান) প্রমাণাধীন, স্বতঃসিদ্ধ আত্মার নহে ॥ ২০ ॥ যদি আত্মার সিদ্ধিও প্রমাণ সাপেক্ষ হয় তবে কাহার প্রমাতৃত্ব হইতে পারে ? ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য—যদি অব্যভিচারিত্বহেতু কূটস্থনিত্যতা অনুমান করিয়া তদ্দ্বারা আত্মাকে বুদ্ধির বেদ্য বলা যায় তবে "আত্মা অপ্রমেয় নিশ্চল, ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধাশঙ্কা উপস্থিত হয় এজন্য উক্তানুমানের তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। উক্ত অনুমানদ্বারা আত্মায় আরোপিত অনাত্মধর্ম্মের নিরাসমাত্র সাধিত হইল বাস্তবিক ধর্ম্মধর্ম্ম্যাদিভেদশূন্য আত্মস্বরূপের সাধন হইল না। আত্মা স্বরূপভাবে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, কোন প্রমাণ দ্বারা তাঁহার সিদ্ধি সম্ভব নয়; অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা তাহা জ্ঞেয় হইতে পারেন না ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য—আত্মাকে প্রমাণগম্য বলিলে যে দোষ হয় তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যদি জ্ঞান স্বরূপ আত্মার জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার কর তবে কে আত্মার

যস্য প্রমাতৃত্বং স এবাত্মা ইতি নিশ্চীয়তে ॥ ২২ ॥
নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে ॥২৩॥ নাগমোঽপি ॥ ২৪ ॥

প্রমেয়াদাত্মনো ব্যতিরিক্তস্য প্রমাতৃত্বাঙ্গীকারে কো দোষোঽস্তীতি আহ যস্যেত্যাদি ॥২২॥ প্রমাণান্তরাপ্রমেয়ত্বেঽপি তস্যাগমেন গম্যত্বমৌপনিষদত্বাদেশিতব্যমিতি শঙ্কতে নন্বিত্যাদি ॥ ২৩ ॥

আত্মনো বিষয়ত্বাভাবাৎ আগমেনাপি পরিচ্ছিদ্যমানত্বং নাস্তীতি পরিহরতি নেত্যাদি। পরিচ্ছিন্নমাত্মানমিত্যধ্যাহারঃ ॥ ২৪ ॥

যাহার প্রমাতৃত্ব তিনিই আত্মা ইহাই নিশ্চয় করা যায় ॥ ২২ ॥ কেন ? আগম (শাস্ত্র-প্রমাণ) দ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন ? ॥ ২৩ ॥ তাহা নহে আগমও আত্মাকে পরিচ্ছেদ করিতে পারে না ॥২৪॥

জ্ঞাতা হইবে ? নিজে নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না যে কর্ত্তা সেই কর্ম্ম হয় না ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি আত্মা ভিন্ন অপর কোন পদার্থ জ্ঞাতা হয় তবে তদ্দ্বারা আত্মার নিকটে আত্মার সিদ্ধি হইল না, যে জানিতে পারে তাহারই নিকট জ্ঞেয় পদার্থের সিদ্ধি হয় যে জানিল না তাহার নিকট জ্ঞেয়ের অসিদ্ধিই থাকে। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা কোন প্রমাণের জ্ঞেয় নহেন ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য—যদি একজন অপ্রমেয় স্বতঃপ্রমাণ প্রমাতা স্বীকার কর, তবে তাহাকেই আমি আত্মা বলিব। যদি বল আমি স্বতঃপ্রমাণ প্রমাতা স্বীকার করি না তবে প্রমাতার ও জ্ঞানের জন্য অন্য এক প্রমাতার আবশ্যক ॥২২॥

তাৎপর্য্য—এইরূপে উত্তরোত্তর প্রমাতৃপরম্পরার প্রয়োজন হওয়ায় অনবস্থারূপ দোষ উপস্থিত হয়, সুতরাং একজনকে স্বতঃপ্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে ; তবে তাঁহাকে আত্মা বলিলেই বিবাদ মিটিয়া যায়। আত্মা যখন জ্ঞেয়ই হইতে পারেন না তখন শাস্ত্রদ্বারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান সম্ভব নহে। শাস্ত্রের যেরূপ প্রমাণত্ব তাহা পরসূত্রে কথিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

আত্মন্যধ্যারোপিতাতদ্ধর্ম্মনিবর্ত্তনদ্বারেণ ব্রহ্মাত্মনোরেকত্ব-প্রতিপত্তিং প্রতি প্রমাণত্বং প্রতিপদ্যতে॥২৫॥ নিজ্ঞাতপদার্থ-দ্বয়স্য অনিজ্ঞাতার্থাভিব্যঞ্জকত্বেন ন তু ফলরূপেণ ॥২৬॥

কথন্তর্হি তান্ধিতশ্রুত্যা বেদান্তৈকবেদ্যত্বমাত্মনো দর্শিতমিতি তত্রাহাত্ম-নীত্যাদি। তস্মিন্নারোপিতকর্ত্তৃত্বাদিকারণীভূতাজ্ঞাননিবর্ত্তকব্রহ্মাত্মৈকত্বাকার-বুদ্ধিবৃত্তিজনকত্বেন তত্ত্বমর্থয়োরেকত্বস্য প্রতিপত্তৌ প্রমাণভাবমাত্মনোঽনুভব-তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র হেতুমাহ নিজ্ঞাতেত্যাদি। শোধিততত্ত্বম্পদার্থস্যাধিকারিণং শাস্ত্র-মন্তরেণ জ্ঞাতং ব্রহ্মাত্মৈকত্বমভিব্যঞ্জয়ৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যমুক্তেন প্রকারেণ প্রমাণভাবংভজতেঽজ্ঞাতজ্ঞাপকং প্রমাণমিত্যভ্যুপগমাৎ। অতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যং ব্রহ্মাত্মৈকত্বাকারবুদ্ধিবৃত্তিজনকদ্বারেণ জ্ঞানতদুত্থানর্থনিবর্ত্তকত্বাদেষ্টব্যং নতু ফলরূপেণ জনকং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আত্মায় অধ্যারোপিত অনাত্মধর্ম্ম নিবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব প্রতিপাদন বিষয়েই শাস্ত্র (বেদাদি) প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয়॥ ২৫ ॥ যিনি পদার্থ দুইটী (তৎ ও ত্বং) জানিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে অবিজ্ঞাত বিষয় (একত্ব) অভিব্যক্ত করে বলিয়া শাস্ত্র প্রমাণ; ফলরূপে (স্বরূপতঃ জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় বলিয়া নহে ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—জীব ও ব্রহ্ম বস্তুত এক অভিন্ন পদার্থ, ঐ ঐক্য স্বতঃসিদ্ধ, অনাদি অবিদ্যাবশতই অজ্ঞত্বাদি জীবোপাধিতে আরোপিত হয় ও ঐ উভয়ে পরস্পর ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়। উপনিষদাদি শাস্ত্র ঐ অবিদ্যারোপিত অজ্ঞত্বাদি আত্মার নহে উহা বুদ্ধির এই প্রকার বিবেক জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া স্বতঃসিদ্ধ একত্ব অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, তজ্জন্যই শাস্ত্র প্রমাণরূপে প্রযোজনীয়। বাস্তবিক আত্মার স্বরূপসিদ্ধিবিষয়ে শাস্ত্র কোন প্রমাণ নহে ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য—প্রমাণ অজ্ঞাত বিষয়েরই জ্ঞাপক সুতরাং ব্রহ্মৈক্য বিষয়ে

স্বতঃ সিদ্ধত্বাদাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাৎ ॥ ২৮ ॥

আত্মনি শাস্ত্রস্য ফলজনকত্বেন প্রমাণত্বাভাবে হেতুমাহ স্বত ইত্যাদি। অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিরিতি শ্রুতেরাত্মনঃ স্বয়মেব ফলরূপত্বান্ন তত্র ফলমুৎপাদ্য শাস্ত্রং প্রমাণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বোক্তহেতুপরামর্শদ্বারা প্রকরণার্থমুপসংহরতি স ইত্যাদি। অবস্থাত্রয়েঽপি সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞয়া প্রতীচো নুসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাব্যভিচারস্য উপদিষ্টত্বাৎ অবস্থাত্রয়স্য চ ব্যভিচারাৎ ব্যভিচারিণঃ স্থানত্রয়াদাত্মনোঽব্যভিচারিণো ব্যতিরিক্তত্বং তু প্রাগুক্তং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কারণ আত্মা স্বতঃসিদ্ধ যেহেতু স্মৃতি দ্বারা 'আমি সেই' এই প্রকারই অনুভব হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

অজ্ঞানরূপ আবরণ অবশ্যই স্বীকার্য্য, শাস্ত্র ঐ অজ্ঞানাবরণ ভেদ করিয়া ব্রহ্মাত্মৈকত্বাকার বুদ্ধিবৃত্তি জন্মাইয়া ঐক্যজ্ঞানে প্রমাণস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য—স্বরূপভাবে অনুভব প্রমাণের ফল; আত্মসম্বন্ধে শাস্ত্র সে ফল উৎপন্ন করে না তাহা হইলে 'এই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য—শাস্ত্রবিরোধ দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুদায়ের মূল হেতুটীর পুনরুল্লেখপূর্ব্বক প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। 'সেই আমি' এই অনুভব সর্ব্বাবস্থায় অব্যভিচারের অনুমাপক হেতু, ঐ অব্যভিচার আবার কূটস্থ নিত্যতার অনুমাপক সুতরাং, "সেই আমি" এই অনুভবই আত্মবিশুদ্ধি প্রতিপাদনের মূল অনুমাপক হেতু ॥ ২৮ ॥

পুণ্যাপুণ্যসম্বন্ধাভাবাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বম্ ॥২৯॥
নিত্যত্বং ॥ ৩০ ॥ শুদ্ধত্বং ॥ ৩১ ॥ বুদ্ধত্বং ॥ ৩২ ॥

তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ পুণ্যেত্যাদি। অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেনেত্যাদি শ্রুতেরাত্মনস্তদুভয়সম্বন্ধাভাবাধিগমাৎ অবস্থাত্রয়াতিরিক্তত্বং যুক্তমেবোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যদ্যপ্যবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমাত্মনঃ সিদ্ধং তদা তস্য নিত্যত্বমপি সিদ্ধমেবাবধেয়ং অবস্থাত্রয়স্যানিত্যত্বাদাকাশবচ্চ তস্য নিত্যত্বশ্রুতেরিত্যাহ নিত্যত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

নিত্যত্বে শুদ্ধত্বমপি সিধ্যত্যন্যথানুপপত্তেঃ শুদ্ধমপাপবিদ্ধমিতিশ্রুতেরিত্যাহ শুদ্ধত্বমিতি। অবস্থাত্রয়স্যৈবাশুদ্ধত্বাৎ ততো ব্যতিরিক্তত্বাচ্চ শুদ্ধত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ৩. ॥

কার্য্যেণাত্মনস্তাদাত্ম্যৈক্যয়োরভাবমভিধায় কারণেনাপি তস্য তাদাত্ম্যাভাবং সংগিরতে বুদ্ধত্বমিতি। জড়াদবস্থাত্রয়াদতিরেকাচ্চ বুদ্ধত্বমধিগম্যতে বিজ্ঞানানাদিতশ্রুতেশ্চ তদধিগতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পুণ্যাপুণ্য সম্বন্ধের অভাব বশতও আত্মার অবস্থাত্রয়াতিরিক্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

নিত্যত্বও সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩০ ॥ বিশুদ্ধ স্বরূপও সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩১ ॥ প্রবুদ্ধ স্বরূপও সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য—'আত্মা পুণ্যযুক্ত নহেন পাপযুক্তও নহেন।' ইত্যাদি শ্রুতি স্মরণ করিয়া আত্মবিশুদ্ধির আবার একটী হেতু দেখাইতেছেন ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য—যখন অবস্থাত্রয়াতিরিক্তত্ব সিদ্ধ হইল তখন নিত্যত্ব ও সিদ্ধই হইয়াছে। অবস্থাভেদ প্রাপ্তিই অনিত্যত্ব। সর্ব্বদা একাবস্থাই নিত্যত্ব ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য—নিত্য হইলেই তাহাকে বিশুদ্ধ ও বলিতে হইবে, যে বস্তু অন্য কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত নহে, এবং স্বতন্ত্র ও অবিকারী, তাহাই বিশুদ্ধ সুতরাং আত্মাও বিশুদ্ধ; বিশুদ্ধ অর্থে নির্ম্মল ধরিলেও আত্মা বিশুদ্ধ, যে অপূর্ব্ব জ্যোতির ছায়া প্রাপ্ত হইয়া স্ফটিকনির্ম্মলা বুদ্ধিও নৈর্ম্মল্য প্রাপ্ত হয় তাঁহার নির্ম্মলত্ব বিচিত্র নহে ॥ ৩১ ॥

মুক্তত্বং ॥ ৩৩ ॥ অবিক্রিয়ত্বং ॥ ৩৪ ॥

অপরিলুপ্তদৃক্‌স্বরূপত্বং ॥ ৩৫ ॥ একত্বং চাত্মনঃ ॥৩৬॥

ইদানীং কারণেনৈক্যাভাবং আত্মনো দর্শয়তি মুক্তত্বমিতি। বুদ্ধ্যাত্মনোঽবস্থাত্রয়াদতিরেকাচ্চ এতদধিগন্তব্যং। অবিদ্যাকামকর্ম্মপারতন্ত্র্যাভাবে পুরুষস্যাসঙ্গতাবগতেতি ॥৩৩॥ কূটস্থত্বে হেতুমাহ অবিক্রিয়ত্বমিতি। অবিক্রিয়াবত্ত্বোঽবস্থাত্রয়াতিরেকান্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং ইতি শ্রুতেশ্চৈতদুপপন্নমিত্যর্থঃ ॥৩৪॥

যদুক্তমাত্মনো বুদ্ধত্বং তদুপপাদয়তি অপরীত্যাদি। নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপোঽস্তি অবিনাশিত্বাদিতি শ্রুতেস্তৎপরিলোপে চ সাধকান্তরস্যান্বেষ্যত্বাৎ তস্যৈব দৃগ্‌রূপত্বসম্ভবাৎ জ্ঞানানন্দাদিশ্রুতেশ্চ নিত্যশুদ্ধত্বং দ্রষ্টৃরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদি শ্রুতেরেক এব তু ভূতাত্মা ইত্যাদি স্মৃতেশ্চানেকস্মাদবস্থাত্রয়াদতিরেকাদেব সিদ্ধমেকত্বমপীত্যাদৈকত্বমিত্যাদি ॥ ৩৬ ॥

মুক্তত্বও সপ্রমাণ হইতেছে ॥ ৩৩ ॥ নির্ব্বিকারত্বও প্রমাণ হইতেছে ॥৩৪॥ দ্রষ্টৃত্ব শক্তির অপরিলোপও প্রতিপাদিত হইতেছে ॥৩৫॥ একত্বও সপ্রমাণ হইতেছে ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য—কার্য্যরূপ শরীরাদি হইতে আত্মার পার্থক্য দেখাইয়া কারণরূপ বুদ্ধি হইতেও তাঁহার পার্থক্য দেখাইতেছেন। জড় অবস্থাত্রয়ের প্রকাশকত্ব দেখিয়া আত্মার বোধস্বরূপত্ব স্পষ্টই অনুভূত হইতে পারে, আত্মা জ্ঞানময় না হইলে অন্ধের নিকটে রূপের ন্যায়, প্রাণীর নিকট জড়জগতের অস্তিত্বই উপলব্ধ হইত না। ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য—যাহার অন্যের সহিত সম্বন্ধ আছে সেই অন্যদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে যাহার সম্বন্ধ নাই সে কখনই বদ্ধ হয় না সুতরাং সর্ব্বসম্বন্ধরহিত আত্মা নিত্য মুক্ত। অবিক্রিয়ত্ব পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য—সুষুপ্ত্যাদি বিকারকালে আত্মার দৃক্‌শক্তির লোপ হয় না। ইহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রমাণ নাই, বিশেষত ইহার আনুকূল্যে শ্রুতি ও আছে যথা 'দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ নাই' ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য—'এক অদ্বিতীয় দেবতা সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছেন' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'ভূতাত্মা একই' ইত্যাদি স্মৃতি থাকায় এবং অবস্থাত্রয়াতিরিক্ত বলিয়াও আত্মার একত্ব অর্থাৎ অখণ্ড অভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

স্বানুভবেনৈব মম সিদ্ধমিতি জানাতি বিদ্বান্ ॥৩৭॥

আচার্য্যপ্রসাদাৎ অজ্ঞাননিদ্রাপ্রবুদ্ধঃ সকলসংসার-বিমুক্তো বিদ্বান্ ॥ ৩৮ ॥

উক্তাত্মস্বরূপে শাস্ত্রযুক্তী সমধিগতে বিদ্বদনুভবমপি সমুচ্চিনোতি স্বেত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

যদোৎকৃষ্টমাত্মবস্তু বিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে তর্হি কেন প্রকারেণ পুরুষস্য বিদ্বত্তা সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ আচার্য্যেত্যাদি। আচার্য্যেণ শাস্ত্রদর্শিতবিশেষণ-বতানুগৃহীতো যদৈবং বোধ্যতে—নাসি ত্বং দেহাদিসঙ্ঘাতো নাপি সংসারী কিন্তু যদশেষোপনিষৎপ্রতিপাদ্যং অদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দৈকতানং ব্রহ্ম তদেব ত্বমসীতি,—তদা বিদ্বানাপদ্যতে যদা চৈবং তদৈবাজ্ঞানলক্ষণায়া নিদ্রায়াঃ প্রতিবুদ্ধস্তৎপ্রসূতকর্তৃত্বাদিসমস্তসংসারনির্ম্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। আচার্য্যোপদিষ্টতত্ত্বমস্যাদিবাক্যপ্রসূতসম্যগ্‌জ্ঞানসমানকালৈব বিদুষাম্মুক্তিঃ। তস্য প্রারব্ধকর্ম্মশেষবশাৎ জীবন্মুক্তস্বরূপেণ বর্ত্তমানস্য বর্ত্তমানিকদেহ-পতনানন্তরং বিদেহকৈবল্যমাপ্রস্তবতীত্যুক্তং ॥ ৩৮ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ অনুভব দ্বারাই আমার আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারেন ॥৩৭॥

আচার্য্যের অনুগ্রহে অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক জ্ঞানী হওয়া যায় ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য।—শাস্ত্র এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রমাণস্বরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তির অনুভবেরও উল্লেখ করিতেছেন। শাস্ত্রসম্প্রদায় আলোচনা করিলেই এ অনুভবটী প্রতীত হইবে ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য—যদি জ্ঞানী হইলে পূর্ব্বরূপে আত্মস্বরূপ অনুভূত হয় তবে কি প্রকারে জ্ঞানী হওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। যখন শাস্ত্র পারদর্শী পরম কারুণিক আচার্য্য এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন যে—শিষ্য তুমি দেহাদিসঙ্ঘাত নহ, সমস্ত উপনিষদ যে একমাত্র অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম পদার্থকে প্রতিপাদন করে তুমি তাহাই—তখন অজ্ঞানরূপ নিদ্রা দূরীভূত হইয়া যায় ও মানসাকাশে প্রবোধচন্দ্র

এষ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ॥৩৯॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবতি নান্যথেতি ॥৪০॥

ইদানীং পরমপ্রকৃতমুপসংহরতি এষ ইত্যাদি। অয়মেব পূর্ব্বাচার্য্যপরম্পরাপ্রাপ্তো মোক্ষোপায়ো জ্ঞানোপদেশপ্রকারো নান্য ঈদৃশোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

যদ্যপি পূর্ব্বেষাং ভাগধেয়ভাগিনাং যথোক্তাদুপদেশাদাত্মজ্ঞানোদয়দ্বারা কৈবল্যং লব্ধুং শক্যতে তথাপি নেদংযুগীনানাং অল্পভাগ্যানাং ইত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিত্যাদি। অদ্যত্বেঽপি দেবো মনুষ্যো বা প্রদর্শিতমার্গেণ জ্ঞাত্বা নিঃশ্রেয়সং প্রতিপদ্যতে নান্যথা কর্ম্মাদিসাধনান্তরেণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

এই আত্মজ্ঞানোপদেশ বিধি ॥ ৩৯॥ এইরূপে জ্ঞান লাভ করিয়াই লোকে কৃতার্থ হয়, অন্য প্রকারে হয় না ॥৪০॥

উদিত হয়। তখন শিষ্য অধ্যাত্মতত্ত্বে জাগরিত হইয়া ব্রহ্মৈক্য অনুভবপূর্ব্বক কৃতার্থ হন। অনন্তর ভ্রাম্যমাণ কুলালচক্রের ন্যায় প্রারব্ধকর্ম্মচক্রের বেগ নিবৃত্ত হইলে ভোগায়তনস্বরূপ বর্ত্তমান দেহ বিনষ্ট হয় ও তিনি বিদেহ কৈবল্যলাভ করিয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলীন হইয়া যান ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য—এক্ষণে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য প্রধান বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। পূর্ব্বাচার্য্য পরম্পরাগত এইরূপ জ্ঞানোপদেশই মোক্ষ লাভের উপায় অন্যপ্রকার উপদেশ মোক্ষ সাধনে সমর্থ হয় না ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বকালের লোকে সৌভাগ্যশালী ছিলেন তাঁহারা এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ করিয়া থাকিবেন; এখনকার লোক নিতান্ত অল্পভাগ্য, সুতরাং আমরাও এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ করিব তাহার নিশ্চয় কি? এইরূপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তির বিষাদ দূরীকৃত করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পরমকারুণিক আচার্য্য বেদান্তবিজ্ঞানের সর্ব্বকালীন মুক্তিপ্রদানসামর্থ্য কীর্ত্তন করিতেছেন। যুগযুগান্তর পূর্ব্বেই হউক আর অদ্যই হউক, সৌভাগ্যশালী দেবতাই হউন, আর দুরদৃষ্ট মনুষ্যই হউক, ব্রহ্মবিজ্ঞান নিজ সামর্থ্যে সকলকেই মুক্তিপ্রদান করিবে; সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে কেহ যেন নিরুৎসাহ না হন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায় ॥ ৪০ ?

এবং বেদান্তানুশাসনং বেদান্তানুশাসনমিতি ॥ ৪১ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ইতি শ্রীমৎ-পূজ্যপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ভগবচ্ছ-ঙ্করবিরচিত আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ সমাপ্তঃ।

তত্র প্রমাণমাহ এবামত্যাদি। এবমিদন্তথে 'তর্হি যএবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি সইদং সর্ব্বং ভবতি। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যমত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ। পদাভ্যাসস্ত প্রকরণপরি-সমাপ্তিফলত্বাদিতিশব্দেন শাস্ত্রার্থস্যৈবাত্র সংক্ষিপ্যোক্তত্বাদ্ বক্তব্যাবশেষা-ভাবাদশেষমতিবিশদমিতি সূচিতং ॥ ৪১ ॥

সংসারগরলধ্বংসিসুধাধারাভিবর্ষিণী।
আত্মজ্ঞানানুগা টীকা টীকতাম্পুরুষোত্তমৈঃ ॥
ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ।
সমাপ্তা শ্রীমদানন্দজ্ঞান-ভগবদ্বিরচিত-টীকা ॥

এই প্রকারই বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশাসন; এই প্রকারই বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশাসন ॥৪১॥ ইতি চতুর্থ খণ্ড।

ইতি ভগবান পূজ্যপাদ পরম-হংস-পরিব্রাজক শ্রীশঙ্করা-চার্য্য বিরচিত আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি নামক প্রবন্ধ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥ হরিঃ। ওঁ তৎসৎ।

তাৎপর্য্য—শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ উক্তি দৃঢ়তর করিতেছেন। 'অতএব যে ব্যক্তি এ প্রকার জানিতে পারেন যে আমি ব্রহ্ম তিনি সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন।' 'মোক্ষ প্রাপ্তির অন্য পথ নাই'। ইত্যাদি বেদান্ত বাক্য আচার্য্যো-ক্তির সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। সূত্রান্তভাগের দুইবার আবৃত্তি গ্রন্থসমাপ্তি সূচক। বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপতঃ নিঃশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে ইহাই ইতি শব্দের অর্থ। সংসার বিষনাশক সুধাধারাবর্ষিণী এই আত্মজ্ঞান টীকা পরমপুরুষের প্রসাদ দৃষ্টি লাভ করুক। ইতি বিজ্ঞানাচার্য্যকৃত টীকা সমাপ্ত। ওঁ হরিঃ ওঁ। ॥ ৪১ ॥

ব্যাস
শুক
শুক
গৌড়পাদ
গৌড়পাদ
গোবিন্দপাদ
গোবিন্দপাদ
শঙ্করাচার্য্য
শঙ্করাচার্য্য
মণ্ডন
সরস্বতী
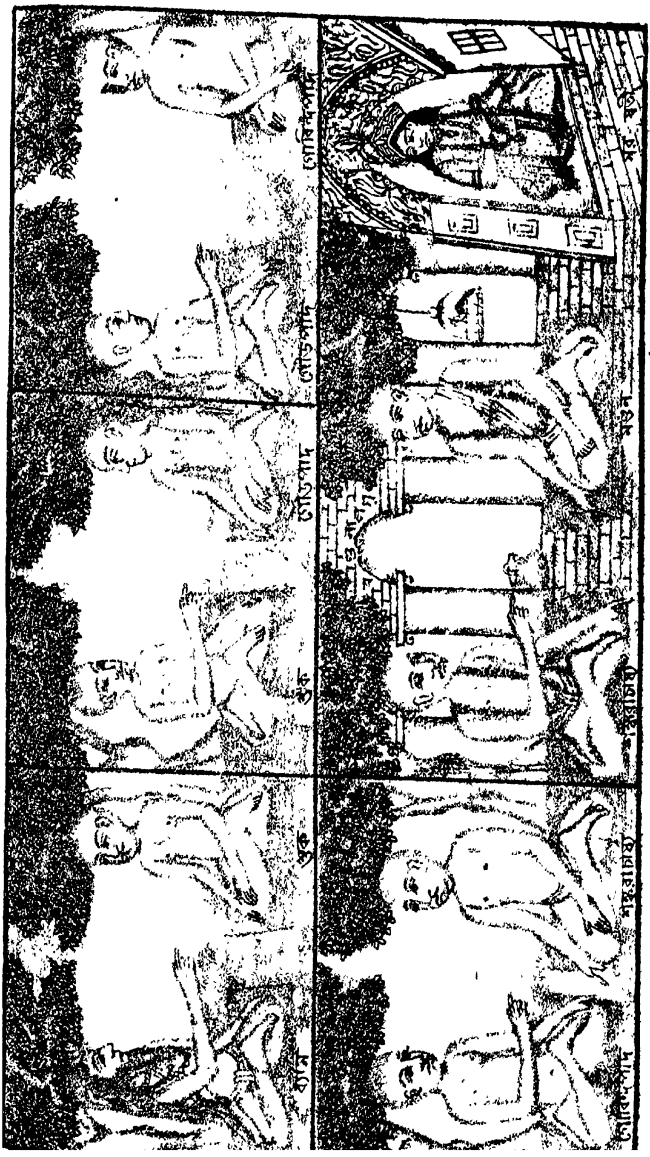
ওঁ হরিঃ।

অজ্ঞানবোধিনী।

চিৎসদানন্দরূপায় সর্ব্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিণে ॥
যদজ্ঞানাদিদং ভাতি যজ্জ্ঞানাদ্বিনিবর্ত্ততে।
নমস্তস্মৈ চিদানন্দবপুষে পরমাত্মনে ॥
অথাধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষুণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, যিনি যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের বেদ্য, যিনি অনন্তরূপী সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। ১।

যাঁহাকে না অবগত হওয়াতেই এই সংসার সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় এবং যাঁহাকে অবগত হইলেই ইহা নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই চিদানন্দমূর্ত্তি পরমাত্মাকে নমস্কার। ২।

সংপ্রতি আমরা আত্মজ্ঞানোপদেশ-বিধি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যাঁহারা তপোনুষ্ঠানাদি দ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়াছেন, এবং যাঁহারা শান্ত, বৈরাগ্যশালী ও মুক্তিলাভে ইচ্ছুক, আত্মবোধ তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য আচার্য্য ইহার উপদেশ দিতেছেন।

অনাত্মভুতে দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাম্ ।
সাবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ॥

অনাদিঃ সান্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসঃ মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ। অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্বজ্ঞানং শিষ্যঃ শ্রীগুরুং পরিপৃচ্ছতি। ভো ভগবন্! স আত্মা কীদৃশঃ? শ্রীগুরুরাহ। তৎ শৃণু চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়মখণ্ডমচলমজমক্রিয়কূটস্থানন্ত-স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম স আত্মা। ভো ভগবন্! তর্হি দীর্ঘেঽস্মিন্ সংসারে সংসৃতিঃ কস্য? তস্যৈব। স্বাভাবিকী নৈমিত্তিকী বা যদীদৃশঃ স্বভাবঃ তর্হি অবর্জনীয়ত্বাৎ মম মোক্ষাশা নাস্তি।

আত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন দেহপ্রভৃতি পদার্থে দেহিগণের আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই অবিদ্যা, অর্থাৎ অজ্ঞান; এই অবিদ্যা হেতু বন্ধ হয়। ঐ বন্ধের নাশকেই মোক্ষ বলে।

এই অনাত্ম-বস্তুতে আত্মত্বারোপ প্রাকৃতিক ইহা অনাদি কিন্তু অনন্ত নহে; ইহা মিথ্যা জ্ঞান স্বরূপ এবং সকলেরই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। সকল অনর্থের হেতুস্বরূপ এই অবিদ্যার নিবারণের নিমিত্ত শিষ্য শ্রীগুরুর নিকট আত্মৈক্য-জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন।

প্রঃ। ভগবন্! সেই আত্মা কি প্রকার? উঃ। তাহা শ্রবণ কর; সেই আত্মা সচ্চিদানন্দময়, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্ত, স্বয়ংজ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্মস্বরূপ।

প্রঃ। ভগবন্! তবে এই ধারাবাহী দীর্ঘ সংসারে কাহার জন্মাদি হয়? যদি আত্মারই হয় তবে ইহা স্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক? যদি এই প্রকারই তাঁহার স্বভাব হয় তবে তাহা পরিত্যাগ করিবার যোগ্য নহে, সুতরাং তাহা হইলে আর আমাদিগের মোক্ষের আশা থাকে না।

গুরুরাহ। নহি বৎস! নৈমিত্তিকী। তর্হি কিং নিমিত্তং? তৎ সাবধানমতিঃ শৃণু। স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া স্বানুভবগম্যা স্বভাস্যা অবস্তু অনির্ব্বাচ্যা অবিদ্যা অস্তি। সা অস্যাশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-বলেন চিৎ-সদানন্দানন্তাদ্বিতীয়-স্বভাবমাবৃণোতি। যথা গর্ভান্ধকারেণাগারগর্ভমাচ্ছাদ্যতে তথা চিদ্রূপং কুটস্থমাত্মানং স্বস্বরূপমাচ্ছাদ্যমিব বিক্ষিপতি। বিক্ষিপ্তশ্চ অনাত্মনি দেহাদৌ আত্মত্বে-

---

উঃ। না বৎস! স্বাভাবিক নহে, তাহা নৈমিত্তিক। তবে নিমিত্ত কি? তাহা সাবধান চিত্তে শ্রবণ কর। অবিদ্যা বলিয়া একটী অনির্ব্বাচ্য পদার্থ আছে, তাহা কোন বস্তুই নহে, তাহার অধিষ্ঠান-স্বরূপ আত্মাই একমাত্র বস্তু অথচ তাহা যেন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আত্মাকেই নিজের বিষয় করিতেছে। নিজ অনুভবই এই অবিদ্যার প্রমাণ এবং ইহা আত্মারই প্রকাশ্য। সেই অবিদ্যা আশ্রয়ত্ব এবং বিষয়ত্ব বলে অদ্বিতীয় চিৎসদানন্দ-স্বভাব আত্মাকে আবৃত করে। যেমন গৃহের অভ্যন্তরস্থিত অন্ধকারে গৃহের অভ্যন্তর নিজেই আবৃত হয় সেই প্রকার অবিদ্যা জ্ঞানময়, অবিকারী, স্বস্বরূপ আত্মাকে যেন আচ্ছন্ন পদার্থেরই ন্যায় বিক্ষিপ্ত করে। *

---

* অবিদ্যা—বেদান্ত মতে অবিদ্যা কি? যে অবিদ্যামায়ার শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মোহিত হইয়া রহিয়াছে তাহা স্বয়ং বুঝিয়া উঠা বা অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া কি কাহারও সাধ্য? না, অবিদ্যা বুঝাইতে চেষ্টা করাই আমাদের অবিদ্যা। তবে যে অবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে ইহা কেবল পূর্ব্বাচার্য্যগণের উক্তির বিবরণমাত্র। অবিদ্যা বা অজ্ঞান ইন্দ্রজালের ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায়, বা মরুভূমিস্থ মরীচিকার ন্যায় অথবা রজ্জুসর্পের ন্যায় আত্মায় কল্পিত হয় তাহা বাস্তবিক নাই। তাহা আত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই নহে, তাহা নিজে অসৎ অবস্তু। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশিত হইলেই তাহা

নাভিমন্যমানোঽপ্যপ্রাপ্তাশেষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষানর্থঃ অবিদ্যাপ্রকল্পিতৈরেব সাধনৈরিষ্টপ্রাপ্তিমনিষ্টনিবৃত্তিং হৃদি আকাঙ্ক্ষন্ লৌকিক-বৈদিক-স্বাভাবিকৈরনুষ্ঠিতৈরপি বিষয়-সুখার্থং মোক্ষাকাংক্ষামলভমানঃ অলাবু-বন্মকরাদিভিরিব রাগদ্বেষাদিভিরিতস্তত আকৃষ্যমাণঃ সুরনরতির্য্যগাদিপ্রভেদভিন্নাসু নানা-যোনিষু পরিবর্ত্তমানো মোহেন মুহ্যমানঃ সংসরতি।

তথা চ শ্রুতিঃ। নতং বিদাথ য ইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভুব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাঃ চাসুতৃপ

অনন্তর অবিদ্যাবৃত আত্মা অনাত্মভূত দেহাদি পদার্থে আত্মরূপে আরোপিত হইয়া কোন পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন না; অনর্থে জড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই অবিদ্যাপ্রকল্পিত উপায় দ্বারাই ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিষয়সুখার্থ লৌকিক বৈদিক ও স্বাভাবিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু মোক্ষাকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত না হওয়ায় অলাবুর ন্যায় সংসার সাগরে ভাসিতে থাকেন ও মকরাদি সদৃশ রাগদ্বেষাদি দ্বারা ইতস্ততঃ আকৃষ্ট হইয়া দেব নর পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মোহে মুগ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

শ্রুতিতে ইহাই কথিত হইয়াছে যথা—যিনি এই মায়াপ্রপঞ্চ অবগত আছেন তোমরা তাঁহাকে অবগত নহ, কুজ্ঝটিকাবৃত সূর্য্যের

নষ্ট হইয়া যায় আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, যাহা কোন বস্তু তাহা একেবারে নষ্ট হয় না তাহার কিছু না কিছু প্রকারান্তরে অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং এই অবিদ্যা বাস্তবিক কোন বস্তু নহে কেবল অন্তঃকরণের ভ্রান্তিমূলক দীর্ঘ সংস্কারপ্রবাহমাত্র।

উক্থশাসশ্চরন্তি। স্মৃতিরপি, পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু। স্বামিন্ যুষ্মদ্বচনমসমঞ্জসমিদং ভাতি। কথমিত্থং। কূটস্থচিদ্ঘনৈকরসস্যাত্মনঃ শশবিষাণসদৃশাবিদ্যাবরণবিক্ষেপরূপত্বং কথং সম্ভাব্যতে। গগনারবিন্দবসৎ তস্য সুরভিত্বংকুতঃ। অসম্ভাবনীয়া মায়া। সাধু সাধু অরে! আত্মাবিবেকভ্রমমাত্রসিদ্ধম্। ভো ভগবন্! যদ্ ভ্রমমাত্রসিদ্ধংতৎ কিং সত্যম্। অরে যথা ইন্দ্রজালং পশ্যন্তি জনঃ ব্যাঘ্রজলতড়াগাদি সত্যতয়া ন প্রতিভাতি কিম্। ইন্দ্রজালভ্রমে নিবৃত্তে সর্ব্বং মিথ্যেতি জানাতি। ইদন্তু সর্ব্বেষামনুভবসিদ্ধম্। যথা রজ্জা-

---

ন্যায় যজ্ঞকারিগণ মায়ায় আবৃত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করিয়া সংসারে বিচরণ করে; ইত্যাদি।

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যথা—পুরুষ প্রকৃতিস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন, গুণসঙ্গই ইঁহার সদসৎজন্মরূপে জন্মগ্রহণের কারণ। গুরো! আপনার এই কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন? দেখুন—আত্মা কূটস্থ চৈতন্যঘনরসস্বরূপ, শশশৃঙ্গসদৃশ অবিদ্যার আবরণদ্বারা তাঁহার বিক্ষেপ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আকাশকুসুম অবিদ্যমান বস্তু তাহার কি সৌরভ থাকে? সুতরাং এই মায়া নিতান্ত অসম্ভব। সাধু সাধু, বৎস! এই মায়াবরণ আত্মার অবিবেকরূপ-ভ্রমমাত্র-সিদ্ধ। ভগবন্! যাহা ভ্রমমাত্র সিদ্ধ তাহা কি সত্য হইতে পারে? শিষ্য! যেমন লোকে ইন্দ্রজাল দর্শন করে; তখন কি ব্যাঘ্র জল তড়াগ প্রভৃতি সত্যের ন্যায় বোধ হয় না? ইন্দ্রজাল ভ্রম নিবৃত্ত হইলে সকলই যে মিথ্যা ইহা জানিতে পারে। এসমস্তই সকলের অনুভবসিদ্ধ।

বহিভ্রমে নিবৃত্তে রজ্জুরেব সর্পো নান্যৎ কিঞ্চিদপি তথা অবিবেকভ্রমে নিবৃত্তে তদনন্তরং সর্ব্বং মিথ্যেতি জ্ঞায়তে।

ভো ভগবন্! তর্হি অস্য ভ্রমস্য নিবৃত্তিঃ কথম্?

তং শৃণু। অকস্মাৎ স কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাৎ বেদোদিতেনেশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানেনাপগতরাগাদিমলঃ অনিত্যাদিদর্শনেন ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ বেদান্তে প্রতীয়মানং ব্রহ্মাত্মানুভবং বুভুৎসুঃ আত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছতি। জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যমিতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানন্তু শ্রবণমননিদিধ্যাসনমন্তরেণ ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম নিবৃত্ত হইলে সর্প রজ্জুই আর কিছুই নহে ইহা জানিতে পারে সেইরূপ অবিবেকভ্রম নিবৃত্ত হইলে তাহার পর সকলই মিথ্যা ইহা জানিতে পারে।

ভগবন্! তবে কিরূপে সেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়? তাহা শ্রবণ কর। দৈবাৎ সেই ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন পুণ্যবলে ঈশ্বরার্থ বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা রাগাদি মলিনত্ব দূর হইলে এবং অনিত্যতাদি দেখিয়া ঐহিক পারত্রিক ফলভোগে বৈরাগ্য জন্মিলে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মার একত্ব অনুভব অবগত হইতে ইচ্ছা উপস্থিত হয়, এবং তখন আপনাকে জানিবার ইচ্ছা করে। জ্ঞান হইতেই কৈবল্য হয় ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞান আত্মার শ্রবণ মনন ও ধ্যান ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। ইহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথা—বৎস! আত্মার দর্শনই প্রয়োজনীয়, সুতরাং তাঁহার শ্রবণ মনন ও ধ্যান করিতে হইবে। এই ত্বং-পদার্থের

ত্বং পদার্থ বিবেকায় সংন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শ্রুত্যা বিধীয়তে যস্মাদন্যথা পতিতো ভবেৎ॥

তস্মাদেবাচার্য্যাদ্‌ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ। কথম্? আচার্য্যোঽজ্ঞো বা স্যাৎ যদ্যজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি। ততঃ অজ্ঞান-তৎকার্য্য-দেহদ্বয়নিবৃত্তেঃ তদা দেহাদি-সংবন্ধাভাবাত্তু ন শিষ্যাদিশাসনং হ্যুপপদ্যতে। তস্মাদ্দেহাদিসম্বন্ধোঽঙ্গীকর্ত্তব্যঃ। তদা জ্ঞানাদজ্ঞানতত্তৎকার্য্যা-নিবৃত্তেরনবগতব্রহ্মাত্মভাবঃ স্যাৎ। তস্মাদাচার্য্যাধীনং জ্ঞানমপেক্ষ্যতে ইত্যসমঞ্জসং। নায়ং দোষঃ। জ্ঞানিনো ব্রহ্মজ্ঞানে জাতে তেন বাধিতস্যাপি প্রারব্ধফলস্য

(আত্মার) বিবেক (দেহাদি হইতে পার্থক্য) অবগত হইতে হইলে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত ইহা স্মৃতির বিধান, সুতরাং তাহা না করিলে পতিত হইতে হইবে। গুরু হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। গুরো! ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? যদি গুরু অজ্ঞ হন তবেত তিনি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের উপদেশে সমর্থ হইবেন না। যদি বিজ্ঞ হন তাহা হইলেও তিনি ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞান-কার্য্য দেহাদি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। দেহাদি না থাকিলে শিষ্যাদিকে শিক্ষাপ্রদান কখনই ঘটিতে পারে না। সুতরাং দেহাদি সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে তাহা হইলে আর জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দেহাদির নিবৃত্তি হইল না। সুতরাং আচার্য্যাধীন জ্ঞান ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বৎস! তাহা নহে এস্থলে এরূপ দোষ ঘটিতে

কর্ম্মণোঽ বাধিতত্বম্ অতএব জ্ঞানিনামপি প্রারব্ধ-বেগবশাৎ দেহাদি প্রতিভাসতে। অথাবগত-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সম্প্রদায়ক্রমেণোপদিশতি তস্মাদাচার্য্যা-ধীনং জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সিদ্ধম্। তস্মাদ্বেদোক্ত-শমদমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো ব্রহ্মবিদাচার্য্যমুপেত্য সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতং কৃত্বা সমিৎপাণিঃ পুরস্ত উপবিশ্য বিজ্ঞাপয়তি। তথা চ শ্রুতিঃ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুং তত্ত্বজ্ঞানার্থমভিগচ্ছেৎ। ভো ভগবন্! সংসারতাপত্রয়ার্কসন্তপ্তোঽহম্, অস্য তাপস্য নিবৃত্তিং কুরুমমেতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুরুপদিশতি। কথম্।

ইত্থম্। তব ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবে জ্ঞানে জাতে সংসার-

পারে না। জ্ঞানিব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে তদ্দারা অন্যান্য কর্ম্মফলের বিনাশ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মফলের বিনাশ হয় না। এই হেতুই জ্ঞানিদিগের দেহাদি কিছুদিন বর্ত্তমান থাকে। সেই অবস্থাতেই তাঁহারা সম্প্রদায়ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব আচার্য্যাধীন জ্ঞানও জ্ঞানাধীন মুক্তি ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব বেদোক্ত শমদমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক সমিধ্ হস্তে সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজাভিপ্রায় অবগত করিবেন। শ্রুতিতে এইরূপই উক্ত হইয়াছে যথা—সমিৎপাণি শিষ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ গুরুর নিকটে গমন করিবেন। শিষ্য বলিবেন ভগবন্! আমি সংসারে তাপত্রয়রূপ সূর্য্যের তাপে সন্তপ্ত হইয়াছি, আপনি আমার এই সন্তাপ নিবারণ করুন।

এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া গুরু এই প্রকারে উপদেশ প্রদান করি-

নিবৃত্তির্ভবিষ্যতি নান্যথা। ভো ভগবন্! তৎ কেন ভবতি? তৎ শৃণু আদৌ ত্বংপদশোধনেন জীবত্বং নিরস্যাতিশুদ্ধো ভবিষ্যসি তদা ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবো ভবতি। যথা গ্রামাদিস্থিতং চন্দনবৃক্ষং প্রতি অজ্ঞস্যাসম্ভাবনা ভবত্যেব নেহ চন্দনমিতি। অন্যো যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি কটুসুগন্ধশীতলং চন্দনমিতি। তথা শ্রুত্যবধারিতস্য তত্ত্বং ব্রহ্ম মহাবাক্যার্থস্য তাৎপর্য্যং গুরুর্যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি। চিৎসদানন্দস্বরূপত্বং তদা সম্ভাবয়তি।

ভো ভগবন্! সা শোধনযুক্তিঃ কথম্? ইত্থম্। অরে শিষ্য! ইদং শরীরং দৃশ্যং জড়মনিত্যমমঙ্গলং ত্বং ন ভবসি।

বেন। শিষ্য, ব্রহ্ম এবং আত্মার ঐক্য জ্ঞান জন্মিলেই তোমার সংসার নিবৃত্ত হইবে। অন্য প্রকারে হইবে না।

ভগবন্! সেই জ্ঞান কি প্রকারে হয়? তাহা শ্রবণ কর। প্রথমতঃ 'ত্বম্' পদ শোধনদ্বারা জীবত্ব দূর করিয়া তুমি অতিশয় শুদ্ধ হইবে। তখনই ব্রহ্মাত্মৈকত্ব ভাব হয়। যেমন—কোন গ্রামাদিতে একটী চন্দনবৃক্ষ আছে, যে ব্যক্তি চন্দন চিনেনা প্রথমতঃ তাহার সেই বৃক্ষটী দেখিয়াও এখানে চন্দন নাই এইরূপে চন্দনের অসম্ভাবনা জ্ঞানই হইয়া থাকে। পরে যখন অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেয় যে কটু সুগন্ধ এবং শীতল গুণবিশিষ্ট বৃক্ষই চন্দন বৃক্ষ, তখন সে জানিতে পারে যে এইটী চন্দন। এই প্রকার, 'তুমি সেই ব্রহ্ম' এই বাক্যটীর যে শ্রুতিবিনিশ্চিত তাৎপর্য্য তাহা যখন গুরু যুক্তি দ্বারা শিষ্যকে বুঝাইয়া দেন, তখন শিষ্য আপনার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব হৃদয়ে সম্ভাবনা করে।

ভগবন্! সেই শোধন যুক্তি কিরূপ? এইরূপ—শিষ্য! এই

ভো ভগবন্! দৃশ্যং জড়মনিত্যমমঙ্গলং কথম্? ইত্থং। এতচ্ছরীরোৎপত্তেঃ প্রাগেতচ্ছরীরং তব নাস্তি যত ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। এতচ্ছরীর-নাশাদূর্দ্ধং এতচ্ছরীরং তব নাস্তি যত ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। আদৌ অন্তে চ যত ইদং শরীরং তব নাস্তি ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। অতো বর্ত্তমানতোঽপি ইদং দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি।

কিঞ্চ মমেদমিতি শরীরং প্রতীয়তে। অতস্ত্বৎ-সকাশাদ্ভিন্নঃ ত্বং দ্রষ্টা ইদং তব দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি। যথা দাহ্যাৎ কাষ্ঠাদ্ব্যতিরিক্তো দাহকঃ প্রকাশ-কোঽগ্নিঃ। তথা দৃশ্যাত্ত দেহাৎ দ্রষ্টা ত্বং ব্যতিরিক্ত ইতি সিদ্ধম্।

যে শরীর দেখিতেছে ইহা তোমার দৃশ্য, জড়, অনিত্য এবং অমঙ্গল-ময়, তুমি এই শরীর নহ।

ভগবন্ এই শরীর কি প্রকারে জড়, অনিত্য এবং অমঙ্গল?

তাহা এই প্রকার—দেখ এই শরীর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ইহা তোমার ছিল না অতএব তুমি এই শরীর নও, এবং শরীর বিনষ্ট হইবার পরেও ইহা তোমার থাকিবে না অতএব তখনও তুমি এই শরীর নও। আদি এবং অন্তে যখন ইহা তোমার থাকে না তখন তুমি এই শরীর নও। এই জন্যই * বর্ত্তমান কালেও তুমি এই শরীর নহ।

অথবা (এই শরীর আমার) এইরূপে শরীরের প্রতীতি হয় অতএব তুমি ইহা হইতে ভিন্ন ইহার দ্রষ্টা এবং ইহা তোমার দৃশ্য সুতরাং তুমি এই শরীর নহ। যেমন দাহকও প্রকাশক অগ্নি ইহার

---

* অর্থাৎ যাহা আদিতে ও অন্তে বর্ত্তমান থাকেনা তাহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

অন্যচ্চ। স্বপ্নান্তে দিব্যশরীরভেদমাস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জন্ এবং প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্নাহ দেবো মনুষ্যো বা যো বেত্তি দেবশরীরে বাধ্যমানেঽপি অহমাস্পদমবাধ্যমানম্ অতস্ত্বং শরীরাস্তিন্ন এব স্বপ্নমরণাদৌ দর্শনাৎ। অপিচ যোঽহয়ং কৌমারে নানাক্রীড়ামনুভবন্ সোঽহয়ং স্থবিরে অনির্বৃত্তিঃ স্থিত এবং বদতি। তথা স্থবিরকৌমারশরীরদ্বয়ং তস্য ব্যবহারদ্রষ্টা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। দ্রষ্টা দৃশ্যাদন্য

দাহ্য কাষ্ঠ হইতে বিভিন্ন সেইরূপ দ্রষ্টা তুমিও দৃশ্য দেহ হইতে বিভিন্ন। এইরূপে দেহ হইতে তোমার ভেদ সিদ্ধ হইল।

আরও দেখ—স্বপ্নকালে হয়ত কোনও ব্যক্তি দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই শরীরোচিত ভোগ্য ভোগ করে, এবং যখন জাগরিত হয় তখন আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় সেই মনুষ্য শরীরবিশিষ্টই দর্শন করে। কিন্তু এইরূপ হইলেও সে ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, যে আমি দেবতা হইয়া ভোগ করিয়াছিলাম সেই আমিই মনুষ্য হইয়া অবস্থান করিতেছি। এইরূপে দেবতা এবং মনুষ্য উভয় অবস্থাতেই যিনি এক আমিরূপে সমস্ত জানিতে পারিতেছেন তিনি একবস্তু এবং দেব-শরীর নষ্ট হইলেও সেই এক আমিত্বের আশ্রয়স্বরূপ পদার্থের নাশ হইতেছে না ইহা বুঝা যাইতেছে। অতএব তুমি শরীর হইতে অবশ্যই ভিন্ন; স্বপ্ন এবং মরণাদিকালে ঐ ভেদ স্পষ্টই বুঝা যায়। এইপ্রকার শৈশবকালে যে ব্যক্তি নানা ক্রীড়া অনুভব করে সেই ব্যক্তিই বৃদ্ধাবস্থায় আবার সেই সকল ক্রীড়ায় অসন্তুষ্ট হয় অথচ পূর্ব্বোক্তরূপে আপনার একাত্মতার বিষয়ই কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সুতরাং বৃদ্ধ এবং শৈশব কালের ভিন্ন ভিন্ন শরীরেও যে একবস্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দর্শন করেন তুমি সেই পদার্থ, তুমি এই শরীর নহ।

ইতি প্রসিদ্ধো ন্যায়ো লোকে দৃশ্যতে ঘটাদিবৎ যথা ঘটাদয়ো রূপাদিমন্তশ্চক্ষুরাদিভিঃ করণৈরুপলভ্যন্তে তথা দেহো রূপাদিমান্ চক্ষুরাদিভিঃ করণৈরুপলভ্যতে। অত ইদং শরীরং তব দৃশ্যং ত্বং দ্রষ্টা ইতি সিদ্ধম্।

অপি চ জড়ত্বং প্রদর্শয়তি। পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি ত্বমেব জানাসি। তানি স্বাত্মানং ন জানন্তি, পরস্পরমপি ন জানন্তি অত্যন্তজড়ানি তানি ত্বং ন ভবসি। তদংশোদ্ভবমিদং শরীরমপি ত্বং ন ভবসি। স্বামিন্ তদংশোদ্ভবমিদং শরীরং কথম্? ইত্থং যৎকাঠিন্যং সা পৃথিবী যদ্ দ্রবত্বং তদাপঃ যদ্ উষ্ণং তত্তেজঃ যঃ সঞ্চরতি স বায়ুঃ যৎসুষিরং তদাকাশমিতি যতস্তানি

দ্রষ্টা যে দৃশ্য হইতে ভিন্ন এইযুক্তিটী সর্ব্বসাধারণে প্রসিদ্ধই দেখা যায় যেমন ঘট ঘটদ্রষ্টা হইতে ভিন্ন। ঘটপ্রভৃতি পদার্থকে যেপ্রকার রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করা যায় সেই প্রকার দেহকেও রূপাদি বিশিষ্ট বলিয়া চক্ষুরাদি দ্বারা অনুভব করা যায়। সুতারং এই দেহ তোমার দৃশ্য, তুমি ইহার দ্রষ্টা এবং ইহা হইতে বিভিন্ন পদার্থ, ইহা স্থিরীকৃত হইল। এক্ষণে জড়ত্ব দেখাইতেছেন—এই যে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ইহাদিগকে তুমিই জানিতে পারিতেছ, ইহারা আপনাকে আপনি জানিতে পারিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকেও জানিতে পারিতেছে না, সুতরাং ইহারা অত্যন্ত জড়-স্বভাব। তুমি এই জড় মহাভূত নহ এবং মহাভূতের অংশ হইতে সমুৎপন্ন এই শরীরও নহ। গুরো! এই শরীর কিরূপে মহাভূতের অংশ হইতে সমুৎপন্ন? এইরূপে— যাহা কঠিন তাহা পৃথিবী, যাহা তরল তাহা জল, যাহা উষ্ণ তাহা তেজ, যাহা সঞ্চরণশীল তাহা বায়ু, যাহা ছিদ্রস্বরূপ তাহা আকাশ।

সর্ব্বাণি ভূতানি অস্মিন্ শরীরে দৃশ্যন্তে। তানি সূক্ষ্মাণি অস্থিমাংসপ্রভৃতীনি পঞ্চবিংশতিগুণানি পঞ্চমহাভূতানি তেষাং সমূহা এব ইদং শরীরং জড়ং ত্বং ন ভবসি।

ভো ভগবন্! স্থূলশরীরে পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চীকরণানি শ্রূয়ন্তে পঞ্চতু দৃশ্যন্তে তানি কানি পঞ্চবিংশতিগুণানি উচ্যন্তে? অস্থিমাংসস্নায়ুত্বক্‌রোমাণি পৃথ্বী পঞ্চধা ভবতি। রেতঃ পিত্তং তথা স্বেদো লালা রক্তং তথৈব চ এবং আপঃ পঞ্চবিধা ভবন্তি। ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রা কান্তিরালস্যম্ এবং তেজঃ পঞ্চবিধো ভবতি। ধারণং প্রসারণম্ উৎক্রামণম্ চলনং সঙ্কোচনং এবং বায়ুঃ পঞ্চধা ভবতি। কট্যুদরহৃদয়কণ্ঠশিরঃ এবমাকাশং

সেই সমস্ত গুলিই এই শরীরে দেখা যাইতেছে। সেই পাঁচটী মহাভূত অস্থি মাংস প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি শরীরাবয়বরূপে পঞ্চবিংশতি গুণে পরিণত হয়; সুতরাং এই শরীর তাহাদের সমষ্টিমাত্র ও জড়; তুমি এই জড় শরীর নহ।

ভগবন্! স্থূল শরীরে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কথা শুনা যায় কিন্তু পাঁচটিমাত্রই দেখা যাইতেছে অতএব পঞ্চবিংশতি গুণ কোন গুলি? বলিতেছি, পৃথিবী—অস্থি, স্নায়ু, ত্বক্ ও লোম এই পাঁচ প্রকারে পরিণত হয়, জল—রেত, পিত্ত, স্বেদ, লালা ও রক্ত এই পাঁচ প্রকারে; তেজ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কান্তি এবং আলস্য এই পাঁচ প্রকারে; বায়ু—ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ, চলন এবং সঙ্কোচন এই পাঁচ প্রকারে এবং আকাশ—কোটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ, এবং মস্তক এই পঞ্চ অবকাশ রূপে পরিণত হয়। পৃথিবী ভয়; জল মোহ; অগ্নি ক্রোধ, বায়ু কাম এবং আকাশ লোভ।

পঞ্চবিধং ভবতি। ভয়ং পৃথিবী মোহ উদকং ক্রোধোঽগ্নিঃ কামো বায়ুঃ লোভ আকাশমিতি।

মতান্তরে। ভো ভগবন্! একৈকভূতং পঞ্চধা কিমিতি চেৎ উচ্যতে পরস্পরানুপ্রবেশাৎ পঞ্চীকরণম্। ভো ভগবন্ কস্য ভূতস্য কো বা অংশঃ কস্মিন্ ভূতে প্রবিষ্টঃ কা স্থিতিঃ? উচ্যতে অস্থি মুখ্যা পৃথিবী কাঠিন্য বিচারবলাৎ। পীতবর্ণং মাংসমুদকং সদ্রবত্বাৎ। স্নায়ুস্তেজঃ জ্বরস্য পরীক্ষণত্বাৎ। ত্বক্ বায়ুঃ স্পর্শধর্ম্মত্বাৎ। রোম আকাশং ছেদনে দুঃখাভাবাৎ। রেতো মুখ্যমুদকং গর্ভোৎপত্তেঃ। শুভ্রবর্ণং পিত্তং তেজ উষ্মাঙ্গত্বাৎ। স্বেদোবায়ুঃ শ্রমপ্রসঙ্গত্বাৎ। নাসাকাশং ঊর্দ্ধাধোগামিত্বাৎ। রক্তং পৃথিবী লোহিতত্বাৎ। ক্ষুধা মুখ্যাগ্নিঃ পচনসমর্থত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ। তৃষ্ণা বায়ুঃ কণ্ঠৌষ্ঠশোষকত্বাৎ। নিদ্রা

মতান্তরে প্রশ্ন এই রূপ—

ভগবন্! এক একটি ভূতই যদি পাঁচ প্রকার তবে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পঞ্চীকরণ হয় ইহা কথিত হয় কেন? ভগবন্! কোন্ ভূতে কোন্ কোন্ ভূত প্রবিষ্ট হইয়াছে? তাহাদের অবস্থানই বা কোথায়? বলা যাইতেছে—অস্থিই মুখ্য পৃথিবী, কাঠিন্য দর্শনে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়; পীতবর্ণ মাংস উদক যেহেতু ইহা দ্রবত্বযুক্ত; স্নায়ু তেজ যেহেতু ইহা দ্বারা জ্বরসন্তাপের পরীক্ষা হয়, ত্বক্ বায়ু যেহেতু ইহা স্পর্শযুক্ত, লোম আকাশ যেহেতু ইহা ছেদনে কষ্ট হয় না; রেত মুখ্য জল যেহেতু ইহাতে গর্ভোৎপত্তি হয়; শুভ্রবর্ণ পিত্ত তেজ যেহেতু ইহা উষ্ণাঙ্গ; স্বেদ বায়ু যেহেতু ইহা শ্রমের আনুষঙ্গিক; নাসা আকাশ কারণ ইহা উর্দ্ধাধোগামী; রক্ত পৃথিবী যেহেতু ইহা লোহিত; ক্ষুধা মুখ্য অগ্নি যেহেতু ইহার পাক

আকাশং শূন্যস্বভাবত্বাৎ। কান্তিরুদকং শীতোষ্ণসম্বন্ধাৎ কৃষ্ণলোহিতত্বং ভবতি। আলস্যং পৃথিবী জড়ত্বাৎ। ধারণং মুখ্যো বায়ুঃ সবলত্বাৎ। প্রসারণমাকাশং ব্যাপকত্বাৎ। উৎক্রমণং তেজঃ উৎকৃষ্টব্যাপারত্বাৎ চলনমুদকং শিথিলত্বাৎ সঙ্কোচনং পৃথিবী জাড্যাৎ। শিরসি অবকাশঃ মুখ্যাকাশং অনাহতশব্দস্থানত্বাৎ। কণ্ঠস্যাবকাশঃ বায়ুঃ মুখনাসিকয়োঃ সঞ্চরণত্বাৎ। হৃদি অবকাশশ্চাগ্নিঃ সর্ব্বদা উষ্ণঃ স্থিতঃ। উদরস্যাবকাশঃ জলং জলাশয়ত্বাৎ। কটেঃ অবকাশঃ পৃথিবী গন্ধস্থানত্বাৎ। এবং সমূহাত্মকং জড়ং ত্বং ন ভবসি।

ভো ভগবন্! সুখদুঃখে জানৎ কথং শরীরং

সামর্থ্য ও প্রসাদজনকত্ব আছে; তৃষ্ণা বায়ু যেহেতু ইহা কণ্ঠশোষক, নিদ্রা আকাশ যেহেতু ইহা শূন্যস্বভাব, কান্তি জল যেহেতু শীত ও উষ্ণতার সম্বন্ধে ইহা কৃষ্ণত্ব ও লোহিতত্ব হয়। আলস্য পৃথিবী যেহেতু ইহা জড়তাস্বরূপ, ধারণ মুখ্য বায়ু যেহেতু ইহা বলকারক; প্রসারণ আকাশ কারণ ইহা ব্যাপক, উৎক্রমণ তেজ কারণ ইহা উৎকৃষ্ট ব্যাপার; চলন জল কারণ ইহা শিথিলতাস্বরূপ।

সঙ্কোচন পৃথিবী কারণ ইহা জাড্য মাত্র, মস্তকের অবকাশ মুখ্য আকাশ যেহেতু ইহা অনাহত ধ্বনির স্থান, কণ্ঠের অবকাশ বায়ু যে হেতু ইহাতে মুখ ও নাসিকা দিয়া বায়ু সঞ্চারিত হয়, হৃদয়ের অবকাশ অগ্নি যেহেতু ইহা সর্ব্বদা উষ্ণ, উদরের অবকাশ জল কারণ ইহা জলাশয়, কটির অবকাশ পৃথিবী কারণ ইহা শব্দস্থান। এই সমস্ত জড় অবয়ব লইয়া শরীর, সুতরাং শরীরও জড় তুমি তাহা নহ।

ভগবন্। শরীর সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে, তথাপি ইহা জড়

জড়ম্। এতৎ শৃণু। দেহো ন জানাতি সুখদুঃখে যতো ভৌতিকো দৃশ্যো জড়শ্চ। ভূতানি কদাচিদপি ন জানন্তি পঞ্চীকৃতানি পঞ্চবিংশত্যংশানি তদংশা অপি ন জানন্তি। অতস্তদংশসংজাতো দেহঃ কথং জানীয়াৎ। অপি চ দেহঃ সন্নপি উত্থিতং পতিতং বা ন জানাতি। সুষুপ্তৌ চৌরো গৃহং প্রবিশ্যাপহৃত্যাভরণানি যাতি ইতি ন জানাতি। অতোঽত্যন্তজড়ঃ ঘটো যথা দৃশ্যো জড়শ্চেতি তথা দেহ ইতি।

নন্নু ঘটো জাত স্তথৈব তিষ্ঠতি দেহস্তু বর্দ্ধতে অতো ঘটবদ্দেহো বক্তুং ন শক্যতে ইতি পৃষ্টো গুরুরুপদিশতি।

কি প্রকারে? তাহা শ্রবণ কর; দেহ সুখ দুঃখ অনুভব করে না যেহেতু ইহা ভূতনির্ম্মিত, দৃশ্য এবং জড়। ভূত সকল কখনও অনুভব করিতে পারে না, পঞ্চীকৃত বলিয়া ইহাদের পঞ্চবিংশতি অংশে বিভক্ত এই অংশ গুলিও কিছুই অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং সেই অংশসমষ্টি হইতে সমুৎপন্ন দেহ কি প্রকারে অনুভব করিতে পারিবে? আরও দেখ, দেহ বিদ্যমান থাকিয়াও কোন কোন সময় উপরে রহিয়াছে কি নিম্নে রহিয়াছে তাহা জানিতে পারে না। সুষুপ্তি কালে চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যায় তাহাও জানিতে পারে না। অতএব যেমন ঘটাদি দৃশ্য ও জড় সেইরূপ দেহও দৃশ্য এবং সম্পূর্ণ জড়।

অনন্তর শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মহাশয়, ভূতগণ যেমন উৎপন্ন হয় সেই আকারেই চিরকাল অবস্থান করে কিন্তু দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং দেহকে তাহার ন্যায় বলা ভাল নয়।

তখন গুরু এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন। শিষ্য, দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া কি চেতন হইতে পারে? মহাশয়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও

বর্দ্ধমান ইতি দেহঃ কিং চৈতন্যং ভবতি। বৃদ্ধিত্বমপি চৈতন্যং নাস্ত্যেবং ত্বয়া কুত্র দৃষ্টং কেনোক্তম্। অতো দৃষ্টান্তাৎ পরিহরতি যথা তৃণং গোময়ঞ্চ যত্র নিক্ষিপ্যতে স রাশিঃ কিং চৈতন্যং ভবতি। কিংবা ঘটীযন্ত্রকূপে তৎক্ষিপ্যমাণমৃদি বর্দ্ধমানতীরে কিং চৈতন্যং ভবতি। কুপাদিনির্ম্মাত্রা মুহুর্মুহুর্নিক্ষিপ্যমাণমৃদ্বর্দ্ধমানবেদিকা কিং চৈতন্যং ভবতি। এবং প্রতিদিনমনুরূপেণ সমর্প্যমাণো দেহরূপো মৃৎসঞ্চয়ঃ সম্যগ্‌বর্দ্ধমানোঽপ্যত্যন্তজড় এব। অতস্ত্বং জড়োদেহঃ ন ভবসি চৈতন্যমেব।

অনিত্যত্বং প্রদর্শয়তি। আকাশমবকাশং ভবিতুমর্হতি। পবনো ধাবিতুমেব যততে। অগ্নির্জ্বলিতুমেব

চৈতন্য থাকে না ইহা আপনি কোথায় দেখিয়াছেন, কাহার মুখেই বা শুনিয়াছেন? শিষ্যপ্রশ্ন অপেক্ষা করিয়া গুরু এবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন; যথা—দেখ, যেখানে লোকে শুষ্ক তৃণাদি ও গোময় নিঃক্ষেপ করে সেইখানকার সেই নিঃক্ষিপ্ত বস্তুরাশি ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কি চেতন? কিম্বা ঘটীযন্ত্রকূপের তীরে ঘটীযন্ত্রের মৃত্তিকা পড়ায় তাহা বর্দ্ধিত হয়, তাহাও কি চেতন? কুপাদি খননকারী ব্যক্তি যথায় মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে সেই খানেও একটী মৃত্তিকারাশি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাও কি চেতন? দেহও ঐরূপ মৃত্তিকারাশিস্বরূপ, প্রতিদিন আপনার অনুরূপ বস্তু সমর্পিত হওয়ায় তাহাও সম্যক্ রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে তথাপি তাহা নিতান্ত জড়-পদার্থ-মাত্র। অতএব তুমি নিতান্ত জড় দেহ নহ, তুমি চেতনপদার্থ।

অনন্তর গুরু এইরূপে দেহের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করেন। বৎস, এই যে আকাশ দেখিতেছ—অবকাশ প্রদান করাই ইহার ধর্ম্ম; এই

দহতে। উদকং দ্রবিতুং জিগমিষতি। পৃথিবী বিশীর্ণী-ভবিতুমিচ্ছতি। এবং সর্ব্বাণি ভুতানি স্বস্বমার্গমনুগন্তু-মিচ্ছন্তি। অতঃ শরীরস্যানিত্যতা তব নিশ্চিতা।

অমঙ্গলত্বং প্রদর্শয়তি। জন্মকালে পরিদৃশ্যমানো দেহো মলাত্যন্তোঽশুদ্ধ এব। অতএব দ্বাদশদোষদুষ্টো দেহস্ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্।

ভো ভগবন্ কেঽত্র দোষাঃ? তৎ শৃণু। অশুদ্ধং শৌচ্যং দুর্গন্ধং অস্থিতং মলং ভগ্নং খণ্ডং দগ্ধং শিথিলং নানারোগগ্রস্তম্ অধ্রুবং আমিষম্। অতো হেতোঃ স্থূলশরীরং ত্বং ন ভবসি এতৎ সত্যম্।

যে বায়ু, ইহা কেবল সংসরণ করিতে চেষ্টা করে; অগ্নি কেবল জ্বলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই দহন করে; জল সম ভাবে অবস্থান করিবার জন্য ইতস্ততঃ প্রসরণ করে; পৃথিবী কেবল বিশীর্ণ হইতেই ইচ্ছা করে; এইরূপে সমুদয় ভূতই নিজ নিজ পথে যাইতে চেষ্টা করে। সুতরাং তোমার শরীরের অনিত্যত্ব নিশ্চিত।

অনন্তর এইরূপে দেহের অমঙ্গলত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দেখ, জন্মসময়ে স্পষ্টই দেখা যায় যে, দেহ অত্যন্ত মলযুক্ত ও অপবিত্র। সেই দোষ ইহার সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে; ইহা দ্বাদশটী দোষে দূষিত। সুতরাং তুমি দেহ নহ।

ভগবন্! সেই দ্বাদশ দোষ কি কি? শ্রবণ কর—অপবিত্রতা, শোকার্হতা, দুর্গন্ধতা, অস্থায়িতা, মলিনতা, ভগ্নতা, খণ্ডতা, দহন-প্রবণতা, শিথিলতা, নানারোগগ্রস্ততা, অনিত্যতা এবং আমিষতা। এই সমস্ত কারণে তুমি স্থূলশরীর নহ, ইহা সত্য।

ভো ভগবন্ ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি। এতাবতা মম কিং জাতং হিতম্ ?

সাধু সাধু অরে সাবধানমতিঃ শৃণু। যদা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি তদা নিত্যজাতিবর্ণাশ্রমাশ্চ ত্বং ন ভবসি। ষড়্ভাববিকারাস্তব ন সন্তি। জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি ইতি।

বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥

বর্ণাশ্রমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপি তব ন স্তঃ।

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাস্যো ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ত্ততে শ্রুতিমূর্দ্ধনি॥

যতঃ শাস্ত্রমাহ।

ভগবন্, আমি এই স্থূল শরীর নহি ইহা বুঝিলাম; এক্ষণে ইহাতে আমার কি মঙ্গল হইল ?

সাধু সাধু! বৎস! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। যখন তুমি এই শরীর নহ, তখন তুমি নিত্য জাতি বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মযুক্ত নহ। অনিত্য জড় পদার্থের যে ছয়টী বিকার, অদ্য তাহাও তোমার নাই। ছয়টী বিকার এই যে, ইহারা জন্মপরিগ্রহ করে, বর্ত্তমান থাকে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অন্যরূপে পরিণত হয়, হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং নষ্ট হয়। শিষ্য! তুমি বর্ণ, ধর্ম্ম, আশ্রম, আচার, এবং শাস্ত্ররূপ যন্ত্রে যোজিত ছিলে, এক্ষণে যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী তাহা ভগ্ন করিয়া নির্গত হয় সেইরূপ তুমি জগদ্রূপ জাল হইতে নির্গত হইলে।

তোমার বর্ণাশ্রম, ধর্ম্মাধর্ম্মও নাই। যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকে ততদিন মনুষ্য বেদের দাস, বর্ণাশ্রমাভিমানশূন্য হইলে তিনি সেই বেদের মস্তকে অবস্থান করেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত

যাবদ্দেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ।

প্রামাণ্যং কর্ম্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপলভ্যতে ইতি॥

অহং দেহো ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং জাতং তদা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমপি তব নাস্তি।

ভো ভগবন্ ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি ত্বদাজ্ঞয়াজ্ঞাসিষং স্থূলশরীরসম্বন্ধাভাবাৎ বর্ণাশ্রমকুল-গোত্রজাতিস্ত্রীপুরুষনামরূপষড়্ভাববিকারধর্ম্মাধর্ম্মা মম ন সন্ত্যেব। তব কৃপাকটাক্ষনিরীক্ষণাৎ সম্যক্ ময়া জ্ঞাতম্। অন্যচ্চ ভো ভগবন্ ইন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচল-নাভাবাৎ কাণোঽহং বধিরোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়াণ্যহমিতি পৃষ্টো গুরুরাহ ত্বন্ন ভবসি কথম্ ইত্থং তদ্ভূতকার্য্যমেব।

হইয়াছে—যত দিন প্রমাণদ্বারা দেহের আত্মভ্রম না নিবৃত্ত হয় তত দিনই কর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতীত হয়।

যখন তোমার 'আমি দেহ নহি' এই প্রকার জ্ঞান জন্মিয়াছে তখন তোমার কোন কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বও নাই।

পূজ্য! আমি যে স্থূল শরীর নহি ইহা আপনার আজ্ঞায় অবগত হইলাম এবং স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় আমার বর্ণ, আশ্রম, কুল, গোত্র, জাতি, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, নাম, রূপ, ছয় প্রকার ভাব-বিকার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, এসমস্ত কিছুই নাই, তাহাও আপনার কৃপাকটাক্ষে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমার দেহসঞ্চলনের অভাবজন্য চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলে আমি কাণ অথবা আমি বধির ইত্যাদিরূপ অনুভব হইয়া থাকে, সুতরাং বোধ হয় যে, ইন্দ্রিয়গণই আমার আত্মা, ইহার উত্তর প্রদান করুন। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু এইরূপে উত্তর প্রদান করেন,

ভো ভগবন্ কস্য ভূতস্য কিং কার্য্যম্? উচ্যতে। নভসঃ সকাশাৎ শ্রোত্রবাচী দ্বে করণে সমুৎপন্নে। বায়ুসকাশাৎ ত্বক্‌পাণী দ্বে করণে সমুৎপন্নে। তেজঃসকাশাৎ চক্ষুঃপাদৌ দ্বে করণে সমুৎপন্নে। উদকসকাশাৎ রসনোপস্থে দ্বে করণে সমুৎপন্নে। পৃথিবীসকাশাৎ ঘ্রাণপায়ু দ্বে করণে সমুৎপন্নে। পঞ্চাংশেন সহ মনো জাতং। বুদ্ধির্ম্মনোবিশেষ এব। এতদেব বিবৃণোতি বাক্‌শ্রোত্রে আকাশকার্য্যমেব বিচারপ্রাধান্যে সতি শব্দাভিব্যঞ্জকত্বাৎ প্রায়েণ শব্দোৎপত্তির্ব্বাচি ত্বক্‌পাণী বায়ুবিকারৌ স্পর্শগ্রহণসাধনত্বাৎ স্পর্শবত এব দ্রব্যস্য হস্তেনোপাদাতুং শক্যত্বাৎ চক্ষুঃপাদৌ তেজোবিকারৌ রূপস্য গ্রাহকত্বাৎ। প্রায়েণোষ্ণত্বং পাদয়োঃ ক্রমণেনাপি চানুমেয়ং। উপস্থ-

---

বৎস, তুমি ইন্দ্রিয়ও নহ, তাহা এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। দেখ, ইন্দ্রিয়গণ ভূতসমূহদ্বারা নির্ম্মিত।

ভগবন্! কোন্ ইন্দ্রিয় কোন্ ভূতদ্বারা নির্ম্মিত এবং কাহার কি কার্য্য? বলিতেছি; আকাশ হইতে কর্ণ এবং বাক্ এই দুই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু হইতে ত্বক্ এবং হস্ত এই দুই ইন্দ্রিয়, তেজ হইতে চক্ষু এবং পদ, জলহইতে রসনা ও উপস্থ এবং পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ ও পায়ু। সমস্ত ভূতের অংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে; বুদ্ধি ও মন একটী ভিন্নাবস্থামাত্র। অনন্তর গুরু এই ইন্দ্রিয়োৎপত্তির যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যথা—বাক্ এবং কর্ণ ইহারা আকাশেরই কার্য্য, কারণ ইহারাই প্রধানভাবে শব্দ প্রকাশ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়ে প্রধানতঃ শব্দই উৎপন্ন হয়। ত্বক্ এবং হস্ত ইহারা বায়ুরই বিকার, কারণ ইহারা স্পর্শ এবং গ্রহণের সাধন। হস্ত স্পর্শযুক্ত বস্তুকেই গ্রহণ করিতে পারে। চক্ষু এবং চরণ ইহারা তেজের বিকার, যেহেতু ইহারাই রূপের গ্রাহক। পদদ্বয়ে প্রায়ই

জিহ্বে চাপি জলবিকারৌ রসগ্রাহকত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাৎ। প্রায়েণোপস্থে আনন্দত্বাৎ। ঘ্রাণপায়ূ চ পার্থিবে গন্ধ-গ্রাহকত্বাৎ পায়োর্বিসর্গাৎ। মনঃ সাধারণং পঞ্চানাং কার্য্যং পঞ্চবৃত্তিগ্রাহকত্বাৎ। বুদ্ধির্ম্মনোবিশেষঃ দাহক-পাচকবৎ পঞ্চপ্রাণবৃত্তির্বায়ুবিকার এব তদাত্মকত্বেনো-পলভ্যমানত্বাৎ। এবং ভূতানি জড়ানি তদংশযোগে ইন্দ্রিয়াণি জড়ানি।

ভো ভগবন্ স্বস্ববিষয়ং জানন্তি কথমিন্দ্রিয়াণি জড়ানি।

তৎ শৃণু। অরে শ্রোত্রমাত্মানং ন জানাতি। পরস্পরমপি ন জানাতি স্বস্ববিষয়ং শব্দং জ্ঞাতুং নেষ্টে

উষ্ণতা দেখা যায় এবং বিচরণ হেতুও ইহার তেজঃকার্য্যত্ব অনুমান করা যায়। উপস্থ এবং জিহ্বা ইহারা রসের গ্রাহক এবং স্নিগ্ধ, সুতরাং ইহারা জলের বিকার। উপস্থে প্রধানতঃ আনন্দ অনুভব হয়। ঘ্রাণ এবং পায়ু ইহারা পৃথিবীর বিকার, যেহেতু ঘ্রাণ গন্ধগ্রাহক এবং পায়ু উৎসর্গধর্ম্মক। মন পঞ্চভূতের সাধারণ কার্য্য, যেহেতু ইহা দ্বারা পঞ্চবৃত্তিরই অনুভব হয়। যেমন দাহকত্ব এবং পাচকত্ব প্রভৃতি অগ্নির অবস্থা-ভেদ মাত্র, তেমন বুদ্ধি মনের অবস্থাবিশেষমাত্র। প্রাণাদিরূপ পাঁচ বৃত্তি বায়ুরই বিকার, কারণ বায়ুরূপেই ইহাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ জড়স্বভাব ভূতের অংশ, সুতরাং তাহারাও জড় স্বভাব।

প্রভো! ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয় জানিতে পারে, তথাপি জড় ইহা কিরূপে বলিব?

বৎস! শ্রবণ কর, কর্ণ আপনাকে জানিতে পারে না, অপর ইন্দ্রিয়কেও জানিতে পারে না, নিজ বিষয়স্বরূপ শব্দকে জানিতে

অন্যবিষয়মপি জ্ঞাতুং ন সমর্থম্ উভয়থা জড়ং কিন্তু শব্দজ্ঞানসাধনমিত্যর্থঃ প্রদীপবৎ। যথা প্রদীপং রূপাদি-জ্ঞানসাধনং যথা প্রদীপেন রূপাদি গৃহ্যতে তথা শ্রোত্রেণ শব্দ ইতি। এবমিতরাণ্যপি করণানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াসাধনান্যেব যথা দর্বীবৎ। অত্যন্তজড়ানি ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধং। ত্বন্তু জ্ঞানমেব।

ভো ভগবন্! প্রাণে সতি দেহশ্চেষ্টতে ইন্দ্রিয়াণ্যপি চেষ্টন্তে প্রাণে গতে দেহঃ চেষ্টাহীনো ভবতি ইন্দ্রিয়াণ্যপি তাদৃশানি ভবন্তি। অহং ক্ষুধাবান্ অহং পিপাসাবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ অতঃ প্রাণ এবাহং। ত্বন্ন ভবসি কথং চৈতন্যাভাবাৎ সুষুপ্তৌ স্বপ্নে উচ্ছ্বাসনিশ্বাস-রূপেণ বর্ত্তমানোঽপ্যয়মন্তর্বহিশ্চ ন জানাতি। চৌরে গৃহং

সমর্থ নহে, অন্য ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকলকেও জানিতে অক্ষম। সুতরাং ইহা উভয় প্রকারেই জড় স্বভাব, ইহা শব্দজ্ঞানের সাধন-মাত্র। যেমন প্রদীপ রূপজ্ঞানের সাধন; যেমন প্রদীপসাহায্যে রূপাদিজ্ঞান জন্মে তেমনি কর্ণদ্বারা শব্দজ্ঞান জন্মে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গণও এইরূপ। যেমন হাতা রন্ধনক্রিয়ার সাধন, তেমন কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহও ক্রিয়ার সাধনমাত্র। অতএব ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত জড়, তাহারা তোমার আত্মা নহে। তুমি জ্ঞানস্বরূপ।

ভগবন্! প্রাণ থাকিলেই দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। প্রাণ গত হইলে তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। ক্ষুধা, পিপাসাদি প্রাণের ধর্ম্ম, অথচ আমি ক্ষুধিত ও পিপাসিত ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে, অতএব আমি প্রাণই। তুমি প্রাণও নহ। যেহেতু প্রাণের চৈতন্য নাই। সুষুপ্তি কালে ও নিদ্রা কালে উচ্ছ্বাস নিশ্বাসরূপে প্রাণ বর্ত্তমান থাকে, তথাপি আন্তরিক বা বাহ্য কোন

প্রবিশ্যাপহৃত্যাভরণানি গচ্ছতি সতি ন জানাতি অতো-ঽত্যন্তজড়া এব প্রাণাদয়ো দেহবদেব। অপিচ একস্মিন্ পর্য্যঙ্কে শয়ানে সহ স্ত্রিয়া পুরুষে সতি কস্মিংশ্চিজ্জা-গরে আগত্য স্ত্রিয়া ভূষণানি পরিহৃত্য গচ্ছতি সতি ইত্থং স ন কর্ত্তব্যমিতি যতো ন নিবারয়তি অতোঽত্যন্তজড়ঃ। প্রবুদ্ধো জানাতীতি চেৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাস-রূপেণাস্যোপরতি র্নাস্ত্যেব স্থিতোঽপ্যসৌ ন জানাতি। কথম্ ইত্থম্। ইদানীং কস্মিন্ ভাগে শ্বাস বর্ত্তসে ইতি পৃষ্টোঽপি অস্মিন্ ভাগে অহং বর্ত্তে ইতি প্রতিবক্তুং ন জানাতি। অতঃ স্থিত্বাপি ন জানাতি তস্মাদয়মর্থঃ। নন্বু জড়শ্চেৎ প্রাণঃ কথং জড়ং শরীরং চেষ্টয়তি।

ব্যাপার অবগত হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে দেখা যায় যে, গৃহে চোর প্রবিষ্ট হইয়া ধনাদি অপহরণ করিয়া পলাইলে প্রাণ জানিতে পারে না, সুতরাং প্রাণাদি দেহের ন্যায় অত্যন্ত জড়। আরও, দেখ যখন কোন পুরুষ নিজ পত্নীর সহিত এক পালঙ্কে শয়ন করিয়া থাকেন, তখন যদি কোন চোর আসিয়া তাঁহার পত্নীর ভূষণগুলি অপহরণ করিয়া পলাইয়া যায়, তখন সে ইহা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে ইহা বলিয়া নিবারণও করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং প্রাণও অত্যন্ত জড়। যদি বল প্রাণ জাগরিত অবস্থায় জানিতে পারে, তাহাও নহে। প্রাণ সকল অবস্থাতেই জ্ঞানে অসমর্থ। দেখ, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপী প্রাণের কখনই বিরাম নাই, সে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে; তথাপি সে জানিতে সক্ষম হয় না। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, শ্বাস! তুমি এখন কোন্ ভাগে রহিয়াছ? আমি এই ভাগে রহিয়াছি, সে এই উত্তর দিতে পারিবে না। সুতরাং সে যখন বর্ত্তমান থাকিয়াও আপনার বিষয়ই জানিতে অসমর্থ, তখন সে অত্যন্ত জড়। যদি বল যে, সে জড় হইয়াও কিরূপে জড়দেহের কার্য্য

উচ্যতে। জড়োঽপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে। কুতঃ প্রচণ্ডমারুতো গৃহস্যোপরিচ্ছাদনপর্ণশাখাবৃক্ষম্ অন্যত্র পাতয়তি জড়স্যাপ্যয়মেব স্বভাবঃ। নৈতাবতাত্মা ভবতি। প্রাণস্য স্বচেষ্টা ন স্বতন্ত্রতা কর্ম্মাধীনৈব কথমিত্থং। জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কর্ম্মোদ্ভূতং ভবতি। তদ্ব্যক্ষয়ে সর্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিতবিজ্ঞানেন সহ স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছেৎ। এবং স্থানত্রয়মনবরতং গচ্ছতি। কর্ম্মনিমিত্তং চেদঙ্গমনাগমনং। প্রাণোঽপি তৎকর্ম্মবশাদেব শরীরং পরিপালয়ন্ বর্ত্ততে। অন্যস্যাপি ব্যাপারচেষ্টাং কর্ত্তুং ন সমর্থঃ। অতো জড়া এব প্রাণাদয়ঃ। এবমিন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকং

করে? জড়ের ত স্পন্দনাদি হওয়া উচিত নহে? বলিতেছি, জড়ও যে জড়কে স্পন্দিত করে তাহা লোকে দৃষ্ট হয়। দেখ, প্রচণ্ড বায়ু গৃহের আচ্ছাদনপর্ণ, বৃক্ষের শাখা এবং বৃক্ষকে ত অন্যত্র পাতিত করে। সুতরাং জড়েরও ইহা স্বভাব। ইহা থাকিলেও তাহা চৈতন্য বা আত্মা হইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রাণের নিজ চেষ্টার স্বতন্ত্রতা নাই, তাহা কর্ম্মেরই অধীন। কি প্রকারে, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। জাগরণের হেতুস্বরূপ কর্ম্ম উদ্ভূত হইলে আত্মা কার্য্যে রত থাকেন এবং জাগ্রত অবস্থার হেতুস্বরূপ কর্ম্মের ক্ষয় আরম্ভ হইলে বিজ্ঞানাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞানের সহিত নিদ্রা অথবা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন। তিনি এইরূপে অনবরতই তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম হেতুই এই গমনাগমন। প্রাণও সেই কর্ম্মের বলেই শরীরকে পরিপালন করিয়া অবস্থান করে। প্রাণ অন্যের কর্ম্মের চেষ্টা জন্মাইতে সমর্থ নহে। অতএব প্রাণাদি নিতান্ত জড়পদার্থ। এই প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহস্বরূপ সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরও আত্মা নহে, ইহা ত সিদ্ধ

লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্। মাভূৎ ভগবন্ মনসি সুস্থে পশ্যতি শৃণোতি অহং সংকল্পবান্ বিকল্পবান্ ইত্যনুভবাচ্চ মনসি ব্যগ্রে ন শৃণোতি অতো মন এবাহং। ত্বং ন ভবসি তৎ। ইদানীং মে মনোঽন্যত্র ইদানীং স্থিরীভূতম্ উভয়াং বৃত্তিং যো বেত্তি স মনস্ত্বং ন ভবসি মনঃসকাশাৎ ত্বং দ্রষ্টা ভিন্ন এব। অপিচ তম্মনঃ সা বুদ্ধিরিত্যুচ্যমানে প্রতিক্ষণং বিলক্ষণে অযুগপদ্ভাবনীয়ং তয়োরেকস্য নাশে অন্যস্যোৎপত্তিঃ। মন উৎপত্তির্মনোবিনাশঃ সুষুপ্তেরভাবাদিতি তবৈবানুভবঃ। অত্র শ্রুতিরপি আত্মনো মনো জাতমিতি তত্রৈব বিলয়তে

হইল। ভগবন্, তাহা না হউক, কিন্তু মনই আত্মা, যেহেতু মন সুস্থ থাকিলে লোক দেখিতে পায়, শুনিতে পায়; আর লোকের আমি সঙ্কল্প করিতেছি, বিকল্প করিতেছি ইত্যাদি অনুভবও হইয়া থাকে। কিন্তু মন অস্থির থাকিলে দেখিতে পায় না, শুনিতেও পায় না। না, মনও আত্মা নহে। আমার মন এক্ষণে অন্য বিষয়ে গমন করিয়াছে, এক্ষণে স্থির হইয়াছে এই প্রকারে যে আত্মা মনের উভয়বিধ বৃত্তি জানিতে পারিতেছেন, তিনি কখনই মনঃস্বরূপ নহেন। তুমি মনের দ্রষ্টৃস্বরূপ, মন হইতে ভিন্ন। আরও দেখ, সেই মন সেই বুদ্ধি—এইরূপ যখন বল, তখন বুঝা যায় যে প্রতিক্ষণস্থিত মন বা বুদ্ধি পরস্পর ভিন্ন, সুতরাং যদি মনই আত্মা হইত, তবে এইরূপে একটী বুদ্ধির বিনাশ ও অপর মনের উৎপত্তির বিষয় অনুভব হইত না। সুষুপ্তি কালে মনের উপলব্ধি না থাকায় মনের উৎপত্তি ও মনের বিনাশের বিষয় তুমিই অনুভব করিতে পার। শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে। আত্মা হইতে মন জন্মিয়াছে এবং তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব, আত্মা মনঃস্বরূপ

ইতি অতো মনস্ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধম্। এবমিন্দ্রিয়-সমূহাত্মকং সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধম্।

ভো ভগবন্! এতৎ সত্যং লিঙ্গশরীরম্ অহং ন ভবামি-অনেন জ্ঞানেন মম কো লাভো ভবিষ্যতি। অরে সাবধানমতিঃ শৃণু। যদা লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি তদা গমনাগমনে স্বর্গনরকাদিভোগোঽপি তব নাস্ত্যেব। যথা জান্বুনি ভগ্নে পঙ্গুরিব তথা লিঙ্গশরীরনাশে গমনাগমনং তব নাস্ত্যেব। অপিচ প্রারব্ধফলভোগোঽপি তব নাস্ত্যেব *। ভো ভগবন্! তৎকথম্। ইত্থং দেহো

নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়সকলসমন্বিত ও সপ্তদশ-অবয়বময় লিঙ্গদেহও নহেন, ইহাও মীমাংসিত হইল।

গুরো! ইহা সত্য, আমি লিঙ্গশরীর নহি বুঝিলাম, কিন্তু ইহা বুঝিয়া আমার কি লাভ হইবে? বৎস, সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যখন তুমি লিঙ্গশরীরস্বরূপ নহ, তখন তোমার গমনাগমন এবং স্বর্গ নরকাদি ভোগ ও নাই। যেমন জানু ভগ্ন হইলে লোক পঙ্গু হইয়া গমনাগমনশূন্য হয়, সেইরূপ লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলে তুমিও গমনাগমন-শূন্যভাবে অবস্থান করিবে। আরও দেখ, তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগও নাই। ভগবন্! তাহা কিরূপে হইতে পারে? এই রূপে—দেখ, দেহই ভোগের আয়তন, বিষয়সমূহ ভোগ্য, ইন্দ্রিয়-

---

* "স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্ত-স্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অধ্যস্তস্য কুতোজন্ম জন্মাভাবে স্থিতিঃ কুতঃ॥
রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সর্পখণ্ডং ন তিষ্ঠতি।
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চশূন্যতাং গতঃ॥
দেহস্যাপি প্রপঞ্চঃ স্যাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ।
অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধং তত্তু বৈ শ্রুতিঃ॥"—
ঈশ্বরবাক্যং।

ভোগায়তনং বিষয়াণি ভোগ্যানি ইন্দ্রিয়াণি ভোগসাধনানি মনোবুদ্ধির্ভোক্তা। এবং ভোক্তা ভোগায়তনং ভোগ্যানি ভোগসাধনানি এতচ্চতুষ্টয়ং ত্বং ন ভবসি। তস্মাদারব্ধকর্ম্মফলভোগস্তব নাস্ত্যেব। ভো ভগবন্ জাগ্রতি স্বপ্নে সুখদুঃখমহং অনুভবামি কথং সুখদুঃখং মম নাস্তি। তৎ শৃণু। অরে চক্ষুরুদরগতচক্ষুঃশূলোদরবেদনাদয়ঃ সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নস্য বুদ্ধিরহিতস্য তব ন প্রতীয়ন্তে অতস্তে তব ধর্ম্মা ন ভবন্তি ক্ষেত্রস্যৈব। আত্মনি ত্বয়ি মন্যতে মূঢ়ো যথা জলস্থচন্দ্রে। যতঃ শাস্ত্রমাহ। ন হ বৈ সশরীরস্য স্বতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরুপহতিরস্তি।

সকল ভোগের সাধন, মন এবং বুদ্ধিই ভোক্তা। এইরূপ ভোক্তা, ভোগসাধন, ভোগ্য এবং ভোগায়তন এ চারিটীর মধ্যে তুমি কোনটীও নহ, অতএব তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল-ভোগ নাই ইহা নিশ্চয়। গুরো! জাগরণে বা স্বপ্নে আমি সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষই অনুভব করিতেছি, তবে আর আমার সুখ দুঃখ নাই কিরূপে? তাহা শ্রবণ কর। বৎস! চক্ষু এবং উদরাদি স্থলে যে চক্ষুঃশূল এবং উদরবেদনাদি উপস্থিত হয়, সুষুপ্তি অবস্থায় যখন তুমি বুদ্ধিরহিত হও তখন আর তাহা তোমার অনুভব হয় না, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাহা তোমার ধর্ম্ম নহে, কেবল শরীরেরই ধর্ম্ম। নিতান্ত অজ্ঞ লোকে যেমন জলস্থ চন্দ্রপ্রতিবিম্বকে চন্দ্র বলিয়া জানে এবং তাহা কম্পিত হইলে মনে করে যে, যথার্থ চন্দ্রই কাঁপিতেছে, সেইরূপ তুমি অজ্ঞানবশতঃই বুদ্ধির চিৎপ্রতিবিম্বগত ধর্ম্মসকল যথার্থ আত্মায় আরোপিত করিতেছ। শরীরাদিশূন্য আত্মার যে ভোগ নাই, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে, যথা—সশরীর অবস্থায় সুখ দুঃখের বিনাশ হয় না,

অশরীরং বা বসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ৌ স্পৃশত ইতি শ্রুতি-শাখা। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মনএব।

অত্র শ্রীভগবদ্বচনম্।

ইচ্ছা দ্বেষং সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

স্মৃতিরপি।

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি সত্যাং বুদ্ধৌ প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনি॥

অন্তঃকরণধর্ম্মমিত্যর্থঃ।

ইতি শ্রুতিস্মৃতী।

গুরুণানুভাবাৎ শরীরমহং ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং জাতং তদা নানাযোনিভ্রমণভ্রংশঃ নবগুণরহিতো ভবসি।

অশরীর হইলে আর তাহারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, সন্তোষ, অসন্তোষ, লজ্জা, মতি, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন (মনেরই ধর্ম্ম)।

এ বিষয়ে ভগবানের উক্তি যথা,—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, অবয়বসমষ্টি, চেতনা এবং ধারণা, সংক্ষেপে এই কয়টি লইয়াই সবিকার শরীর বলিয়া কথিত হয়। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি থাকিলেই রাগ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, সুষুপ্তি কালে বুদ্ধি নষ্ট হইলে আর থাকে না, সুতরাং ইহারা অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। এইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি দেখিয়া এবং গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যখন তোমার এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মাইল যে, 'আমি শরীর নহি', তখন তুমি নানা যোনিভ্রমণ হইতে নির্ম্মুক্ত এবং নবগুণরহিত হইলে।

ভো ভগবন্! তে গুণাঃ কে। বুদ্ধিঃ রাগঃ প্রযত্নো দ্বেষঃ সংস্কারঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং চেতি। ভো ভগবন্*! অন্তঃকরণবাহ্যকরণেষ্বপি অহমনুসন্ধানাদ্দেহোঽহং ন ভবামি। ইন্দ্রিয়াণ্যহং ন ভবামি প্রাণোঽপ্যহং ন ভবামি। মনোবুদ্ধিরহং ন ভবামি। এতৎসর্ব্বস্যানুসন্ধানাৎ মামহং ন জানামি ইতি ভ্রমঃ বিচিত্রঃ। অতঃ কোঽহং দেহীতি নিঃসন্দেহং ভ্রান্তিনিরাসং কুরু মমেতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুরুপদিশতি তৎ কথম্।

ইত্থং কিং ন জানাসীতি তব কারণশরীরমব্যাকৃতমজ্ঞানসংজ্ঞকমস্তি তৎ কথম্।

ইত্থম্ ইদং সর্ব্বং দৃশ্যং পৃথক্ পৃথক্ রূপং ত্বং ন

---

* প্রভো! নব গুণ কি কি? বুদ্ধি, বিষয়স্পৃহা, প্রযত্ন, দ্বেষ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ ইহারাই নবগুণ। ভগবন্! অন্তরিন্দ্রিয়ে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ে আত্মার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, আমি শরীর নহি, আমি ইন্দ্রিয় নহি, প্রাণও নহি, মন বা বুদ্ধিও নহি। এই সমস্তের অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, ইহাদের মধ্যে কিছুই আমি নহি, অথচ অন্য কোন পৃথক আমি কে তাও জানিতে পারিতেছি না; কি আশ্চর্য্য ভ্রম! অতএব প্রভো! দেহবান্ আমি কে? ইহা বলিয়া দিয়া আমার নিঃসংশয়রূপে সমস্ত ভ্রম দূর করুন। এই প্রকার প্রশ্ন করিলে গুরু এইরূপে উপদেশ দিয়া থাকেন।

ইহা কি জানিতে পারিতেছ না যে, এ সমুদায় ভিন্নও তোমার একটী অবিজ্ঞেয় কারণশরীর বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার নাম অজ্ঞান। তাহা কিরূপে জানিব?

এইরূপ এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ তুমি পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবগত

জানাসি। আত্মানমেব না জানামি ইতি বদসি। এতদেব তবাত্মাজ্ঞানম্ ইদমেব কারণশরীরম্। অস্যাশ্রয়স্ত্বমেব। তৎ কথম্।

ইত্থং ত্বদন্যঃ কোঽপি ন জানাতি ইতি ত্বমেব বদসি মামহং ন জানামীতি। অতোঽস্যাজ্ঞানস্য ত্বমেবাশ্রয়ঃ। অজ্ঞানভ্রমঞ্চ ত্বং সম্যক্ বেৎসি। অতস্ত্বং জ্ঞানং তস্যাজ্ঞানস্যাশ্রয়ঃ। কিং জ্ঞানং? তব জ্ঞানমপি ত্বমেব। ত্বয়ি স্থিতমজ্ঞানং যতো জানাসি। অতস্তস্য পৃথক্ সাক্ষিস্বরূপ স্ত্বং। তব দৃশ্যমানং ত্বং ন ভবসি। স্থূলসূক্ষ্মশরীরবৎ অতঃ কারণশরীরাদ্ভিন্ন স্ত্বং এবমাশ্রয়বিলক্ষণজ্ঞানমাত্রসাক্ষিস্বরূপস্ত্বম্ এবং মাং কোঽহমিতি বদসি।

নহ এবং তুমি আপনাকেও অবগত নহ, ইহাও বলিতেছ; ইহাই তোমার অজ্ঞান, ইহাই কারণশরীর। তুমিই ইহার আশ্রয়। তাহা কি প্রকার?

এই প্রকার—দেখ, তুমি তোমাকে জান না, ইহা তোমাভিন্ন আর কেহই অবগত নহে; তুমি নিজেই বলিতেছ যে, 'আমি আমাকে জানি না'; অতএব এই যে অজ্ঞান, ইহার তুমিই আশ্রয়। এই অজ্ঞান জন্য ভ্রম তুমি সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিতেছ, অতএব তুমিই সেই জ্ঞান, সেই অজ্ঞানের আশ্রয়। যাহাতে তুমি তোমার আশ্রয়ে অবস্থিত অজ্ঞানকে জানিতে পারিতেছ। কি জ্ঞান? সেই জ্ঞান তোমারই স্বরূপ। অতএব তুমি সেই অজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ ও তাহা হইতে পৃথক্. তুমি দৃশ্যমান অজ্ঞান নহ। সুতরাং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় তুমি কারণশরীর হইতেও ভিন্ন। এইরূপ আশ্রিত পদার্থ হইতে বিভিন্ন, জ্ঞান মাত্র ও সাক্ষিস্বরূপ পদার্থ হইয়াও তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি কে? তুমি

অনবচ্ছিন্নাখণ্ডদণ্ডায়মানজ্ঞানস্বরূপো ভবান্ কোঽহমিতি বদসি। তৎ নিঃসংশয়ং শৃণু। ইন্দ্রিয়াণি স্বাত্মানং স্ববৃত্তিঞ্চ ন জানন্তি। পরস্পরমপি ন জানাতি। অতো জড়ানি ত্বন্তু ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়বৃত্তিঞ্চ সদা জানাসি। মনঃ স্বাত্মানং ন জানাতি। পরস্পরবুদ্ধ্যাদিব্যাপারং কর্ত্তুং ন সমর্থঃ। অতো জড়ানি ত্বন্তু মনোবুদ্ধ্যাদীনি সদা জানাসি। অতস্তব স্বরূপং জ্ঞানমেব। যথা রাহোঃ শিরঃ শিরএব রাহুঃ তথা জ্ঞানমেব ত্বম্।

তথাচ শ্রুতিঃ। যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধান্ জিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু বাস্বাদু চ বিজানাতি তদ্বিজ্ঞানং ব্রহ্ম।

অনবচ্ছিন্ন অখণ্ড দণ্ডায়মান জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কে? বৎস! তথাপি তাহা বলিতেছি শুনিয়া নিঃসংশয়রূপে অবধারণ কর। দেখ, ইন্দ্রিয়গণ আপনি আপনাকে ও স্বকীয় বৃত্তিকে জানে না, পরস্পরও পরস্পরকে জানে না, অতএব তাহারা জড়স্বরূপ। তুমি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বদা জানিতে পারিতেছ। মন বুদ্ধি প্রভৃতি আপনাকে জানে না এবং পরস্পরের ব্যাপার সম্পন্ন করিতেও সক্ষম নহে। অতএব তাহারাও জড়। তুমি মন বুদ্ধি প্রভৃতিকেও সর্ব্বদা অবগত আছ। সুতরাং জ্ঞানই তোমার স্বরূপ। যেমন রাহুর মস্তকই রাহুর স্বরূপ, সেইরূপ তোমার জ্ঞানই তোমার স্বরূপ।

শ্রুতিতে এইরূপই কথিত হইয়াছে, যথা '(লোকে) যাহা দ্বারা দর্শন করে, অথবা যাহা দ্বারা শ্রবণ করে অথবা যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, অথবা যাহা দ্বারা বাক্য বুঝিতে পারে, যাহা দ্বারা স্বাদ বা আস্বাদ জানিতে পারে সেই বিজ্ঞানই ব্রহ্ম'।

যো বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্রং পুরুষং পুরাণম্।
যস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি।

স্মৃতিরপি।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥

জ্ঞানমাত্র স্ত্বমিতি ভাবঃ।

অথ বিধিমুখেন প্রতিবোধয়তি। যতো জ্ঞপ্তিস্বরূপ স্ত্বং অতস্তবাজ্ঞানং নাস্তি। যথা সূর্য্যে তমঃ অতস্তস্যাজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকং জ্ঞানমপি তব নাস্তি জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ। যথা দীপস্যান্যদীপেচ্ছা নাস্ত্যেব প্রকাশস্বরূপত্বাৎ। তস্মাদজ্ঞানোদ্ভবৌ বন্ধমোক্ষাবপি তব নাস্তি। অতো নিত্যমুক্তএব ত্বম্।

'যিনি বিশ্বকে জানিতে পারিয়াছেন এবং যাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত'। 'যাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হয়' ইত্যাদি। স্মৃতিতে যথা—শরীর হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি এই বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। এ সমুদয়ের তাৎপর্য্য এই যে, তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ।

অনন্তর এইরূপ বিধিমুখে বুঝাইয়া দেন। যেহেতু তুমি জ্ঞানস্বরূপ এইজন্য তোমার অজ্ঞান নাই, যেমন সূর্য্যে অন্ধকার নাই। অতএব জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তোমার সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞানও নাই; যেমন দীপ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাহার আর অন্য দ্বারা প্রকাশের অপেক্ষা নাই। অতএব অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বন্ধ বা মোক্ষও তোমার নাই। সুতরাং তুমি নিত্যমুক্ত। শাস্ত্রেও কথিত আছে

যতঃ শাস্ত্রমাহ।

অনাত্মন্যাত্মধীর্বন্ধ স্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ॥

অতস্ত্বং চিদ্রূপম্। সদ্রূপত্বং দর্শয়তি। চক্ষুরাদীনি করণান্যাদিত্যাদ্যনুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। তত্র বুদ্ধিঃ করণব্যাপারমনুভবতি। ত্বং চৈতন্যোজ্জ্বলিতোভয়াত্মকদ্রষ্টাদৃশ্যাকারং বিপরিণমতে তজ্জাগরণং ভবতি। তস্য সাক্ষী ত্বং চৈতন্যোজ্জ্বলিতোভয়াত্মকদ্রষ্টাদৃশ্যকারং বিপরিণমতে তৎ স্বপ্নং ভবতি। যথা পটে চিত্রপটবৎ তস্য পৃথগ্‌ভুতঃ সাক্ষী ত্বমেব।

যে, 'অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিই বন্ধ এবং সেই বুদ্ধির নাশই মোক্ষ বলিয়া কথিত হয়; আত্মা নিত্যমুক্ত, তাঁহার বন্ধ ও মোক্ষ নাই', অতএব তুমি চিৎস্বরূপ।

পরে সৎস্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। দেখ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ আদিত্যাদি দেবতা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তম্মধ্যে বুদ্ধি কর্ত্রীস্বরূপ, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহার করণস্বরূপ; বুদ্ধি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয় অনুভব করে এবং চৈতন্য দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়া দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়াকারে পরিণত হয়। ইহাই জাগরণ অবস্থা; তুমি তাহার সাক্ষী। যখন বুদ্ধি পূর্ব্বের ন্যায় চৈতন্য দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়া দ্রষ্টা এবং সংস্কারোপস্থিত দৃশ্য এই উভয়াকারে পরিণত হয় এবং সঙ্কল্প বিকল্প ভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করে, তখনই স্বপ্নাবস্থা। যেমন কোন বস্ত্র কোন চিত্রবস্ত্রের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা এবং তদুপরি অঙ্কিত বস্তু এই উভয়ের আকার ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুগুলি বুদ্ধিতে চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত থাকে, ইহাই সংস্কার; এবং বুদ্ধি তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার এবং দৃশ্য বস্তুর আকার ধারণ করে। ঐ বস্ত্র যেমন চিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তুমিও সেইরূপ বুদ্ধি

জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থা সর্ব্বসংস্কারৈঃ সহ বুদ্ধিঃ স্বাজ্ঞানমূলা অবিদ্যায়াং লীনা সাঽবিদ্যা সংস্কারমাত্রাবশিষ্টা ত্বয়ি বিশ্রাম্য নির্ব্বিকল্পানুভবো ভূত্বা তিষ্ঠতি। ইয়ং সুষুপ্ত্যবস্থা যত্র ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।

তৎ সুষুপ্তং যো বেত্তি তস্য ত্বং সাক্ষিস্বরূপম্। এবমবস্থাত্রয়ভাবাভাবসাক্ষী অনুভূতং পৃথগ্‌ভূতং চৈতন্যং ত্বম্ অতঃ কালত্রয়স্থায়ী সর্ব্বদা ভাবস্বরূপমিত্যর্থঃ।

অন্যস্য সত্তামসত্তাঞ্চ স্বয়ং জানাসি। স্বসত্তা স্বতএব প্রমাণম্। স্বসত্তা জ্ঞানাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতি। অতঃ স্বসত্তানুভবসিদ্ধা অতস্তব স্বরূপং সদ্রূপম্।

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং তাহার সাক্ষী। এই প্রকার যখন আবার জাগরণ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থার যাবতীয় সংস্কারের সহিত বুদ্ধি আপনার মূল কারণ স্বরূপ অবিদ্যায় লীন হয় এবং সেই অবিদ্যা সংস্কার মাত্রাবশেষ হইয়া নির্ব্বিকল্প অনুভবরূপ হইয়া তোমার আশ্রয়ে বিশ্রাম করে—তখনই সুষুপ্ত্যবস্থা, এই সময় লোকে কোন কামনাও করে না এবং কোন স্বপ্নও দেখে না।

এই সুষুপ্তি অবস্থাকেও যে পদার্থ অনুভব করিতে পারে তুমি সেই সাক্ষিস্বরূপ পদার্থ। এইরূপে তুমি অবস্থা ত্রয়ের ও ভাব ও অভাবের সাক্ষি স্বরূপে অনুভূত হইয়া থাক, তুমি পৃথগ্‌ভূত চৈতন্য, কালত্রয়েই বর্ত্তমান এবং সর্ব্বদা ভাবস্বরূপ পদার্থ।

দেখ তুমি নিজে অন্যের সত্তা ও অসত্তা অনুভব করিয়া থাক, ইহাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তোমারি নিজ সত্তা, নিজেই নিজের প্রমাণ স্বরূপ। অনুভবরূপ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বসত্তা সিদ্ধ হয় না সুতরাং তোমার নিজসত্তা অনুভবসিদ্ধ, অতএব তুমি সৎ স্বরূপ।

আনন্দরূপতাং দর্শয়তি। ব্যবৃত্তেষু ইন্দ্রিয়েষু স্ববিষয়াদত্যন্তশ্রমিতঃ সন্ ত্বয়ি সুখস্বরূপে বিশ্রাম্য তেন সুখং রূপং পুনঃ সুখস্বরূপবৎ উত্থিতানি কোঽর্থঃ। স্বব্যাপারে সমর্থানি ভবন্তীত্যর্থঃ। যথা পটে সুগন্ধবৎ অতস্তব স্বরূপম্ আনন্দরূপম্।

অথাদ্বিতীয়ত্বং দর্শয়তি। আব্রহ্মাদি পিপীলিকান্ত মনুস্যূতমন্তর্যামী সাক্ষী এক এব অতস্তব স্বরূপমদ্বিতীয়ম্। তথাচ শ্রুতিঃ।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ইতি।

অতঃপর আনন্দস্বরূপতা প্রদর্শিত হইতেছে। ইন্দ্রিয় সমূহ অত্যন্ত শ্রান্ত হইলে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুখস্বরূপ আত্মায় বিশ্রামলাভ করিয়া থাকে এবং সুখস্বরূপবৎ হইয়া যখন উত্থিত হয় তখন আবার অশ্রান্তের ন্যায় নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়। যেমন বস্ত্রাদি কোন সুগন্ধ দ্রব্যের সংসর্গে সুগন্ধে বাসিত হয়, সেইরূপ আত্মা সুখস্বরূপ বলিয়াই তাহারা তাঁহার সংসর্গে সুখলাভ করিয়া ঐ রূপে আনন্দময় হইয়া থাকে। অতএব তোমার স্বরূপ আনন্দময়।

অনন্তর অদ্বিতীয়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত জীবেই যে অন্তর্যামী সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় পদার্থ অনুস্যূত রহিয়াছেন তাহা একই, সুতরাং তোমার স্বরূপ অদ্বিতীয়। শ্রুতিতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—এক অদ্বিতীয় দেবতা সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা, সর্ব্বভূতের নিবাস স্থান এবং সাক্ষী, বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ও নির্গুণ।

• সাক্ষী প্রপঞ্চস্য সদ্বিতীয়ঃ কিং ন ভবতি শৃণু। মৃদ্বিকারেষু মৃদিব সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব তন্তুবিকারেষু তন্তুরিব চিদ্বিবর্ত্তঃ চিদেব রজ্জুসর্পবৎ শুক্তিকারজতবৎ অতস্ত্বমদ্বিতীয়ঃ।

অখণ্ডত্বং দর্শয়তি। বিজাতীয়স্বজাতীয়স্বগতভেদরহিতত্বাৎ।

একরসম্ অখণ্ডস্ত্বং সৈন্ধবঘনবৎ।

অচলত্বং দর্শয়তি, জন্মমৃত্যুরহিতত্বাৎ ত্বমচলঃ।

যদি মনে কর যে, আত্মা যখন এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সাক্ষী তখন বিশ্বপ্রপঞ্চ আত্মা হইতে ভিন্ন, সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চ লইয়া আত্মা অবশ্যই সদ্বিতীয়; তবে তোমার সে সংশয়ও নিবারণ করিতেছি শ্রবণ কর। দেখ মৃত্তিকা দ্বারা ঘট, সরাব প্রভৃতি অনেক বস্তু নির্ম্মিত হয়, ঐ সকল বস্তু ঐ মৃত্তিকার প্রকারান্তরমাত্র বস্তুতঃ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে। ঐরূপ সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডল বলয়াদিও সুবর্ণের প্রকারান্তর ও সুবর্ণ হইতে ভিন্ন নহে; কার্পাসাদি সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদিও কার্পাসাদি সূত্র হইতে ভিন্ন নহে; এই প্রকার চৈতন্য বিবর্ত্ত দ্বারা প্রতীয়মান এই বিশ্বসংসারও চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে। রজ্জুকে ভ্রমে সর্প বলিয়া বোধ হয় সেই সর্প কি রজ্জু হইতে ভিন্ন? অথবা শুক্তিকায় যে রৌপ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে সেই রৌপ্যও কি ঐ শুক্তিকা হইতে ভিন্ন? তাহা নহে, অতএব বিশ্বপ্রপঞ্চ তোমা হইতে ভিন্ন নহে, সুতরাং তুমি অদ্বিতীয়।

অখণ্ডত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মা স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত, সুতরাং তুমি ঘনসৈন্ধবের ন্যায় একরস এবং অখণ্ড পদার্থ।

অচলত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—তুমি জন্মমৃত্যুরহিত, অতএব তুমি অচল।

অজত্বং দর্শয়তি। অনাদিত্বাৎ কারণরহিতত্বাৎ ত্বমজঃ।

অক্রিয়ত্বং দর্শয়তি। যথা ভ্রামকসন্নিধিসত্তামাত্রেণ জড়ময়ং লোহং চেষ্টতে। তথা অহংকারমমকারেচ্ছা-প্রযত্নরহিতস্য সচ্চিদানন্দরূপস্য তব সত্তাসন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিসকাশাৎ সদসৎক্রিয়া উৎ-পদ্যন্তে।

অতস্তব স্বরূপমক্রিয়ম্। তথাচ

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকে জনাইব॥

অত্র শ্রীভগবানাহ।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥

অজত্বও প্রদর্শিত হইতেছে—যেহেতু তুমি অনাদি ও কারণ-রহিত, অতএব তুমি অজ।

অক্রিয়ত্বও দর্শিত হইতেছে—যেমন চুম্বক নিকটে থাকিলেই জড় লৌহ চালিত হয়, সেইরূপ তুমি সন্নিধানে অবস্থিতি মাত্র করা-তেই জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, এবং বুদ্ধির নিকট হইতে সৎ ও অসৎ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ তোমার অহংকার মমকার ইচ্ছা প্রযত্ন প্রভৃতি কিছুই নাই, তুমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। অতএব তোমার স্বরূপ অক্রিয়।

পূর্ব্বপণ্ডিতগণও ইহা বলিয়াছেন যথা—যেমন সূর্য্যালোকে লোক সকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ আত্ম-চৈতন্যকেই আশ্রয় করিয়া দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়।

ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যথা—মনুষ্য শরীর বাক্য বা মন দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করে, এই পাঁচটিই তাহার হেতু।

সচ্চিদানন্দমক্রিয়ং স্বরূপং তব সত্যস্বভাবঃ। যথাগ্নেরুষ্ণত্ববৎ সবিতুঃ প্রকাশবৎ।

অথ কূটস্থ স্বস্বরূপত্বং দর্শয়তি। কূটস্থমবিকারি কূটবৎ তিষ্ঠতি কূটস্থঃ অতস্ত্বং কূটস্থঃ।

অনন্ততাং দর্শয়তি। অব্যক্তাদীনি পৃথিবী পর্য্যন্তং সর্ব্বতত্ত্বেষু পূর্ব্বং ব্যাপকং চৈতন্যম্।

যথা ঘটোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ব্যাপকং নভঃ অতস্ত্বমনন্তস্বরূপঃ।

স্বপ্রকাশত্বং দর্শয়তি। তব দৃশ্যমানমিদং সর্ব্বং ত্বংন ভবসি। ইতি তবৈবানুভবঃ। সচ্চিদানন্দস্বরূপস্ত্বং ভবসি তবৈব স্বসংবেদ্যম্ অতস্ত্বং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপঃ।

অগ্নির যেমন উষ্ণত্ব কিম্বা সূর্য্যের যেমন প্রকাশত্ব সেইরূপ তোমার ও সচ্চিদানন্দ অক্রিয় ও সত্য স্বভাব।

অনন্তর কূটস্থ স্বীয় স্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। কূটস্থ অর্থাৎ অবিকারী। যাহা চূড়ার অর্থাৎ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করে তাহাই কূটস্থ অতএব তুমি কূটস্থ।

অনন্তত্বও প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে আকাশ ব্যাপক ভাবে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ অব্যক্ত প্রভৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থেই পূর্ব্বে চৈতন্য ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান ছিল। অতএব তুমি অনন্ত স্বরূপ।

স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—এই সমস্ত পদার্থই তোমার দৃশ্য, তুমি এ সমস্ত নহ, ইহা নিজের অনুভবেই বুঝিতে পার।

তুমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ইহাও তোমার নিজেরই অনুভবগম্য; অতএব তুমি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ।

ব্রহ্মত্বম্ দর্শয়তি।
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাদ্বা প্রত্যগাত্মেহ চোচ্যতে।
তত্ত্বং ব্রহ্মপরং রূপং, গীয়তে বহুধা শ্রুতিঃ॥
অতস্ত্বং ব্রহ্ম। অতশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়মখণ্ডমচলমজমক্রিয়ং কূটস্থানন্তস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম। এবং দ্বাদশভির্ব্বিশেষণৈর্ব্বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম তদেবাহমিতি প্রতিপাদ্যতে। যথা নীলমহং সুগন্ধ্যুৎপলবদাত্মা এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তমলুপ্তবত্ত্বম্ ইতি তবৈবানুভবো জাতঃ।

তত্র শ্রুতিপ্রমাণম্। প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ইতি আত্মা বা ইদমেক মেবাগ্র আসীৎ তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামন্তর মবাহ্যম্। সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ অশরীরেষু জ্ঞানাদেব সর্ব্বপাপ-

---

ব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—সর্ব্বব্যাপী আত্মা অপরিচ্ছিন্ন বিধায় অতি বৃহৎ অথবা সর্ব্বকারণহেতু সংবর্দ্ধক এবং পূর্ণস্বরূপ এজন্য তাঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলা যায়। শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে যে, 'তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ।' অতএব তুমি ব্রহ্ম। এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইল যে, তুমি চিৎ, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্তস্বরূপ, স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্ম। এই প্রকারে দ্বাদশটি বিশেষণে বিশেষিত সেই পরব্রহ্ম আমা হইতে অভিন্ন ইহা প্রতিপন্ন হইল। একটী নীলপদ্ম নীলত্ব, মহত্ত্ব এবং সুগন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধ হয়, তেমনি তুমিও নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব ও অলুপ্তচিদ্রূপত্ববিশিষ্ট, ইহা তোমার অনুভব হইল।

এবিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতি যথা—সমস্তই জ্ঞানময় পদার্থের নাম। এই একমাত্র আত্মাই সকলের অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি লোকের অন্তরে প্রবিষ্ট, শাস্তা, অন্তর স্বরূপ ও অবাহ্য পদার্থ। তিনি বাহিরে এবং অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ও অজ। জ্ঞান দ্বারাই সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়।

হানিঃ। অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি। যোঽয়ং প্রজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ। যোঽয়মসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ। যোঽয়মবিনাশী পুরুষঃ। প্রত্যগানন্দময়ঃ পুরুষঃ। সহস্রশীর্ষায়ং পুরুষঃ। যোঽয়মমৃতময়ঃ পুরুষঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। প্রজ্ঞাং প্রতিষ্ঠিতা ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

স্মৃতিভ্যশ্চ।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি নবদ্বারে পুরে দেহী।
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ ন জায়তে ন ম্রিয়তে নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্ অবিভক্তং বিভক্তেষু বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি উপদেষ্টানুমন্তা চ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ

'এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ'। 'যিনি এই প্রজ্ঞানময় পুরুষ,' 'যিনি অসঙ্গ,' 'যিনি অবিনাশী,' যিনি সর্ব্বব্যাপী ও আনন্দময়,' 'যিনি সহস্র মস্তকযুক্ত,' 'যিনি অমৃতময় পুরুষ,' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ' 'সম্যক্ জ্ঞানই ব্রহ্ম,' 'ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ' 'ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়,' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি।

স্মৃতি যথা—'আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও, দেহী আত্মা এই নবদ্বারবিশিষ্ট শরীররূপ পুরমধ্যে থাকিয়াও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব বিধায় সর্ব্বভূতেই সমভাবে অবস্থিত।' উত্তম পুরুষ এ সমুদায় হইতে ভিন্ন। তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, তিনি কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। পদার্থ সমূহ বিভক্তাধীন; তিনি অবিভক্তরূপে বর্ত্তমান। বিভক্ত সকলের মধ্যে বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন আধারে তাঁহার প্রকাশ। আত্মাই 'সমস্তই বাসুদেব'। তিনি উপদেষ্টা ও অনুমন্তা; তিনি সকল ইন্দ্রিয় গুণের আভাসস্বরূপ, তিনিই সমস্ত দেবতা, ইত্যাদি।

এতৈরন্যৈশ্চ বিশেষণৈর্ব্বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি তৎ ত্বম্ অসীতি স্বানুভবঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি শ্রুতিং গৃহীত্বা শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া এবং বেদবাক্যতঃ শ্রীগুরুতঃ স্বতঃ ত্রিপ্রকারেণ ব্রহ্মাহমস্মি অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞাত্বা স মুক্ত ইতি।

তথাচ শ্রুতিঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাবিদ্যতেঽয়নায়॥

অহমেতং পুরুষং পুরুষোত্তমং বেদ জানামি। মহান্তং ব্যাপকম্। আদিত্যবর্ণং জ্যোতির্ম্ময়ং। তমসঃ প্রকৃতেঃ। পরস্তাৎ পরায়ণম্। উক্তরূপং পুরুষমেবং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা মৃত্যুমতিক্রম্য প্রতিগচ্ছতি। অপুনরাবৃত্তয়ে অয়নায় অগমনায় অন্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

এইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ এবং অন্যান্য বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত আত্মা তোমা হইতে অভিন্ন এই গুরুবাক্য, 'তুমি সেই আত্মা' এই নিজ অনুভব এবং 'আমি ব্রহ্ম' এই শ্রুতি এই তিন প্রকার ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সেই শিষ্য মুক্তি লাভ করেন।

শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—আমি এই আদিত্যবর্ণ তমোঽতীত মহান্ পুরুষকে জানিতে পারিয়াছি। ইহাঁকে জানিয়াই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

ইহার অর্থ যথা—আমি এই পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিয়াছি। ইনি মহান্ অর্থাৎ ব্যাপক, আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির, পরস্তাৎ অর্থাৎ মূল-আশ্রয়। পূর্ব্বোক্ত পুরুষকে এইরূপ জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। মুক্তির অন্য প্রকার পথ নাই. অর্থাৎ যথায় গমন করিলে আর দুঃখময় সংসারে ফিরিতে না হয়, সেই স্থলে গমনের আর অন্য উপায় নাই।

এইরূপ জ্ঞান লাভে চেষ্টিত না হইয়া যদি অন্য প্রকার জ্ঞান

তত্রাহ।

অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুণ্ঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যক্তৃতপ্রজ্ঞানাং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ॥
যাবদজ্ঞানভাবঃ স্যাত্তাবদ্দ্বৈতাস্তি ভাবনা।
ভেদভাবাস্তয়োভাতি সর্ব্বস্মিন্নেকতানয়ঃ॥
জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ।
জ্ঞাত্বৈবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ॥
তস্মাৎ সাধনান্তরং নাস্তি।

অত্র শ্রীভগবদ্বচনম্।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি ন স ভূয়োঽপি জায়তে॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

লাভের জন্য প্রলয় কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্ররূপ গহ্বরে বিলুণ্ঠিত হও, তথাপি তোমরা অজ্ঞ থাকিবে ও নির্বৃত্তি লাভে সমর্থ হইবে না। যত দিন অজ্ঞানতায় বদ্ধ থাকিবে ততদিনই দ্বৈততা বিচার থাকিবে। ভেদজ্ঞান যাবতীয় ভয়ের কারণ, সর্ব্বত্র একতা জ্ঞানই অভয়ের কারণ। এই একতা, জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য এই সমুদয়ের ফল। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক দ্বারা একতা জ্ঞানলাভ হয় ও তখন আত্মময় ও প্রেমময় স্বরূপকেও লাভ হয়। বিবেকভিন্ন আর অন্য সাধন নাই।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এইরূপ যে ব্যক্তি পুরুষ এবং সগুণা প্রকৃতিকে জানিতে পারেন, তিনি যেরূপেই অবস্থান করুন, কখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবেন না।

অনেক জন্মের পরে কোন ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সমস্তই বাসুদেবময়, ইহা অনুভবে জানিতে পারেন, তাদৃশ মহাত্মা অতিদুর্লভ।

তস্মাৎ সর্ব্বমহং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ং জ্ঞাতব্যং এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ এক এব আত্মা পরংব্রহ্ম সংসারধর্ম্মবিমুক্তস্ত্বমিতি সিদ্ধিম্। এবং ত্বমভয়ং প্রাপ্নোসি সংসারদুঃখান্মুক্তোসীতি।

এতৎ সর্ব্বং বিমৃষ্য যথেচ্ছসি তথা কুরু।
অতস্ত্বং বেদ কিঙ্করো ন ভবসি।
যতঃ শাস্ত্রমাহ।
আত্মানমব্যয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরম্।
যো বেত্তি তৎ ন কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদিচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ॥

ভো ভগবন্! যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জন্মা-

অতএব আমিই সর্ব্বাত্মক বাসুদেব অবিনাশী পদার্থ এইরূপ জ্ঞান প্রয়োজনীয়, ইহাভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। তুমি একমাত্র আত্মা পরম ব্রহ্ম ও সংসারধর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত ইহা স্থির হইল। এইরূপ তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে ও সংসারদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইলে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় তাহাই কর। তুমি আর এখন বেদবিধির দাস নহ। কারণ শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে, কোনও মহাত্মা সমস্ত জগতের ঈশ্বর অবিনাশী আত্মাকে জানিতে পারেন; যিনি জানিতে পারেন তিনি আর কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহার আর কোথাও ভয় থাকে না। যে মহাত্মা জানিতে পারিয়াছেন যে, আত্মাই এই সমস্ত বিশ্বস্বরূপ, তিনি যথেচ্ছ আচরণ করিলেও কে তাঁহাকে নিষেধ করিতে সমর্থ হইবে?

ভগবন্! যদিও জ্ঞানোৎপত্তি হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে বর্ত্তমান জন্মে লোকে যে

ভাব উক্তঃ তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেরত্র জন্মনি কৃতানাং কর্ম্মণামুত্তরকালভাবিনাঞ্চ যানি চাতিক্রান্তান্যনেকজন্মকৃতানি তেষাঞ্চ ফলমদত্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি। তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি ত্রীণি জন্মানি প্রারভেৎ। সংহতানি বা সর্ব্বাণ্যেব জন্মারভেৎ। অন্যথা কৃতবিনাশে সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। শাস্ত্রানর্থক্যং স্যাদিতি।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। ইতি।

ন জন্ম জায়তে ইত্যযুক্তম্। তত্ত্বজ্ঞানাগ্ন্যপস্পৃষ্টানি সর্ব্বকর্ম্মবীজানি দহ্যন্তে নাঙ্কুরয়ন্তি।

তথা চ শ্রুতিঃ।

বীজান্যগ্ন্যপদগ্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ॥ ইতি।

সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তাহার পরেও যে সকল কর্ম্ম করে অথবা অতীত বহুতর জন্মে যে বহুতর কর্ম্ম করিয়াছে, সে সমস্ত কর্ম্ম যে ফলপ্রদান না করিয়াই নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অতএব সেই তিন প্রকার কর্ম্ম লোকের জন্মত্রয়ের কারণ হইতে পারে, অথবা তাহারা সমুদয় একত্র হইয়া অন্ততঃ একবার পুনর্জ্জন্মেরও কারণ হইতে পারে। তাহা না হইয়া যদি কৃত কর্ম্ম অমনিই বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে সমস্ত লোকের কোন কর্ম্মের ফললাভের অবকাশ থাকে না ও "অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোক্তব্য" ইত্যাদি শাস্ত্র একেবারে নিরর্থক হইয়া যায়। উত্তর—এপ্রকার বলা যায় না; জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও কর্ম্মফলবশতঃ পুনর্জ্জন্ম হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান অগ্নিস্বরূপ, তাহা যে সমস্ত কর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারা অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায় আর অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না। শ্রুতিতেও ইহা কথিত হইয়াছে, যথা, যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজসমূহ আর অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মদ্বারা আর আত্মা জন্মগ্রহণ করেনা।

অস্তু তাবৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহো জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানাম্ অতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাং কর্ম্মণাং দাহো ন যুক্তস্তন্ন তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ ইষীকাতূলবৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রদহ্যন্তে।

স্মৃতিরপি।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

ভগবন্! সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ইতি বিশেষণাৎ যথা বর্ত্তমানজন্মারম্ভকর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে তথা নারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি।

তদসৎ। যথা তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ যথা পূর্ব্বলক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তরকাল-

প্রশ্ন—তবে জ্ঞানোৎপত্তির পরে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা না হয় জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হউক, কারণ তাহারা জ্ঞানের সহভাবী, কিন্তু যে সকল কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞানদ্বারা দাহ যুক্তিসঙ্গত নহে। উঃ—তাহাও নহে, তাঁহার ততদিনই বিলম্ব, যতদিন না ইষীকাতৃণের ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করে, ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিতে সমস্ত কর্ম্মেরই দাহ কথিত হইয়াছে।

ভগবন্! সর্ব্বকর্ম্ম দাহ হয়, এই কথা উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি যেমন যুক্তির অনুরোধে ফলদানে প্রবৃত্ত বর্ত্তমান জন্মারম্ভক কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ যুক্তির অনুরোধে অনারব্ধ কর্ম্মের ফলও ক্ষয় হয় না, ইহাও কেন স্বীকৃত হউক না? তাহা স্বীকার ভাল নহে। আরব্ধফলকর্ম্মগুলি পরিত্যক্ত বাণের ন্যায় ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নিবৃত্তি অসম্ভব; যেমন কোন লক্ষ্য বেধের নিমিত্ত যে বাণটা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য-

মপ্যারব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে, এবং শরীরা-রম্ভককর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি আসংস্কার-বেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববদ্বর্ত্তত এব। কিং বহুনা অয়ং দেহ-যাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাপ্রাপ্তান্যারোপিত - সুখ-দুঃখলক্ষণানি আরব্ধফলান্যনুভবন্ অন্তঃকরণাভাসাদীনাম-বভাসকঃ সন্ তিষ্ঠত্যেব। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াজ্জীবন্মুক্তানাং পুনর্জ্জন্মাভাবঃ।

তথাচ। শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থবুদ্ধিঃ
কার্য্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশ
এবংক্রমান্নশ্যতি চাত্মমায়া॥

কর্ম্মণো মায়ামুলত্বান্মায়ানাশে সর্ব্বং কর্ম্ম ভস্মসাদ্ভ-

বিদ্ধ হইলেই ধনুর্দ্ধারীর ইচ্ছায় নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু পরে তাহার সেই আরব্ধ বেগের ক্ষয় হইলে আপনিই নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ শরীরা-রম্ভের নিমিত্ত যে কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা শরীরস্থিতির প্রয়োজন সম্পন্ন হইলেই নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু যতক্ষণ না পূর্ব্বের সংস্কাররূপ বেগের ক্ষয় হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রবৃত্ত থাকে। অধিক কি, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ততদিন তাহার অনুরোধে কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ইচ্ছাপ্রাপ্ত অনিচ্ছাপ্রাপ্ত বা পরেচ্ছাপ্রাপ্ত সমস্ত ফলই আরোপিত সুখ দুঃখরূপে অনুভব করিতে হয় এবং মিথ্যা-জ্ঞান নষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের অন্তঃকরণাদি আভাসমাত্র হইলেও তাহা-দের আভাসকরূপে তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতে হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

অতএব—প্রথমতঃ শাস্ত্রালোচন দ্বারা অসত্য পদার্থে পরমার্থ সত্য বুদ্ধি রূপ ভ্রমও নষ্ট হয়, পরে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে তাহাদের ইন্দ্র-জালাদির ন্যায় মাত্র কার্য্যকারিতা ভ্রমও নষ্ট হইয়া যায়, অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হইলেই অন্তঃকরণাদি প্রতিভাসও নষ্ট হয়, এই রূপে আত্মমায়া ক্রমে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

কর্ম্মও মায়ামুলক সুতরাং মায়ার নাশ হইলে সকল কর্ম্মই ভস্মসাৎ

বেৎ। নম্নু স্বেচ্ছয়া কৃতানাং কর্ম্মণাং শরীরান্তরেণাপি ভোগো ভবত্বিতি চেৎ, তন্ন তস্য কর্ম্মফলোপচয়কর্ত্তৃত্বাভিমানো নাস্ত্যেব। অসঙ্গো নহি সজ্জতে এতে ইচ্ছাদয়ঃ আত্মন্যারোপ্যন্তে ক্ষেত্রধর্ম্মাঃ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।

ধ্যায়তীবেতি শ্রুতেঃ গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে ইত্যনুসন্ধানেন শরীরযাত্রাস্থিতিঃ অন্যথা শরীরযাত্রাস্থিতির্ন প্রসিধ্যেৎ।

তথাচ।

গতসঙ্গস্য যুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

হইয়া যায়। যদি বল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, জ্ঞানপ্রভাবে এ শরীরে তাহাদের ভোগ নিবারিত হইলেও শরীরান্তরে ভোগ হওয়া উচিত। তাহাও নহে। কর্ত্তৃত্বাভিমানই কর্ম্মফলের উপচায়ক, আত্মার ঐ অভিমান নাই; উক্ত জ্ঞানী তাহা বুঝিতে পারেন। শ্রুতিতেও আছে যে, 'অসঙ্গ আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হন না'। ইচ্ছাপ্রভৃতি শরীরেরই ধর্ম্ম, তাহা আত্মায় আরোপিত হয় মাত্র। জ্ঞানী উহাদিগকে শরীরমাত্রের ধর্ম্ম জানিয়াই তাহার প্রতিকূল আচরণ করেন না এবং তজ্জন্যই তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায়। গীতায় ইহা উক্ত হইয়াছে, যথা—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আপন প্রকৃতির সদৃশ কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রুতিতেও আছে যে, 'তিনি যেন চিন্তা করিয়া থাকেন' ইত্যাদি। গুণসকল গুণে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি প্রবৃত্ত হইতেছি না, এইরূপ তত্ত্ব মনে রাখিয়া জ্ঞানী যে কর্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার শরীর যাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নতুবা তাঁহার শরীরস্থিতিরও ব্যাঘাত ঘটে। গীতায় কথিত হইয়াছে যে, কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য, মুক্ত ও জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত যোগী কেবল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই বিলীন হইয়া যায়।

জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধক্ষয়ে শরীরপাতাৎ পূর্ব্বং লিঙ্গং ভগ্নং। তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাদ্যয়োরশ্লেষবিনাশৌ তস্য পুত্রাদায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যান্ দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যান্ ন তস্য প্রাণাউৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে। কিঞ্চ

প্রারব্ধনিশ্চয়াদ্ভুঙ্‌ক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে।
শারীরস্থিতরৎ কর্ম্ম তদ্দ্বেষি-প্রিয়বাদিনোঃ।
অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নির্বীর্য্যং ক্রিয়তে তথা॥

অপিচ অস্য জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধভোগার্থং শরীর-ধারণে কোদোষঃ। যথা উৎখাতদংষ্ট্রোরগবৎ অবিদ্যা-কার্য্যদেহদ্বয়মস্তি তৎ কিং করিষ্যতি। স্বামিন্! কারণনাশে কার্য্যমস্তি তন্তুনাশে পটোঽস্তীতি কুত্র দৃষ্টম্।

যখন প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হয়, তখন জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীর-পাতের পূর্ব্বক্ষণে সংসারবন্ধের সমস্ত কারণই নষ্ট হইয়া যায়। ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—জ্ঞানপ্রাপ্তি হইলে উত্তরকালীন পাপের আর সংসর্গ ঘটে না ও পূর্ব্বকালীন পাপসমূহও বিনষ্ট হয়। তাঁহার পুত্রগণ তখন পিতৃধন প্রাপ্ত হয়, সুহৃদগণ পুণ্যকর্ম্ম গ্রহণকরে ও শত্রুগণ পাপকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রাণ আর উর্দ্ধে গমন করে না, এই খানেই নষ্ট হইয়া যায়। ইত্যাদি।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে, যথা—জ্ঞানী ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মকে নিশ্চয়ই ভোগ করেন, অবশিষ্ট কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয়। যে সকল কর্ম্ম শরীরমাত্র নিষ্পাদ্য, তাহা তাঁহার শত্রু ও মিত্রে গ্রহণকরে। যাহা অনারব্ধফল, তাহা জ্ঞানপ্রভাবে নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়। আরও দেখ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধভোগার্থ শরীরধারণে দোষ কি? অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ তাঁহার দেহদ্বয় বর্ত্তমান থাকে মাত্র, কিন্তু তাহারা ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় হইয়া যায়। সুতরাং তাহারা তাঁহার কি করিতে পারে?

গুরো! অবিদ্যারূপ কারণ নষ্ট হইলেও অবিদ্যার কার্য্য দেহ-দ্বয় বর্ত্তমান থাকে, এ কি প্রকার? তন্ত্র, নষ্ট হইলেও বস্ত্র বিদ্যমান থাকে, ইহা কি কোথাও দেখা যায়?

উচ্যতে। কারণনাশে কার্য্যমস্তীতি লোকে দৃশ্যতে। যথা রজ্জুস্বরূপে জ্ঞাতে সর্পজ্ঞানং নিবর্ত্ততে। তথাপি ভয়জনিতং কম্পাদিকং বর্ত্ততে।

তথাচ শ্রুতিঃ। যথাহি নির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রেত্যস্তাশয়িতৈবমেবমেবেদং শরীরম্ অস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে পতিতে স্থিতে বা স মুক্ত ইতি।

শ্রুতিরপি। সদৈব মুক্ত ইতি।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।

স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্তএব। ইদানীমপি যথা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভুতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। তথৈব ভ্রান্তিমূলসংসারমহাস্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্মিথ্যাভুতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে।

বলিতেছি, শ্রবণ কর। কারণ নষ্ট হইলেও যে কার্য্য থাকে, তাহা লোকেই দেখা যায়। দেখ, রজ্জুতে যে সর্পভ্রম জন্মে, রজ্জুর স্বরূপ জানিতে পারিলেই তাহা নষ্ট হয়, তথাপি তাহার ভয়ে যে কম্পাদি উৎপন্ন হয়, তাহা কিছুক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে— যেমন এই বল্মীকের মধ্যে সর্প লুকাইয়া আছে, এই শঙ্কা ঐ বল্মীক নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না, এই শরীর ও সেইরূপ। এই শরীর নষ্টই হউক, অথবা বর্ত্তমানই থাকুক, আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত। শ্রুতিতেও আছে যে, আত্মা সর্ব্বদাই মুক্তস্বভাব। ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব তুমি স্বভাবতই নিত্যমুক্ত। এখনও তুমি মুক্ত। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগত ভয়ের দ্বারাই প্রবুদ্ধ হইলে, মিথ্যাস্বরূপ সমস্ত স্বপ্নব্যবহার বিনষ্ট হয়, সত্যস্বরূপ নিজেই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ মিথ্যাস্বরূপ ভ্রান্তিমূলক সংসার মহাস্বপ্ন ব্যবহার সমুদয় নষ্ট হইলে, সত্যস্বরূপ আত্মা নিজেই অবশিষ্ট থাকেন।

ননু প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াৎ শরীরনাশঃ শরীরনাশাৎ পুনর্জ্জন্মাভাবঃ। সর্ব্ববিশেষরহিতং শূন্যমেব জাতম্। তর্হি নৈবায়মিতি উচ্যতে। স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্ত এব।

কিঞ্চ প্রমাণবিষয়ত্বান্নাস্তি ব্রহ্মেতি প্রসজ্যতে।

অথ বেদপ্রশস্তং সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। তৎ কিমর্থমঙ্গীকরণীয়ম্। তদসৎ শৃণু।

নির্ম্মুচ্যাপি ত্বচং সর্পঃ স্বস্বরূপং ন মুঞ্চতি।
নাস্ত্যাত্মেতি চ যো হেতুরিতি বক্তুং ন যুজ্যতে॥
কিঞ্চ।
যথা চন্দ্রোঽন্ধভাবেন মলিনত্বান্ন দৃশ্যতে।
অমাবস্যাং যথা চন্দ্রঃ কর্ম্মযোগাৎ ন দৃশ্যতে।
মায়াযোগাৎ তথা দ্রষ্টুর্ব্যবহারো ন দৃশ্যতে॥

অথাস্তু আদেশোনেতি নেতি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘ-

গুরো! প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে শরীর নষ্ট হয়, শরীর নষ্ট হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, পুনর্জ্জন্মাভাবে সর্ব্ববিশেষরহিত শূন্যই উৎপন্ন হয়, অতএব আর আত্মা বলিয়া কোনও পদার্থ অবশিষ্ট থাকে কই? উঃ—এরূপ বলা অযুক্ত; যেহেতু তুমি স্বভাবতঃ নিত্যমুক্তস্বরূপ। প্রঃ ব্রহ্ম যখন কোন প্রমাণেরই বিষয় নহেন, তখন ব্রহ্মের নাস্তিত্বই ঘটিয়া উঠিতেছে। যদি বলেন যে, তখন বেদোক্ত সত্যস্বরূপ নিজেই অবশিষ্ট থাকেন, তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? উঃ—এ কথা ভাল নহে, শ্রবণ কর। সর্প আপনার ত্বক্ (খোলস) ত্যাগ করে বটে, কিন্তু নিজের স্বরূপকে কখনই ত্যাগ করে না। অতএব আত্মা নাই এ কথা বলিতে পার না। আরও দেখ, দৃষ্টিমালিন্যবশতঃ অথবা অন্ধত্বপ্রযুক্ত যেরূপ চন্দ্র দৃশ্য হয়েন না এবং অমাবস্যাতে কর্ম্মযোগবশতঃ যেরূপ চন্দ্রদর্শন হয় না, তদ্রূপ মায়াযোগে দ্রষ্টার ব্যবহারও অদৃশ্য হয়।

আরও দেখ, যদি আত্মা অবশিষ্ট থাকেন, ইহা না স্বীকার করা

মলোহিতমিতি শ্রুতেঃ।

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

যদ্বাচা নাভ্যুদিতমিত্যাদি নিষেধস্য সিদ্ধির্নাস্তি। সর্ব্বস্য নিষেধস্য সাবধিত্বাৎ। অতএব সত্যস্বরূপোঽবশিষ্যতে। যন্নিষেধদ্বারা সদুক্তং তৎসর্ব্বং প্রপঞ্চস্য নত্বাত্মনঃ। যদ্যাত্মনঃ অসদুক্তং ভবতি, বন্ধ্যাপুত্রেণ কার্য্যং কথং নির্ব্বহতি। অতএব সদেব প্রমাণমাত্মনঃ। সংসম্পত্তিঃ সদ্ভাবে শ্রুতিঃ প্রমাণম্। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

স্মৃতিরপি।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ইত্যাদি।

কিঞ্চ ব্রহ্মসদ্ভাবে প্রমাণাঽপেক্ষা নাস্তি, স্বতঃ প্রমাণং ব্রহ্ম, জাগ্রদবস্থাত্রয়েষু প্রমাতৃত্বাব্যভিচারাৎ। কূটস্থ-

---

যায়, তবে 'ইহা (আত্মা) অতি ক্ষুদ্র পদার্থ নহেন, তিনি স্থূল পদার্থও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, লোহিতও নহেন।' বাক্য এবং মন যাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, যাঁহাকে বাক্যদ্বারা বলা হয় না, ইত্যাদি নিষেধ শাস্ত্রের সিদ্ধি হয় না। সকল নিষেধরই একটী অবধি আছে। অতএব তিনি সত্যস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য। নিষেধদ্বারা যে অসত্তা কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এই মায়া প্রপঞ্চের, আত্মার নহে। যদি আত্মারও অসত্তা হয়, তবে কাহার দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে? বন্ধ্যাপুত্রতুল্য অসৎ পদার্থ দ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারে না। অতএব সত্তাই আত্মার প্রমাণ। সত্তাবিষয়ে শ্রুতিতেও বহুতর প্রমান রহিয়াছে। যথা, শ্রুতি—'সৌম্য! অগ্রে সৎপদার্থই বর্ত্তমান ছিলেন, ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানময় এবং অনন্ত' ইত্যাদি। (স্মৃতি—) যিনি এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে অবিনাশী পদার্থ বলিয়া জানিও, ইত্যাদি। অথবা ব্রহ্মের সদ্ভাববিষয়ে কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই, ব্রহ্ম স্বতঃপ্রমাণ বস্তু।

নিত্যতাসিদ্ধিঃ। সুষুপ্তৌ ব্যভিচরতীতি চেৎ ন তত্রাপি প্রমেয়ত্বমেব নিবারয়তি। সর্ব্বোলোকঃ কথং নাহমত্র সুষুপ্তে কিঞ্চিদুপলব্ধবানিতি ন প্রমাতৃত্বম। অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ পরিস্থিতিং প্রতি প্রমাণাপেক্ষা ন ত্বাত্মনঃ। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ।

• কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ। যস্য প্রমাতৃত্বং স এবাত্মা ইতি নিশ্চীয়তে। ততঃ স্বতঃসিদ্ধ এবাত্মা ন প্রমাণাপেক্ষা। যদিদং দৃশ্যজাতং তদবিদ্যয়া কৃতং প্রতীতিমাত্রম্ কূটস্থনিত্যতাসিদ্ধত্বাদাত্মসত্তাসামান্যমনুস্যূতং বর্ত্ততএব।

জাগরণাদি অবস্থাত্রয়ে কখনই আমাদিগের প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার দেখা যায় না, ইহা দ্বারা ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে। যদি বল, সুষুপ্তিকালে প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার দেখা যায়, তাহা নহে। তখনও সমস্ত লোকে প্রমেয়েরই অভাব প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। সুষুপ্তি বিষয়ে সকলের এইরূপই অনুভব হয়। আমি এই সুষুপ্তি-কালে কিছুই উপলব্ধি করি নাই, ইহাতে প্রমেয়েরই অভাব সূচিত হয়, প্রমাতৃত্বের অভাব সূচিত হয় না *।

যে বস্তুটী অসিদ্ধ, তাহারই সিদ্ধির জন্য প্রমাণের আবশ্যক, আত্মা সিদ্ধ বস্তু, তজ্জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। যদি আত্মারও সিদ্ধির জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয়, তবে কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে বল? এক জনের প্রমাতৃত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহারই প্রমাতৃত্ব, তিনিই আত্মা, ইহাই নিশ্চয়। অতএব আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার সিদ্ধি প্রমাণসাপেক্ষ নহে।

এই যে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত ও প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ দৃশ্য পদার্থ সমূহ, আত্মার সত্তাই ইহাদিগের সাধারণ সত্তা, সেই সত্তার এইগুলি চিহ্নমাত্র বলিতে হইবে, নতুবা আত্মার কূটস্থ নিত্যতা সিদ্ধ হয় না।

---

* অবস্থাত্রয়াদির স্পষ্ট বিবরণ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিতে দেখুন।

নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। অতঃ সৎ স্থূলং কার্য্যম্ অসৎসূক্ষ্মং কারণম্। তৎ সর্ব্বং চিদ্বিবর্ত্তিতরূপেণ ব্রহ্মৈব ভাতি।

তথাচ

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্‌যস্মাত্তস্মেদোন বিচক্ষণৈঃ॥

যস্মাজ্‌জ্ঞানাদৃতে নাস্ত্যর্থসত্তা তস্মাজ্‌জ্ঞানন্তু কথম্ একং বহুধাকারম্। শৃণু। অনির্ব্বাচ্যা মহতী মায়া লক্ষণাশক্তিঃ যথা নানাভাবং নয়তি।

তথাচ শ্রুতিঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। নন্বু-দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণোরূপ ইত্যুক্তত্বাৎ বাস্তবং দ্বৈতং ভবতু। নৈবম্ অবিদ্যয়া কৃতত্বাদ্দ্বৈতমেব ন বাস্তবম্। তথাচ। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ইতর ইতরং জিঘ্রতি যত্র তু অস্য সর্ব্বং আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন

সৎপদার্থের বিনাশ নাই, অতএব এই কার্য্যসমূহ স্থূল ও অসৎ, ইহাদিগের কারণস্বরূপ আত্মাই সৎ ও সূক্ষ্ম। এই কার্য্যসমূহ যখন চৈতন্যের বিবর্ত্তমাত্র, তখন ইহারাও ব্রহ্মস্বরূপ। এইরূপই কথিত হইয়াছে, যথা,—এই সমস্ত বিশ্বই সর্ব্বভূতাত্মক বিষ্ণুর বিস্তৃতিমাত্র, অতএব পণ্ডিতগণ আত্মার ন্যায় তাহাদিগের অভেদ দর্শন করিবেন। জ্ঞানব্যতিরেকে কোন বস্তুর সত্তাই সিদ্ধ হয় না, অতএব জ্ঞানই বস্তুও সৎপদার্থ। যদি বল, এক জ্ঞান কি রূপে নানাপ্রকার আকার ধারণ করে? তবে তাহা শ্রবণ কর। অনির্ব্বচনীয় মহতী মায়াশক্তিই এই জ্ঞানকে নানাপ্রকারে বিকল্পিত করে। শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে, যথা,—'পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আত্মা মায়াদ্বারাই বহুরূপ প্রতীত হন।' যদি বল যে, যখন গীতাদিতে উক্ত হইয়াছে যে, এই দুইটীই ব্রহ্মের রূপ, তখন বাস্তবিকই দ্বৈত হউক না কেন? না, এরূপ বলিও না; যখন দ্বৈত অবিদ্যাকৃত, তখন তাহা বাস্তবিক নহে। তজ্জন্য শ্রুতি বলিতেছেন, যে যথায় দ্বৈতবৎ প্রতীতি থাকে, সেই স্থলেই অন্যে অন্যকে

কং পশ্যেৎ কেন কং জিঘ্রেৎ যেনেদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতং তৎ কেন বিজানীয়াৎ নান্যোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽস্তি বিজ্ঞাতা যদয়ং সর্ব্বমাত্মা বিজ্ঞাতারমেব কেন বিজানীয়াদিতি। এতৎ সর্ব্বমখিলমাত্মৈব অতস্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবাত্মা তথ্যমিতি বেদান্তবিদনুভবঃ। অতিগুরুপ্রসাদেন জায়মানব্রহ্মাপরোক্ষবৃত্তিসাধনেন প্রবুদ্ধ্য সর্ব্বমিথ্যাভূতে অপ্রমেয়ং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। মায়ানিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ জীবন্মুক্তঃ। প্রারব্ধকর্ম্মজনিত ফলাবধিলোকমনুগৃহ্লন্ পূর্ব্ববত্তিষ্ঠতি। শাস্ত্রমপি।

জ্ঞাত্বাপ্যসর্পং সর্পোত্থং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি।
বিধ্বস্তা-খিলমোহোঽপি মোহকার্য্যং তথাত্মনি॥

দর্শন করে, অন্যে অন্যকে আঘ্রাণ করে, যখন সকলই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কাহাদ্বারা কাহাকে দেখিবে? কাহাদ্বারাই বা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? যিনি এই সমস্ত জানিলেন, তাঁহাকে আর কিসের দ্বারা জানিতে পারিব? অন্য কেহ শ্রোতা নাই, অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নাই, যেহেতু এ সমস্তই আত্মা। ওহে! বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিতে পারা যাইবে? ইত্যাদি।

এ সমস্তই আত্মা; অতএব জগতের ভাসক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সত্য, ইহাই বেদান্তবিদ্ ব্যক্তির অনুভব। গুরুর অতিশয় অনুগ্রহ হইলে যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সাধনদ্বারা শিষ্য প্রবোধিত হইয়া উঠেন, তখন এ সকল মিথ্যা হইয়া যায় ও অপ্রমেয়স্বরূপ নিজ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। তখন মায়ানিদ্রার অবসান হয় ও তিনি জাগরিত হইয়া জীবন্মুক্তরূপে লোকদিগকে অনুগৃহীত করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মফলপর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করেন। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, যথা—রজ্জু সর্প নহে, ইহা জানিলেও যেমন সর্পভয়জনিত কম্পা ত্যাগ হয় না, সেইরূপ

অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থম্ ইতি।

শ্রুতিরপি। আসনাচ্ছাদনস্বশরীরং নোপভোগার্থায় চ পরিগ্রহেৎ। ভো ভগবন্! লোকস্য কোপকারঃ। উপকারস্ত্রিবিধশ্চেতি। তৎ কথম্। ইত্থং। দর্শনং ভজনং সম্ভাষণঞ্চেতি। দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি, ভজনেন চোত্তোরত্তরং বৃদ্ধিঃ সম্ভাষণেন শ্রেয়ো মোক্ষো ভবতি। এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবস্বরূপোঽহম্। এবং বিধো বোধঃ। আচার্য্যপ্রসাদাদজ্ঞানপ্রবুদ্ধঃ সংসারবিনির্মুক্তো ভবতি।

শ্রুতিরপি। আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ, আচার্য্যাদেব বিদ্যা বিদিতা তরতি শোকমাত্মবিৎ।

সমস্ত মোহের ধ্বংস হইলেও আত্মার মোহকার্য্য দেহের অবসান হয় না।

জীবন্মুক্তের দেহধারণ কেবল লোকের উপকারার্থ। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, আসন, আচ্ছাদন এবং নিজ শরীরকে নিজের উপভোগের জন্য গ্রহণ করিবে না।

ভগবন্! জীবন্মুক্ত কর্ত্তৃক লোকের কি উপকার সাধিত হয়? উপকার তিন প্রকার। কি কি তিন প্রকার? দর্শন, ভজন এবং সম্ভাষণ, এই তিন প্রকার। তাঁহার দর্শনে লোকের পাপক্ষয় হয়, ভজনে উত্তরোত্তর অভ্যুদয় হয় এবং সম্ভাষণ দ্বারা কল্যাণময় মোক্ষলাভ হয়।

এইরূপে আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য-স্বভাব, এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং গুরুর অনুগ্রহে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যথা,—যাঁহার গুরু আছেন তিনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, গুরু হইতেই বিদ্যালাভ করিয়া আত্মবিৎ দুঃখ হইতে নিস্তার লাভ করেন।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাহবরে।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।
ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। ইদানীমন্যবিদ্যোপাসনে দোষমাহ। অন্যবিদ্যাঃ ক্রিয়া উপদিশন্তি, কালান্তরে অনিত্যফলতাং দর্শয়ন্তি।

শ্রুতিরপি। সর্ব্ববিদ্যা ক্রিয়াপরা যদি ক্রিয়াফলং মোক্ষো ভবেদনিত্যত্বং প্রসজ্যতে ঘটবৎ স্বর্গাদির্নস্যাদিতি অয়মেবার্থঃ।

শ্রুতিরপ্যাহ। তথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি।

স্মৃতিরপি। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। অত আচরণে দুঃখং ফলে স্পর্দ্ধা দুঃখং ভোগান্তে পতনং দুঃখমেবমন্যবিদ্যোপাসনে দুঃখাৎ দুঃখ মাপ্নোতি।

স্মৃতিতেও যথা,—'পরাবরস্বরূপ আত্মার দর্শন হইলে সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়।' 'জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।' ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন।

এক্ষণে অন্য বিদ্যোপাসনার দোষ কথিত হইতেছে। অন্য বিদ্যা ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করে, ক্রিয়াসমূহ কতকাল পরে অনিত্য ফল প্রদান করে। শ্রুতিতেও ক্রিয়া কখন মুক্তিফল প্রদান করিতে পারে না। যদি মুক্তি ক্রিয়ার সাধ্য হয়, তবে তাহারও অনিত্যতা ঘটিয়া উঠে। যাহা ক্রিয়াসাধ্য সে সমস্তই অনিত্য দেখা যায়, যেমন ঘট প্রভৃতি। সুতরাং এইরূপ ক্রিয়ার ফল স্বর্গাদিও অনিত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রুতিও বলিতেছেন যে, যেমন ইহলোকে কর্ম্মার্জ্জিত অধিকারের ক্ষয় হয়, সেইরূপ পরলোকেও পুণ্যজিত লোকের ক্ষয় হইয়া থাকে। স্মৃতিতে যথা,—'পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন।'

অতএব কর্ম্মের আচরণকালে অনুষ্ঠান দুঃখ, ফলকালে স্পর্দ্ধাদুঃখ,

শ্রুতিরপি। মর্ত্ত্যঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি যোঽন্যদেবতামুপাসতে স দেবানাং পশুঃ। অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীত্যুপাসতে ন স বেদ যথা পশুঃ। তস্মাদন্যবিদ্যাং পরিত্যজ্য ইমামধ্যাত্মবিদ্যামাশ্রয়। সা বিদ্যা কীদৃশী।

অত্র শ্রীভগবতোক্তম্।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥

কিঞ্চ যথা অগ্নিহোত্রাদীনাং স্বর্গাদিফলং দর্শয়তি। শ্রুতিরপি তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি।

শ্রুতিরপি শ্রুতয়োব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং প্রদর্শ-

ফলভোগের পর পতনদুঃখ, এইরূপ কর্ম্মে কেবলই দুঃখ, সুতরাং অন্য বিদ্যার উপাসনায় দুঃখের পর দুঃখই লাভ হয়।

শ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন, যথা,—সেই মর্ত্ত্য মৃত্যু-প্রাপ্ত হয় যে সংসারে নানাভাব দর্শন করে, যে অন্য দেবতার উপাসনা করে সে দেবতাদিগের পশু-স্বরূপ। যে উনি অন্য এবং আমি ও অন্য এই প্রকার ভাবে উপাসনা করে, সে পশুর ন্যায় অজ্ঞ। অতএব অন্য বিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই অধ্যাত্ম বিদ্যারই আশ্রয় করা বিধেয়। গুরো! সে বিদ্যা কি প্রকার? তাহা ভগবানই বলিয়াছেন, যথা,— ইহা বিদ্যার রাজা, ইহা গোপনীয় বস্তুর শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সর্ব্বোত্তম। ইহাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, ইহার সাধন অতি সুখকর এবং ইহা অক্ষয়।

অথবা শ্রুতিতে, যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা-বিজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থ-রূপ মুক্তিফল কথিত হইয়াছে। সমস্ত শ্রুতিতেই ব্রহ্মবিদ্যালাভের পরক্ষণেই মোক্ষপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কর্ম্মের পরক্ষণে মোক্ষলাভ নিবারিত হইয়াছে।

য়ন্তি। মধ্যে কার্য্যানন্তরং বারয়ন্তি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বেদানুশাসনম্।

বেদানুশাসনমিতি। অথ শঠানাং ধূর্ত্তানাং অশ্রদ্দধানানাং নাস্তিকানাম্ উৎপথগামিনাম্ এতাং বিদ্যাং ন প্রকাশয়েৎ।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
ইতি শ্রুতেঃ।

ইতি শ্রীসংক্ষিপ্তবেদান্ত-শাস্ত্র-প্রক্রিয়ায়াং শ্রীমৎ-
পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করকৃত-
বহির্ম্মুখান্ত-প্রকরণ-মজ্ঞানবোধনী-
অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ-বিধিঃ
সমাপ্তঃ।

'ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষার্থ লাভ করেন' ইহাই বেদের অনুশাসন।

এই অধ্যাত্ম বিদ্যোপদেশ শঠ, ধূর্ত্ত, অশ্রদ্ধালু, নাস্তিক এবং উৎপথগামী ব্যক্তিদিগের নিকট প্রকাশ করিবে না। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন,—যাঁহার দেবতার প্রতি পরমভক্তি, যেমন দেবতার প্রতি তেমনি গুরুরও প্রতি একান্ত ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকট কথিত হইলেই এই সমস্ত অর্থ প্রকাশিত হয়।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য-রচিত সংক্ষিপ্ত-
বেদান্তপ্রক্রিয়া-গ্রন্থে বহির্মুখান্তপ্রকরণ অজ্ঞানবোধিনী
অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধি সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৯	ওকার	ওঁকার
২	১৮	উদ্দেশ্য	অভিধেয়
২	৩	বিষয়বিষয়ীভাব	বিষয়বিষয়িভাব
২	১৯	ঐ	ঐ
৩	৭	তদনন্তরং	তদন্তরঙ্গ
৩	১২	শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং	শ্রদ্ধাসম্পন্ন, মতি এবং
৩	২৫	শ্রদ্ধাবান্	শ্রদ্ধবান
৪	১৮	এ বিষয়ে	বৈরাগ্য যুক্ত না হইলেও অধিকারিত্ব হয় না, এবিষয়ে
৭	১১	দেহ হইতে আত্মার	আত্মা হইতে দেহের
৭	১২, ১৩	ঐ	ঐ
৭	১৪	প্রতিজ্ঞাবাক্য	হেতুযুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য
৭	১৫	প্রতিজ্ঞাবাক্যের	ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের
৯	১৬	উললব্ধ	উপলব্ধ
৭	১৭	প্রতিজ্ঞাবাক্য	হেতুযুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য
১৪	৮	প্রথমে	প্রথমে
১৬	১৪ ১৫	দৃশ্য প্রদীপের ন্যায় এবং করণ	দৃশ্য এবং প্রদীপের ন্যায় করণ
২২	১৫	সম্বন্ধকে	সম্বন্ধপ্রদর্শনকে
২৩	৯	বস্থার	অবস্থার
৩০	১২	হা সিদ্ধই	ইহা সিদ্ধ
৪৬	৬	উভয়বিধেয়েন্দ্রিয়গোচরত্বং	উভয়বিধেন্দ্রিয়াগোচরত্বং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯	২১	মুখ্য	মুখ্য
৫৭	১৯	অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বায়ু	অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বরুণ ও বায়ু
ঐ	ঐ	চন্দ্র	ইন্দ্র
৬৪	২৪	অবস্থা	জাগ্রদাবস্থা
৬৮	১৫	উত্তমরূপ	উত্তররূপে
৮৮	২২	সে	সেই

এই খণ্ডে একখানি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তজ্জন্য শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল। অন্যগুলিতে ঐরূপ হয় নাই, শেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া যাইবে। ভ্রমের হাত এড়ান অসাধ্য; যাহা কিছু ত্রুটি থাকিল পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া লইবেন। যদি কোথাও বিশেষ ভ্রম লক্ষ্য হয় তবে তাহা জানাইলে পরম বাধিত হইব।

ওঁ হরিঃ

হস্তামলক।

শঙ্করকৃত ভাষ্য

এবং

মূল ও ভাষ্যের অনুবাদসহিত।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত

এবং

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

ক্রাউন প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু পি, এম্, সুর এবং কোং

দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

হস্তামলকশীর্ষক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে ১৪টী মাত্র শ্লোক আছে। শ্লোক কয়টী এত প্রাঞ্জল ও উদারবিশদার্থ-সম্পন্ন যে দেখিলেই চিত্ত আকৃষ্ট হয় ও প্রাচীন লেখকের রচিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। এই জন্যই গ্রন্থখানি পণ্ডিত সমাজে এত আদর লাভ করিয়াছে এবং এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য উপনিষদাদি অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহারও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্য যে শঙ্কররচিত তাহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়; যিনি গীতাভাষ্য বা উপনিষদ্ ভাষ্যাদি পাঠ করিয়াছেন, তিনি এই ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাটির অংশ-বিশেষ পাঠ করিলে কখনও ইহাকে তাহাদের সহোদর বলিয়া সন্দেহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। বিচারের সেই চাতুর্য্য, সিদ্ধান্তের সেই স্থিরতা এবং ব্যাখ্যার সেই পদ্ধতি, সমস্তই এই ক্ষুদ্র পেটিকায় ক্ষুদ্রাকারে সন্নিবেশিত দেখিতে পাইবেন। আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা-সহকারে মূল ও ভাষ্য উভয়ের অনুবাদ করিয়াছি ও ভাবগুলি সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছি। কৃতকার্য্যতার আশা অতি অল্প; পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্শন করিবেন।

হস্তামলকের রচনাকাল বা রচয়িতাদির নির্ণয়ে হস্তক্ষেপ করা আমাদের ইচ্ছা নহে, তবে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প শঙ্করবিজয়-নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একটু প্রয়োজনবশত তাহার উল্লেখ করা গেল। ঐ গল্প অনুসারে ইহার রচয়িতারই নাম হস্তামলক, তাঁহার নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন; পরে কোন আশ্চর্য্য দৈব কারণে পূর্ব্বশরীরপরিত্যাগে বাধ্য হইয়া একটি সুন্দর শিশুর আকারে এক তীর্থবাসী ব্রাহ্মণের গৃহে কিছুদিন বাস করিতেন। তাঁহার বালসুলভ ক্রীড়াসক্তি বা চপলতা কিছুই দৃষ্ট হইত না এবং কথা কহিবার বয়স হইলেও তিনি কাহার

ও সহিত বড় একটা কথাও কহিতেন না। পুত্রের অদ্ভুত ভাব দেখিয়া পিতামাতা অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন। দৈবাৎ ক্রমে ঐ সময় বিখ্যাতকীর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্যসমভিব্যাহারে উক্ত তীর্থে উপস্থিত হন। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিযত্নে আচার্য্যকে আপন আলয়ে লইয়া যান ও শিশুটিকে সম্মুখে আনিয়া তাহার বিষয় অবগত করান। শঙ্কর শিশুকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অবধারণ করেন ও গ্রন্থারম্ভের দুইটী শ্লোকে তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন সহকারে সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হন। শিশুও আচার্য্যের প্রভাব অবগত হইয়া পরবর্ত্তী দ্বাদশটি শ্লোকে অনুরূপ উত্তর প্রদান করেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরিণামে তাঁহার সমভিব্যাহারী হন।

গল্পটী বেশ সুন্দর, কিন্তু এক কথা এই যে, শঙ্করবিজয় গ্রন্থে ঐ স্থানে মুদ্রিত শ্লোক কয়টির পরিবর্ত্তে কয়েকটী বিভিন্ন শ্লোক লিখিত হইয়াছে। তাহাদের রচনা যেমনই হউক, শঙ্কর যখন মুদ্রিত শ্লোক কয়টিরই ভাষ্য করিয়াছেন, তখন সে গুলিকে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-কারের স্বরচিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। এ ভিন্ন ও আর একটি কথা এই যে, ভাষ্যপ্রারম্ভে ভাষ্যকার প্রসঙ্গক্রমে মুদ্রিত শ্লোককয়টির রচ-য়িতাকে প্রাচীন ও প্রামাণিক আচার্য্য বলিয়া স্পষ্টত নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। যিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা এবং তদীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা উভয়ই অসঙ্গত। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হয় যে, ইহার মধ্যে কিছু রহস্য আছে। যাহা হউক তাহার আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; বর্ত্তমান সটীক গ্রন্থখানি পণ্ডিত-সমাদৃত বলিয়াই আমরা অনুবাদ-সহিত প্রকাশ করিলাম।

পরিশেষে সানুনয় বিজ্ঞাপন এই যে, যদি কোথাও ভ্রমাদি লক্ষিত হয়, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব। ইতি

কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩।

ওঁ হরিঃ ।

হস্তামলকং ।

কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা
কিংনাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি ।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং
মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষো
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২ ॥

শিশু ! তুমি কে ? কাহার সন্তান ? কোথায় গমন করিবে ? তোমার নাম কি ? তুমি কোথা হইতেই বা আসিয়াছ ? এই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর ; তোমাকে দেখিয়া আমার বড় প্রীতি হইতেছে ॥ ১ ॥ *

আমি মনুষ্য নহি ; দেবতা বা যক্ষও নহি ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রেও নহি ; ব্রহ্মচারী, গৃহী বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি ; আমি নিজবোধস্বরূপ ॥ ২ ॥

---

* এই শ্লোকটী শুদ্ধ আখ্যায়িকার মুখবন্ধ, পরের শ্লোকটীও তত্ত্ববর্ণনের উপক্রমমাত্র, তজ্জন্য আচার্য্য এদুইটীর ব্যাখ্যা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন। আচার্য্যের তত্ত্বরসপিপাসু হৃদয় আখ্যায়িকারসে আকৃষ্ট হয় নাই।

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ
নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মিন্ জ্ঞাতে ভবেৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাতং পরমাত্মনি।
তং বন্দে নিত্যবিজ্ঞানমানন্দমজমব্যয়ং॥
যদজ্ঞানাদভূৎ দ্বৈতং জ্ঞাতে যস্মিন্নিবর্ত্ততে।
রজ্জুসর্পবদত্যন্তং তং বন্দে পুরুষোত্তমং॥
যস্যোপদেশদীধিত্যা চিদাত্মা নঃ প্রকাশতে।
নমঃ সদ্গুরবে তস্মা অবিদ্যাধ্বান্তভাস্বতে॥

ইহ খলু সর্ব্বজন্তোঃ সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূদিতি স্বরসতঃ সুখোৎপাদিৎসাদুঃখজিহাসে ভবতঃ তত্র কশ্চিৎ পুণ্যাতিশয়শালী অবশ্যম্ভাবিদুঃখাবিনাভূতত্বাৎ অনিত্যত্বাচ্চ বিষয়সুখং দুঃখপক্ষে

আলোকময় সূর্য্য যেমন লোকের গমনাগমনাদি চেষ্টার কারণ, সেইরূপ যিনি আমাদিগের মনশ্চক্ষুরাদি

যাঁহাকে জানিতে পারিলে সমস্তই জানা হয়, সেই সচ্চিদানন্দ, অনাদি, অনন্ত, পরমাত্মাকে বন্দনা করি। যাঁহাকে না অবগত হওয়াতেই রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় দ্বৈতভ্রম জন্মিয়াছে, যাঁহাকে অবগত হইলে ইহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পুরুষপ্রধানকে ভজনা করি। যাঁহার উপদেশরূপ কিরণপুঞ্জে আমাদিগের চিদাত্মা প্রকাশিত হন, সেই অজ্ঞানতিমিরনাশক সূর্য্যস্বরূপ সদ্গুরুকে নমস্কার।

সংসারে সকল প্রাণীরই স্বভাবতঃ সুখোৎপাদনেচ্ছা ও দুঃখপরিত্যাগেচ্ছা জন্মিয়া থাকে; আমার সুখ হউক ও দুঃখ না হউক ইহা সকলেই কামনা করেন। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি পুণ্যাতিশয়শালী মহাত্মা তাঁহার বিষয়সুখে প্রসন্নতা লাভ হয় না; তিনি দেখেন যে বিষয় সুখ অনিত্য এবং অবশ্যম্ভাবী দুঃখজালে সর্ব্বদাই জড়িত; তজ্জন্য তিনি

রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথা যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥

নিঃক্ষিপ্য সংসারাদত্যন্তং বিরজ্যতে বিরক্তশ্চ সংসারহানৌ যততে সংসারস্য চাত্মস্বরূপাজ্ঞানহেতুত্বাৎ আত্মজ্ঞানান্নিবৃত্তিরিতি তং প্রত্যাত্মজ্ঞানমুপদিশত্যাচার্য্যঃ। নন্বু সর্ব্বত্র গ্রন্থাদৌ শিষ্টানামিষ্টদেবতানমস্কারস্তুতিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিরুপলভ্যতে অয়ঞ্চ বিনা স্তুতিনমস্কারং প্রবর্ত্তমানোঽশিষ্টত্বাদনবধেয়বচনঃ প্রসজ্যেত। ন স্তুতিনমস্কারয়োস্ত্রৈবিধ্যাৎ ত্রিবিধৌ স্তুতিনমস্কারৌ কায়িকৌ বাচনিকৌ মানসৌ চেতি। অত্র কায়িকবাচনিকয়োরভাবেঽপি পরমশিষ্টত্বাদাচার্য্যস্য গ্রন্থস্যা-

ইন্দ্রিয়বৃন্দের চেষ্টার কারণমাত্র, পরমার্থতঃ যিনি অখিলোপাধিশূন্য আকাশ-সদৃশ নিষ্কম্প পদার্থ, আমি সেই নিত্যপ্রবোধস্বরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥

ইহাকে দুঃখপঙ্কেই নিক্ষেপ করিয়া সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। বিরক্ত হইলে এই সংসারবন্ধনের বিনাশে তাঁহার যত্ন উপস্থিত হয়। আপনার যাহা স্বরূপ তাহার অজ্ঞানই সংসারবন্ধের কারণ সুতরাং আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইলেই সংসার নিবৃত্ত হইবে, তজ্জন্য আচার্য্য (হস্তামলককার) সেইরূপ ব্যক্তির উপকারেচ্ছায় আত্মজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেছেন।

সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে সাধু প্রামাণিক গ্রন্থকারগণ অগ্রে ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার বা স্তুতি করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই গ্রন্থকার স্তুতি বা নমস্কার বিনা প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অন্যথা করিয়াছেন সুতরাং কেহ হয়ত আশঙ্কা করিতে পারেন যে ইনি প্রামাণিক নহেন এবং ইহাঁর বাক্যে মনোযোগ করাও উচিত নহে। এরূপ আশঙ্কা করা অনুচিত, যেহেতু স্তুতি বা নমস্কার তিন প্রকার হইতে পারে; কায়িক বাচনিক ও মানসিক; এস্থলে কায়িক বা বাচনিক না থাকিলেও গ্রন্থকার যে মানসিক স্তুতি নমস্কার করিয়াছেন তাহা

বিঘ্নেন পরিসমাপ্তেশ্চ মানসন্তুষ্টিনমস্কারাবকার্ষীদয়মাচার্য্য ইত্যব-গম্যতে। যৎকিঞ্চিদ্বেৎ প্রকৃতমনুসরামঃ। নিমিত্তমিত্যাদি।

মনশ্চ চক্ষুশ্চ মনশ্চক্ষুষী তে আদিনী যেষাংতানি মনশ্চক্ষুরাদীনি। আদিশব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে ততশ্চায়মর্থো ভবতি মনআদীনাং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানাং চতুর্ণাং অন্তকরণানাং তথা চক্ষুরাদীনাং চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রজিহ্বানাসিকানাং পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং এবং বাক্‌পাণিপাদ-পায়ূপস্থানাং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ স্বস্বব্যাপারে নিমিত্তং হে-তুর্যঃ সোঽহমাত্মেতি। নিত্যোপলব্ধিস্বরূপঃ নিত্যা চাসাবুপলব্ধি-শ্চেতি সা স্বরূপং যস্য স তথোক্তঃ। রবিরাদিত্যো যথা যেন প্রকারেণ প্রকাশকত্বেন লোকানাং চেষ্টায়াং পরিস্পন্দনে নিমিত্তং তথৈবাধিষ্ঠা-তৃত্বেন যো নিমিত্তমিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চাত্মজ্ঞানে উপায়ত্বে দর্শিতা প্রক্রিয়া

নিশ্চয়ই অনুমিত হইতেছে; কারণ আচার্য্য অতিপ্রামাণিক বলিয়া গৃহীত এবং গ্রন্থ ও নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা সামান্য কথা; ইহার বিচারে ফল কি? আমরা প্রকৃতবিষয়ের বিব-রণে প্রবৃত্ত হইলাম। নিমিত্ত ইত্যাদি। মন এবং চক্ষু মনশ্চক্ষু, তাহারা উভয়ে যাহাদিগের আদি তাহারাই মনশ্চক্ষুরাদি। এস্থলে আদি শব্দের মন এবং চক্ষু প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং এই অর্থ হইতেছে যথা—মন প্রভৃতি করিয়া চারিটী অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এইরূপ চক্ষু প্রভৃতি করিয়া দশটী বাহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, জিহ্বা এবং নাসিকা এবং বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই সমুদয়ের যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ নিজ নিজ ব্যাপারের চেষ্টা তদ্বিষয়ের যাহা হেতু আমি সেই আত্মা। আমি নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ, নিত্য অর্থাৎ অনাদি এবং অনন্ত যে উপলব্ধি অর্থাৎ অনুভব বা চৈতন্য, তাহাই যাহার স্বরূপ আমি সেই প্রকার। সূর্য্য বস্তুর প্রকাশকমাত্র, লোকের দর্শনাদি চেষ্টার প্রবর্ত্তনে তাঁহার কোন চেষ্টা নাই তথাপি তিনি যেমন তাহার কারণ হইয়া থাকেন সেইরূপ যিনি নিজে কোন চেষ্টা না করিয়াও কেবল অধিষ্ঠাতামাত্র থাকিয়া ইন্দ্রিয়বর্গের চেষ্টার কারণ হন, আমি সেই আত্মা। ইহা

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং
মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি।

পরমার্থতস্তু নিরস্তা নিরাকৃতা অখিলা নিরবশেষা উপাধয়ো বুদ্ধ্যাদি-লক্ষণা যস্য স তথোক্তঃ নিরস্তাখিলোপাধিত্বাদেবাকাশকল্পঃ আকাশ-বৎবিশুদ্ধো যঃ সোঽহমাত্মেতি সম্বন্ধঃ॥ ৩॥

ননু মনশ্চক্ষুরাদীনাং প্রবৃত্তৌ কিমর্থমধিষ্ঠাতৃতেষ্যতে স্বয়মেব কথং ন প্রবর্ত্তন্তে কথঞ্চ নিত্যোপলব্ধিস্বরূপত্বমধিষ্ঠাতুরিত্যত আহ যমিত্যাদিঃ।

যং নিত্যবোধস্বরূপমাত্মানং আশ্রিত্য মনশ্চক্ষুরাদীনি প্রবর্ত্তন্তে সোঽহমাত্মেতি সম্বন্ধঃ। ননু কথং বোধস্য নিত্যতা বোধো হি নাম

উষ্ণতা যেমন অগ্নির স্বরূপ সেইপ্রকার নিত্যজ্ঞান যাঁহার স্বরূপ; যিনি স্বয়ং নিষ্কম্প এবং অদ্বিতীয় পদার্থ,

কেবল আত্মজ্ঞানের উপায়বিষয়ে প্রক্রিয়াস্বরূপ প্রদর্শিত হইলমাত্র; অতঃপর আত্মার পরমার্থস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। নিরস্ত অর্থাৎ নিরাকৃত হইয়াছে অখিল অর্থাৎ নিরবশিষ্ট উপাধিসমূহ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি জড়বস্তু যাঁহার সম্বন্ধে আমি সেই প্রকার; সুতরাং যে পদার্থ আকাশতুল্য বিশুদ্ধ আমি সেই আত্মা। ৩।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মন এবং চক্ষুরাদির প্রবৃত্তি-বিষয়ে অধিষ্ঠাতা স্বীকারের প্রয়োজন কি? তাহারা নিজেই কি প্রবৃত্ত হইতে পারে না? কিরূপেই বা অধিষ্ঠাতা নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপ? তজ্জন্য বলা হইতেছে, যাঁহাকে ইত্যাদি। যে নিত্যবোধ-স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মন চক্ষু প্রভৃতি স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় আমি সেই আত্মা, বাক্যের এইরূপ অন্বয়। আত্মাকে নিত্যবোধ-স্বরূপ বলা হইয়াছে তাহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, বোধের কিরূপে নিত্যতা হইবে? জ্ঞানকেই বোধ বলা যায়; ইন্দ্রিয়ের নিকট কোন

প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥

জ্ঞানং তচ্চ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদেব সমুৎপদ্যতে উৎপন্নঞ্চ স্বকার্য্য-সংস্কারেণ বিরোধিজ্ঞানান্তরেণ চ বিনশ্যতে অত উৎপত্তিবিনাশ-শালিত্বাদনিত্যং ভবিতুমর্হতি নাপি বোধস্বরূপ আত্মোপলভ্যতে নিত্য-ত্বাৎ আত্মনোঽনিত্যত্বাচ্চ বোধস্য ন হি নিত্যানিত্যয়োরেকভাবত্বং বিরোধাৎ। অত্রোচ্যতে বোধো হি নাম চৈতন্যমভিপ্রেতং ন চ জ্ঞানং চৈতনং তস্য জ্ঞেয়ত্বেন ঘটাদিবৎ জড়ত্বাৎ জ্ঞানংহি ঘটাংশে জাতমিত্যস্য সাক্ষাদনুভূয়মানত্বাৎ অতস্তস্যানিত্যত্বেনানাত্মরূপত্বেঽপি নিত্যবোধস্বরূপত্বমাত্মনো নাযুক্তমিতি। নমু আত্মনশ্চেতনত্বে কিং

অথচ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জড়স্বভাব ইন্দ্রিয়বর্গ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আমি সেই নিত্যপ্রবোধময় আত্মা ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু উপস্থিত হইলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া মনে একটী সংস্কার জন্মায়, পরে সেই সংস্কারদ্বারা অথবা অন্য কোন বিরুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং জ্ঞান যখন উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে তখন তাহা নিত্য হইতে পারে না। আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ইহাও অনুভব হয় না, কারণ আত্মা নিত্য পদার্থ জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনিত্য পদার্থ, নিত্য এবং অনিত্যের একস্বভাব হওয়া ও যুক্তি বিরুদ্ধ। অতএব আত্মা নিত্যবোধস্বরূপ ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। এবিষয়ে বলা যাইতেছে। এস্থলে বোধ-শব্দের অভিপ্রেত অর্থ চৈতন্য। জ্ঞানই যে চৈতন্য তাহা নহে, যেহেতু জ্ঞানের ও জ্ঞান আছে সুতরাং তাহাও ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয় ও জড়-পদার্থ। জ্ঞান ঘটাংশে জন্মিয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়াথাকে। অতএব জ্ঞান অনিত্য বলিয়া তাহা আত্মস্বরূপ না হইলেও আত্মা যে বোধ (চৈতন্য)-স্বরূপ ইহা অযৌক্তিক নহে। যদি বল জ্ঞানভিন্ন ও

মানং। জগৎপ্রকাশইতি ক্রমঃ। জগৎ প্রকাশতে ইতি সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধং অত্র জ্ঞানাদীনাং জ্ঞেয়ত্বেন জড়ত্বাৎ আত্মপ্রকাশেনৈব জগৎ-প্রকাশ ইতি নিশ্চিতং ভবতি সবিতৃপ্রকাশবৎ যথা সবিতা স্বয়ং প্রকাশমানো জগৎ প্রকাশয়তি এবমাত্মাপীতি। অস্তু তর্হি চিদ্ধর্ম্মা পুরুষঃ কথময়ং চিৎস্বভাব ইতি। ন ধর্ম্মধর্ম্মিভাবস্যানুপপত্তেঃ। তথাহি চৈতন্যমাত্মনো ভিন্নমভিন্নম্বা ভিন্নাভিন্নম্বা ইতি। ন তাবৎ ভিন্নং ভিন্নত্বে আত্মঘটাদিবৎ ধর্ম্মধর্ম্মিতানুপপত্তেঃ। ননু ঘটাদির-সম্বন্ধাদাত্মধর্ম্মো ন ভবতি চৈতন্যন্তু আত্মসম্বন্ধীতি যুক্তমাত্মধর্ম্মত্বমিতি। ন সম্বন্ধানুপপত্তেঃ সম্বন্ধো হি ভবন্ সংযোগো বা স্যাৎ সমবায়ো বা

যে আত্মার চৈতন্য আছে তাহার প্রমাণ কি? আমরা বলি জগতের প্রকাশই তাহার প্রমাণ। জগৎ যে প্রকাশিত হয় ইহা সকলের নিকটেই প্রসিদ্ধ, এক্ষণে যদি জ্ঞানাদি জ্ঞেয় বলিয়া জড়স্বভাব হইল তবে আত্মপ্রকাশদ্বারাই যে জগতের প্রকাশ ইহা নিশ্চয় হইতেছে। স্বয়ং প্রকাশময় না হইলে পরকে প্রকাশ করা যায় না। সূর্য্য যেমন স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াই জগতকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ আত্মাও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াই জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই স্বয়ংপ্রকাশস্বভাবই আত্মার চৈতন্য। এক্ষণে বলিতে পার যে তবে চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম (গুণ)ই হউক, তাহাকে আত্মার স্বরূপ করিতেছ কি প্রকারে? তাহাও নহে; এস্থলে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ঘটিতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই যে চৈতন্যরূপ ধর্ম্ম আত্মা হইতে ভিন্ন কিম্বা অভিন্ন অথবা ভিন্নাভিন্ন? ভিন্ন বলিতে পার না; কারণ তাহা হইলে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবই ঘটিতে পারে না। যে বস্তুটী অন্য এক বস্তু হইতে ভিন্ন তাহা তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না; ঘট আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা কি আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে? যদি বল যে ঘটাদি পদার্থের আত্মার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং তাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, চৈতন্যের সহিত আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে সুতরাং তাহা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে। তাহাও নহে। কারণ এস্থলে কোন সম্বন্ধ থাকিবারও যুক্তি নাই। যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে তবে তাহা সংযোগ

সম্বন্ধান্তরস্যাত্রাভাবাৎ। তত্র সংযোগস্য দ্রব্যধর্ম্মত্বাৎ অদ্রব্যত্বা-চ্চৈতন্যস্য ন তৎসংযোগঃ। নাপি সমবায়ঃ অনবস্থাপাতাৎ। তথাহি সমবায়ো হি সমবায়িনঃ সম্বন্ধোঽসম্বন্ধো বা। ন তাবৎ অসম্বন্ধঃ ঘটাদিবদকিঞ্চিৎকরত্বাৎ সম্বন্ধশ্চেৎ সংযোগাদেরভাবেন সমবায়ান্তর-মুপগন্তব্যং এবমপরাপেক্ষয়ানবস্থাপাত ইতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। তস্মা-দ্ভিন্নত্বপক্ষে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ সর্ব্বথা নোপপদ্যতে। অভেদপক্ষে তু বোধস্যাত্মস্বরূপত্বমেবেতি সুতরাং ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো নাস্তি। ন হি তস্য তদেব ধর্ম্মো ভবতি নহি শুক্লঃ শুক্লস্য ধর্ম্মো দৃষ্টস্তস্মাদ্ভিন্নাভিন্নপক্ষো-ঽবশিষ্যতে। নহ্যেকমেকদা একস্মাদ্ভিন্নমভিন্নং চ ভবিতুমর্হতি বিরো-ধাৎ। অথোচ্যতে প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ ভেদাভেদাববিরুদ্ধৌ যথা গৌরয়-মিতি পিণ্ডাদব্যতিরেকেণ গোত্বং প্রতীয়তে তদেব পিণ্ডান্তরে প্রত্য-

---

কিম্বা সমবায় সম্বন্ধ হইবে; অন্য সম্বন্ধ এস্থলে অসম্ভব। তন্মধ্যে সংযোগও ঘটিতেছে না; যেহেতু সংযোগ দ্রব্যেরই ধর্ম্ম, চৈতন্য কোন দ্রব্য নহে সুতরাং তাহার কাহারও সহিত সংযোগ নাই। সমবয়ে সম্বন্ধও অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। দেখ, এই যে সমবায় ইহার সমবায়ি বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি নাই? যদি না থাকে তবে তাহার সহিত তাহার যেসম্পর্ক ঘটাদির সহিত ও সেই সম্পর্ক, সুতরাং তাহা কোন কার্য্যেরই হয় না। যদি সম্বন্ধ থাকে তবে তাহাও সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তাহাকেও আর একটী সমবায় বলিতে হইতেছে। এইরূপে আবার সেই সমবায় সম্বন্ধের জন্য ও আর একটী সমবায় স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং অনন্ত সমবায় আসিয়া পড়িবে; এইরূপে অন-বস্থাদোষ উপস্থিত হওয়ায় একথাটী যুক্তি বিরুদ্ধ হইতেছে। অতএব ভিন্নপক্ষে কোন মতে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ঘটিতেছে না। অভেদ পক্ষ লইলে আত্মা বোধস্বরূপই হইলেন, সুতরাং ধর্ম্মধর্ম্মিভাব সহজেই নিরস্ত হইবে। নিজেই নিজের ধর্ম্ম হইতে পারে না শুক্লত্ব কখন শুক্লত্বের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং এক্ষণে ভিন্নাভিন্ন পক্ষই অবশিষ্ট থাকিতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক তাহা হইলেই কিরূপ সিদ্ধান্ত

ভিজ্ঞায়মানত্বাদ্ভেদেনাবগম্যতে অতঃ প্রত্যক্ষেণৈব ভেদাভেদয়োঃ প্রতীয়মানত্বাৎ অবিবাদ ইতি। নৈতৎ সাধু মন্যামহে প্রত্যক্ষস্যান্যথা-সিদ্ধত্বাৎ। ভিন্নমপি হি বস্তু প্রত্যক্ষেণাত্যন্তসন্নিধানাদিদোষাদভিন্নবৎ প্রতীয়তে যথা দীপজ্বালা ভিন্নাপি কুতশ্চিৎ কারণাৎ অভিন্নবৎ প্রতি-ভাসতে যথা বা একস্মাচ্চন্দ্রাৎদ্বিতীয়শ্চন্দ্র ইতি অতঃ প্রত্যক্ষস্যান্যথা-সিদ্ধত্বাৎ ন তেন প্রমাণসিদ্ধস্য ভেদাভেদবিরোধস্য প্রতিক্ষেপো যুক্তঃ। অথৈবমুচ্যতে চৈতন্যস্য দ্বে রূপে স্তঃ আত্মস্বরূপতা চৈতন্য-স্বরূপতা চেতি। তত্রাত্মস্বরূপতয়াত্মনো ন ভিদ্যতে চৈতন্যস্বরূপতয়া

হয়। একটী বস্তু এককালে অন্যএকটী বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন দুইপ্রকার হইতে পারে না, তাহা বিরুদ্ধ। বলিতে পার যে, এক-কালীন ভেদ এবং অভেদ শুনিতে বিরুদ্ধ হইলেও যখন প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে তখন আর তাহাদিগকে বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না, যেমন এইটী গাভী এই জ্ঞানস্থলে গাভীর গোত্ব তাহার শরীরপিণ্ড হইতে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় ও আবার অন্য গাভীর শরীর পিণ্ডে সেই গোত্বেরই পরিচয় হওয়ায় তাহা পূর্ব্ব শরীরপিণ্ডহইতে ভিন্ন রূপেও প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং ভিন্নাভিন্ন প্রতীতি-বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না। আমরা একথা সাধু বিবেচনা করি না। যাহা অভিন্ন তাহাই যে অভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ হয় এবং যাহা ভিন্ন তাহাই যে ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে তাহা নহে। বস্তুর যথার্থতত্ত্বই যে সর্ব্বস্থলে প্রত্যক্ষের কারণ তাহা নহে, অন্য কারণেও অন্যপ্রকার প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে। দেখ প্রদীপের শিখাটী কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের সমষ্টিমাত্র কিন্তু তাহা অভিন্ন বলি-য়াই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এইরূপ চন্দ্র এক অভিন্ন পদার্থ হইলেও সময়ে সময়ে ভিন্নরূপে আরএকটী চন্দ্রও প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং যখন প্রত্যক্ষ অন্যকারণেও সিদ্ধ হইয়া থাকে তখন তাহা দেখাইয়া সাধারণ প্রমাণসিদ্ধ ভেদাভেদ-বিরোধ অস্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

যদি বল যে চৈতন্যের দুইপ্রকার রূপ আছে, আত্মরূপও চৈতন্যরূপ: তন্মধ্যে আত্মরূপ লইয়া তাহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন

ভিদ্যতে চ অতো রূপাভ্যাং ভিন্নাভিন্নত্বমবিরুদ্ধমিতি তদপি ন। ধর্ম্ম-ধর্ম্মিত্বাভাবাৎ। তথাহি যেন রূপেণ তদভিন্নং ন তেন রূপেণ ধর্ম্মত্বম-ভিন্নং তদেবেত্যবোচং যেন রূপেণ স্বরূপতো ভিন্নং ন তেনাপি ধর্ম্মত্বং ভিন্নত্বাদ্ ঘটাদিবদযুক্তং। যচ্চোক্তং রূপাভ্যাং ভিন্নাভিন্নত্ব-মিতি তদপি বিচারং ন সহতে তে রূপে কিং চৈতন্যাদ্ভিন্নে অভি-ন্নে বা ভিন্নাভিন্নে বা। ন তাবৎ ভিন্নে ভিন্নত্বে ঘটাদিবদকিঞ্চিৎকরত্বাৎ অভিন্নত্বে চৈতন্যমাত্রমেবেতি। ন তাভ্যাং ভিন্নাভিন্নত্বং ভিন্না-ভিন্নত্বঞ্চ বিরোধাদযুক্তং তয়োরপি ভিন্নাভিন্নত্বাভ্যাং ভিন্নাভিন্ন-ত্বাভ্যুপগমেঽনবস্থাপাত ইত্যলমতিবিস্তরেণ। তস্মাদাত্মা সর্ব্বথা চিদ্ধর্ম্মা কিন্তুহি চিৎস্বরূপ এবেতি। এতেন সদানন্দয়োরপ্যাত্ম-স্বরূপত্বং ব্যাখ্যাতং নিত্যশ্চাত্মাহমকারণবত্ত্বাৎ পরমাত্মবৎ। স আত্মা অহমপীতি প্রতীয়তেঽকারণবাংশ্চ ন হ্যস্য দৃশ্যকারণং

বলা যায় এবং চৈতন্যরূপ লইয়া বিভিন্ন বলা যায়। সুতরাং স্বরূপ-ভেদে ভিন্নাভিন্নত্ব বিরুদ্ধ নহে। তাহাও হইতে পারে না কারণ তাহাতে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব থাকে না। যেরূপে তাহা আত্মা হইতে অভিন্ন সেরূপ যে আত্মার ধর্ম্ম হইবে না তাহা বলা গিয়াছে, যেরূপে তাহাকে ভিন্ন বলিতেছে তাহাতেও ঘটাদি ভিন্নপদার্থের ন্যায় তাহার ধর্ম্মত্ব সম্ভব নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। রূপদ্বয় লইয়া একেবারে ভিন্নাভিন্নত্বের কথা বলিলে তাহাও বিচার সঙ্গত বোধ হয় না। সেই যে রূপারূপ তাহাও কি চৈতন্য হইতে ভিন্ন না অভিন্ন অথবা ভিন্নাভিন্ন? পূর্ব্বের পক্ষদুইটি লইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই তাহাদের খণ্ডন হইবে। যদি আবার শেষের পক্ষটি লও এবং তাহারও বিরুদ্ধত্ব নিবারণ করিবার জন্য আবার তাহারও ভিন্না-ভিন্নত্বরূপের কল্পনা কর তবে অপরিহার্য্য অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। আর অধিক বাহুল্য আবশ্যক নাই। অতএব আত্মা কোন-রূপেই চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন; তিনি নিশ্চয়ই চিৎস্বরূপ। ইহাতে সত্তা এবং আনন্দের ও আত্মস্বরূপতা সাধিত হইল। আত্মা অনিত্য নহেন ইনি নিত্য; যেহেতু ইনি অহমাকারে উপলব্ধ হন

প্রত্যক্ষাদিভিরুপলভ্যতে নাপি শ্রূয়তে ত্রৈলোক্যকারণতা, হ্যাত্মনঃ শ্রূয়তে তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ন হ্যাত্মনোঽপি কারণান্তরং অতঃ কারণাভাবাৎ নিত্য আত্মেতি সিদ্ধং। তস্মাৎ সাধূক্তং নিত্যবোধস্বরূপমিতি। তত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ যমগ্ন্যুষ্ণবদিতি। যথা উষ্ণত্বমগ্নিতো ন ব্যবচ্ছিদ্যতে ব্যতিরেকে হি কদাচিদন্যত্রাপ্যুপলভ্যেত যথা পুরুষাদ্দণ্ডঃ ন চৈবমস্তি তস্মাদগ্নিস্বরূপমেবোষ্ণত্বং এবমাত্মনোঽপি চৈতন্যস্বরূপত্বমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং নিরংশত্বাদ্বিভুত্বাচ্চ তথানশ্বরভাবতঃ। ব্রহ্মব্যোম্নোর্ন ভেদোঽস্তি চৈতন্যং ব্রহ্মণোঽধিকং ইতি। ননু মনশ্চক্ষুরাদীনাং প্রবৃত্তৌ কিমর্থমধিষ্ঠানমিষ্যতে স্বয়মেব কস্মান্ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যত আহ অবোধাত্মকানীতি। হেতুগর্ভমিদং বিশেষণং ততশ্চায়মর্থো ভবতি

এবং ইহার কোন কারণ অনুভূত হয় না। আত্মার কোন দৃশ্য কারণ প্রত্যক্ষাদি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। শ্রুতিতেও ইহাঁর কোন কারণের কথা শুনা যায় না; ইহাঁরই ত্রৈলোক্যকারণতার কথা শুনা যায়। যথা 'এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।' আত্মার ও যে অন্যকোন কারণ আছে তদ্বিষয়ে কোন শ্রুতি নাই। সুতরাং আত্মা নিত্য ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব আচার্য্য উত্তম বলিয়াছেন যে, আত্মা নিত্য-বোধ-স্বরূপ। বোধস্বরূপতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন; যেমন উষ্ণতা অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে। যষ্টিধারী পুরুষ হইতে যষ্টিকে যেমন ভিন্ন বলিয়া অনুভব করা যায় অগ্নি হইতে উষ্ণতাকে সেরূপ অনুভব করা যায় না। অগ্নি নাই অথচ উষ্ণতা আছে এমন কোথাও দেখা যায় না, পুরুষ নাই অথচ যষ্টি আছে এমন অনেক স্থলেই দেখা যায়। সুতরাং অগ্নি উষ্ণতা স্বরূপ, এই প্রকার আত্মাও চৈতন্যস্বরূপ। অন্য আচার্য্যও এইরূপই বলিয়াছেন যথা; অংশশূন্যতা, ব্যাপকতা এবং অবিনশ্বরতা বিষয়ে ব্রহ্ম এবং আকাশের কোন ভেদ নাই, কেবল চৈতন্যটী ব্রহ্মেতে অধিক।

মন, চক্ষু প্রভৃতির প্রবৃত্তি বিষয়ে কিজন্য অধিষ্ঠান স্বীকার করা হইতেছে ? কি জন্য তাহারা নিজেরাই প্রবৃত্ত হইবে না ? ইহার সমাধানার্থ

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।

অবোধাত্মকত্বাদচৈতন্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ চেতনমধিষ্ঠাতারমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে ইতি। অচেতনত্বঞ্চৈষাং জ্ঞেয়ত্বাৎ ঘটাদিবৎ। শ্রুতিরপি নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদ্যা আত্মব্যতিরিক্তস্য চৈতন্যং প্রতিষেধতি অতো যুক্তমুক্তং চৈতন্যমাত্মানমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্ত ইতি। নিষ্কম্পং নিস্তরঙ্গং নিঃসংশয়মিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিরিত্যাদ্যা। একঞ্চাদ্বিতীয়ং একং তত্ত্বং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদি-শরীরেষ্বেকং ন তু সাংখ্যাদিপরিকল্পিতবন্নানাভূতমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

নন্বাত্মন একত্বে সুখদুঃখাদিব্যবস্থা ন স্যাৎ তথাহি যদি সর্ব্ব-

---

দর্পণের অভ্যন্তরে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু তথায় যথার্থ মুখ হইতে পৃথক্ একটী মুখরূপ বস্তু থাকে

অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, তাহারা অবোধ-স্বভাব। এই বিশেষণটী হেতুগর্ভ, সুতরাং এইরূপ অর্থ হইতেছে যে, অবোধ-স্বভাবত্ব অর্থাৎ অচেতনত্বহেতু মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় একটী চেতন অধিষ্ঠাতাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। ইহারা যে ঘটাদির ন্যায় অচেতন তাহা জ্ঞেয়ত্ব হেতু দেখিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। আত্মা হইতে ভিন্ন কেহই দ্রষ্টা নাই ইত্যাদি শ্রুতিতেও আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থের চৈতন্য নিষিদ্ধ হই-য়াছে। অতএব আত্মাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণ প্রবৃত্ত হয় ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। আর একটী বিশেষণ যথা নিষ্কম্প ইহার অর্থ নিস্তরঙ্গ অর্থাৎ সংশয়-রহিত পদার্থ। এইরূপই শ্রুতি, যথা আত্মাকে দেখিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয় এবং সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, ইত্যাদি। এক কি না অদ্বিতীয়, একমাত্র তত্ত্ব; অর্থাৎ দেব, পশু, মনুষ্য প্রভৃতি সকল শরীরেই এক অখণ্ড পদার্থ, সাংখ্যাদিশাস্ত্রপরি-কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহেন। ৪।

এক্ষণে এক আপত্তি এই যে, আত্মার একত্ব হইলে সুখদুঃখাদি-

চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৫ ॥

শরীরেষ্বেক এবাত্মা ভবেৎ তদৈকস্মিন্ সুখিনি সর্ব্বএব সুখিনঃ স্যুঃ একস্মিন্ দুঃখিনি সর্ব্বএব দুঃখিনঃ স্যুঃ এবমেকস্মিন্ জানতি সর্ব্বএব জানীয়ুঃ তথৈকস্মিন্ জায়মানে ম্রিয়মাণে বা সর্ব্বএব জায়েরন্ সর্ব্বএব ম্রিয়েরন্ তথৈকস্মিন্ বদ্ধে মুক্তে বা সর্ব্বএব বধ্যেরন্ সর্ব্বএব মুচ্যেরন্ ইতি ন চৈবমস্তি তস্মান্নৈকত্বমাত্মনো ভবিতু মর্হতি অত আহ মুখেত্যাদিঃ।

অস্যায়মর্থঃ মুখাভাসকো মুখপ্রতিবিম্বো দর্পণজাতো নানাপ্রকারেষু জলতৈলকাচপ্রভৃতিষ্বিতি যাবৎ দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পরমার্থসতো মুখরূপাৎ পৃথক্‌ত্বেন ভেদেন নৈবাস্তি বস্তু। যদ্যপি মুখাভাসকো নাম

না ; বুদ্ধিবৃত্তিরূপ দর্পণে যাঁহার সেই প্রকার প্রতিবিম্বরূপ আভাস পতিত হইয়া জীবনামে কথিত হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ॥ ৫ ॥

অনুভবের নিয়ম ঘটিতে পারে না ; কারণ এক আত্মাই যদি সকল শরীরে বর্ত্তমান থাকেন তবে একজন সুখী হইলে সকলেই সুখী হইতে পারেন অথবা একজন দুঃখী হইলে সকলেই দুঃখ অনুভব করিতে পারেন কিম্বা একজন জানিলে সকলেই জানিতে পারেন ; সেইরূপ একজন জন্মিলে বা একজন মরিলে সকলেই জন্মিতে বা মরিতেও পারেন ; অথবা একজন বদ্ধ বা মুক্ত হইলে সকলেই বদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু এপ্রকার হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং আত্মার একত্ব হইতে পারে না। তজ্জন্য বলিতেছেন মুখ ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—মুখাভাসক কি না মুখপ্রতিবিম্ব দর্পণে অর্থাৎ জল, তৈল, কাচ প্রভৃতি নানা বস্তুতে দেখা যায়, কিন্তু যেটী যথার্থ মুখ তাহা হইতে পৃথক্ আর একটি যে মুখ বস্তুত আছে তাহা নহে। সুতরাং মুখপ্রতিবিম্বনামক কোন যথার্থ মুখরূপ বস্তু না থাকিলেও যেমন জলাদিরূপ উপাধির

বস্তু নাস্ত্যেব তথাপ্যুপাধিভেদাৎ পরমার্থসত্তো মুখাৎ পরস্পরঞ্চ মুখাভাসকা ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে অথচ উপাধিগতমলিনত্বাদিতদ্ধর্মৈর্মলিনত্বাদিধর্মকাঃ প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ পরমার্থসম্মুখাভাসকবৎ চিদাভাসক আত্মপ্রতিবিম্বঃ ধীষু বুদ্ধিষু দৃশ্যমানো জীব ইত্যুচ্যতে যঃ সোঽহমাত্মেতি। জীবাস্তুপাধিগতভেদভিন্নাঃ প্রতিভাসন্তে উপাধিগতসুখদুঃখাদিমন্তঃ প্রতীয়ন্তে, উপাধয়শ্চ ব্যবস্থিতরূপা এবেতি সুখদুঃখাদীনামেকাত্মপক্ষে ব্যবস্থা যুক্তা ইতি নানয়াত্মভেদঃ শক্যো ব্যবস্থাপয়িতুং। শ্রুতিশ্চৈকাত্ম্যমেব প্রতিপাদয়তি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি স্বজাতীয়বিজাতীয়-স্বগতভেদং নিরাকরোতি। আত্মভেদপক্ষে ত্বিয়ং সুখদুঃখাদিব্যবস্থা নোপপদ্যতে তথাচ প্রতিশরীরমাত্মানো ভিন্নাঃ তে চ সর্ব্বে প্রত্যেকং সর্ব্বগতা ইতি আত্মভেদবাদিনো মন্যন্তে তত্র সর্ব্বেষাং সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বসন্নিধৌ সুখাদিকং উৎপদ্যমানং বিশেষহেতোরভা-

---

ভেদবশতঃ প্রতিবিম্বগুলি যথার্থ মুখ হইতে এবং পরস্পর হইতে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং উপাধিতে যদি মলিনতা থাকে তবে সেই উপাধি ধর্ম্ম মলিনতায় নিজেও মলিনতাদি ধর্ম্মযুক্ত বলিয়াও অনুভূত হয়; সেইরূপ যথার্থ মুখের প্রতিবিম্বের ন্যায় যে চিদাভাসক অর্থাৎ আত্মার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিসমূহে আত্মরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং জীব বলিয়া কথিত হন আমি সেই আত্মা। এই চিদাভাসকরূপ জীবসকল বুদ্ধিরূপ উপাধিগতভেদবশতই ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন এবং উপাধিগত সুখ দুঃখাদি বশতই সুখ দুঃখাদিযুক্ত বলিয়াও অনুভূত হন। বুদ্ধিরূপ উপাধি সমূহ যথা নিয়মে পরস্পর ভিন্ন, অতএব আত্মার একত্ব হইলেও সুখ দুঃখাদির নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে না; সুতরাং সুখদুঃখাদি-অনুভবভেদদ্বারা আত্মভেদ সমর্থন করা যাইতে পারে না। শ্রুতিতেও একাত্মতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; ব্রহ্ম একই এবং অদ্বিতীয় ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত সর্ব্বপ্রকার ভেদই নিরাকৃত হইয়াছে। আত্মভেদ পক্ষেই বরং এই সুখদুঃখাদি-ভোগের নিয়ম সমর্থন করা যায় না। আত্মভেদবাদীগণ বলেন যে, আত্মা প্রতিশরীরে ভিন্ন অথচ প্রত্যেকই সর্ব্বব্যাপী।

বাৎ কথমেকস্য তৎ সুখাদিকং ন সর্ব্বেষামিত্যবধার্য্যতে অথ যৎসম্ব-
ন্ধিনা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতেন সুখাদিকং জন্যতে তস্যৈব তদভিধীয়তে
তস্য তৎকার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্যাপি সর্ব্বসন্নিধাবুৎপদ্যমানস্য বিশেষ-
হেতোরভাবাদেব কথমেকাত্মসম্বন্ধিত্বমিতি। অথ যৎকর্ম্মবশাৎ কার্য্য-
কারণসঙ্ঘাতাদুৎপত্তিস্তস্যৈবাসৌ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতো বিশেষ-
হেতুরিতি চেন্ন কর্ম্মণোঽপি সর্ব্বাত্মসন্নিধাবুৎপদ্যমানস্য সর্ব্বাত্মসম্বন্ধি-
ত্বেন, তজ্জনিতকার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্যাপি সর্ব্বাত্মসম্বন্ধাৎ তজ্জনিতসুখ-
দুঃখাদেঃ সর্ব্বাত্মসম্বন্ধিত্বমিতি সুখাদিকস্য নানাত্মপক্ষ এবাব্যবস্থেতি।
পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্যাপি কর্ম্মাপেক্ষায়ামনবস্থাদোষঃ। অনা-

---

যদি সকলেই সর্ব্বব্যাপী হয় তবে সুখাদি সকলেরই সমীপে উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং সকলেরই পক্ষে সকল সুখাদি সমান, ইতরবিশে-ষের কোন অন্য কারণ নাই, সুতরাং একজনেরই সুখাদি ভোগ হইবে, সকলেরই ভোগ হইবে না তাহা কিরূপে অবধারণ করা যাইবে? যদি বল যে যাহার কার্য্যকারণসমুহাত্মক শরীরাদি দ্বারা যে সুখাদি উৎপন্ন হইবে তাহা তাহারই ভোগ হইবে; তবে জিজ্ঞাসা এই যে, ঐ কার্য্য-কারণ-সমূহও সকলের সন্নিধানেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই যে একজনের তাহারই প্রমাণ কি? তথাপি যদি বল যে যাহার কর্ম্ম বশতঃ যে কার্য্যকারণ সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে সেইটি তাহার; তাহাও নহে; ঐ কর্ম্মও সকলের নিকট সমান ভাবে উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং তাহারও সকল আত্মার সহিত সমান সম্বন্ধ থাকায় তাহা হইতে উৎপন্ন কারণসমুদয়ের ও সকল আত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকা উচিত, সুতরাং আবার তাহা হইতে জাত সুখদুঃখাদিরও সকল আত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকা উচিত; এইরূপে আত্মভেদপক্ষেই সুখদুঃখাদিভোগের নিয়-মের অন্যথা ঘটিতেছে। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যকারণসমূহ আশ্রয় কর তাহা হইলেও অনবস্থা দোষ ঘটিবে। অনাদি বলিয়া অনবস্থা দোষ পরিহার করা অন্ধপরম্পরার ন্যায় হইয়া উঠে; অর্থাৎ যদি একজন

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং।

দিত্বেনানবস্থাদোষপরিহারশ্চান্ধপরম্পরয়েতি। শ্রুতিরপি আত্মনানাত্বং প্রতিষেধতি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদিকা। অতঃ সাধূক্তমেকমিতি ॥ ৫ ॥

নমু এবং সতি আত্মনঃ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধাভাবাৎ বন্ধাভাবঃ বন্ধাভাবান্মোক্ষাভাবঃ বদ্ধো হি মুচ্যতে নাবদ্ধ ইতি তথা চিদাভাসকস্যাপি বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে অবস্তুত্বাৎ তস্য বুদ্ধেরপি বিনাশিত্বাৎ বন্ধমোক্ষয়োরভাবঃ ততশ্চ বন্ধমোক্ষশাস্ত্রমনর্থকমিত্যাহ যথেত্যাদিঃ।

যেমন দর্পণ নষ্ট হইলে দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বও নষ্ট হইয়া একমাত্র কল্পনাশূন্য যথার্থ মুখই অবশিষ্ট থাকে,

---

রূপে যদি বরাবরই অন্ধ থাকে তবে কিছু তাহারা অভীষ্ট পথে গমন করিতে পারিবেনা; সেইরূপ এইস্থলেও যদি সব কারণ গুলিই বিশেষরহিত হয় তবে সুখাদি ভোগের নিয়মেরও সমর্থন করা যাইবে না। শ্রুতি সর্ব্বত্রই আত্মার নানাত্বের নিষেধ করিয়া থাকেন, যথা (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই এক এবং অদ্বিতীয়, সংসারে নানা বস্তু নাই ইত্যাদি। অতএব আচার্য্যের আত্মৈকত্বকথন অতি সাধু। ৫।

পুনর্ব্বার এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি আত্মার সুখদুঃখাদিসম্বন্ধই নাই তবে বন্ধও নাই, বন্ধ না থাকিলে তাঁহার মোক্ষের ও প্রয়োজন নাই; বদ্ধই মুক্ত হইয়া থাকে; অবদ্ধ আর মুক্ত হইবে কি? চিদাভাসেরও বন্ধমোক্ষ যথার্থ নহে, কারণ তাহা নিজে কোন বস্তুই নয়; অবস্তুর আর বদ্ধ মোক্ষ কি? এইরূপ বুদ্ধির ও বন্ধমোক্ষ কোন কার্য্যের নহে, কারণ তাহা বিনাশশীল, যে নিজেই বিনষ্ট হইয়া যায় তাহারই বা বন্ধমোক্ষ কি? সুতরাং বন্ধমোক্ষবিষয়ক শাস্ত্রই নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যথা ইত্যাদি। যে প্রকার দর্পণের নাশ হইলে আভাসের অর্থাৎ মুখপ্রতিবিম্বের ও [illegible]

তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥ ৬ ॥

যথা যেন প্রকারেণ দর্পণস্যাভাবে সতি আভাসস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য হানৌ সত্যাং মুখং পরমার্থসৎ কল্পনাহীনং মিথ্যাজ্ঞানরহিতং একমেব পরং বিস্তুতে অস্তি তথা তেনৈব প্রকারেণ ধীবিয়োগে বুদ্ধেরভাবে সতি নিরাভাসকো নিষ্প্রতিবিম্বঃ পরমার্থসন্নেক এব যঃ সোঽহমাত্মা। অয়মভিপ্রায়ঃ আত্মনোঽজ্ঞানাদিকৃতোঽয়ং বুদ্ধ্যাদিপ্রপঞ্চস্তত্র বুদ্ধ্যাদৌ প্রতিবিম্বরূপেণ আত্মানমধ্যস্য তদ্গত সুখদুঃখাদিকমাত্মন্যধ্যস্যতে ইতি সোঽয়মধ্যাসো বন্ধঃ আত্মজ্ঞানে ভূতেঽজ্ঞাননিবৃত্তৌ বুদ্ধ্যাদিপ্রপঞ্চনিবৃত্তৌ অধ্যাসনিবৃত্তির্মোক্ষঃ ন পুনঃ পরমার্থতো বন্ধমোক্ষৌ বিদ্যেতে ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসং ॥ ৬ ॥

সেইরূপ বুদ্ধির নাশ হইলে যিনি আভাসরহিত হইয়া অদ্বিতীয়ভাবে বিদ্যমান, থাকেন আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা। ৬।

হয় এবং তখন অকল্পিত মিথ্যাজ্ঞানশূন্য একমাত্র যথার্থ মুখই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির নাশ হইলে চিদাভাসশূন্য অর্থাৎ প্রতিবিম্বরহিত হইয়া যে একমাত্র পরমার্থ সৎবস্তু অবশিষ্ট থাকেন আমি সেই আত্মা। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, এই যে বুদ্ধিপ্রভৃতি জগৎ-প্রপঞ্চ ইহা অজ্ঞানের কার্য্য; সেই অজ্ঞান বুদ্ধাদিপদার্থে প্রতিবিম্বরূপে আত্মাকে আরোপ করে মাত্র, সেই মিথ্যা আরোপই (অধ্যাসই) বন্ধ। আত্মজ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞান নষ্ট হওয়ায় তৎকৃত বুদ্ধাদিপ্রপঞ্চও নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সেই মিথ্যা আরোপও নষ্ট হয়; এই আরোপ নাশ হওয়াই মোক্ষ। নতুবা আত্মার যথার্থ বন্ধ মোক্ষ নাই। অতএব

মনশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো
মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥

কেচিদিহ খলু দেহাদীনামাত্মত্বং মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ মন ইতি। মনআদেশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্তঃ পৃথগ্ভূতো যঃ সোঽহমাত্মেতিসম্বন্ধঃ। মনশ্চক্ষুরাদ্যুপাদানেন তদ্যুক্তত্বাৎ শরীরমপি উপাত্তং দ্রষ্টব্যং এতেন শরীরাদপি বিমুক্ত ইতি গম্যতে। তথাচ গুরুঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরেভ্যো ভিন্ন আত্মা বিভুর্ধ্রুবং। নানারূপঃ প্রতিক্ষেত্রে আত্মবৃত্তিষু ভাসতে ইতি। কথং মনশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্ত আত্মা অত আহ। স্বয়-

---

যিনি মনশ্চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিমুক্ত এবং স্বয়ং মনচক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মনশ্চক্ষুস্বরূপ, যিনি মনশ্চক্ষুঃপ্রভৃতির অগম্য, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা। ৭।

কেহ কেহ দেহ প্রভৃতি পদার্থকে আত্মা বলিয়া মনে করে তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে মন ইত্যাদি। মনপ্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয় এবং চক্ষুপ্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে যিনি বিমুক্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, আমি সেই আত্মা; অন্বয় এইরূপ। এস্থলে মনচক্ষুপ্রভৃতি গ্রহণ করায় তদ্যুক্ত শরীর ও গৃহীত হইয়াছে সুতরাং শরীর হইতেও বিমুক্ত ইহাও বুঝা যাইতেছে। আমাদিগের গুরুও একথা বলিয়াছেন যথা 'আত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর হইতে ভিন্ন, সর্ব্বব্যাপী এবং নিত্যপদার্থ; বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তিনি এক হইয়াও প্রতি শরীরে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়াথাকেন।' আত্মা কিরূপে মনপ্রভৃতি হইতে বিমুক্ত, স্বয়ং ইত্যাদি বাক্যদ্বারা

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।

মিতি। স্বয়ং য আত্মা প্রকাশতে মনশ্চক্ষুরাদিকস্য প্রকাশস্য মনশ্চক্ষুরাদিরিব মনশ্চক্ষুরাদিঃ প্রকাশগুণযোগাৎ অয়মাত্মা। যথা বাহ্যঘটপটাদেঃ প্রকাশকো মনশ্চক্ষুরাদিস্ততোঽতিরিচ্যতে তথান্তরস্যাপি মনশ্চক্ষুরাদেঃ প্রকাশক আত্মা ততোঽতিরিক্ত ইতি নিশ্চীয়তে অতএব মনশ্চক্ষুরাদীনাং অনাত্মত্বং সিদ্ধং জ্ঞেয়ত্বাদন্যো জ্ঞাতা স্যাৎ। নমু আত্মনোঽপি জ্ঞেয়ত্বাদনাত্মত্বং প্রসজ্যেত ইত্যত আহ মন ইতি। মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপোঽপ্রকাশ্যস্বরূপস্তথা চ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ইত্যাদিকা ॥ ৭ ॥

নমু যদ্যয়মাত্মা মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ তদা কথমস্য সিদ্ধিঃ

যে অদ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ পদার্থ নির্ম্মলচিত্তে আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং শরা-

প্রভৃতি বাহ্য প্রকাশক পদার্থের মনচক্ষুরাদির ন্যায়, যেহেতু তিনি মনচক্ষু প্রভৃতিরও প্রকাশক; সুতরাং যেমন ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থের প্রকাশক মনচক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত বাহ্য বস্তু হইতে ভিন্ন সেইরূপ মনচক্ষুপ্রভৃতি আভ্যন্তরিক পদার্থের প্রকাশক আত্মাও মনচক্ষু প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। ইহাতেই মন চক্ষু প্রভৃতির অনাত্মত্ব সিদ্ধ হইতেছে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় পদার্থ হইতে বিভিন্নই হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি আত্মা এইরূপ ইহা জানা গেল তবে আত্মারও জ্ঞান হইতেছে, সুতরাং জ্ঞেয়ত্ব-হেতু তাঁহার ও অনাত্মত্ব বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে; তজ্জন্য বলা হইতেছে যে, আত্মা মনশ্চক্ষুপ্রভৃতির অগম্যস্বরূপ অর্থাৎ আত্মা কোন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞেয় নহেন। শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে যথা মন এবং বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া যাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ইত্যাদি। ৭।

এক্ষণে আপত্তি এই—যদি আত্মা মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগো-
চর তবে কিরূপে আত্মার সিদ্ধি হইবে? আমরা দেখিতে পাই যে,

শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮॥

ঘটপটাদয়ো হি মনশ্চক্ষুরাদ্যধীনসিদ্ধয়ো দৃষ্টাঃ অত আত্মাপি তদধীনসিদ্ধির্যুক্তঃ। অথ তদধীনসিদ্ধির্যদি ন স্যাৎতদা সিদ্ধিরেব ন স্যাচ্ছশবিষাণবৎ ইত্যত আহ য ইত্যাদিঃ। য ইতি স্বতঃসিদ্ধতামাহ যো হ্যেকোঽদ্বিতীয়ো বিভাতি প্রকাশতে স্বতঃ স্বয়মেব ন পরতঃ শুদ্ধং নির্ম্মলং চেতো যস্য স তথা শুদ্ধে চেতসি স্বয়মেবাত্মা প্রকাশতে স্ফুরতীত্যর্থঃ অতএব সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং বেদেঽপি বেদানুবচনাদয়ো বিহিতাঃ তমেতং বেদানুবচনেন ইত্যাদয়ঃ। ঘটপটাদয়শ্চ জড়ত্বাৎ প্রকাশান্তরা-

বাদিস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যিনি এক হইয়াও নানারূপে প্রতীয়মান হন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা। ৮।

ঘট পট প্রভৃতি বস্তুমাত্রেই ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ হয় এবং তজ্জন্যই তাহাদের সিদ্ধি; এইরূপ আত্মারও ইন্দ্রিয়াধীন সিদ্ধি হওয়া উচিত। যদি তাহাই না হয় তবে আকাশকুসুম শশশৃঙ্গাদি পদার্থের ন্যায় আত্মার সিদ্ধিই হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, যে ইত্যাদি। যে এই শব্দে স্বতঃসিদ্ধতা বুঝাইতেছে। যাহা অর্থাৎ যে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আপনা হইতেই প্রকাশিত হন পরদ্বারা প্রকাশিত হন না। যিনি শুদ্ধচেতা অর্থাৎ যিনি বিষয়বাসনাদি-দোষরহিত নির্ম্মলচিত্তে আপনিই স্ফুরিত হইয়া থাকেন। এই জন্যই চিত্তশুদ্ধির জন্য বেদে সাঙ্গ বেদাধ্যয়নাদি বিহিত হইয়াছে, যথা—ইহাই সেই আত্মা, ইঁহাকেই ব্রাহ্মণগণ সাঙ্গ বেদপাঠদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।—ইত্যাদি। ঘটপটাদি জড়পদার্থ, সুতরাং তাহারা প্রকাশিত হইবার জন্য প্রকাশকের সাহায্য অপেক্ষা করে ও তাহা না পাইলে তাহাদের সিদ্ধি হয় না; আত্মা নিজেই প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যময়

পেক্ষত্বাচ্চ অপ্রকাশা ইতি যুক্তং আত্মা তু প্রকাশস্বরূপত্বাৎ প্রকাশান্তরানপেক্ষঃ প্রকাশতে সবিতৃপ্রকাশবৎ যথা সবিতা স্বপ্রকাশে প্রকাশান্তরং নাপেক্ষতে যথা চ প্রকাশতে তদ্বদাত্মাপীতিভাবঃ। এবমুৎপন্নাত্মজ্ঞানোঽদ্বিতীয়ো জীবন্মুক্তঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি পরমার্থতো নানাধীষুনানেব ভাতি যঃ সোঽহমাত্মেতি সম্বন্ধঃ। শরাবোদকেষবস্থিতো যথা ভানুরাদিত্যঃ প্রকাশস্বরূপোঽপ্যেকঃ সন্ননেকবদ্ভাতি তদ্বদাত্মাপীতি ভাবঃ। ননু কোঽয়ং জীবন্মুক্তঃ দেহবাংশ্চ জীবন্মুচ্যতে তস্য জীবতো যদি দেহাভাবো মুক্তিরভিপ্রেতা নাসাবুৎপদ্যতে বিরোধাৎ নহি দেহবতো দেহাভাবঃ সম্ভবতি অথ সত্যপি দেহে ভোগবিচ্ছেদোমুক্তিরিতি তদপি ন চতুরস্রং সর্ব্বভোগকরণেন্দ্রিয়সম্পত্তৌ ভোগবিচ্ছেদস্যাস-

---

তিনি সূর্য্যের ন্যায় আপনা হইতেই প্রকাশিত হন; অর্থাৎ সূর্য্য যেমন আপনার প্রকাশবিষয়ে অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা করেন না এবং আপনিই প্রকাশিত হন, আত্মাও সেইরূপ। অতএব তাঁহার সিদ্ধিও অন্যসাপেক্ষ নহে। এই প্রকারে যিনি আত্মজ্ঞানলাভে জীবন্মুক্ত হইয়া এক অদ্বিতীয় প্রকাশময় পদার্থের স্বরূপ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হন, আমি সেই আত্মা; এইরূপ অন্বয়। নানা শরাবস্থ জলে প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় যেমন ভ্রমবশতঃ সূর্য্যের নানাত্ব বোধ হয় সেইরূপ আত্মার নানাত্বও ভ্রমমাত্র, ইহাই তাৎপর্য্য।

গ্রন্থকার প্রতি বাক্যেই আপনাকে আত্মা বলিতেছেন অথচ তাঁহার দেহাদিও রহিয়াছে। সুতরাং দেহ থাকিলেও তিনি জীবন্মুক্ত ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়; পূর্ব্বে এইরূপ অর্থই দেখান হইয়াছে; এক্ষণে আপত্তি এই যে, "জীবন্মুক্তিটী কি? দেহবান্ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং জীবিত অবস্থাতেই কৈবল্যমুক্তি জীবন্মুক্তির অর্থ নহে, যেহেতু দেহ নাশ না হইলে কৈবল্যমুক্তি হয় না এবং দেহবানের দেহনাশ অসম্ভব। যদি দেহসত্ত্বে ভোগশূন্যতাকেই জীবন্মুক্তি বলা অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাও চতুরস্র (চৌকশ) কথা নহে। ভোগসাধন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বর্ত্তমান থাকিতে ভোগশূন্যতাও নিতান্ত অসম্ভব। যদি বল

স্তাবনীয়ত্বাৎ। অথ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো হি ভোগঃ তস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন নিবর্ত্তিতত্বাৎ ভোগবিচ্ছেদ ইতি চেন্ন। বাধিতস্যাপি মিথ্যাজ্ঞানস্য দ্বিচন্দ্রাদিজ্ঞানবৎ অনুবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ অন্যথা দেহবানেব ন স্যাৎ অতএব বিদুষাং জনকাদীনাং রাজ্যং শ্রূয়তে। শ্রুতিরপি দেহবতো ভোগবিচ্ছেদং বারয়তি নহবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতইতি তস্মাদযুক্তা জীবন্মুক্তিরিতি। অত্রোচ্যতে জীবতশ্চ তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন মৃতস্য শমদমাদেঃ শ্রবণমননাদেশ্চ জ্ঞানহেতোর্ম্মৃতস্যাসম্ভাবাৎ অতএব বিদুষো যাজ্ঞবল্ক্যস্য সন্ন্যাসঃ শ্রূয়তে নচ মৃতস্য সন্ন্যাসঃ শ্রূয়তে সম্ভবতি বা তস্মাজ্জীবতস্তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি সিদ্ধংতত্ত্বজ্ঞানাদেব মুক্তিঃ সিদ্ধা

জ্ঞান নষ্ট হইল তখন ভোগও নষ্ট হইবে ইহা বিচিত্র কি? তাহাও নহে। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলেও আবার জন্মিতে পারে, যে ব্যক্তি চন্দ্রকে দুইটী দেখিতে দেখিতে একবার একটী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে আবার সে দুইটী চন্দ্রও দেখিতে পারে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। যদি মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে আর না জন্মায় তবে জ্ঞানীর দেহই বা রক্ষা হইবে কেন? জনকাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও মিথ্যাজ্ঞান আবার জন্মায় বলিয়াই তাঁহাদের রাজ্যভোগের কথা শুনা যায়, শ্রুতিতেও দেহবানের ভোগশূন্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে যথা, সশরীর থাকিলে লোকের সুখ দুঃখের বিনাশ হয় না, অশরীর হইলেই তাঁহাকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, ইত্যাদি। অতএব জীবন্মুক্তি নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।” এ বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন। জীবিত অবস্থাতেই লোকের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে; মৃতাবস্থায় হইতে পারে না। মৃত ব্যক্তির শমদমাদি এবং শ্রবণমননাদি জ্ঞানসাধন সমূহের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের জীবিত অবস্থাতেই সন্ন্যাসের বিষয় শুনা যায়, মৃতের সন্ন্যাসের কথা কোথাও শুনা যায় না। অতএব জীবিত অবস্থায় যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহা সিদ্ধ হইল। তত্ত্বজ্ঞান যদি সিদ্ধ হইল তবে জীবন্মুক্তিও সিদ্ধ

সযোহবৈ তৎপরমমিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ন চ জ্ঞানস্য মোক্ষফলত্বে শ্রুতিষু সহাকার্য্যন্তরং শ্রূয়তে জ্ঞানমাত্রশ্রবণাৎ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদি। সহকার্য্যন্তরপ্রতিষেধশ্চ শ্রূয়তে তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ইতি। ননু শ্রুতিরেব জ্ঞানসহকারিণো মরণান্মুক্তিং দর্শয়তি তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে ইতি পূর্ব্বোৎপন্নস্য জ্ঞানস্য চিরপ্রবৃত্তত্বাৎ মরণকালে সন্নিধাপয়িতুমশক্তেস্তৎকাল এব উৎপন্নজ্ঞানাৎ মুক্তিরিতি চেন্ন। এতদেবং যজেদেবং তদেব ব্রূহীতি আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি চ শ্রূয়তে অতঃ প্রথমং যজ্জ্ঞানং তত‌এব মুক্তিরিতি এতেন বচনান্তরমনুগৃহীতং ভবতি জীবন্নেব হি বিদ্বান্ হর্ষামর্ষাভ্যাং বিমুচ্যতে

ইত্যাদি শ্রুতিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি লাভ হয় ইহা কথিত হইয়াছে। মোক্ষফলপ্রদানে যে জ্ঞান অন্য কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা করে তাহাও নহে তদ্বিষয়ে কোন শ্রুতি নাই, জ্ঞান স্বয়ংই মোক্ষফল প্রদান করে এ বিষয়ই শ্রুতিতে দেখা যায়। যথা 'আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়' ইত্যাদি। বরং সহকারী নিষেধ বিষয়েই শ্রুতি আছে যথা, 'আত্মাকে জানিয়াই মুক্তিলাভ হয়' ইত্যাদি।

বলিতে পার যে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু আবার শ্রুতিতেই ত মুক্তিবিষয়ে মরণকে জ্ঞানের সহকারী বলা হইয়াছে, যথা—জ্ঞানীর ততদিন পর্য্যন্তই বিলম্ব হয় যতদিন না মৃত্যু হয় অনন্তর মৃত্যু হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে ইত্যাদি। অতএব শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞান অনেক দিন পূর্ব্বে উৎপন্ন হওয়ায় মরণকালে মুক্তি প্রদানে সমর্থ হয় না, কিন্তু তৎকালেই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই এক কথা, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। 'ইহাকে এইরূপে যজন করা বিধেয়' তাহা এই প্রকার ইহাই বলুন' ও 'যিনি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি জ্ঞানলাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রথমে যে জ্ঞান তাহা হইতেই মুক্তির কথা শুনা যায়। ইহাদ্বারা অন্যান্য শ্রুতিবচনেরও মর্য্যাদা রক্ষা হয়; যথা—

ন চেহ ন হবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুত্যন্তর-বিরোধঃ। শ্রুতেঃ সামান্যবিষয়ত্বাৎ অতএব বিদ্বানিতি বিশেষনির্দ্দেশঃ। তস্য তাবদেব চিরমিতি শ্রুতিস্ত্যক্তা স্যাদিতি চেন্ন ব্যবস্থয়োপপত্তেঃ। তথাহি মুক্তিঃ খলু স্বাভাবিকী সর্ব্বেষাংন জ্ঞানেন জন্যতে কিং তর্হি অবিদ্যাতিমিরতিরোহিতায়াং তমোমাত্রং নিরাক্রিয়তে তচ্চ প্রথম-জ্ঞানেনৈবকৃতং তথাপ্যবিদ্যাকার্য্যদেহাদিবশাৎ পুনর্ম্মহান্ধকারোঽ-সাধারণঃ কৃতোঽপি তিরস্ক্রিয়ত ইতি তস্য তিরস্কারভাবস্য দেহাদ্যৈর্ব্বি-চ্ছেদাৎ বিচ্ছেদো ভবতি এবংসতি প্রাচীনএব মহান্ধকারোঽসাধারণো জ্ঞানমাত্রনিবন্ধনোঽবতিষ্ঠতে যথা সূর্য্যোদয়েন মহাতিমিরেঽসাধারণে কৃতে পুনশ্ছত্রাদিকৃতস্য তিমিরাভাসস্য ছত্রাদিবিগমে বিগমস্ততঃ

করেন।' ইত্যাদি। ইহাতে যে 'সশরীর অবস্থায় সুখদুঃখের বিনাশ নাই' এই শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাও নহে; কারণ ঐ শ্রুতিটী সাধারণবিষয়ক, জ্ঞানীর বিষয়ে নহে। তজ্জন্যই পূর্ব্বের শ্রুতিতে বিদ্বান্ শব্দদ্বারা জ্ঞানীরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'তাঁহার ততদিনই বিলম্ব হয়, ইত্যাদি শ্রুতিটী যে এ সিদ্ধান্তে পরিত্যক্ত হয় তাহাও নহে; তাহারও এইরূপে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; যথা— মুক্তি সকলেরই স্বাভাবিক, তাহা জ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত হয় না; তবে মুক্তি অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হয় এবং জ্ঞান সেই অন্ধকারমাত্র বিনাশ করিয়া তাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। যদিও প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানই এই অন্ধকার বিনাশ করে, তথাপি অজ্ঞানের কার্য্য দেহাদি বর্ত্তমান থাকায় তদ্দ্বারা সেই মহাতিমির জ্ঞানীর নিকট হইতে নিরাকৃত হইয়াও তথায় কিয়ৎপরিমাণে অবকাশ লাভ করিয়া থাকে। দেহাদি বিনষ্ট হইলেই সে অবকাশ টুকু নষ্ট হইয়া যায়; তখন সেই পূর্ব্বের মহাতিমির জ্ঞানীর নিকট হইতে একবারে দূরীকৃত হইয়া যায় ও তখন জ্ঞানীর সেই জ্ঞানই তাহার বাধক হয়। যেমন সূর্য্যোদয় দ্বারা মহাতিমির সূর্য্যের দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত হইলেও ছত্রাদি কোন আচ্ছাদনের নিম্নদেশে একটু তিমির দেখা যায় এবং ছত্রাদি

প্রাচীনমেব মহাতিমিরমসাধারণং সূর্য্যোদয়মাত্র-নিবন্ধনমবতিষ্ঠতে তস্মাৎ ন জ্ঞানান্তরাদেব মুক্তিরিতি সিদ্ধং নচ শ্রুতিসিদ্ধমনেন নিরাক্রিয়তে। নমু চ পারমার্থিকমদ্বৈতং মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঃ প্রপঞ্চ-ইতি শ্রুত্যর্থোঽবধারিতঃ তৎকথং সত্যপি বাধকে প্রপঞ্চানুবৃত্তিঃ নহি সত্যেব শুক্তিজ্ঞানে রজতপ্রপঞ্চোঽনুবর্ত্ততে। অত্রোচ্যতে নেতি নেতি ন হেতস্মাদিতি ন নিত্যাদন্যৎ পরমস্তি নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদিবাক্যাৎ প্রপঞ্চ প্রত্যয়প্রবিলয়দ্বারেণাসন্দিগ্ধমবধারিতমদ্বৈত-জ্ঞানং তাবৎ উৎপদ্যতে ন চ তৎ প্রপঞ্চপ্রত্যয়েন বাধ্যত ইতি যুক্তং তৎপ্রলয়েনৈবোৎপত্তেঃ। যৎ পুনরুক্তং কথং প্রপঞ্চপ্রত্যয়ানুবৃত্তি-রিতি তত্রোচ্যতে। তদ্দ্বিবিধং বাধকং ভবতি যথা সত্যেব মিথ্যাজ্ঞান-

---

পূর্ব্ববৎ অপসারিত ভাবেই অবস্থান করে এবং সেই পূর্ব্বের সূর্য্যোদয়ই তাহার বাধক হইয়া থাকে, সেইরূপ। অতএব সেই পূর্ব্বের জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয় অন্য জ্ঞান হইতে নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল এবং ইহাতে শ্রুতিসিদ্ধ কোন বিষয় পরিত্যাগ করাও হইল না।

এক্ষণে আর এক আপত্তি এই যে—"অদ্বৈতবাদীর মতে অদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব, জগৎ প্রপঞ্চ অজ্ঞানকৃতমাত্র, শ্রুতির এইরূপ অর্থ অবধারণ করাই জ্ঞান। জ্ঞানী ব্যক্তির যদি তাহাই অবধারণ হইল তবে শরীরাদিপ্রপঞ্চের হেতুস্বরূপ মিথ্যা জ্ঞানের বাধক যথার্থ জ্ঞানসত্ত্বেও কিরূপে তাঁহার শরীরাদি প্রপঞ্চ বর্ত্তমান থাকে? শুক্তিকা জ্ঞান থাকিলে কিছু শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে না।" ইহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে। 'নিত্য আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই' 'সংসারে নানা বস্তু নাই' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যার্থ দ্বারা প্রপঞ্চজ্ঞান নষ্ট হইয়াই সন্দেহশূন্য সুনিশ্চিত অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রপঞ্চজ্ঞানের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান বাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ প্রপঞ্চজ্ঞানকে বাধিত করিয়াই অদ্বৈত—জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তবে প্রপঞ্চবাধক অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলেও কিরূপে শরীরাদি প্রপঞ্চজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে তাহা বলা যাইতেছে।

হেতুভূতে পীতাদৌ জাতে এব পীতশঙ্খজ্ঞানে নিমিত্তান্তরান্নায়ং পীত ইতি মিথ্যাজ্ঞানকারণাপগম এব যথা মন্দালোকপ্রভবস্য শুক্তিকা-রজতজ্ঞানস্য মহত্যালোকে নেদং রজতমিতিজ্ঞানং তদ্বদিহাপি পীত-শঙ্খজ্ঞানবাধকবৎ সত্যেব মিথ্যাজ্ঞানহেতুভূতে শরীরপ্রপঞ্চস্য বাধক-মদ্বৈতজ্ঞানমুৎপদ্যতে অতঃ স্বকারণাৎ বাধিতমপি প্রপঞ্চজ্ঞানং পীত-শঙ্খজ্ঞানবৎ পুনর্জ্জায়তে। ননু দেহস্যাপি প্রপঞ্চান্তর্ভূতত্বাৎ ঝটি-ত্যেব প্রবিলয়ঃ প্রসজ্যেত। ন। প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ তদনুবৃত্তিঃ কর্ম্মণঃ কুলালচক্রভ্রমিবৎ সংস্কারানুবৃত্তেরিতি সিদ্ধা জীবন্মুক্তিরিতি। কর্ম্ম-সংস্কারক্ষয়াত্তু দেহপাতে সতি সর্ব্বথৈব প্রপঞ্চবিলয়ঃ কর্ম্মান্তরাণাঞ্চ

অন্যহেতু দ্বারা তাহা আপাতত উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন শ্বেতবর্ণ শঙ্খকে যখন পীতবর্ণ বলিয়া ভ্রম জন্মে, তখন সেই ভ্রমের কারণ বর্ত্ত-মান থাকিলেও অন্য কোন কারণবশতও সময়ে সময়ে—ইহা পীত নহে—এইরূপে পীতভ্রম নিবারিত হইয়া থাকে। এই একপ্রকার; আবার মিথ্যাজ্ঞানের নাশ করিয়াও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন অল্প আলোকে শুক্তিকা থাকিলে তাহাকে রজত বলিয়া ভ্রম হয় ও অধিক আলোকে ঐ ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। প্রস্তাবিত স্থলেও শরীর-প্রপঞ্চরূপ মিথ্যাজ্ঞানের হেতু-স্বরূপ প্রারব্ধকর্ম্মের সংস্কার থাকিলেও পীতজ্ঞানের বাধকের ন্যায় শরীর-প্রপঞ্চের বাধক অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তাহা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত কারণবশত শরীরাদিপ্রপঞ্চজ্ঞান আবার উৎপন্ন হয়। যদি বল যে, দেহও ত প্রপঞ্চ সুতরাং অন্যান্য প্রপঞ্চের ন্যায় তাহারও তৎক্ষণাৎ বিনাশ হওয়া উচিত। তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহার পূর্ব্বোক্ত হেতু প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কার বর্ত্তমান থাকিতে তদ্বিষয়ক ভ্রমের বিনাশ অসম্ভব। যেমন কোন কুম্ভকার তাহার চক্রটী বহুক্ষণ ঘুরাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেও ঐ প্রারব্ধ-ঘূর্ণন-বেগটি যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ চক্রের ঘূর্ণন নিবারিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্মের সংস্কার নিবৃত্ত না হইলে দেহভ্রমও নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইল। কর্ম্মসংস্কার ক্ষয় হইলে তাঁহার

জ্ঞানেন ক্ষয়িতত্বাৎ দেহান্তরানুৎপত্তিঃ পরমমুক্তিরিতি। এবঞ্চ সতি জ্ঞানমাত্রান্মুক্তিরিতি প্রতিপাদনাদেব কর্ম্মণো মুক্তিহেতুত্বমপাস্তমিতি বেদিতব্যং। তথাহি ন তাবৎ কেবলাৎ কর্ম্মণোমুক্তিরশ্রবণাৎ নাপি তত এব জ্ঞানসহিতাচ্চ অশ্রুতেরেব। ননু তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সহভাবঃ শ্রূয়তে। সত্যং সংসারবিষয়ন্তু সহভাবশ্রবণং ন মুক্তিবিষয়ং। ননু যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি চোদনাপ্রাপ্তানাং নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণাং জ্ঞানস্য চ অর্থাৎ সমুচ্চয়-ইতি চেন্ন বিনিযোজকপ্রমাণাভাবাৎ। তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা ইত্যাদি শ্রুতির্ব্বিনিযোজিকা অস্ত্যেবেতি চেন্ন বিবিদিষা-সম্বন্ধাৎ কর্ম্মণাং জ্ঞানার্থত্বপ্রতীতের্ম্মোক্ষার্থত্বং নাবগম্যত ইতি। কিঞ্চ নহি জ্ঞানমজ্ঞাননিবৃত্তৌ উপকারকমপেক্ষতে উৎপন্নাদেব তস্মাদজ্ঞান-

---

দেহ নষ্ট হয় ও তখন তিনি পরম মুক্তি লাভ করেন। এই প্রকারে যখন কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয় ইহা সপ্রমাণ হইল, তখন কর্ম্মের মুক্তিহেতুত্ব স্পষ্টতই নিরাকৃত হইতেছে। শুদ্ধ কর্ম্ম হইতে যে মুক্তি হয় এবিষয়ে কোন শ্রুতিই নাই। যদি বল যে 'জ্ঞান এবং কর্ম্ম পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া তাহা আরম্ভ করিয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানকর্ম্মের সহভাব উক্ত হইয়াছে; তাহা সত্য, কিন্তু উহা সংসারারম্ভ বিষয়েই উক্ত হইয়াছে মোক্ষারম্ভ বিষয়ে নহে। পুনর্ব্বার যদি বল যে 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-হোম বিধেয়' এই এক শ্রুতিবিধান-দ্বারা নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়েরই সহভাব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; তাহাও নহে। কারণ কর্ম্মের মোক্ষার্থ-বিনিয়োগ বিষয়ে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। 'ব্রাহ্মণগণ বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন-দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন,' এই শ্রুতিই ইহার বিনিয়োগ-বিষয়ে প্রমাণ ইহাও বলা যায় না; যেহেতু উক্ত শ্রুতিতে যখন 'জানিতে ইচ্ছা করেন,' ইহা কথিত হইয়াছে, তখন জ্ঞান-বিষয়েই উহার বিনিয়োগ মোক্ষ বিষয়ে নহে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিম্বা জ্ঞান, অজ্ঞান নিবারণ-কার্য্যে কোন সহকারী অপেক্ষা করে না, জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই

যথানেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবির্ন
ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং ।

নিবৃত্তেরবশ্যম্ভাবাৎ তথাচ শ্রুতিঃ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমিত্যাদিকা। অপিচ যদি কর্ম্মফলং মোক্ষো ভবেৎ তর্হি অনিত্যত্বং প্রসজ্যেত ঘটাদি-বৎ স্বর্গাদিবচ্চেতি। অমুমপ্যর্থং শ্রুতিরপ্যাহ তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যাদ্যা। অগ্নিহোত্রাদিবৎ কার্য্যার্থমেবেতি সূত্রকারেণ পরম্পরয়া কর্ম্মণাং মুক্তিফলং বিহিতং প্রয়াজাদিবৎ অতো জ্ঞানার্থ-ত্বেন কর্ম্মণামুপযোগোঽস্ত্যেব জ্ঞানোৎপত্তেস্তু পুরস্তাৎ কর্ম্মণামুপ-যোগাভাবেঽপি লোকসংগ্রহার্থমনুষ্ঠানং কর্ত্তব্যমেবেতি সর্ব্বং সম-ঞ্জসং ॥ ৮ ॥

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও জগতের যাবতীয় চক্ষুকে এককালেই প্রকাশ করিয়া থাকেন, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ

তৎক্ষণাৎ অবশ্য অজ্ঞান নিবৃত্ত হইবে। শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে যথা 'আত্মাকে অবগত হইয়াই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে,' ইত্যাদি। বিশেষতঃ যদি মোক্ষ, কর্ম্মেরই ফল হয়, তাহা হইলে তাহার অনিত্যত্ব ঘটে। যাহা কর্ম-সাধ্য তাহা অনিত্য যেমন ঘটপ্রভৃতি অথবা স্বর্গ-প্রভৃতি। ইহাও শ্রুতিতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যথা 'অতএব যেমন সংসারে কর্ম্মার্জ্জিত বিষয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ' ইত্যাদি। 'অগ্নি-হোত্রাদির ন্যায় সকল কর্ম্মেরই কোন না কোন প্রয়োজন আছে' এই সূত্রদ্বারা ব্রহ্মসূত্রকারও পরম্পরা সম্বন্ধেই কর্ম্মের মুক্তিফল বিধান করিয়াছেন; যেমন প্রযাজাদি অঙ্গ পরম্পরাসম্বন্ধে অগ্নিহোত্রাদি প্রধানকর্ম্মের ফলের কারণ, সেইরূপ কর্ম্মও পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানের ফল মুক্তির কারণ। অতএব জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জ্ঞানসাধনের জন্য কর্ম্মের উপযোগিতা আছে; জ্ঞানোৎপত্তির পরে উপযোগিতা না থাকিলেও সাধারণ লোককে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানিগণের কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এইরূপে সমস্ত শ্রুতিরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হই-তেছে। ৮।

অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥

নমু কথমেক এবাত্মা অনেকাং বুদ্ধিং যুগপদধিতিষ্ঠতি নহ্যেক এবাশ্ববাহকো যুগপদনেকানশ্বানধিতিষ্ঠতি ইত্যুপলভ্যতে ক্রমেণাধিষ্ঠানন্তু যুজ্যতে তচ্চেহ নাস্তি যুগপদেব সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং স্বব্যাপারে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অনধিষ্ঠিতানাঞ্চ প্রবৃত্ত্যভাবাৎ অতো নৈক আত্মা ইত্যাহ যথেত্যাদিঃ।

যথা যেন প্রকারেণ প্রকাশ্যত্বপ্রকারেণ রবিরাদিত্য একএবানেকেষাং চক্ষুষাং প্রকাশো যুগপদনেকানি চক্ষুংষি অধিতিষ্ঠতি ন ক্রমেণ একৈকস্মৈ চক্ষুষে প্রকাশ্যং প্রকাশীকরোতি তথা তেনৈব প্রকারেণ একশ্চাসৌ প্রবোধশ্চেতি একএব প্রবোধোঽধিষ্ঠাতাঽনেকাধিয়ো বুদ্ধীর্যুগপদধিতিষ্ঠতি ন ক্রমেণ একৈকস্যৈ ধিয়ে প্রকাশ্যং প্রকাশীকরোতি যঃ সোঽহমাত্মেতিসম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

করেন না, সেইরূপ যিনি একমাত্র চেতন হইয়াও জগতের সমস্ত বুদ্ধিকে এককালেই প্রকাশ করেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা ।৯।

এক্ষণে আর এক আপত্তি এই যে, আত্মা এক হইয়া কিরূপে এককালেই অনেক বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃত্ব করিয়া থাকেন? একটি অশ্বারোহী কিছু এককালে অনেক অশ্বে আরোহণ করিতে পারে না; ইহা প্রত্যক্ষ। তবে ক্রমশ অধিষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহা নাই, কারণ ইহা দেখা যায় যে অনেক বুদ্ধি এককালেই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অধিষ্ঠাতার অধিষ্ঠান না হইলে কিছু প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং আত্মা অধিষ্ঠাতা নহেন। এজন্য বলা হইতেছে যেমন ইত্যাদি।

যে প্রকারে সূর্য্য একাকী অনেক চক্ষুর প্রকাশক হইয়া এককালেই অনেক চক্ষুর অধিষ্ঠান কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ক্রমশ প্রকাশ করিতে হয় না, সেই প্রকারে যে একমাত্র প্রবোধস্বরূপ

বিবস্বৎপ্রভাতং যথারূপমক্ষং
প্রগৃহ্লাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্।
তথা ভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥

নমু অস্তু তর্হি বিবস্বান্ বুদ্ধীনাং অধিষ্ঠাতা কিমাত্মাভ্যুপগমেন তথাচ শ্রুতিঃ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিত্যত আহ বিবস্বদিতি।

বিবস্বতাদিত্যেন প্রভাতং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ অক্ষং চক্ষুর্যথা রূপং ঘটাদি প্রগৃহ্নাতি প্রকর্ষেণ জানাতি নাভাতংন অপ্রকাশিতং অন্ধকারে ঘটাদ্যনুপলম্ভাৎ অত্র বিবস্বানপি একস্তথা তেনৈব প্রকারেণ ভাতঃ প্রকাশিতোঽধিষ্ঠিতঃ সন্নাভাসয়তি অধিতিষ্ঠতি অক্ষং চক্ষুঃ যশ্চ বিব-

---

যেমন চক্ষু সূর্য্যালোকে প্রকাশিত হইয়া দ্রব্যের রূপকে প্রকাশিত করিতে পারে, সেইরূপ সূর্য্যও যাঁহার আলোকে প্রকাশিত হইয়া চক্ষুকেও প্রকাশিত করিয়া থাকেন, আমি সেই একমাত্র নিত্যজ্ঞানময় আত্মা।১০।

অর্থাৎ চৈতন্যময় অধিষ্ঠাতা এককালেই অনেক বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন করেন, ক্রমশ একএকটী বুদ্ধির প্রকাশ্য প্রকাশ করেন না, আমি সেই আত্মা, এইরূপ অন্বয়।৯।

তবে সূর্য্যই বুদ্ধিসমূহের অধিষ্ঠাতা হউন, আর আত্মার স্বীকারের প্রয়োজন কি? শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে যথা 'যিনি (সূর্য্য) আমাদিগের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিয়া থাকেন।' এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে, বিবস্বান্ ইত্যাদি। বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যকর্ত্তৃক প্রভাত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াই চক্ষু যেমন রূপ অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে স্পষ্টরূপে জানিতে পারে, অভাত অর্থাৎ অপ্রকাশিত থাকিয়া জানিতে পারে না, যেহেতু অন্ধকারে ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধি দেখা-যায় না, সেইরূপ সূর্য্যও নিজে যাঁহাকর্ত্তৃক ভাত প্রকাশিত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হইয়া চক্ষুকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ যিনি সূর্য্যেরও

যথা সূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চলাসু
স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্যস্বরূপঃ।
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এবং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥

স্বতোঽধিষ্ঠাতা সোঽহমাত্মা স চ সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং অধিষ্ঠাতা শ্রুত্যা চ চক্ষুরধিষ্ঠাতারমভিপ্রেত্য বিবস্বতো বুদ্ধিপ্রেরকত্বমভিহিতং যস্মাদ্বিবস্বদধিষ্ঠিতং চক্ষুর্ব্বুদ্ধিমুৎপাদয়তি ॥ ১০ ॥

নমু আত্মাপি তর্হি প্রকাশান্তরেণাধিষ্ঠাতব্যঃ ন তস্য স্বপ্রকাশতা। ন। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি শ্রুত্যা তত্র দ্রষ্ট্রন্তরপ্রতিষেধাদিতি তদাহ যথেত্যাদিঃ।

যেমন সূর্য্য এক হইলেও চঞ্চল এবং স্থির-জলস্থ প্রতিবিম্বসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে অনেক বলিয়া বোধ হয় এবং তিনি বাস্তবিক তথায় মিলিত না হইলেও সংমিলিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও চঞ্চল এবং ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক বলিয়া অনুভূত হন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা।১১।

অধিষ্ঠাতা, আমি সেই আত্মা। তিনিই সকল বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা। শ্রুতিতে যে সূর্য্যের বুদ্ধি-প্রেরকতা কথিত হইয়াছে, চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃত্ব বলাই তাহার অভিপ্রায়, যেহেতু সূর্য্যাধিষ্ঠিত হইয়াই চক্ষু বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ১০ ॥

যদি বল তবে আত্মাও সেইরূপ অন্য প্রকাশক পদার্থের অধিষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত হউন, তাঁহারও স্বপ্রকাশতা হওয়া উচিত নয়, তাহা নহে। এই আত্মাহইতে অতিরিক্ত আর দ্রষ্টা নাই এই শ্রুতিতে আত্মাতিরিক্ত পদার্থের দ্রষ্টৃত্ব স্পষ্টই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই বলিতেছেন যথা ইত্যাদি।

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং
যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।

যথা যেন আদিত্য একোঽপি অপ্সু বারিষু চলাসু স্থিরাসু চ অনেকো নানা একঃ সন্ প্রতিভাসতে অনন্বগ্ বিভাব্যস্বরূপঃ অম্বু অঞ্চতি গচ্ছতি অন্বক্ ন অন্বক্ অনন্বক্ পৃথগিতি যাবৎ যথা অন্বক্ত্বেন বিভাব্যংস্বরূপং যস্য স তথোক্তঃ এবং বহুব্রীহিসমাসং কৃত্বা পশ্চান্নঞ্-সমাসঃ ততশ্চায়মর্থো ভবতি ন বারিষু রবিরনুগতো ভবতি কিং তর্হি দেদীপ্যমানো ভ্রান্ত্যা তু বারিষু দৃশ্যতইব এবমেক আত্মা চলাসু প্রতি-ম্নাসু নানাভূতাসু ধীষু বুদ্ধিষু অনেকঃ সন্ অনন্বগ্বিভাব্যস্বরূপো ন বুদ্ধী-রনুগচ্ছতি কিন্তু পৃথগেব দেদীপ্যমানো যঃ সোঽহমাত্মেত্যর্থঃ॥ ১১॥

অপিচ ঘনেত্যাদিঃ। ঘনেন মেঘেন ছন্না তিরোহিতা দৃষ্টি-র্দর্শনং যস্য স ঘনচ্ছন্নদৃষ্টিঃ পুরুষঃ ঘনেন ছন্নমাদিত্যং যথা যেন ঘনচ্ছন্নত্বপ্রকারেণ মন্যতে জানাতি নিষ্প্রভং প্রভারহিতং অপ্রকাশ-

---

দিবাভাগে আকাশে মেঘ উঠিলে তদ্দ্বারা লোকের দৃষ্টি আবৃত হয়, সূর্য্য আবৃত হন না; কিন্তু যে নিতান্ত

যেমন সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়স্থ চঞ্চল এবং স্থির জল সমূহে অনেক রূপে অনুভূত হন। অথচ সূর্য্য অনন্বগ্ বিভাব্যস্বরূপ, যাহা কাহারও পশ্চাৎ গমন করে অর্থাৎ কাহারও সহিত মিলিত হয়, তাহা অন্বক্, যাহা তাদৃশ নহে তাহা অনন্বক্ অর্থাৎ পৃথক্; যাহার স্বরূপের বিষয় চিন্তা করিলে তাহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় সূর্য্য তাদৃশ। তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য বাস্তবিক জলে মিলিত হন না, তবে যে সূর্য্যকে জলে দোদুল্যমান দেখা যায় তাহা কেবল ভ্রমমাত্র; এইরূপ আত্মাকেও বুদ্ধিতে বাস্তবিক সংমিলিত বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং তন্মধ্যে তিনি নানা ভাবে প্রতীয়মান হন। ১১।

আরও বলা হইতেছে ঘন ইত্যাদি। ঘন অর্থাৎ মেঘের দ্বারা ছন্ন অর্থাৎ তিরোহিত হইয়াছে দৃষ্টি অর্থাৎ দর্শন যাহার সেইরূপ ব্যক্তি

তথা বদ্ধবস্তাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২ ॥
সমস্তেষু বস্তুষনুস্যূতমেকং
সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি ।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১৩ ॥

স্বরূপমিতি যাবৎ সূর্য্যং হি মন্যতে ঘনচ্ছন্নদৃষ্টিত্বাৎ প্রকাশস্বরূপমপি রবিমপ্রকাশমহং পশ্যামীত্যাহ অতিমূঢ়ঃ অতিমূর্খ ইতি অতিমূঢ়ত্বাদাত্মনোদৃষ্টিবিঘাতমগণয়ন্ সূর্য্যমেবাপ্রকাশং মন্যতে। পাদপূরণে চশব্দঃ। তথা তেনৈব প্রকারেণ অবিদ্যাচ্ছন্নদৃষ্টিঃ পুরুষো বুদ্ধিমাত্মত্বেন গৃহীত্বা তদ্গতসুখাদিকমাত্মনি মন্যমানো বদ্ধ ইব ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ সোঽহমাত্মেতিসম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

সমস্তেষ্বিত্যাদিঃ। সমস্তেষু নিঃশেষেষু বস্তুষু প্রপঞ্চাত্মকেষু

অজ্ঞ, সে তখন মনে করে যে, সূর্য্যই মেঘে আবৃত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন লোকে নিজ নিজ বুদ্ধির বন্ধবশতঃ যাঁহাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা। ১২।

যে এক পদার্থ সমস্ত বস্তুতেই অনুবিদ্ধ, অথচ যাঁহাকে সমস্ত বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না; যিনি সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় শুদ্ধ স্বচ্ছস্বরূপ; আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা। ১৩।

যদি অতিশয় মূর্খ হয়, তবে সে যেমন সূর্য্যকে মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন এবং প্রভাশূন্য অর্থাৎ অপ্রকাশস্বরূপ বলিয়া মনে করে; সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্নবুদ্ধি ব্যক্তি বুদ্ধিকেই আত্মরূপে অবধারণ করিয়া, তাহার সুখদুঃখাদিকে আত্মার বলিয়া মনে করিয়া, যে আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, আমি সেই আত্মা, এইরূপ অন্বয়। ১২।

সমস্ত অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চে যে একপদার্থ সর্ব্বদা অনুবিদ্ধ

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো ॥ ১৪ ॥

ইতি হস্তামলকং সমাপ্তং ॥

সদানুস্যূতমনুগতং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমেকং ন নানা সমস্তানি বস্তুনি প্রপঞ্চাত্মকানি যৎ সদ্রূপং ন স্পৃশন্তি কুতো বিয়দ্বৎ আকাশমিব সদা শুদ্ধং নির্ম্মলং রাগাদিদোষরহিতং অচ্ছস্বরূপং অমূর্ত্তস্বরূপমিতি যাবৎ। এবমেকং পরং ব্রহ্ম যৎ সোঽহমাত্মেতি ॥ ১৩ ॥

ব্যুৎপাদিতমুপসংহরতি উপধাবিত্যাদিঃ।

উপাধৌ উপাধিভেদসম্বন্ধে সতি যথা ভেদএব ভেদতা স্বার্থেতল্

হে বিষ্ণো!

যেমন স্ফটিকাদি মণি স্বভাবত নির্ম্মল ও শুভ্রবর্ণ হইলেও সন্নিধানস্থিত অন্য কোন রঞ্জিত বস্তুর বর্ণের সংক্রমণ হওয়াতেই রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সন্নিধানস্থিত বুদ্ধির ভেদবশতই তোমার ভেদ কল্পিত হইয়াছে; অথবা যেমন জলের চাঞ্চল্যবশত চন্দ্রেরও চাঞ্চল্য প্রতীত হয়, সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্যে তোমারও চাঞ্চল্য প্রতীত হইয়া থাকে। ১৪।

ইতি হস্তামলক সম্পূর্ণ।

অর্থাৎ যিনি সদা সর্ব্বব্যাপী; অথচ সমস্ত জগৎ যে সৎস্বরূপ পদার্থকে স্পর্শ করিতে পারে না, যেহেতু যাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা শুদ্ধ নির্ম্মল রাগাদিদোষশূন্য ও স্বচ্ছস্বরূপ অর্থাৎ অমূর্ত্তস্বরূপ পদার্থ, যাহা অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, আমি সেই আত্মা, এইরূপ অন্বয়। ১৩।

এক্ষণে ব্যুৎপাদিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, উপাধি ইত্যাদি। উপাধি অর্থাৎ উপাধিভেদসম্বন্ধ থাকায় যেমন বিশুদ্ধ

স্বমণীনাং বিশুদ্ধমণীনাং স্ফটিকাদীনাং লোহিতকৃষ্ণাদিভেদেন ভেদতা ভেদস্তথা বুদ্ধিভেদেষু নানাবুদ্ধিষু তেঽপি তবাপি নানাত্বং হে বিষ্ণো পরমার্থতস্তু স ভেদো নাস্ত্যেব বুদ্ধ্যুপাধিকৃত-ভেদস্তু বিস্তৃত এবেত্যর্থঃ। যথা চন্দ্রকাণাং চন্দ্রা এব চন্দ্রকাঃ স্বার্থে কঃ জলেষু প্রতিবিম্বরূপেষু অলংদৃশ্যমানং জলস্য চঞ্চলত্বাৎ চঞ্চলত্বং তথা বুদ্ধীনাং চঞ্চলত্বাৎ তবাপি চঞ্চলত্বমৌপাধিকং ন পারমার্থিকং। ইহ বুদ্ধিভেদেষু বিষ্ণো-র্ব্যাপনশীলস্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ *

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতৌ হস্তামলকভাষ্যং সমাপ্তং।

স্ফটিকাদি মণির লোহিত-কৃষ্ণাদিরূপ ভেদ অনুভূত হয়, সেইরূপ নানা বুদ্ধির সম্বন্ধবশতঃ তোমারও নানাত্ব প্রতীত হয়। নানাত্ব পরমার্থত বিদ্যমান নহে, তবে বুদ্ধিরূপউপাধির সম্বন্ধবশত তাহা বিস্তৃতরূপেই প্রতীত হয়। যেমন জলস্থ প্রতিবিম্বে চন্দ্রের চঞ্চলত্ব দেখা যায়, সেইরূপ বুদ্ধিস্থ প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্যবশতই তোমার চাঞ্চল্য; অর্থাৎ তোমার চাঞ্চল্য পারমার্থিক নহে, তাহা ঔপাধিক মাত্র। তুমি বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপনশীল। ১৪।

ইতি ভগবৎপূজ্যপাদশঙ্করকৃত ভাষ্য সম্পূর্ণ। ওঁ হরি ওঁ।

---

* টীকার সহিত শ্লোকটীর পাঠের কিছু অনৈক্য দেখাযায়।